ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস্-সি., (এডিন), এফ. আর্. এস্. ই, এফ. এন্. এ.
ভূতপূর্ব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এস্-সি., এফ. এন্. এ., ডীন্ অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভারসিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম সম্পাদক

আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২

মূল্য — ১০০.০০ টাকা

PRINTED IN INDIA

Printed & Published by Sri Pradip Kumar Ghosh
Superintendent, Calcutta University Press
48, Hazra Road, Kolkata — 700 019

পূর্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্য। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের দেশের বনৌষধির মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবায় প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নূতন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য "ভারতীয় বনৌষধি" নামক পুস্তকটিতে (তিন খণ্ডে) সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্বভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্বভাষে আয়ুর্বেদের উপর তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বিদেশে ভারতীয় বনৌষধির সাফল্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্র কুমার সরকার এবং আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্বেদে এক শ্রেণীর আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সন্ন্যাসী বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্তীকালের আয়ুর্বেদতন্ত্রে ও সংহিতাগ্রন্থে নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতাতেও বনৌষধির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

পরবর্তীকালে চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চক্রদত্তের তুলনায় দেশবিদেশের বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চক্রদত্ত রচিত "দ্রব্যগুণ" নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধন্বন্তরি নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি নিঘণ্টুকারগণ ধারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও রসবৈদ্য সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় বনৌষধি

আয়ুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিঘণ্টুর ও আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উদয়চাঁদ দত্ত, আর. এন্. খোরি ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামান্য Watt এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে যে অপূর্ব্বগ্রন্থ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্ত্তীকালে Watt মহোদয়ের অনুকরণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উদ্যম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীকালিপদ বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে "ভারতীয় বনৌষধি" গ্রন্থে মুখ্যতঃ অনুবর্ত্তন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা, সর্ব্বভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary এর আধুনিকতম বিচার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্যভারতের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে; সেজন্য নিঘণ্টুকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিরাজ (১) আয়ুর্ব্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (২) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ও (৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার। আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের জন্য "ভারতীয় বনৌষধির" ভূমিকাসহ "আয়ুর্ব্বেদে বনৌষধি প্রসঙ্গ", নামে এই পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ত্রুটী সংশোধনের ভার আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নামকরণে ডক্টর এস্. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অসীমা— চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বনৌষধি

চতুর্থ খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল

মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ. ডি. এস-সি. (এডিন), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.

সুপারিণটেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের

অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫০

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষার যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদবেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবার ও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হয়াসিয়ামস্, লোবেলিয়া প্রভৃতির চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়াও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের দশের ও সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ব্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্টু, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Rivevs, O. Kerbosa. L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্‌-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খ্রীঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্‌ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম-ও পরিচয়, উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G.C.I. E., M.A, I. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন,—Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্যোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হয়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ

বিষ্ঠা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হারবেরিয়াম,

রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা। শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে ; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্‌গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler & Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে ; আর Engler & Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle & Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler & Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে ; অতএব আমরা এই পুস্তকে-লিখিত উদ্ভিদ্‌গুলিকে তাঁহাদের

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।
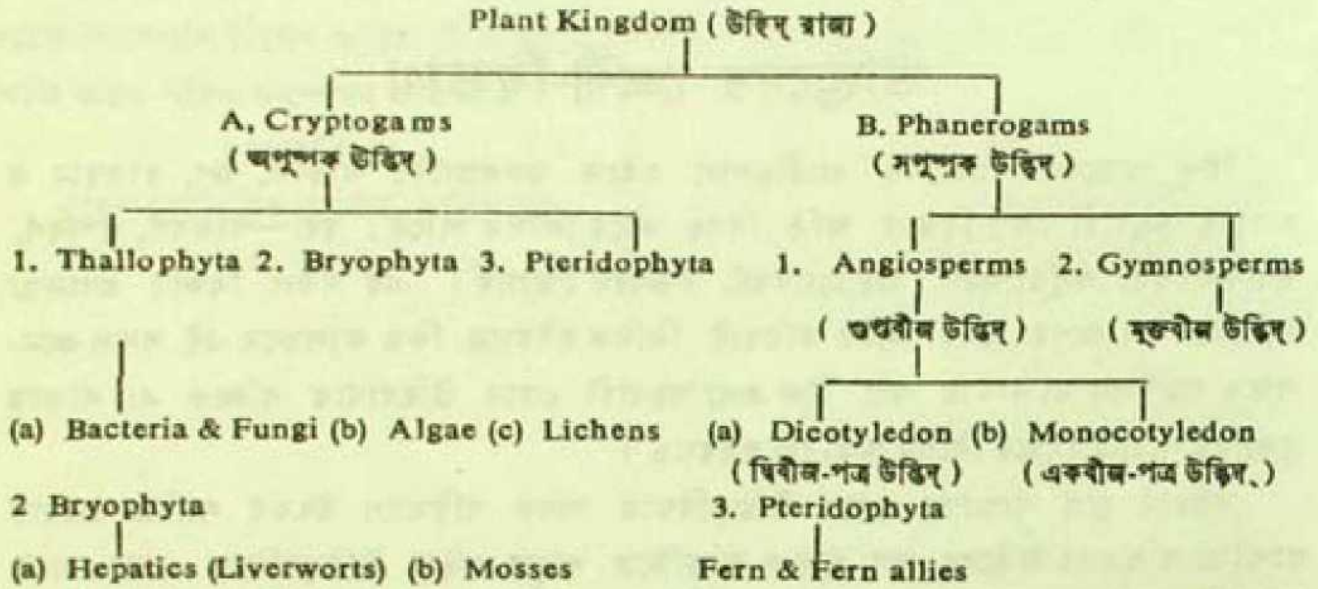
উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham & Hooker সাহেব উদ্ভিদ্-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু) Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্) এবং Mosses (মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্) প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ্) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abis, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্ বলে ; যেমন চাল্‌তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্ বলে ; যেমন সুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মুর্গা, তালমূলী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক্ বর্ণনা আছে ; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)
  Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)
    Sub-Division (*a*) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)
    (Family—Ranunculaceae—Tiliacea) ·
    Sub-Division (*b*) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)
    (Family—Linaceae—Moringaceae)
    Sub-Division (*c*) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)
    (Family—Leguminoseae—Cornaceae)
  Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)
    (Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)
  Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)
    (Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllacea)
Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত
    (Family—Gnetaceae-Cycadaceae)
Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)
  Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)
    (Family—Hydrocharideaceae—Naiadaceae)
  Division 2. Glumiferae (শীষধারী)
    (Family—Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে : যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে ; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়: তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—specie আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায় ; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature (নামকরণ) প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে ধার্য্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্বপ্রথমে অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ্ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (Agar Agar), আয়োডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় সূতার ন্যায় উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penicillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভুক্ত Polystrictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polyhorin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক্-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

LXXVIII. Verbenaceae.

Genus—Clerodendrum Linn.

457. C. infortunatum Linn. (ঘেঁটু)
C. viscosum Kent

458. C. siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)
C. indicum (Linn) Ktze.

459. C. phlomidis Linn. f. (বাতঘ্নী)

Genus—Lantana. L.

460. L. camara Linn. (গুয়ে গেঁদা)
L. camara.var. aculeata (Linn) Moldenke

Genus—Callicarpa. Linn.

461. C. arborea Roxb. (বরমালা)

462. C. lanata Linn. (মসন্দার)
C. tementosa (Linn) Murray.

Genus—Tectona Linn. f.

463. T. grandis Linn. f. (সেগুণ)

Genus—Premna Linn.

464. P. integrifolia Linn. (ভূতভৈরবী)

465. P. herbacea Roxb. (ভূঁইজাম)
P. herbacea (Roxb) Moldenke.

Genus—VITEX Linn

466. V. negundo Linn. (নিশিন্দা)

467. V. trifolia. Linn. (নীল নিশিন্দা)

Genus—Gmelina Linn.

468. G. arborea Linn. (গামার)

Genus—Avicennia Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

LXXIX. Labiatae.

Genus—Ocimum. Linn.

470. O sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

471. O. gratissimum Linn. (রামতুলসী)

472. O. basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)

Genus—Coleus. Lour.

473. C. aromaticus Benth. (পাথরচুর)
C. amboinicus Lour.

Genus—Mentha Linn.

474. M. viridis Linn. (পুদিনা)
M. spicata Linn.

475. M. piperita Linn. (পিপারমেন্ট)

Genus—Salvia Linn.

476. S. plebeia R. Br. (ভূতুলসী)

Genus—Anisomeles. R. Br.

477. A. ovata R. Br. (গোবরা)
A. indica (Linn) Ktze.

Genus—Leucas. R. Br.

478. L. linifolia spreng. (হলকসা)
Anisomeles indica (Linn.) Ktze.

479. L. cephalotes Spreng (বড় ঘলঘসা)
L. lavandu laefolia Rees.

Genus—Lallemantia Fich & Mey.

480. L. royleana Benth. (তোকমারি)

LXXX Plantaginaceae.

Genus—Plantago Linn.

481. P. ovata Forsk. (ঈসপগুল)

LXXXI. Nyctagineaee.

Genus—Boeraahvia Linn.

482. B. repens Linn. (পুনর্ণবা)
B diffusa Linn.

Genus—Pisonia Linn.

483. P. aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)

Genus—Mirabilis Linn.

484. M. jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

LXXXII. Amarantaceae.

Genus—Achyranthes Linn.

485. A. aspera Linn. (আপাঙ্)

Genus—Aerva. Forsk.

486. A. lanata Juss. (চায়া)

Genus—Alternanthera Forsk.

487. A. sessilis R. Br. (শানচি)

Genus—Celosia Linn.
488. C. argentea Linn. (শ্বেতমূর্গা)
489. C. cristata Linn. (লালমূর্গা)
Genus—Amaranthus Linn.
490. A. spinosus Linn. (কাঁটানটে)
491. A. tristis Linn. (চাঁপানটে)

LXXXIII Chenopodiaceae.

Genus—Chenopodium Linn.
492. C. album Linn. (বেতো শাক)
493. C. ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)
Genus—Spinacia Linn.
494. S. oleracea Linn. (পালংশাক)
Genus—Basella Linn.
495. B. rubra Linn. (পুঁইশাক)

LLXXIV Polygonaceae.

Genus—Rheum Wall.
496. R. emodi wall. (রেবান্দচিনি)
Genus—Rumex Linn.
497. R. maritimus Linn. (বনপালং)
498. R. vesicarius Linn. (চুকপালং)

LXXXV. Aristolochiaceae.

Genus—Aristolochia. Linn.
499. A. indica Linn. (ইশের মূল)
500. A. bracteata Retz (কিরামার)
A. practeo late Lamk.

LXXXVI. Piperaceae.

Genus—Piper Linn.
501. P. longum Linn (পিপুল)
502. P. betle Linn. (পান)
503. P. nigrum Linn. (গোলমরিচ)
504. P. cubeba Linn. (কাবাবচিনি)
505. P. Chaba Hunter (চৈ)

LXXXVII. Myristiceae.

Genus—Myristica Linn.
506. M. fragrans Houtt. (জৈত্রী, জায়ফল)

LXXXVIII. Lauraceae.

Genus—Cinnamomum Bl.
507. C. tamala Nees & Eberm. (তেজপাতা)
508. C. zeylanicum Bl. (দারুচিনি)
509. C. camphora Nees & Eberm. (কর্পূর)
Genus—Cassytha Linn.
510. C. filiformis Linn. (আকাশ বেল)
Genus—Litsea Lamk.
511. L. sebifera Pers (কুকুরচিতে)
L. glutinosa (Lour) C. B. Robinson.
512. L. polyantha Juss (বড় কুকুরচিতে)
L. monopetala (Roxb.) Pers.

LXXXIX. Thymelaeaceae.

Genus—Aquilaria Lamk.
513. A. agallocha Roxb. (অগুরু)

XC. Elaeagnaceae.

Genus—Elaeagnus Linn.
514. E. latifolia Linn. (গুয়ারা)

XCI. Loranthaceae

Genus—Loranthus Linn.
515. L. globusus Roxb. (ছোটমান্দা)
Macrosolen cochinchinensis (Lour) V.T.
516. L. longiflorus Desr. (বড়মান্দা)
Dendrophthoe falcata (Linn. f.) Etting.

XCII. Santalaceae.

Genus—Santalum Linn.
517. S. album Linn. (চন্দন)

XCIII. Euphorbiaceae.

Geuns—Acalypha Linn.
518. A indica Linn. (মুক্তঝুরি)
Genus—Aleurites Linn.
519 A. moluccana Willd. (আখরোট)
520. A. fordii Hemsl (টাঙ্গআইল বা টাঙ্গতৈল)
Genus—Baliospermum Blume.
B. montanum (Willd) Muell Arg.
521. B. axillare Blume (হাকুন)
Genus—Croton Linn.
522. C. tiglium Linn. (জয়পাল)
Genus—Chrozophora. Neck.
523. C. plicata A. Juss (খুদিরকড়া)
C. prostrata Dalz.
C. rottieri A. Juss. ex-Spreng
Genus—Euphorbia Linn.
524. E. antiquorum Linn. (বাজবারণ)
525. E. neriifolia Linn. (মনসাসিজ)
526. E. tirucalli Linn. (জটাদলা)
527. E. pilulifera Linn. (বড় কেরুই)
E. hirta Linn.

528. E. microphylla Heyne. (ছোটকেরুই)
E. bombaiensis Sant.
529. E. thymifolia Linn. (শ্বেতকেরুই)

Genus—Jatropha Linn.
530. J curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)
531. J. gossypifolia Linn. (লালভেরেণ্ডা)

Genus—Ricinus Linn.
532. R. communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

Genus—Putranjiva Wall.
533. P. roxburghii Wall (পুত্রঞ্জীব)

Genus—Tragia Linn.
534. T. involucrata Linn. (বিছুটী)

Genus—Cleistanthus
535. C. collinus (Roxb) Benth. & Hook. f. (গাবরি)

Genus—Mallotus Lour.
536. M. philippinensis Muell-Arg (কমলাগুঁড়ি)

Genus—Phyllanthus Linn.
537. P. distichus Muell. (নোয়াড়)
Cicca acida (Linn) Merr.
538. P. emblica Linn. (আমলকী)
Emblica officinalis Gaertn.
539. P. niruri Linn. (ভূঁইআমলা)
P. frattrnus Webster
540. P. urinaria Linn. (তাজরমণি)
541. P. reticulatus Poir. (পানশিউলি)

Genus—Trewia Linn.
542. T. nudiflora Linn. (পিটুলি)

Genus—Sapium
543. S. sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

XCIV. Urticaceae.

Genus—Artocarpus Forst.
544. A. intigrifolia Linn. (কাঁঠাল)
A. heterophyllus Lamk.
545. A. lakoocha Roxb. (ডেলো)

Genus—Cannabis Tourn.
546. C. sativa Linn. (গাঁজা)

Genus—Ficus Linn.
547. F. bengalensis Linn. (বটগাছ)
548. F. religiosa Linn. (অশ্বথ)
549. F. rumphii Blume. (গয়াঅশ্বথ)
550. F. glomerata Roxb. (যজ্ঞডুমুর)
551. F. hispida Linn. (কাকডুমুর)
552. F. heterophylla Linn. f. (ঘটী শেওড়া)
553. F. cunia Ham. ex-Roxb. (জয়া ডুমুর)
554. F. infectoria Roxb. (পাকুড়)
F. lacor Buch.-Ham.

Genus—Morus Linn.
555. M. indica Linn. (তুঁত)
M. acedosa Griff.

Genus—Streblus Lour.
556. S. asper Lour. (শেওড়া)

XCV. Juglandaceae.

Genus—Juglans Linn.
557. J. regia Linn. (আখরোট)

XCVI. Myricaceae.

Genus—Myrica Linn.
558. M. nagi Thunb. (কটফল)

XCVII. Casuarineae.

Genus—Casuarina. Forst.
559. C. equisetifolia Linn. (বিলাতী ঝাউ)

XCVIII. Cupuliferae.

Genus—Betula Tourn.
560. B. utilis D. Don. (ভূর্জপত্র)

Genus—Quercus Linn.
561. Q. infectoria Oliv. (মাজুফল)

XCIX. Salicineae.

Genus—Salix Linn.
562. S. tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

C. Coniferae.

Genus—Pinus Linn.

563. P. longifolia Roxb. (গন্ধবিরেজা!)

Genus—Abies Juss.

564. A. webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

Genus—Cedrus Loud.

565. C. libani Barrl. (দেবদারু)
C. deoda'a (Roxb) Loud.

CI. Orchidaceae.

Genus—Dendrobium Sw.

566. D. macraei Lindl. (জীবন্তী)

Genus—Vanda Br.

567. V. roxburghii R. Br. (রাস্না)
V. tessellata Hook. ex-G. Don.

Genus—Saccolabium Bl.

568. S. papillosum Lindl. (রাস্না)
Acampe papillasa (Roxb) Lindl.

Genus—Eulophia Br.

569. E. campestris Wall. (সালেমমিশ্রি)

CII. Scitaminaceae.

Genns—Alpinia Linn.

570. A. galanga Willd. (কুলঞ্জন)

Genus—Kaempferia Linn.

571. K. angustifolia Rosc. (মধুনির্বিষা)

572. K. rotunda Linn. (ভুঁই চাঁপা)

573. K. galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)

Genus—Hedychium Koenig.

574. H. spicatum Ham. ex-Smith. (কর্পূর—কচুরি)

Genus—Curcuma Linn.

575. C. amada Roxb. (আমাদা)

576. C. aromatica Salisb. (বন-হলুদ)

577. C longa Linn. (হরিদ্রা)

578. C. zedoaria Rosc. (শঠী)

579. C. angustifolia Roxb (এরারুট)

580. C. caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)

Genus—Zingiber. Adans,

581. Z. officinale Rosc. (আদা)

582. Z. zerumbet Rose. ex-Smith. (মহাবরী বচ)

583. Z cassumunar Roxb. (বনআদা)

Genus—Costus Linn,

584. C. speciosus (Koen) Smith. (কেউ)

Genus—Amomum. Linn.

585. A. subulatum Roxb. (বড় এলাচ)

586. A. aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)

Genus—Elettaria Maton.

587. E. cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)

Genus—Canna Linn.

588. C. indica Linn. (সর্বজয়া)

Genus—Musa Linn.

589. M. sapientum Linn. (কদলী)
M. paradisiaca Linn. var. Sapientum Kuntze.

CIII. Haemodoraceae.

Genus—Sansevieria Thunbg.

590. S. roxburghiana Schult. (মূর্বা)

CIV. Bromeliaceae.

Genus—Ananas Adans.

591. A. sativus Schult. (আনারস)
A. comosus Merr.

CV. Irideae.

Genus—Crocus Linn.

592. C. sativus Linn. (জাফরাণ)

Genus—Belamcanda Adants.

593. B. chinensis DC. (দশবাই চণ্ডী)

Genus—Iris Linn.

594. I. nepalensis D. Don. (কুড়জাতীয়)

CVI. Amaryllidaceae.

Genus—Curculigo Gaertn.

595. C. orchioides Gaertn. (তালমূলী)

Genus—Agave Linn.

599 A. cantala Roxb. (মূর্বা)

LXXVIII. VERBENACEAE.

Genus—CLERODENDRUM Linn.

457. C. infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)

C. Viscosum Vent.

ভাষানুসারী নাম :—ঘন্টাকর্ণ, ভাঁটক—সংস্কৃত ; ঘেঁটু, ভাঁট—বাংলা ; ভাঁট—হিন্দি, ভাট—বোম্বে ; পেরুগিলাই—তামিল ; গুরাপুকটিয়াকু—তেলেগু ; পেরুকু—মালয় ; আরবারি—সাওতাল।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, হাওড়া বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪ ফুট উচ্চ ; কখন কখন অধিক উচ্চ হয়। গাছগুলি পীতবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও বহু শাখা বিশিষ্ট, উপরের পত্র লালবর্ণ ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি ও কর্ত্তিত। অন্তঃস্তবক কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। Lindl, Bot, t, Reg, 19. A যে চিত্র আছে উহার ফুলের রং অতিশয় লালবর্ণ ; সচরাচর যে সকল ঘেঁটুগাছ বাগানে দেখা যায়, উহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ লালবর্ণ (U. N. Kanjilal)। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র ক্রিমিনাশক এবং মূল ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও ঘন ঘন ভুক্তদ্রব্যের ভেদ আরাম হয়।

Dr. Bhonanath Basu বলেন, ইহা চিরেতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm, Ind.)। পাতার পিষ্ট রস ধারক, ক্রিমিনাশক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার রস মলদ্বার দিয়া পিচকারী দিলে ছোট ছোট ক্রিমি নাশ হয় (Thornton)। Dr. U. C. Dutt ইহার সংস্কৃত নাম ভাণ্ডিরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাজনিঘণ্টু পুস্তকে এই নাম দেখা যায় না।

টাটকা ঘেঁটুপাতার রস বলকারক ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক (K. L Dey)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা ও মূল :—টিউমার এবং কয়েকপ্রকার চর্মরোগে বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়।

পাতা :—চিরেতার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং জ্বরের উত্তাপনাশক।

পাতার টাট্কা রস :—ক্রিমিনাশক, ম্যালেরিয়া রোগে বিশেষতঃ বালকদিগের ম্যালেরিয়ায় উপকারক এবং রসায়ন।

পাতা ও ফুল :—কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

অঙ্কুর :—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Rheede. Hort. Mal., ii, t. 25 ; Bot. Mag., t. 1805 ; Lamk., III, t. 544.

Ref.—F. B. I., iv, 594 ; Roxb., F. I., iii, 59 ; B. P., ii, 835 ; Prain, H.H., 261.

457. Clerodendrum infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)

458. C. siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)

C. indicum (Linn) ktze.

ভাষানুসারীনাম :—ভার্গী, বাতারি, কাসজিৎ—সংস্কৃত ; বামুনহাটী, ব্রহ্মযষ্টি—বাংলা ; বাম্‌নী, বর্ভনেটী—হিন্দি ; ভারঙ্গী—মহারাষ্ট্র ; ভারঙ্গী—গুজরাট ; বিরুর্দৈমু—কর্ণাট ; গন্টুবারঙ্গি—তেলেগু ; চুয়া—নেপাল ; সিম্বিয়েক্রু—সিংফুম।

ভার্গী (ভার্গী) গর্দভিশাকশ্চ ফঞ্জী চাঙ্গারবল্লরী।
বর্ধা ব্রাহ্মণযষ্টিশ্চ বর্বরো ভৃঙ্গজা চ সা ॥
পদ্মা যষ্টিশ্চ ভারঙ্গী বাতারিঃ কাসজিৎপরম্।
সুরূপা ভ্রমরেষ্টা চ শকমাতা চ ষোড়শ ॥
ভার্গী তু কটুতিক্তোষ্ণা কাসশ্বাসবিনাশনী।
শোফব্রণক্রিমিঘ্নী চ দাহজ্বরনিবারণী ॥

রাজনিঘণ্টু:। পিপ্পল্যাদিবর্গ:।

নামপর্য্যায় :—ভাঙ্গ্রা (ভার্গী), গর্দভিশাক, ফঞ্জী, অঙ্গারবল্লরী, বর্বা, ব্রাহ্মণযষ্টি, বর্বর, ভৃঙ্গজা, পদ্মা, যষ্টি, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা, ব্রহ্মদণ্ডী, শকমাতা—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ভার্গী—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কাস ও শ্বাস নাশক, শোথ, ব্রণ, ও ক্রিমি নাশক, দাহ ও জ্বর নাশক।

জন্মস্থান :—কুমায়ুন, দক্ষিণভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বর্ণনা : সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৪-৮ ফুট লম্বা। ইহার কাণ্ডের অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা, পত্র কাণ্ডের অগ্রভাগে চতুর্দ্দিকে ৩-৫টি জন্মে। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু ম্লান হইলে পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ড ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ। অন্তঃস্তবক লোমযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ। ফলে শাঁস আছে, গোলাকার, ৫ ভাগে বিভক্ত : প্রত্যেক ভাগে মটরের ন্যায় বীজ থাকে। বর্ষার সময়ে ফুল হয় এবং বর্ষার পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও পত্র। মাত্রা, চূর্ণ—১-৪ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে ভার্গীর ব্যবহার।

চরক :—(১) **শ্বাসে** ভার্গীমূল—শ্বাসরোগী ভার্গীমূলত্বক ও শুঠের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে (চিঃ ২১ অঃ)। শ্বাস রোগী মধু ও গব্যঘৃত সহ ভার্গীমূল ত্বকচূর্ণ সেবন করিবে (সুশ্রুত উঃ ৫১ অঃ)। (২) **কাসে** ভার্গীমূলত্বক্—কাসরোগী ভার্গীমূলত্বক এব শুঁঠ-চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে (চিঃ ২২ অঃ)

সুশ্রুত :—**অপস্মারে** ভার্গীমূলত্বক্—ক্ষীরপরিভাষানুসারে ভার্গীমূলত্বকের কাথ করিয়া, এই কাথে শালিতণ্ডুলের পায়স পাক করিবে। একটি বরাহকে তিনদিন উপবাস করাইয়া এই পায়স ভোজন করাইবে। ভোজনান্তে বরাহের শরীরে লালস্রাবাদি বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বাস্ত পায়সায় গ্রহণ করিবে। এই অন্ন ৩ ভাগ, সুরাবীজ ১ ভাগ, সুশীতল চতুর্দ্দশগুণ ভার্গীকাথ সহ মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধ কুম্ভে স্থাপন করিবে। অনন্তর জাতগন্ধ জাতরস এই সুরা অপস্মার রোগীকে সেবন করাইবে (উঃ ৬১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—**গণ্ডমালায়** ভার্গীমূলত্বক্—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ গণ্ডমালার পক্ষে হিতকর (গণ্ডমালা—চিঃ)

বঙ্গসেন :—(১) বাতকাসে ভার্গীঘৃত—দ্বিগুণ ভার্গীমূল স্বরস এবং ভার্গীকল্ক সহ যথা বিধি পক্ক গব্যঘৃত বাতকাসহর (কাস—চিঃ)। (২) কুরণ্ডে ভার্গীমূল—যবক্বাথে পিষ্ট ভার্গীমূল ত্বকের প্রলেপ অবশ্য কুরণ্ড নাশ করে (কুরণ্ড-চিঃ) (৩) ব্রধ্নে ভার্গীমূল—ভার্গীর সূক্ষ্মমূল ও শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া কিম্বা কেবল ভার্গীমূল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া সেবন করিলে "কুঁচ্‌কি" ফুলা আরাম হয় (ব্রধ্ন-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল হাঁপানি, সর্দ্দি ও গাল গলা ফুলায় হিতকর (Watt)। কাষ্ঠ ঈষৎ তিক্ত ও ধারক। বামুনহাটীর পত্র ও শাখার নরম অগ্রভাগের রস দিয়া যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা নারাঙ্গী প্রভৃতি "চর্ম্মরোগ" আরাম করে। ইহার কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া সূতায় মালার ন্যায় গাঁথিয়া ছেলেদের গলায় পরাইয়া দিলে ডাইনী খাইতে পারে না, এবং ইহা কোমরে বাঁধা থাকিলে ভূত প্রেত ধরিতে পারে না বলিয়া এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস আছে (Dr. Thornton)। ইহার শিকড় আদার সহিত পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। বামুনহাটী বক্ষঃ প্রদাহের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

> হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
> নাগরং বা সিতা ভার্গী সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্‌॥ চক্রদত্তঃ।

ভার্গীর শিকড়ের ক্বাথ, দশমূল, হরীতকী, মাতগুড় এবং তেজপাতা, এলাচ, ও দারুচিনি দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত হাঁপানি নিবারক।

> অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
> শীতপিত্তোদর্দ্দকোটান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ। চক্রদত্ত :।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—শ্বাস, কাস এবং গলগণ্ডে উপকারী।

আঁঠা :—উপদংশ জনিত বাতে উপকারী।

মন্তব্য :—ভার্গী সম্বন্ধে সর্বভারতীয় সন্দিগ্ধভেষজকমিটি স্থির করিয়াছেন যে, clerodendrum serratum—এই প্রজাতিটি ভার্গী। যেটি হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে ভরাঙ্গী নামে পরিচিত।

Fig.—Burm., Fl. Ind. 136, t. 43 Figs. 1 & 2; Wight, iii., t. 173; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 747.

Ref.—F.B.I., iv. 595; Roxb., F.I., iii. 67; B.P., ii. 836; Watt II, Pt. II, 375; Prain, H.H., 261.

458. Clerodindrum siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)

45০. C. phlomidis Linn (বাতঘ্নী)

ভাষানুসারী নাম :—বাতঘ্নী—সংস্কৃত ; বাতঘ্নী—বাংলা ; অরণী—হিন্দী ; অহিরন্—বোম্বে ; তালুডালাই, বাতমাকদকী—তামিল ; তাক্কোলামু, তেলেকীতিলক—তেলেগু ; তিরুতালি —মালয়।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বিহার।

বর্ণনা :—৩০ ফুট উচ্চ গাছ, কোমল, লোমযুক্ত। পত্র ছোট ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, প্রান্তদেশ কর্ত্তিত। ফুলের বহির্বাস ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি ; ফুল শ্বেতবর্ণ অথবা গাঢ় লালবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। ফল শাঁসযুক্ত, শুষ্ক, ¼-½ ইঞ্চি লম্বা। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, পাতলা, মসৃণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূল তিক্ত ও বলকারক। হাম ও তড়কায় ইহা বেশ ফলপ্রদ (S. Arjun)।

পাতার রস উপদংশ নাশক (Anislie)। ইহা শোথ নিবারক এবং গো-মহিষাদির কৃমিরোগে ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—তিক্ত, রসায়ন, হাম ও তড়কায় বিশেষ উপকারী।

পাতার রস :—অবহেলিত উপদংশে উপকারী।

Fig.—Wight. Ic t. 1473 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 744 ; Wight, Ic., Pl. Ind. Or., iv, t. 1473 ; Dalz & Gibs., Bomb. Fl., t., 200.

Ref.—F. B. I., iv, 590 ; Roxb., F. I., iii, 57 ; B. P., ii, 835 ; Brandis, For. Fl., 363 ; Talbot, For. Fl. Bomb., ii, 358.
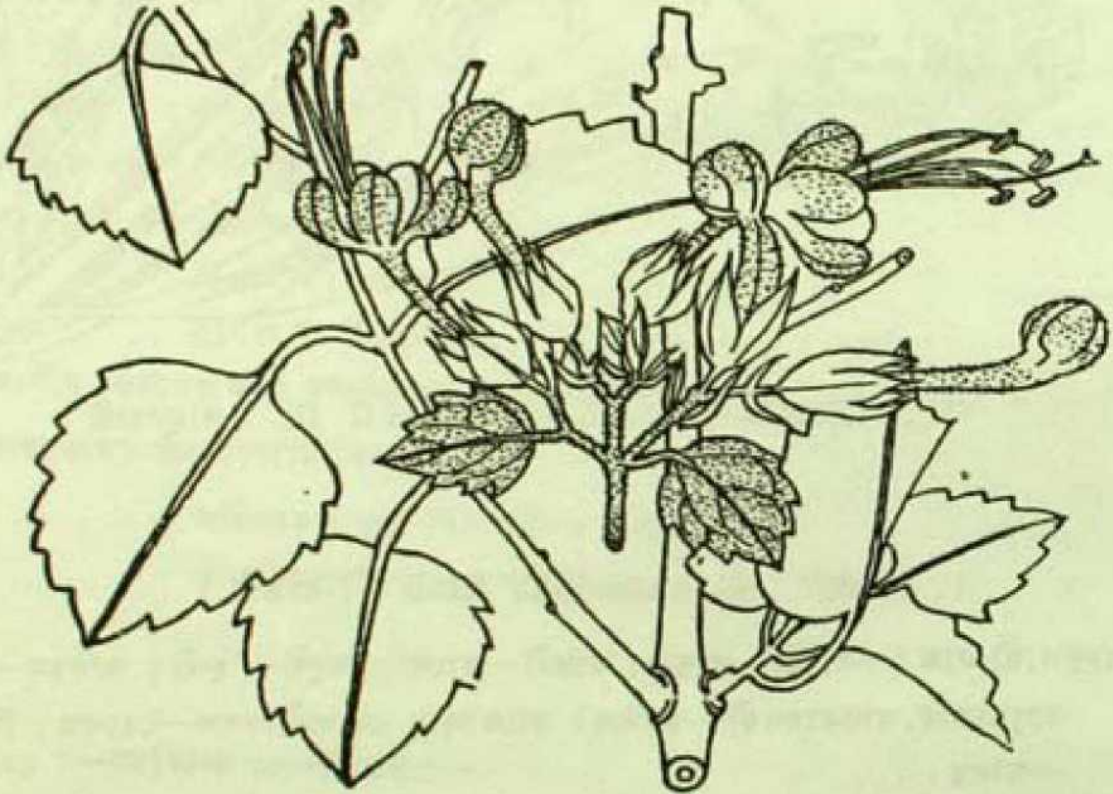
459. Clerodendrum phlomidis Linn. (বাতগ্নী)

Genus—LANTANA. L.

460. L. camara L. (গুয়ে গেঁদা)

L. camara, var. aculeata (Linn) Moldenke

ভাষানুসারী নাম :– গুয়ে গেঁদা—বাংলা ; ঘনেরি—বোম্বে ; হেমিকা—কাণপুর , পুলিকাম্পা —তেলেগু ; আরিপ্পু—মালয়।

জন্মস্থান :—ইহা আমেরিকা দেশীয় গাছ ; মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা জেলায় বেড়া ও জঙ্গলের ধারে প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—ঘনসন্নিবদ্ধ শক্ত ডাঁটা বিশিষ্ট গুল্ম, শাখার একদিকে বক্র কাঁটা আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল ছোট, গাছের অগ্রভাগে থাকে, দেখিতে সুন্দর, লাল ও লেবু রং বিশিষ্ট। বহির্বাস ছোট, পুষ্পনল নরম, পাপড়ি বিস্তৃত। টাট্‌কা বীজে Albumin নাই। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—মেক্সিকো দেশে ইহার পত্র যবের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রসব হইবার সময় প্রয়োগ করে। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহা অজীর্ণে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—গায়না এবং লা-রি-ইউনিয়ন দেশে ইহা ঘর্মকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। উদরাধ্মান নাশক এবং বিষদোষ নাশক বলিয়া বিবেচিত হয়।

গাছের কন্ড :—ধনুষ্টঙ্কার, বাত, এবং ম্যালেরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা রসায়ন। পশুদিগের পেটের রোগে উপকারী।

Fig.—Lamarck, III., iii, t. 540, Fig. I (1797); Boiss. Atlas. Pl. Jard., t. 226 (1896).

Ref.—F. B. I., iv, 562 ; B. P., ii, 825 ; Voigt, H. S., 472 ; Prain, H. H., 259.

460. Lantana camara L. (গুয়েগেঁদা)

Genus—CALLICARPA. Linn.

461. C. arborea Roxb. (বরমাল্লা)

ভাষানুসারী নাম :—বরমালা, বরমালা, কোজো—বাংলা; খোজা—আসাম; ঘিওয়ালা—কুমায়ুন; দমকটকৈ—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরবঙ্গ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ, পুষ্পগুচ্ছ পত্রের নীচে ঢাকা থাকে। ছাল ঈষৎ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, কাষ্ঠ খুব শক্ত নহে। পত্র ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া। শাখা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৮-১২টা হয়। পুষ্পদণ্ডে ৩-৪টি শাখা হয়। ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে বেগুনে ও সৌগন্ধময়। ফলের ব্যাস $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি, বেগুনে রং বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়। কখনও কখনও অন্য সময়ে ফুল ও ফল দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত। ইহার কাথ পাঁচড়া নিবারক। ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা নিবারক (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল :—সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত, বলকারক, উদরাধ্মান নাশক।

ছালের কল্ক :—চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 732A.
Ref.—F. B. I., iv, 567 ; Roxb., F. I., i. 390 ; B. P., ii., 827.
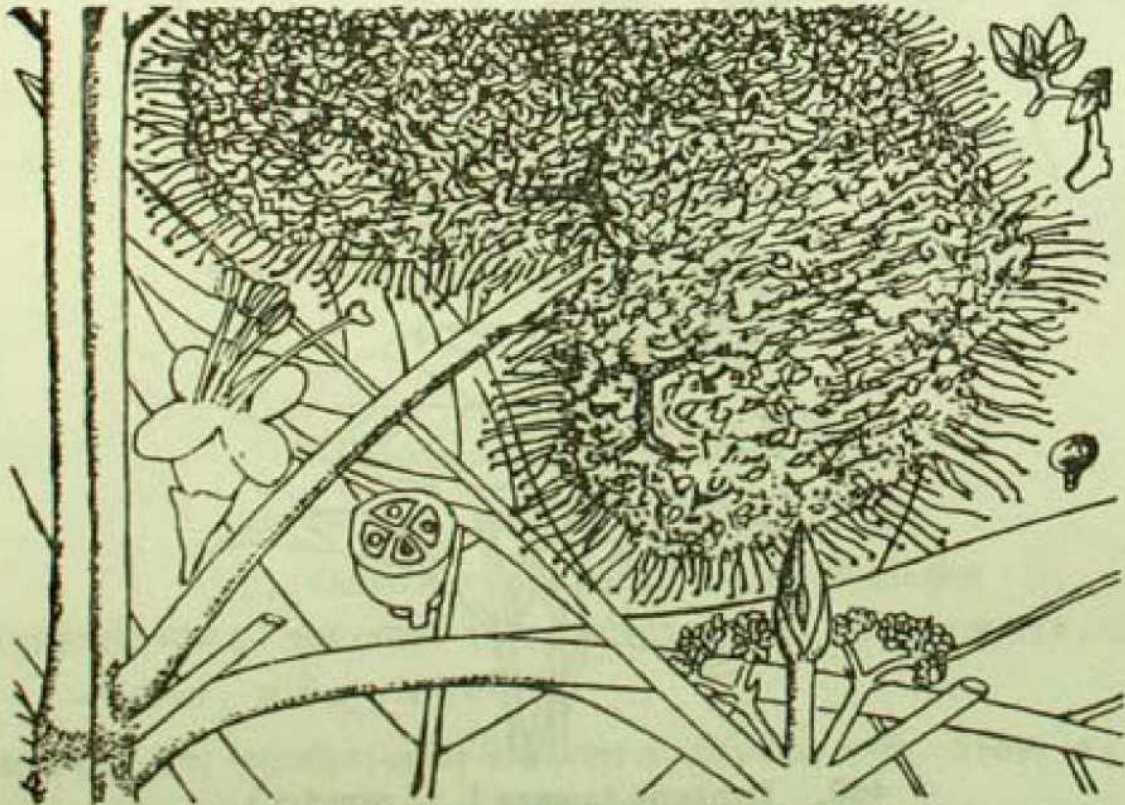
461. Callicarpa arborea Roxb. (বরমালা)

462. C. lanata Linn. (মসন্দার)

C. tamentosa (Linn) Murray.

ভাষানুসারী নাম :—মসন্দারী, মসন্দার—বাংলা ; বম্রা—হিন্দি ; আইসার—বোম্বে ; ভেট্টিপাইপাট্টাই—তামিল ; নাল্লা পোম্পিল—মালয়।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্য, উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, শাখা মোটা ও গোলাকার। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমাবৃত, বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ সরু। উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, নিম্নদিক শ্বেত অথবা পীতবর্ণ, লোমাবৃত। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি, গোলাকার, শক্ত লোমাবৃত। ফুল ফিকে লালবর্ণ, ফুলের বোঁটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পনল ½ ইঞ্চি লম্বা, বক্র। ফল ½ ইঞ্চি, গোলাকার, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে এই গাছের উল্লেখ দেখা যায় না। Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধৌত করিলে মুখের ঘা আরাম হয়। ইহার ছালের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরের উত্তাপ, পিত্তজনিত উদ্বেগ এবং পিত্তপ্রকোপ নিবারিত হয়। Dr. Ainslie বলেন যে মালয় দেশীয় লোকেরা ইহাকে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহার শিকড়, পত্র ও ত্বক্ সিংহলের লোকেরা চর্মরোগে ব্যবহার করে (Trimen)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল ও মূলের কষ্ক :—জ্বর, যকৃতের প্রদাহ এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

মূল :—চর্মরোগের প্রদাহে উপকারী।

পাতা :—দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া মুখের ঘায়ে মুখধৌত রূপে ব্যবহারে উপকার হয়।

Fig.—Wight, Ill., t. 173 b., Fig. 5 ; Ic., t. 1480.

Ref.—F. B., I. iv, 567 ; Brandis, For. Fl., 368.
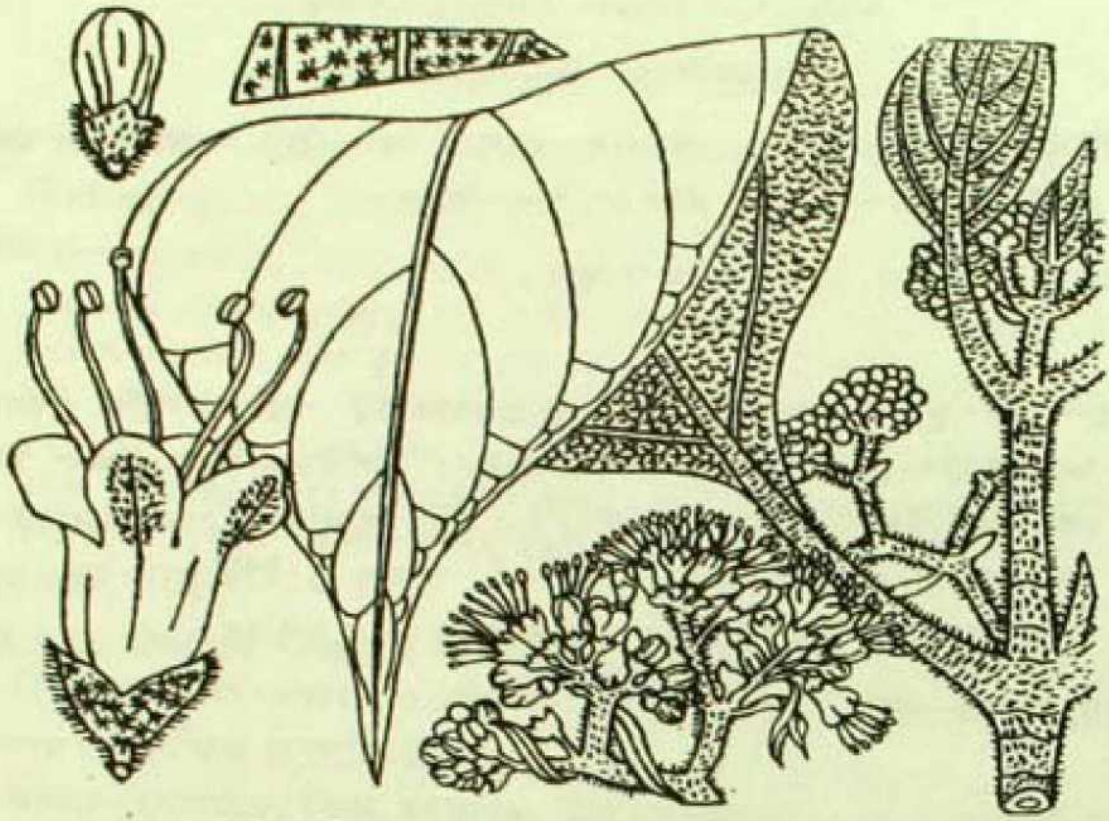
462. Callicarpa lanata Linn. (মসন্দার)

Genus :—TECTONA Linn. f.

463. T. grandis Linn. f. (সেগুন)

ভাষানুসারী নাম :—শাক, খরপত্র—সংস্কৃত ; সেগুন– বাংলা ; শগুন—হিন্দি ; খরপত্র—বোম্বে ; সোয়ে—মহারাষ্ট্র ; সেগু—কর্ণাট ; টেগা—কাণপুর ; চিংজাও—আসাম ; সিগুরু—উৎকল ; টেক্—তামিল ; টেকুচেট্টু, পেড্ডাটেকু—তেলেগু ; টেকা—মালয়।

শাকঃ ক্রকচপত্রঃ স্যাৎ খরপত্রোঽতিপত্রকঃ।
মহীসহঃ শ্রেষ্ঠকাষ্ঠঃ স্থিরসারো গৃহদ্রুমঃ॥
শাকস্য সারকং প্রোক্তং পিত্তদাহশ্রমাপহম্।
কফঘ্নং মধুরং রুচ্যং কষায়ং শাকবল্কলম্।

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শাক, ক্রকচপত্র, খরপত্র, অতিপত্রক, মহীসহ, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, স্থিরসার এবং গৃহদ্রুম—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শাক—মলনিঃসারক, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। শাকছাল—কফনাশক, মধুররস, রুচিকারক, বিপাকে কষায় রস।

জন্মস্থান :—মধ্যভারত, দক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক্‌গার্ডেন, শিবপুরে বহু গাছ আছে।

বর্ণনা :—বড়গাছ, ৮০-১৫০ ফুট উচ্চ হয়। বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়, ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে বদ্ধ। অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ কর্কশ, নিম্নভাগ ধূসরবর্ণ অথবা পীতাভ লোমাবৃত। প্রধান শিরা ৮-১০ জোড়া। ফুল ছোট অনেক হয়। পুষ্পদণ্ডে বহু শাখা হয়, উহা ১-৩ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্যাস ⅙ ইঞ্চি। বৃন্ত লোমযুক্ত, পাপ্‌ড়ি ⅛ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক শ্বেতবর্ণ লোমযুক্ত, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের ব্যাস ⅔ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের আচ্ছাদন নরম লোমাবৃত। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কাষ্ঠ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সেগুণকাঠের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় ও আঘাত জনিত ফুলায় প্রলেপ দিলে উহার রক্ত সরাইয়া দেয়। ইহা সেবন করিলে অম্লরোগে পেটজ্বালা নিবারণ করে। ইহা ক্রিমিনাশক। সেগুন বীজের তৈল মাথায় মাখিলে কেশ বর্দ্ধিত হয় এবং গায়ে মাখিলে চুলকানি আরাম হয়। কাঠের ছাই চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া দেয়। সেগুণ ফুল মূত্রকর; Dr. Gibson বলেন, ইহার বীজেরও এইগুণ আছে (Dymock, iii, 61)।

বর্মাদেশে ইহার কাষ্ঠ হইতে নিষ্কাশিত তৈল বার্ণিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। কচন দেশে ইহার Tar ধারে ব্যবহৃত হয় (Jour. Asiat. Soc. Bengal, i, 170)। Dr. Rheede বলেন, ইহার কচিপাতা হইতে বেগুনে রঙ প্রস্তুত হয়। সেগুণের Tar কোন কাঠে বা কোন দ্রব্যে লাগাইলে উহাতে 'উই' ধরেনা (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাষ্ঠ :—গুঁড়া করিয়া মাথায় প্রলেপে মাথার তীব্র যন্ত্রণায় আরাম হয় এবং আঘাত জনিত ফুলায় উপকারী। অগ্নিমান্দ্যে আভ্যন্তরিণ্ প্রয়োগে উপকারী। পেটের জ্বালায় উপকারী এবং ক্রিমিনাশক।

কাষ্ঠের ছাই :—চোখের পাতার ফুলায় উপকারী।

ছাল :—সঙ্কোচক।

বীজের তৈল :—মাথায় মাখিলে চুল বর্দ্ধিত হয়। চুলকানিতে উপকারী।

Fig :—Roxb., Cor., Pl., i. 10, t, 6 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 27 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 260 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 735.

Ref :—F. B. I., iv, 570 ; Roxb., Fl. I., i, 600 ; B. P., ii. 929 ; Prain, H. H., 260.
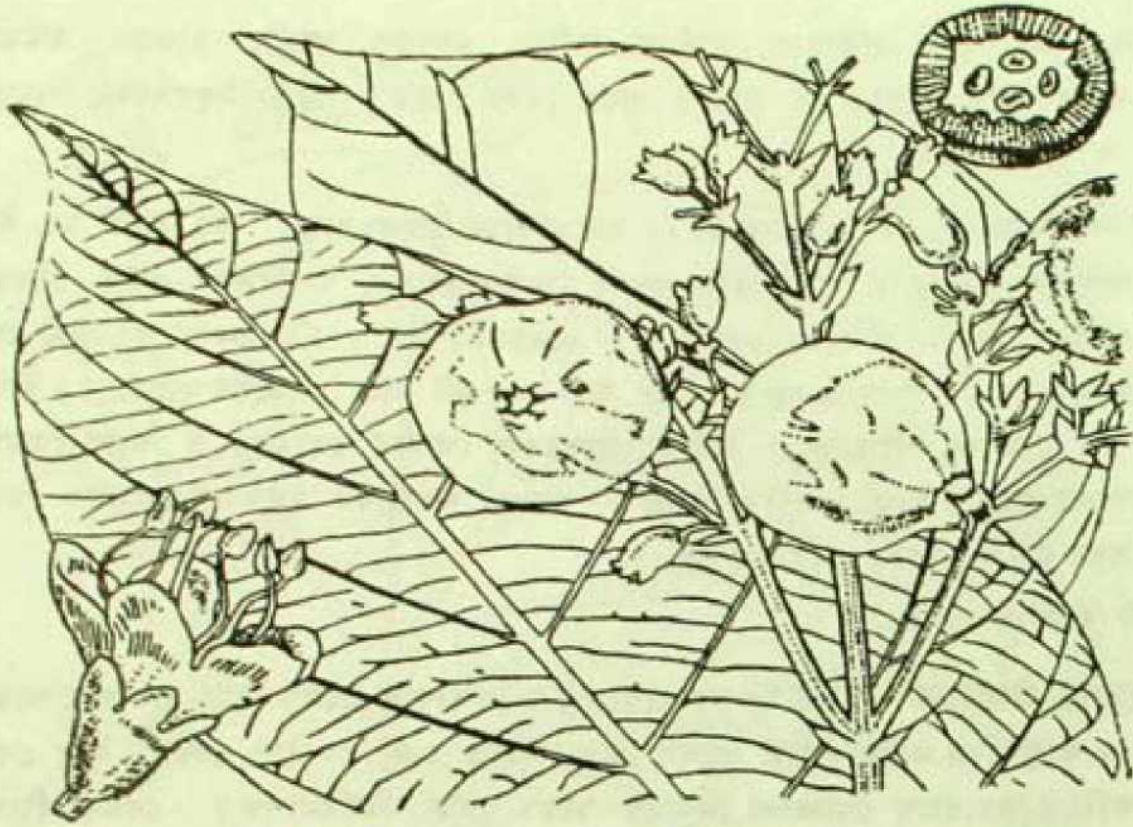
463. Tectona grandis Linn. (সেগুণ)

Genus—PREMNA Linn.

464. P. integrifolia Linn. (ভূতভৈরবী)

ভাষানুসারী নাম :—গণিকারিকা, অগ্নিমন্থ—সংস্কৃত ; ভূতভৈরবী, গণিয়ারী, আন্‌গাস্ত—বাংলা ; অরণী, গণিয়ারী—হিন্দি ; থোকঐরণ, নরুবল—মহারাষ্ট্র , অরনী—গুজরাট ; নরুবন—কর্ণাট ; অগ্নিরথ—উৎকল ; গণিয়রী—আসাম ; সিহিন্‌বিদি—সিংভূম ; মুন্নি—তামিল ; চিরিনেল্লুচেট্টু, যেবু-নেল্লী, নেলিচেট্টু—তেলেগু।

> অগ্নিমন্থোঽগ্নিমথনঃ তর্কারী বৈজয়ন্তিকা।
> বহ্নিমন্থোঽরণী কেতুঃ শ্রীপর্ণী কর্ণিকা জয়া।
> নাদেয়ী বিজয়াঽনন্তা নদী যাবৎ ত্রয়োদশ ॥
> তর্কারী কটুরুক্ষা চ তিক্তাঽনিলকফাপহা।
> শোফশ্লেষ্মাগ্নিমান্দ্যার্শো বিড্‌বন্ধাধ্মাননাশনী ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অগ্নিমন্থ, অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, বহ্নিমন্থ, অরণী, কেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, জয়া, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা নদী—এই তেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অগ্নিমন্থ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, বায়ু ও কফনাশক। শোথ, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, বিবদ্ধ ও আধ্মান (পেটফাঁপা) নাশক।

জন্মস্থান :—সুন্দর বন ; ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান ; বোম্বাই, শ্রীহট্ট : বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সবুজপত্রাচ্ছাদিত কণ্টকময় উদ্ভিদ্, ১০-১২ ফুট উচ্চ হয়। ছাল পাতলা, ফিকে পীতবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে ধূসর বর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। বৃন্তদেশ গোলাকার, কিনারা কর্ত্তিত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। ফুল ছোট, কোমল লোমযুক্ত, ফিকে পীতাভ সবুজবর্ণ। পুংকেশর ৪টি, দুইটি বড় ও দুইটি ছোট। ফল ১/৪ ইঞ্চি ; বীজ মটর কলায়ের মত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল হয় এবং ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও ত্বক্। মাত্রা ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে অগ্নিমন্থের ব্যবহার।

চরক :—**অর্শে** গণিয়ারী পত্র—অর্শের বেদনায় আর্ত্ত রোগীকে তৈল মর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ গণিয়ারী পত্র কাথে অবগাহন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **ইক্ষুমেহে** গণিয়ারীর মূল ও কাণ্ডত্বক্—যাহার ইক্ষুমেহ হইয়াছে তাহাকে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **চক্ষুঃ কামিত্বে** গণিয়ারী মূলত্বক্—অসনের সারবান কাষ্ঠ ৮ তোলা, গণিয়ারী মূলের ছাল ৮ তোলা উত্তম রূপে কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিবে—চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুই সের পরিপুষ্ট মাষকলায় সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূল চূর্ণ ২ তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করিবে। মাষকলায় বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে, মধু ও ঘৃতসহ, বলানুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। মাষকলায় জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া, এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

হারীত :—**বাতব্রণে** গণিয়ারীমূল—মাতুলুঙ্গ ও গণিয়ারীর মূল কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক বাতব্রণে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বসামেহে** গণিয়ারী মূলত্বক্—বসামেহী গণিয়ারী মূলত্বকের কাথ পান করিবে (প্রমেহ চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** গণিয়ারীর মূল—পিষ্ট গণিয়ারী মূলত্বক্ গব্যঘৃতের সহিত সপ্তাহ কাল পান করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, ও কোঠ নিবৃত্তি পায় (শীতপিত্ত উদর্দ্দ—চিঃ)। (৩) **স্থৌল্যে** গণিয়ারী মূলত্বক—গণিয়ারী মূলত্বক্ কৃত কাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতি স্থূল ব্যক্তি কৃশ হইয়া থাকে (স্থৌল্য—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় তিক্ত, পাকস্থলীর দোষ নিবারক, জ্বরনাশক, সর্বাঙ্গীন শোথ নিবারক ও আমবাতে হিতকর। পত্রের রস ক্রিমিনাশক।

Rheede বলেন ইহার পত্রের কাথ পেটফাঁপা নিবারক এবং শিকড়ের কাথ বলকারক। ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে সর্দ্দি ও জ্বর আরাম হয়। সমগ্র গাছের কাথ বাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক (Atkinson)। ইহার শাখা ও পত্র একত্রে পেষণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে বাতস্থান ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের কাথ :—হৃদ্য, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং যকৃতের দোষে উপকারী।

গাছের কাথ :—বাতে এবং নিউর‍্যালজিক্ বেদনায় উপকারী।

পাতা :—পিপারমেন্টের সহিত বাঁটিয়া ব্যবহারে ঠাণ্ডা লাগিলে এবং জ্বরে উপকারী।

পাতার কাথ :—স্থৌল্য রোগে উপকারী—ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহারে অগ্ন্যুদ্দীপক ও উদরাধ্মান নাশক।

মন্তব্য :—চরক, অনুবাসনোপগ, শোথহর এবং শীতপ্রশমন বর্গে এবং **সুশ্রুত** বরুণাদি ও বীরতর্ব্বাদিগণে গণিয়ারী পাঠ করিয়াছেন। কোন কোন দেশে, বাতরোগীর শাকার্থ গণিয়ারী পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig.—Wight. lc., t. 1469 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 736.

Ref.—F.B.I., iv, 574 ; Roxb. F. I., iii. 81 ; B.P., ii, 830 ; Watt, iv, 570 ; Prain, H.H , 261 , Kurz, For. Fl., ii, 263,

464. Premna integrifolia Linn. (ক্ষুদ্রবৈজয়ন্তী)

465. P. herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)

P. herbacea (Roxb) Moldenke.

ভাষানুসারীনাম :—ভূমিজম্বু—সংস্কৃত ; ভূইজাম—বাংলা ; ভারাঙ্গী—হিন্দি ; ক্ষুদ্রজম্বু, গন্ধ ভারাঙ্গী—মহারাষ্ট্র ; কিরুনেরিলু—কর্ণাট ; কাদামেট—সাঁওতাল ; সিরুডেকু—তামিল ; কুবানিল্লি, নলাদিবেছ—তেলেগু।

অন্যা চ ভূমিজম্বূর্হ্রস্বফলা ভৃঙ্গবল্লভা হ্রস্বা।
ভূজম্বূর্ভ্রমরেষ্টা পিকভক্ষা কাষ্ঠজম্বূশ্চ ॥
ভূমিজম্বূঃ কষায়া চ মধুরা শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।
হৃদ্যা সংগ্রাহি হৃৎকণ্ঠ দোষঘ্নী বীর্যপুষ্টিদা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ভূমিজম্বু, হ্রস্বফলা, ভৃঙ্গবল্লভা, হ্রস্ব, ভূজম্বু, ভ্রমরেষ্টা, পিকভক্ষা ও কাষ্ঠজম্বু—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায়—ভূমিজম্বু—মধুর কষায় রস, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক, হৃদ্য, মলসংগ্রাহক, হৃদ্রোগ ও কণ্ঠরোগ নাশক। বীর্য্য এবং পুষ্টিদায়ক।

জন্মস্থান :—পশ্চিবঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, কুমায়ুন ও ভূপালে জন্মে।

বর্ণনা :—গুঁড়িহীন গুল্ম। পুষ্পিত শাখা ১-৪ ইঞ্চি। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া। লোমযুক্ত শিরা ৫টি। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি ; পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গলায় লোম আছে। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি। গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। শিকড় কাকের পালকের মত মোটা, ইহাতে শক্ত শক্ত গাঁইট আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার সময়ে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : সাঁওতালেরা ইহার শিকড় বাতে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। Clerodendron Serratum গাছের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ভারতের বহুস্থানে C. serratum গাছকে ভুঁইজাম বলে। C. serratum গাছের শিকড় কতক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ, উহার ব্যাস ১ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার শিকড়ের রস ও আদার রস গরম জলের সহিত ব্যবহার করিলে হাঁপানি আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—আভ্যন্তরিণ্ ব্যবহারে বাতে উপকারী।

গাছ :—কাঁকড়া বিছার দংশনে এবং সর্পদংশনে উপকারী।

Fig :—Griff. lc., t, 447 ; Kirtikar & Basu, Ind., Med. Pl: t. 738A.
Ref :—F.B.I., iv, 581 ; Roxb., F.I., iii, 80 ; B.P., ii, 831 ;
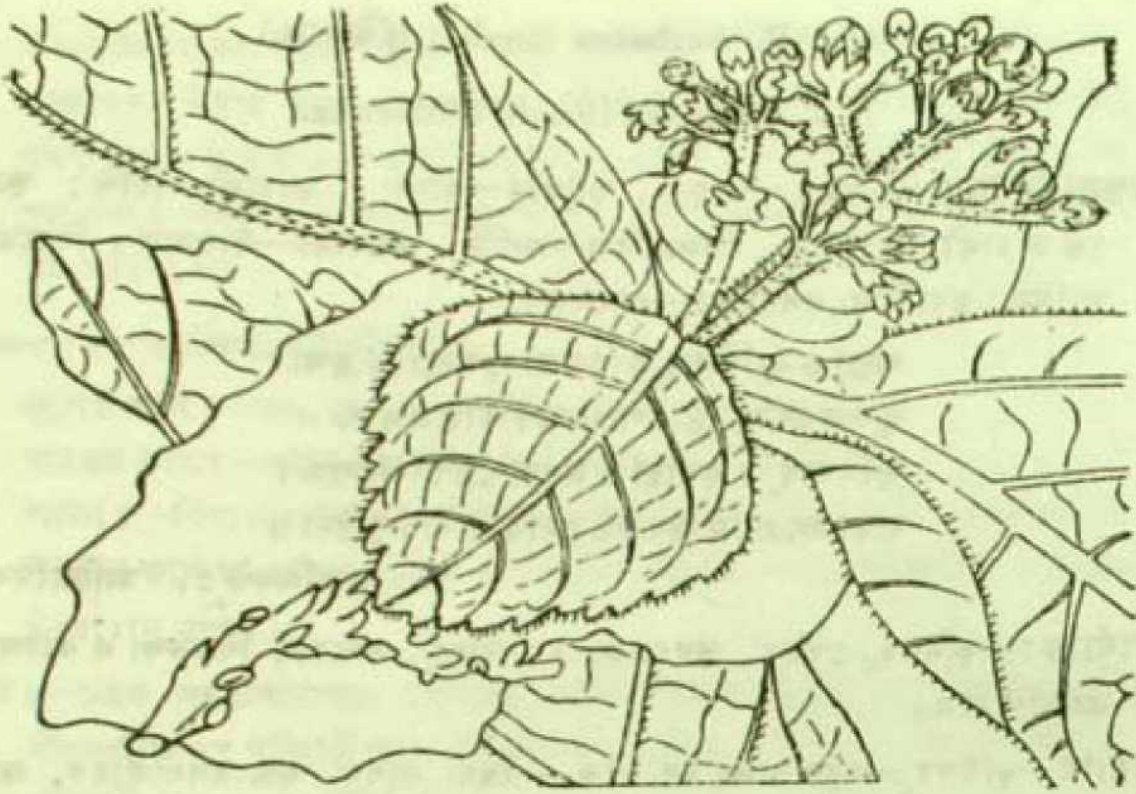
465. Premna herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)

Genus—VITEX Linn.

466. V. negunda Linn. (নিশিন্দা)

ভাষানুসারী নাম:—নিগুণ্ডী—সংস্কৃত; নিশিন্দা—বাংলা: শম্ভালু—হিন্দি; নিলুর—মহারাষ্ট্র; নাগোদা—গুজরাট: পচতিয়া—আরব; বিলীয়নচ্চি, নচ্চি-নির্গাচি—তামিল: বোবিল্লি, তেল্লাবভিল্লি, সিন্ধুবার্বায়—তেলেগু।

সিন্ধুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্ধুকঃ সিন্ধুবারকঃ।
সুরসাধনকো নেতা সিন্ধকশ্চার্থসিন্ধকঃ॥
সিন্ধুবারঃ কটুস্তিক্তঃ কফবাতক্ষয়াপহঃ।
কুষ্ঠকণ্ডূতিশমনঃ শূলঘ্নৎকাসসিদ্ধিদঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়:—সিন্ধুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্ধুক, সিন্ধুবারক, সুরসাধনক, নেতা, সিন্ধক, অর্থসিন্ধক—এই ৮টি নাম।

গুণপর্য্যায়:—সিন্ধুবার—কটুতিক্ত রস, কফ বায়ু ও ক্ষয়রোগ নাশক, কুষ্ঠ, কণ্ডূনাশক, শূলনাশক ও কাসনিবারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, ছোটনাগপুর, বিহার, সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে। সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৩ ফুট উচ্চ হয়। ইহার পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ও পুষ্পদণ্ড শ্বেত ও ধূসর বর্ণ, লোমাবৃত। ত্বক্ পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পত্রিকা ৩-৫টা হয়। সাধারণতঃ ত্রিপত্রিকা বিশিষ্ট। পত্রিকা লম্বাকৃতি, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা ও ⅓-১⅓ ইঞ্চি চওড়া। নিম্নে ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফুল ছোট, পুষ্পদণ্ড ১২ ইঞ্চি লম্বা। বহির্বাস ১/১৫-⅙ ইঞ্চি, ৫টি পাতাযুক্ত। পুংকেশর ৪টী, গর্ভকেশর ২-৪টি ঘর বিশিষ্ট। ফলে শাঁস আছে, ব্যাস ⅙-⅛ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ফলে সচরাচর ৪টী বিভাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

নিঘণ্টুকারের মতে নিগুণ্ডী ২ প্রকার, কর্ত্তরীনিগুণ্ডী ও বননিগুণ্ডী। প্রথমোক্তটির পত্র অরহর পাতার ন্যায়, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুল বেগুনে ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ শ্বেতবর্ণ। অপরাপর সংস্কৃত লেখকেরাও নিগুণ্ডী দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন একটাকে Vitex trifolia অথবা সংস্কৃতে সিন্দুবার বলে—ইহার ফুল ফিকে নীলবর্ণ এবং ফল নীলবর্ণ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মূল। মাত্রা—পত্ররস ১-২ তোলা ; মূলত্বক্—১-৪ তোলা।

বৈদ্যকে সিন্ধুবারের ব্যবহার।

চরক :—দর্বীকরদষ্টে সিন্ধুবার—ফণাধারীসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে শ্বেত নিশিন্দার মূলত্বক্ পেষণ-পূর্বক শীতল জলের সহিত পান করাইবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

সুশ্রুত :—রক্তপিত্তে সিন্ধুবার—রক্তপিত্তরোগী ঘৃত ভর্জ্জিত নিশিন্দার পত্র ভোজন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—কফজ্বরে সিন্ধুবার—শ্বেত নিশিন্দার পত্রের কাথ পিপ্পলী চূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা কফজ্বর, জঙ্ঘা বলহীন এবং কর্ণ আচ্ছাদিত হইলে হিতকর।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—নিশিন্দার শিকড় বলকারক, শ্লেষ্মানিবারক ও জ্বর নাশক। পত্র সৌগন্ধযুক্ত, বলকারক ও ক্রিমিনাশক। পাতার কাথ গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দ্দিজ্বর, মস্তকভার ও কানে তালা লাগা আরাম হয়। বালিশের মধ্যে ইহার পত্র দিয়া শয়ন করিলে মাথাধরা ভাল হয়। পত্রের রস ক্ষতের পোকা নাশ করে এবং পূঁজ বাহির করিয়া দেয়। পাতার রসের তৈল ক্ষতের শোথ আরাম করে (Dutta. Hind. Met Med. 219)।

সমূলপত্রাং নিম্ব্ণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্ ॥
হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জন নাবনৈঃ।
বিবিধেষু চ স্ফোটেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ। চক্রদত্তঃ।

Dr. Fleming বলেন যে, ইহার পত্র দারুণ গেঁটে বাতের ফুলা কমাইয়া দেয় এবং গণোরিয়া জনিত অন্তপ্রত্যঙ্গের গাইট ফোলায় হিতকর। মহীশূর দেশের লোকেরা জ্বর, শ্লেষ্মা এবং বাতরোগে ইহার ভাপ্ রা দেয়। Dr. Roxburgh বলেন ইহার পাতার কাথে স্নান করিলে স্ত্রীলোকদের সূতিকা রোগ নিরাময় হয়। Anislie বলেন, মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার শুষ্ক পাতার ধূম (তামাকের ন্যায়) ব্যবহার করিলে মাথাধরা ও সর্দ্দির আরাম হয় বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। ইহার শুষ্কফল ক্রিমি নাশক (Pharm. Ind. iii. 74)।

কঙ্কণদেশে ইহার পত্রের রস, তুলসীপত্র ও কেশুরিয়া (Eclipta alba) পাতার রস এবং যোয়ান একত্রে ভিজাইয়া তৎপরে উত্তমরূপে বাটিয়া ৬ আনা পরিমাণে বাতে ব্যবহার করে।

ইহার রস ½ তোলা পরিমাণ ঘৃত এবং গোলমরিচ যোগে ২ তোলা গোমূত্রের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে দারুণ প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dymock)।

পত্র অল্প ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক)। নিশিন্দা পাতার রসে পক্কঘৃত কফনাশক। ইহার পাতার রস, সৈন্ধব লবণ মূল ও পুরাতন গুড়ের সহিত পক্কতিলতৈল মধুর সহিত কানে দিলে কানের পুঁজ আরাম হয়। ইহার মূল, ফল ও পত্রের রস গব্যঘৃতে পাক করিয়া সেইঘৃত পান করিলে ক্ষয়রোগী আরাম হইয়া দিব্য কান্তি প্রাপ্ত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—সুগন্ধি, রসায়ন, ক্রিমিনাশক, শুষ্ক পাতার ধূম গ্রহণ করিলে মাথাধরায় এবং চোখের রোগে উপকারী। পুরাতন বাতে, গাঁটের ফুলা কমাইতে বিশেষ উপকারী। দূষিত প্রমেহে ব্যবহৃত হয়।

মূল :—শ্লেষ্মা নিঃসারক, জ্বরঘ্ন, বলকারক।

পাতার কাথ :—এই কাথে স্নান করিলে স্ত্রীলোকদিগের সূতিকারোগ আরাম হয়।

শুষ্কফল—ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—**চরক**, বিষঘ্নবর্গে এবং **সুশ্রুত** সুরসাদিগণে সিন্দুবার পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Wight, Ic., t. 519 ; Rheede, Hort, Mal., ii, t. 12 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref :—F. B. I. iv, 530 ; Roxb, F. I., iii, 70 ; B. P., ii, 833 ; Watt. vi. Pt. iv. 250 ; Prain, H. H., 261.

466. Vitex negundo Linn. (নিশিন্দা)

467. V. trifolia Linn. f. (নীল নিশিন্দা)

ভাষানুসারী নাম : নীলসিন্দুক, শীতসহা, নীলনির্গুণ্ডী—সংস্কৃত ; নীল নিশিন্দা—বাংলা ; পানি-কি-সন্‌হালু—হিন্দি ; নির্গুণ্ডী—বোম্বে ; নির্নোচি নিরহুকী—তামিল ; তোচিলি, বভিল্লি—তেলেগু ; নোচি—মালয় ; নোচি—কাণপুর।

> সুগন্ধাহ্বয়া শীতসহা নির্গুণ্ডী নীলসিন্দুকঃ।
> সিন্দুকশ্চপিকা ভূত কেশীন্দ্রাণী চ নীলিকা।
> কটূষ্ণা নীলনির্গুণ্ডী তিক্তা রুক্ষা চ কাসজিৎ।
> শ্লেষ্মশোফসমীরার্ত্তি-প্রদরাধ্মানহারিণী॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—সুগন্ধ, শীতসহা, নির্গুণ্ডী, নীলসিন্দুক, সিন্দুক, চপিকা, ভূতকেশী, ইন্দ্রাণী, ও নীলিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—নির্গুণ্ডী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, রুক্ষ, এবং কাসনাশক। শ্লেষ্মা, শোথ, ও বায়ু নাশক। প্রদর এবং আধ্মান (পেট ফাঁপা) নিবারক।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ত্রিপত্রযুক্ত, কাণ্ডে সূক্ষ্মলোম আছে। পত্রিকা ছোট, সৌগন্ধযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড সরল, শ্বেত-লোমদ্বারা আবৃত, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। ফল কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ⅙ ইঞ্চি। তামিল দেশে ২ প্রকার নিশিন্দাকে পুং ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করে। উভয়বিধ নিশিন্দাই তাহারা ঔষধে ব্যবহার করে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—উভয়বিধ নিশিন্দার গুণ একই। নিশিন্দা মূত্রকর, স্নায়ুমণ্ডলের এবং মস্তিষ্কের যন্ত্রণা নিবারক এবং প্রথম রজঃ নিঃসারক। ইহার কাথে স্নান করিলে বা সেঁক দিলে Beri-beri আরাম হয় ও পায়ের হাতের জ্বালা কমিয়া যায়। ইহা Beri Beri রোগের একটি চমৎকার এবং মূল্যবান ঔষধ।

ইহার পত্র স্ত্রীলোকদের প্রসবের পরে সূতিকায় উপকারী। ইহার ফুল মধুর সহিত খাইলে বমন ও পিপাসার সহিত জ্বর আরাম হয়। ইহার ফল ঋতুনাশ রোগে হিতকর।

ফণাধারী সর্পের বিষ আরাম করিবার জন্য মূলের ত্বক্ পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত রোগীকে পান করাইবে। (চরক)।

ইহার পত্র ঘৃতের সহিত ভাজিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। পাতার কাথ পিপুল যোগে পান করিলে কফ ও জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Vitex peduncularis Wall নামে এক জাতীয় নিশিন্দা Black water জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। Assam অঞ্চলে ইহার রস উক্ত রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায় ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। Chopra সাহেব কিন্তু এই ঔষধের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** :

পাতা :—বাতের বেদনায় এবং মচ্‌কানো ব্যথায় বাহ্য প্রয়োগে উপকারী। বালিশের মধ্যে পাতা পুরিয়া ব্যবহার করিলে চোখের রোগ এবং মাথাধরা আরাম করে।

ফুল :—জ্বরের সহিত বমি ও প্রকট পিপাসা থাকিলে, মধু সহ ব্যবহারে উপকার হয়।

ফল :—ঋতুনাশক রোগের পক্ষে হিতকর।

Fig :—Bot. Mag., t. 2187 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 740 B ; Rumph. Herb. Amb., iv, t 18.

Ref :—F. B. I., iv. 583 ; Roxb., F. I., iii, 69 ; B. P., ii, 833 ; Prain, H. H., 161.
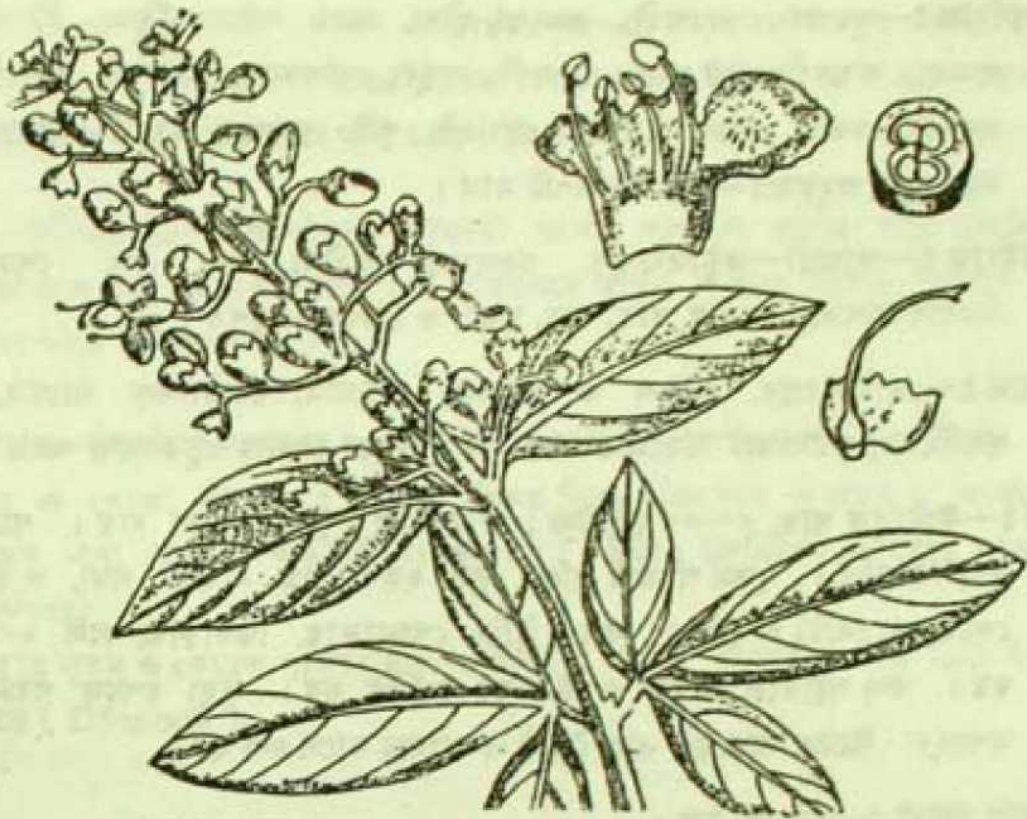
467. Vitex trifolia Linn. f. (নীল নিশিন্দা)

Genus—GMELINA Linn.

468. G. arborea Roxb. (গামার)

ভাষানুসারীনাম :—গাম্ভারী, কাশ্মরী—সংস্কৃত ; গামার—বাংলা ; গামারি, খম্বারি—হিন্দি ; শীবমণি, শীবণগম্ভারি—মহারাষ্ট্র ; শীবমণি—কর্ণাট ; শবন্ত—গুজরাট ; গমারি—আরব ; গুমাদি, গম্ভারি, সান্নাগুম্মুটি-চেট্টু—তেলেগু।

স্যাৎ কাশ্মর্য্যঃ কাশ্মরী কৃষ্ণবৃন্তা
হীরা ভদ্রা সর্বতোভদ্রিকা চ।
শ্রীপর্ণী স্যাৎ সিন্ধুপর্ণী সুভদ্রা
কম্ভারী সা কটফলা ভদ্রপর্ণী ॥
কুমুদা চ গোপভদ্রা বিদারিণী ক্ষীরিণী মহাভদ্রা।
মধুপর্ণী স্বভদ্রা কৃষ্ণা শ্বেতা চ রোহিণী গৃষ্টিঃ ॥
স্থূলত্বচা মধুমতী সুফলা মেদিনী মহাকুমুদা।
সুদৃঢ়ত্বচা চ কথিতা বিজ্ঞেয়োনত্রিংশতির্নাম্নাম্ ॥
কাশ্মরী কটুকা তিক্তা গুরূষ্ণা কফশোফনুৎ।
ত্রিদোষবিষদাহার্ত্তি—জ্বরতৃষ্ণাস্রদোষজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কাশ্মর্য্য, কাশ্মরী, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, ভদ্রা, সর্বতোভদ্রিকা, শ্রীপর্ণী, সিন্ধুপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, কট্‌ফলা, ভদ্রপর্ণী, কুমুদা, গোপভদ্রা, বিদারিণী, ক্ষীরিণী, মহাভদ্রা, মধুপর্ণী, স্বভদ্রা, কৃষ্ণা, খেন্ন, রোহিণী, পুষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মেদিনী, মহাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা—এই উনত্রিশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কাশ্মরী—কটুতিক্তরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কফ এবং শোথ নাশক। ত্রিদোষ নাশক, বিষদোষ, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, ও রক্তদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ, চট্টগ্রাম, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর। হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর গাছ আছে।

বর্ণনা :—কাঁটাশূন্য গাছ, ৫০-৬০ ফুট উচ্চ; গ্রীষ্মকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। নূতন পাতার সহিত ফুল হয়। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, বোঁটা ৩ ইঞ্চি। ফল ½ ইঞ্চি, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, ফলে ২-১ টা বীজ হয়। ফল পাকিলে লেবুরং ও পীত বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ইহা দশমূল পাচনের একটি মশলা। শীতের পরে ফুল এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্ররস, মূল।

বৈদ্যকে গাম্ভারীর ব্যবহার।

চরক : (১) **রক্তাতিসারে** গাম্ভারী ফল—দাড়িম রস যোগে অম্লীকৃত এবং শর্করা যোগে মধুরীকৃত, গাম্ভারী ফলের যূষ রক্তাতিসারী পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **গর্ভশোষে গাম্ভারী ফল :**—গাম্ভারীফল যষ্টিমধু এবং চিনির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, শীর্ণ শিশু কিম্বা বায়ু কর্ত্তৃক শুষ্কীকৃত গর্ভ পুষ্টিলাভ করে (চিঃ ২৮ অঃ)। (৩) **বাতরক্তে গাম্ভারী ত্বক**—যষ্টিমধু ও গাম্ভারী-ত্বকের কাথে যথাবিধি পক্ক তিল তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত :—দাহতৃষ্ণান্বিত **পিত্তজ্বরে** গাম্ভারী ফলমজ্জা—গাম্ভারী ফলমজ্জার কাথ শীতল হইলে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমক (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **রক্তপিত্তে** গাম্ভারী ফল—পিষ্ট গাম্ভারীফল মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। শিবদাস বলেন দৈবাৎ মধুর অপ্রাপ্তি কিম্বা মধু প্রয়োগ অসঙ্গত হইলে অগস্তির রস, চিনির জল, কিম্বা কদলীপুষ্পরসের সহিত সেব্য (রক্তপিত্ত-চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** গাম্ভারী ফল—পক্ক, শুষ্ক, দুগ্ধে সিদ্ধ গাম্ভারীফল ভক্ষণ করিলে শীতপিত্ত প্রশমিত হয়।

ভাবপ্রকাশ :— অঙ্গুলিবেষ্টে কোমল গাম্ভারী পত্র—যে আঙ্গুল আঙ্গুল হাড়া হইয়াছে সেই আঙ্গুলটী ৭টি কোমল গাম্ভারী পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলে, আঙ্গুল হাড়া সত্বর নিশ্চিত প্রশমিত হয় (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন :—পতিতস্তনে গাম্ভারীত্বক্—গাম্ভারী ত্বকের কাথ ও কল্কের দ্বারা যথাবিধি পক্ব তিলতৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা পতিতস্তনে স্থাপন করিলে পতিত পয়োধি উত্থিত হইয়া থাকে (স্ত্রীরোগ-চিঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা ক্ষতের পুঁজ নির্গত করিয়া দেয় ও পোকা নষ্ট করে। ইহার শিকড় তিক্ত জ্বরনাশক ও ধারক। গামার সন্ধি-নাশক এবং বাত ও অজীর্ণে ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রিমিনাশ করিবার শক্তি আছে (Watt)

ইহার নূতন ও কোমল পাতার রস গণোরিয়ার জ্বালা নিবারণ করে এবং সন্ধি নাশ করে (Dymock)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস :—স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, গণোরিয়া এবং কাসিতে উপকারী। ক্ষতের পুঁজ বাহির করিয়া দেয় এবং পোকা নষ্ট করে।

গাছ :—কাঁকড়াবিছার দংশনে এবং সর্পদংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, বিরেচনোপগ ও শোথহরবর্গে গাম্ভারী এবং দাহপ্রশমনবর্গে গাম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত সারিবাদিগণে গাম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—'দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যমধুকপুষ্পখর্জ্জূরপ্রভৃতীনি। রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্গুরূণি মধুরাণি চ। কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥ (সু-৪৬অ;)। পরিভাষাকার কিস্‌মিসের অভাবে গাম্ভারী ফল ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

Fig :—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 739, Wight, lc., t. 1470; Rheede, Hort. Mal., i, t. 41.

Ref :—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii. 84; B. P., ii, 828; Prain, H. H., 260.

468. Gmelina arborea Roxb. (গামার)

Genus—AVICENNIA Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

ভাষানুসারী নাম :—তুবরা—সংস্কৃত ; বীণা—বাংলা ; বীণা—হিন্দি ; নাল্লামাড়া—তেলেগু ; মত্তাইপাট্টাই—তামিল ; তিভার—বোম্বে ; তিমার—সিন্ধু ।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম ।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ২৫ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া । পত্রের বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোম আছে । বোঁটা ½ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত । পুষ্পনল ⅛ ইঞ্চি, পাপ্ড়ি ডিম্বাকৃতি, ৪টি কিম্বা ৫টী, সকলগুলি সমান নহে । পুংকেশর ৪টী, পুষ্পনলের গলায় থাকে । ফল ১ ইঞ্চি ও চেপ্টা । গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত । ফলে বীজ একটি থাকে, বীজ পাকিবার পূর্ব্বেই বীজ হইতে গাছ বাহির হয় । ইউরোপে ইহাকে Ocimum magnus (large leaved) ও Ocimum parvum (small-leaved) বলে । বর্ষার সময়ে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্, পত্র ও বীজ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় রসায়ন। অপক বীজ ফোড়া ফাটাইবার জন্য পুলটিসরূপে ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ দেশে ইহা বসন্ত রোগে ব্যবহার করে। ইহার শিকড় ও ছাল উগ্র (Watt, i, 336)।

ইহা উত্তেজক, কৃমিনাশক ; ইহার বীজ পিত্তনাশক। গাছের রস নস্য লইলে হাঁচি হয় এবং মস্তক বেশ পরিষ্কার হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সঙ্কোচক।

মূল :—কামোদ্দীপক।

অপকবীজ :—তাড়াতাড়ি ফোড়া ফাটাইবার জন্য পুলটিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Reede, Hort. Mal., iv, t. 45 ; Wight, lc., t. 1481 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 748.

Ref :—F. B. I., iv, 604 ; Roxb., F. I., iii, 88 ; B. P., ii, 838 ; Watt., i, Pt. ii, 360 ; Kurz., For, Fl., ii, 276.
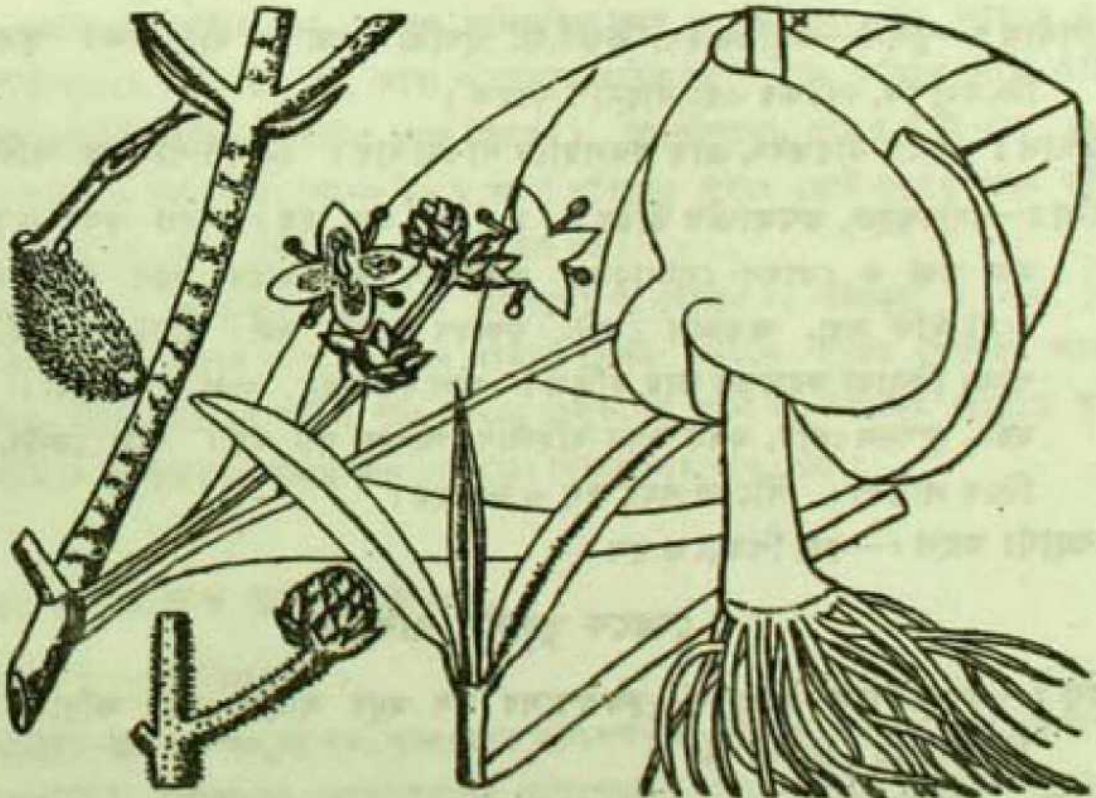
469. Avicennia officinalis Linn. (বীনা)

LXXIX. LABIATAE.

Genus—OCIMUM. Linn.

470. O. sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

ভাষানুসারী নাম :—সুরসা, মাঞ্জরিকা—সংস্কৃত ; তুলসী, কৃষ্ণতুলসী—বাংলা। তুলসীচে-ঝাড়—মহারাষ্ট্র ; তুলস— বোম্বে ; তুলশী—তামিল ; তুলসী, তুলসীচেট্টু—তামিল ; তুলসী—দাক্ষিণাত্য ; তুলসী—মালয়।

তুলসী সুভগা তীব্রা পাবনী বিষ্ণুবল্লভা।
সুরেজ্যা সুরসা জ্ঞেয়া কায়স্থা সুরদুন্দুভী॥
সুরভির্বহুপত্রী চ মঞ্জরী সা হরিপ্রিয়া।
অপেতরাক্ষসী শ্যামা গৌরী ত্রিদশমঞ্জরী।
ভূতঘ্নী পূতপত্রী চ জ্ঞেয়া চৈকোনবিংশতিঃ॥
তুলসী কটুতিক্তোষ্ণা সুরভিঃ শ্লেষ্মবাতজিৎ।
জন্তুভূতক্রিমিহরা রুচিকৃৎ বাতশান্তিকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—তুলসী, সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভী, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতরাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, পূতপত্রী—এইউনিশটী নাম।

গুণপর্যায় :—তুলসী—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। ভূতগ্রহ এবং ক্রিমিনাশক, রুচিকর এবং বায়ুনাশ কারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, প্রায় সকলস্থানে পাওয়া যায়। নেপাল সীমান্তে অধিক জন্মে।

বর্ণনা :—সৌগন্ধযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। ১-২ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড কখন কখন কাঠের মত শক্ত ও কোমল লোমাবৃত। শাখাগুলি উপরিভাগে সরল ও বিস্তৃত। পাত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। পুষ্প দণ্ড নরম, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস নরম, পুষ্পনল ছোট, কখন কখন বহির্ব্বাস অপেক্ষা বড় হয়। বীজ চেপ্টা, মসৃণ ও ফিকে লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও রস।

বৈদ্যকে তুলসীর ব্যবহার।

চরক :—কফজকাসে কৃষ্ণসুরস—কৃষ্ণসুরসের রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজকাস বিনাশ পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

হারীত :—নাসারোগে সুরস—শ্লৈষ্মিক নাসারোগে—সুরস ও বাসক স্বরসের নস্য হিতকর (চিঃ ৪১ অঃ)।

[ভে]ষজাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র সর্দ্দিনিবারক। ইহার রস দেশীয় ডাক্তারেরা সর্দ্দি ও বক্ষঃপ্রদাহে ব্যবহার করেন। পত্ররস উদরাময় নিবারক ও শিশুদের পিত্তজনিত দোষে হিতকর। শুষ্কপত্রের গুঁড়া পিনস রোগে হিতকর। শিকড়ের কাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর, ইহা অতিশয় ঘর্ম্মকর। ইহার বীজ শক্তিকর, মূত্রযন্ত্র ও জনন যন্ত্রের রোগ নিবারক। পত্রের রস কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহা কর্ণরোগের একটী উত্তম ঔষধ। এই তুলসী দেবার্চনার জন্ত ঘরে ঘরে রোপণ করে। কোন স্থানে বোল্‌তা কামড়াইলে ইহার রস দিলে জ্বালার উপশম হয়। মূল জ্বরনাশক। তুলসীর বীজ সর্প বিষ নাশক বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন।

অধিক পরিমাণে এই গাছ বাড়িতে থাকিলে মশা তাড়াইয়া দেয়। পাতার কাথ ম্যালেরিয়া নাশক ও বালকদের পাকাশয়িক পীড়া—ও যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস লেবুর রস সংযোগে ব্যবহার করিলে ক্রিমি আরাম হয়। শুষ্ক তুলসী গাছের কাথ (১-১০ ভাগ) সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ এবং উদরাময়ে হিতকর। তুলসী, কণ্টিকারী, ভূমিজম্বু (Premna herbacea), গুলঞ্চ, আদার সমপরিমাণ কাথ দুইতোলা সেবন করিলে, সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার কাথ, এলাচ গুড়া এবং ১ তোলা পরিমাণ সালেমমিছরী পান করিলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয়। ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। একতোলা পরিমাণ তুলসীর রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, রক্ত অর্শ, রক্ত আমাশায় ও অজীর্ণ আরাম হয়। পাতার রস বালকদের পেটবেদনা নিবারক। এক তোলা রস ½ তোলা গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দ্দিজনিত জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়। তুলসীপাতার টাট্‌কারস, মধু, আদা ও পেঁয়াজ রসের সহিত পান করিলে সর্দ্দি উঠিয়া যায় এবং ইহা সর্দ্দিও হাঁপানির পক্ষে হিতকর। তুলসীপাতা, কুলের আঁটী এবং মিছরি প্রত্যেকটি ৩ আনা এবং গোলমরিচ ১ আনা পরিমাণ লইয়া ছোট কুলের ন্তায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বমন নিবারিত হয়।

তুলসীবীজ ৫, অহিফেনের ঢেঁড়ী ৪, আলকুশী ৩, গোক্ষুর ৫, তালমূলী ৪ এবং চিনি ৬ ভাগ লইয়া ইহার গুঁড়া ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে ইন্দ্রিয় শৈথিল্য আরাম হয়। বীজ গোদুগ্ধের সহিত পান করিলে বালকদের বমন ও উদরাময় আরাম হয়। মাত্রা ১ বৎসরের বালকের জন্ত ২-৩ গ্রেণ দিবসে ৩।৪ বার সেব্য।

[Summ]ary :—সংক্ষিপ্ত গুণ-পরিচয় :—

পাতা :—শ্লেষ্মানিঃসারক ;

পাতার রস :—অগ্ন্যুদ্দীপক, বালকদের যকৃৎসম্বন্ধীয় পীড়ায় এবং পাকাশয়িকপীড়ায় উপকারী। ঘর্ম্মকারক, রোগাক্রমণের প্রতিষেধক ; পুরাতন কাসে উপকারী। কানের যন্ত্রনায় রসের ফোটা দিলে উপকার হয়।

বীজ :—স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন। মূত্রযন্ত্র এবং জননযন্ত্রের রোগ নিবারক।

মূল :—ম্যালেরিয়া জ্বরনাশক। ঘর্মকারক।

টাট্‌কাছাল, শুঁড়ি ও পাতা :—থেতো করিয়া ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকারী।

কাষ্ঠ :—সর্পদংশন ও কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 751.

Ref. – F. B. I., iv, 609 ; Roxb., F. I., iii, 14 ; B. P., ii. 843 ; Prain, H, H., 261.
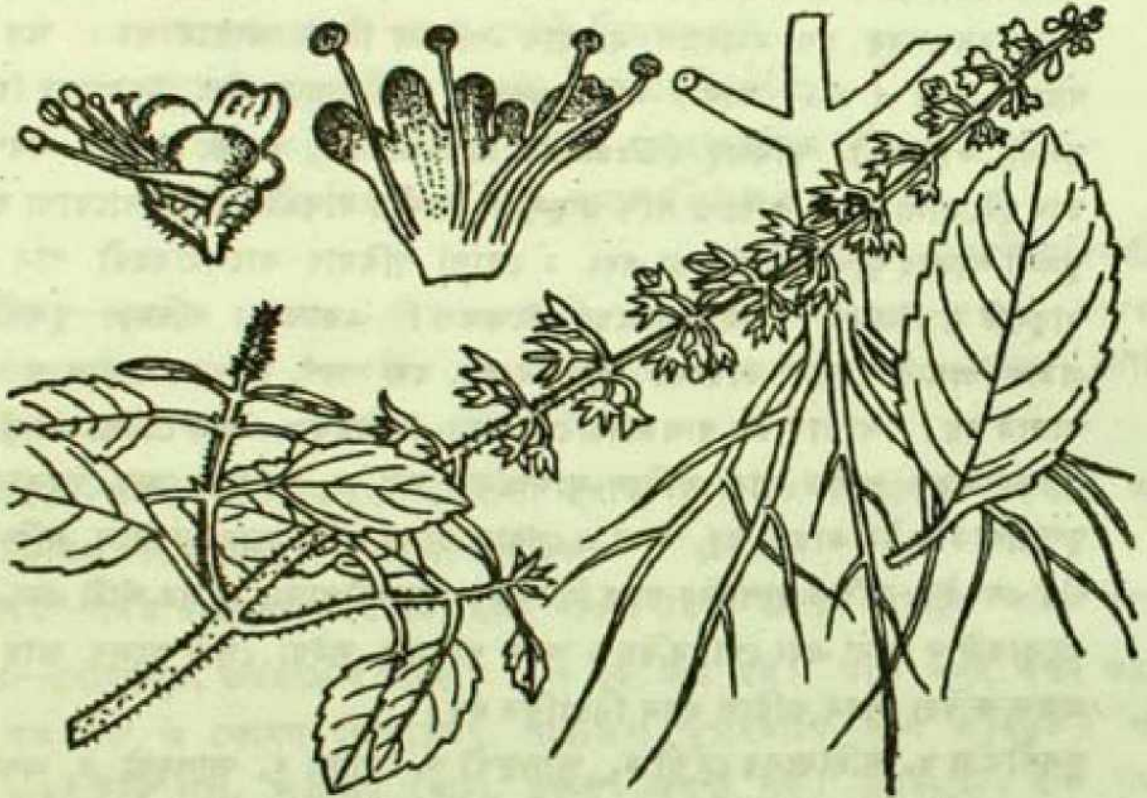
470. Ocimum. sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

471. O. gratissimum Linn. (রামতুলসী)

ভাষানুসারী নাম :—ফণিঝক, মরুব, গন্ধপত্র—সংস্কৃত ; রামতুলসী—বাংলা ; রামতুলসী, বনতুলসী—হিন্দি ; রামতুলাসা—বোম্বে ; ইলুমিকানতুলসী—তামিল ; নিম্মাতুলসী, রামাতুলসী—তেলেগু ; রামাতুলসী—মালয়।

মরুব ঃ খরপত্রস্তু গন্ধপত্রঃ ফণিজ্ঝক ঃ।
বহুবীর্য্যঃ শীতলকঃ সুরাহ্বশ্চ সমীরণঃ ॥
জম্বীরঃ প্রস্থকুসুমো জ্ঞেয়ো মরুবকস্তথা।
আজন্মসুরভিপত্রো মরীচশ্চ ত্রয়োদশ ॥
দ্বিধা মরুবকঃ প্রোক্তো শ্বেতশ্চৈব সিতেতরঃ।
শ্বেতো ভেষককার্য্যে স্যাদপরঃ শিবপূজনে ॥
মরুবঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশনঃ।
বিড্‌বন্ধাধ্মানশূলঘ্নো মান্দ্যত্বগ্দোষনাশনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—মরুব, খরপত্র, গন্ধপত্র, ফণিজ্ঝক, বহুবীর্য্য, শীতলক, সুরাহ্ব, সমীরণ, জম্বীর, প্রস্থ কুসুম, মরুবক, আজন্মসুরভিপত্র, মরীচ—এই তেরটি নাম। দুইপ্রকার মরুবক আছে—প্রথমটি শ্বেত, অপরটী কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেত মরুবক—ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য এবং অপরটী শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়।

গুণপর্য্যায় ঃ—মরুব—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক। বিড্‌বন্ধ, আধ্মান (পেটফাঁপা), ও শূলনাশক। অগ্নিমান্দ্য ও চর্ম্মরোগ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, নেপাল ; ভারতে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান-দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া।

বর্ণনা ঃ—সৌগন্ধযুক্ত গুল্ম, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়। বহুশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, কাণ্ড কাষ্ঠবৎ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও কর্ত্তিত। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড সরল ও নরম, চতুর্দিকে বিস্তৃত। বহির্ব্বাস কোমল লোমযুক্ত, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। পাপ্‌ড়ি ⅛ ইঞ্চি লম্বা ও ফিকে পীতবর্ণ। ফল ছোট, গোলাকার ও চেপ্টা। এই তুলসী বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায়। বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। শীতকালে বীজ পাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র, রস ও বীজ।

বৈদ্যকে ফণিজ্ঝকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত ঃ—পোথকীতে ফণিজ্জক—ফণিজ্জক ও রসোনের রস পোথকীনাশক (নেত্র রোগ—চিঃ)

বঙ্গসেন ঃ—(১) বাতব্যাধিতে বৃহৎ ফণিজ্জক—বায়ুদ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ বৃহৎ ফণিজ্জক রস দ্বারা লিপ্ত করিলে সুস্থতা লাভ করা যায় (বাতব্যাধি-চিঃ) (২) শুক্রনাম নেত্ররোগে ফণিজ্জক পত্ররস—পলাশ বীজ চূর্ণ করিয়া ফণিজ্জক রসে ৭টা ভাবনা দিয়া উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে শুক্রনাম—

নেত্ররোগ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) **বরটীবিষে** ফণিজ্জক রস—ফণিজ্জক রস লেপন করিলে বোল্‌তা ভীমরুলের বিষ প্রশমিত হয় (বিষ-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—এই তুলসী পাতার রস জলের সহিত সেবন করিলে গণোরিয়া রোগে উপকার হয়। ইহা বালকদের মুখের ঘায়ে বিশেষ হিতকর। বাত ও পক্ষঘাত রোগে ইহার ধূম হিতকর। ইহার পাতার কাথ ধ্বজভঙ্গরোগে বড়ই উপকার করে। ইহা মাথাধরা ও স্নায়বিক রোগে প্রদত্ত হয় (Dr. S. Arjun)। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বমন নিবারণ করে। আর একপ্রকার তুলসী আছে উহাকে বাঙ্গালায় গুলাল তুলসী বা দুলালতুলসী বলে। উহার বৈজ্ঞানিক নাম O. caryophyllatum Roxb. এবং সংস্কৃত নাম মরুবক ও সুমুখ বা বনবর্ব্বরিকা। ইহার দুইটি Varitis আছে একটি শ্বেত ও অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। ইহার পত্র অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। Sir George Birdwood বলেন যে, বম্বেতে যখন মশক দংশনে বহুলোক ম্যালেরিয়া গ্রস্ত হয়, ঐ সময় একজন দেশীয় মহাজনের কথামত বম্বের Victoria Garden এর চতুর্দিকে তুলসী গাছ রোপণ করা হয়। ইহাতে উক্ত বাগানে মশা ও ম্যালেরিয়া জ্বর একেবারে কমিয়া যায়। মশা হইতে যে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় উহা সেই সময় হইতে জানা যায়। ইহাতে প্রমাণ হইয়েছে যে, বাড়ীর চতুর্দিকে এই তুলসীর গাছ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী মশক কমিয়া যায়। বিছানার নিকট তুলসী ডাল রাখিয়া দিলে কিম্বা তুলসী গাছ পোড়াইলে, ঘরে মশা আসিতে পারে না। O. sanctum কিম্বা O. basilicun তুলসীই প্রশস্ত।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ ঃ—সুগন্ধি। ইহার ধূমে বাত ও পক্ষাঘাত আরাম হয়। কাথ বালকদিগের মুখের ঘায়ে বিশেষ উপকারী।

পাতার কাথ :—ধ্বজভঙ্গে উপকারী। গণোরিয়া আরাম করে।

বীজ ঃ—মাথাধরা এবং স্নায়বিক রোগে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., x, t. 86 ; Jacq., Ic. Pl. Rar., iii, t. 495.

Ref.—F. B. I., iv. 608 ; Roxb., F. I., iii, 17 ; B. P., ii. 843 ; Dalz & Gibs. Bomb. Pl., 202 ; Prain, H.H., 262.

471. Ocimum gratissimum Linn. (রামতুলসী)

472. O. basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)

ভাষানুসারীনাম :—বিশ্বতুলসী, বর্ব্বরঃ, অর্জ্জকঃ—সংস্কৃত ; বাবুইতুলসী—বাংলা ; বাবরী, সাবজা—হিন্দি ; আম্রবলা—মহারাষ্ট্র ; কাগেম্বিলে—কর্ণাট ; ভেম্নগ-গেরচেট্টু, রুদ্রজেডু—তেলেগু ; গর্গের, পাচ্ছাই, তিরু টপাচ্ছৈ—তামিল ; তিরুনিট্রু—মালয় ; রামতুলসী—মালাবার।

অর্জকঃ ক্ষুদ্র তুলসী ক্ষুদ্রপর্ণো মুখার্জকঃ।
উগ্রগন্ধশ্চ জম্বীর কুটেরশ্চ কটিঞ্জরঃ।
সিতার্জকস্ত্ব বৈকুণ্ঠো বটপত্রঃ কুটেরকঃ।
জম্বীরো গন্ধবহুলঃ সুমুখঃ কটুপত্রকঃ॥
কৃষ্ণার্জকঃ কালমালো মালুকঃ কৃষ্ণমালুকঃ।
স্যাৎ কৃষ্ণমল্লিকা প্রোক্তা গরঘ্নো বনবর্বরঃ॥
ত্রয়োঽর্জকা কটূষ্ণাঃ স্যুঃ কফবাতাময়াপহাঃ।
নেত্রাময়হরা রুচ্যাঃ সুখপ্রসবকারকাঃ॥

ধর্ব্বরঃ সুমুখশ্চৈব গরঘঃ কৃষ্ণবর্ব্বরঃ।
সুকন্দনো গন্ধপত্রঃ পুতগন্ধঃ সুরার্হকঃ॥
বর্ব্বরঃ কটুকোষ্ণশ্চ সুগন্ধির্বান্তিনাশনঃ।
বিসর্প বিষবিধ্বংসী ত্বগ্দোষশমনস্তথা॥

রাজনিঘন্টুঃ। করবীরাদিবর্গ॥

নামপর্য্যায়ঃ—অর্জক, ক্ষুদ্রতুলসী, ক্ষুদ্রপর্ণ, মুখার্জক, উগ্রগন্ধ, জম্বীর, কুটের, কঠিঞ্জর, এই গুলি বাবুইতুলসীর নাম। সিতার্জক, বৈকুণ্ঠ, বটপত্র, কুঠেরক, জম্বীর, গন্ধবহুল, সুমুখ ও কটুপত্রক এই গুলি শ্বেত বাবুইতুলসীর নাম। কৃষ্ণার্জক, কালমাল, মালুক, কৃষ্ণমালুক, কৃষ্ণমল্লিকা, গরঘ এবং বনবর্ব্বর—এইগুলি কাল বনবাবুইতুলসীর ন্যায়। বর্ব্বর, সুমুখ, গরঘ, কৃষ্ণবর্ব্বর, সুকন্দন, গন্ধপত্র, পুতগন্ধ ও সুরার্হক—এইগুলি কাল বাবুইতুলসীর নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—প্রথম তিন প্রকার বাবুইতুলসী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফদোষ এবং বায়ুরোগ নাশক। নেত্ররোগনাশক, রুচিকর, এবং সুখপ্রসবকারক। বর্ব্বর—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি বমন নাশক, বিসর্প এবং বিষদোষ নাশক এবং চর্ম্মরোগ নাশক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া। বাগানে ও জঙ্গলে দেখা যায়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।

বর্ণনাঃ—দুই ফুট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত, কাণ্ড ও শাখা সবুজবর্ণ, কখন কখন ঈষৎ বেগুণে রং বিশিষ্ট। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত ও সৌগন্ধময়। পুষ্পস্তবক ৬—১২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত অথবা বেগুনে। ফল ১/১২ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। ইহার আরও দুইটি Varities আছে। (1) O. purpurascens. Benth, (2) O. thyrsiflora Benth, (Roxb. F. I. iii, 115)। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—পত্র, বীজ ও রস।

বৈদ্যকে বাবুইতুলসীর ব্যবহার।

চক্রদত্তঃ—বৃশ্চিক দংশনে কুঠেরক মূল—কুঠেরক পেষণপূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে সঞ্চালিত করিলে দংশন জ্বালা নিবৃত্তি পায় (বিষ—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—বাবুইতুলসীর সংস্কৃত নাম বর্ব্বর। বোম্বে বাজারে Salba বলিয়া এই গাছ বিক্রয় হয়। এই গাছ বোম্বেদেশীয় মুসলমানেরা প্রত্যেক শুক্রবারে কবরের উপর প্রদান করে। ইহার বীজ ভিজাইলে হড়্ হড়ে দেখায়। ইহা গণোরিয়া, উদরাময় ও প্রাচীন রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। পাতার রস ক্রিমিনাশক এবং পাতা পেষণ করিয়া লাগাইলে বিছা কামড়াইবার জন্য যন্ত্রণা এবং উহার বিষ দূর হয়। ইহার বীজ ও ফুল উত্তেজক, মূত্রকর এবং স্নিগ্ধকর। ইহা ঘর্ম্ম ও সর্দ্দি নিবারক। ইহার বীজ ফলের সহিত সেবন করিলে প্রসবান্তিক বেদনা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল :—উদরাধ্মান নাশক, প্রস্রাবকারক, উত্তেজক, স্নিগ্ধতাকারক।

বীজের কল্ক :—গণোরিয়া, আমাশয় এবং পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে উপকারী।

মূল :—বালকদের পেটের রোগে উপকারী।

পাতা :—হুপিং কাসিতে পাতার রস গরম করিয়া ব্যবহারে উপকার হয়।

মন্তব্য :—কর্ণ শূলে ইহার পাতার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে উপকার হয়। ইহা রক্তমূত্রন, বুকের পীড়া, আম, রক্তাতিসার ও কাস রোগে উপকারী। বীজ জলে ভিজাইয়া আলোড়িত করিলে, অম্লানালবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা শুক্রমেহে উপকারী। শুষ্ক পত্রের চূর্ণের নস্য পীনসে এবং কীট বিনাশার্থ ব্যবহৃত হয়। তুলসীকল্কের দ্বারা পক্ব তৈলের নস্য কর্ণ শূল, এবং প্রতিনাসাস্রাবে হিতকর। লেবুর রস সহ পিষ্ট তুলসীপত্র দদ্রুগ্রস্ত অঙ্গে মালিশ করিলে উপকার হয়।

Fig.—Wight, I.c., t., 8680; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 756 A.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 262.

472. Ocimum basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)

Genus—COLEUS. Lour.

473. C. aromaticus Benth (পাথরচুর)

ভযানুসারী নাম :—পাষাণ ভেদী—সংস্কৃত ; পাথরচুর—বাংলা ; পাথরচুর—হিন্দি ; কপূর বল্লী—তামিল ; পিন্ডিচেট্টু—তেলেগু ; কপ্পর বল্লীর—সিংহল।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নঃ শিলাভেদোঽশ্মভেদকঃ।
শ্বেতা চোপলভেদী চ নগজিচ্ছিলিগর্ভজা ॥
পাষাণভেদো মধুরস্তিক্তো মেহবিনাশনঃ।
তৃট্ দাহমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নঃ শীতলশ্চাশ্মরীহরঃ ॥
অন্যা শ্বেতা শিলাবল্কা শিলাজা শৈলবল্কলা।
বল্কলা শৈলগর্ভাহ্বা শিলাত্বক্ সপ্তনামিকা ॥
শিলাবল্কং হিমং স্বাদু মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনম্।
মূত্ররোধাশ্মরীশূল-ক্ষয়পিত্তাপহারকম্ ॥
ক্ষুদ্রপাষাণভেদাহ্বা চতুষ্পত্রী চ পার্বতী।
নাগভূরশ্মকেতুশ্চ গিরিভূঃ কন্দরোদ্ভবা ॥
শৈলোদ্ভবা চ গিরিজা নগজা চ দশাহ্বয়া।
ক্ষুদ্রপাষাণভেদা তু ব্রণ কৃচ্ছ্রাশ্মরীহরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, শিলাভেদ, অশ্মভেদক, শ্বেতা, উপলভেদী, নগজিৎ, শিলগর্ভজা এইগুলি নাম। অপর প্রকার পাষাণ-ভেদী আছে—তাহার নাম—শ্বেতা, শিলাবল্কা, শিলজা শৈলবল্কলা, বল্কলা, শৈলগর্ভাহ্বা, শিলত্বক্—এই ৭টি, অন্য আর একপ্রকার পাষাণ ভেদী আছে তাহার—ক্ষুদ্রপাষাণভেদ, চতুষ্পত্রী, পার্বতী, নাগভূ, অশ্মকেতু, গিরিভূ, কন্দরোদ্ভবা, শীলোদ্ভবা, গিরিজা, নগজা—এই দশটি নাম।

গুণপর্যায় :—পাষণভেদী—মধুর তিক্ত রস, মেহনিবারক, তৃষ্ণা, দাহ, ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, শীতবীর্য্য এবং পাথুরী-নাশক। শিলাবল্ক—শীতবীর্য, স্বাদুরস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক। মূত্ররোধ, পাথুরী, শূল ও রক্তপিত্ত নাশক। ক্ষুদ্র পাষাণ ভেদ—ব্রণ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং পাথুরী নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের অনেক বাগানে চাষ হয়। আদিম জন্মস্থান মলকা দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪পরগণার বাগানে দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে বড় বটতলা যাইবার রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে এই গাছ দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে এই গাছের নাম এক্ষণে C. amboinicus Lour হওয়া উচিত।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী অতি সৌগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ্; নিম্নভাগ ঝোপের ন্যায়, শক্ত লোমযুক্ত, কাণ্ড ১-৩ ফুট ও নরম। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা কর্ত্তিত। ফুলের পাপ্‌ড়ি, ½ ইঞ্চি, বহুভাগে বিভক্ত। পুষ্পস্তবক ফিকে বেগুনে, নল ছোট, গলা চেপ্টা, উপরিভাগ ছোট, সমগ্র গাছের গন্ধ অতিশয় প্রীতিপ্রদ। শীতের পরে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

বৈদ্যকে শিলাভেদের ব্যবহার।

হারীত :—গর্ভিণীর মূত্ররোধে শিলাভেদ—প্রচুর শর্করাযোগে পাষাণভেদের পত্রকল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে গর্ভিণীর মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (চিঃ ৫০ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ বেদনা নিবারক, হাঁপানি ও পুরাতন সর্দ্দিতে বিশেষ ফলপ্রদ। পত্রের সমস্ত অংশ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। ইহা দধি ও মাখনের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহার পাতা বাটিয়া কচুরী প্রস্তুত করিয়া খায় (Roxb., F. I., iii. 22)। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার রস অম্ল ও পেটবেদনায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতা বাটিয়া বিছা প্রভৃতির বিষে প্রদান করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। Dr. Wight বলেন যে, ইহা একটি তেজস্কর উগ্র ঔষধ, পেটফাঁপা নিবারক ও বালকদের পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়। রস চিনির সহিত সেব্য। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। এক ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা ইহা সেবন করিয়া দুরারোগ্য অজীর্ণ হইতে আরাম লাভ করেন। কিন্তু মাদকতার জন্য ইহা ত্যাগ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা বলেন যে, ইহার মূত্রযন্ত্রের উপর কার্য্যকরী শক্তি আছে, এই কারণে ইহা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগে ও জননযন্ত্র হইতে নির্গত স্রাবে হিতকর (W. C. Dutt)। সিংহলদ্বীপে ইহা পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় (Trimen) ইহা হাঁপানি, পুরাতন সর্দ্দি ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—মূত্রযন্ত্রের ব্যাধি, জননযন্ত্র হইতে নির্গত স্রাবে হিতকর।

পাতার রস—চিনির সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে উদরাধ্মান নাশক, শূলবেদনা এবং অজীর্ণরোগ নাশক।

মন্তব্য :—চরক, মূত্রবিরেচনীয়বর্গে এবং সুশ্রুত বীরতর্ব্বাদিগণে পাষাণভেদ পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Wight., Ill. ii t. 175 ; Bot., Reg., t. 1520.

Ref.—F. B. I., iv. 625 ; B. P., ii. 847 , Roxb., F. I., iii, 22 ; Prain, H.H., 262.
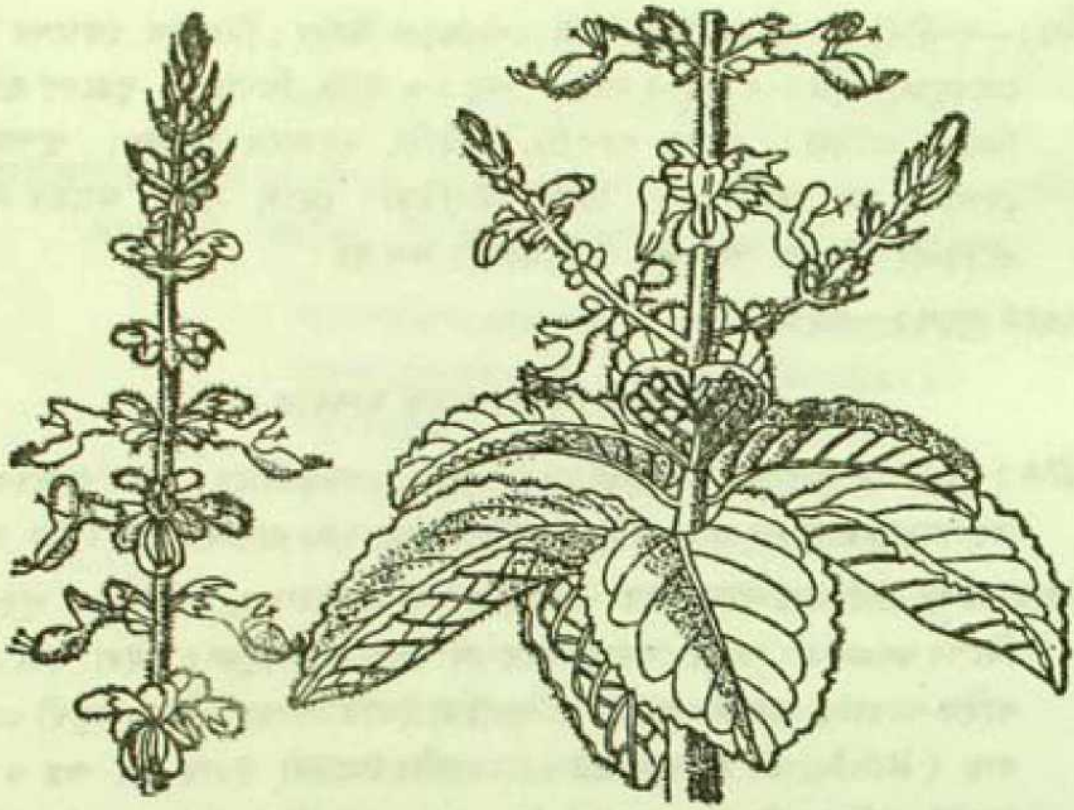
473. Coleus. aromaticus Benth (পাথরচুর)

Genus—MENTHA Linn.

474. M. viridis Linn (পুদিনা)

ভাষানুসারী নাম :—পুদিনা—বাংলা ; পুদিনা—হিন্দি ; পাহাড়ী পুদিনা—পাঞ্জাব ; পুদিনা—বোম্বে ; পুদিনা—মালাবার ; পুদিনা—তামিল ; পুদিনা—তেলেগু ; পুদিনা—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গাছ। কাশ্মীর, সিন্দুদেশ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইহার পাতা ছোট, কিনার করাতের ন্যায় কর্তিত ; পুষ্পদণ্ড নরম, বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পুষ্পস্তবকের মধ্যে থাকে। এই গাছের চাষ হয়। এই জাতীয় আরও কয়েক প্রকার আছে, তন্মধ্যে M. sylvestris Linn (F. B I., iv, 647), M. arvensis Linn., M. incana Willd. এই গুলি প্রধান। ভারতবর্ষে জাত পুদিনার ফুল হয় না।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র গাছ, তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্ক গাছ পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং উত্তেজক। ইহা কামলারোগ নিবারক এবং শুষ্ক গাছের গুঁড়া দন্তরোগ নিবারক। টাট্‌কা ফলের গন্ধ মূর্চ্ছানাশক (Dr. Emerson)। ইহা মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন নিবারিত হয়। টাট্‌কা গাছের চাট্‌নী বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় (Rai Kanailal Dey B.hadur)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্কগাছ :—পেটফাঁপানিবারক, ঋতুস্রাবকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, উত্তেজক, উত্তাপনাশক এবং প্রস্রাবকারক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756 B.; Woodville, Med. Bot. iii, t, 170 (1793); Bentley & Trim, Med, Pl., iii, t, 202 (1875).

Ref.—F.B., I., iv, 647; Linnaea, xii, t, 6.

474. Mentha viridis Linn. (পুদিনা)

475. M. piperita Linn. (পিপারমেণ্ট)

ভাষানুসারী নাম :—পিপারমেণ্ট, পুদিনা—বাংলা ; পিপারমেণ্ট, পুদিনা—হিন্দি।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষের বাগানে চাষ হয় ; ইউরোপ, এশিয়া ও মিশরে বহু পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বহু বর্ষজীবী উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট ঔষধি। পত্র ১-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ সরু অথবা মোটা। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাগযুক্ত, উপরিভাগ মসৃণ, নীচের শিরা পশমময়, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের অগ্র ভাগে ফুল হয়। ফুল শক্ত লোমাবৃত, ছোট ও বেগুনে। বহির্বাস লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র হইতে এক প্রকার Volatile oil নির্গত হয়, ইহাকে Oleum mentha বলে। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক। সাধারণতঃ ইহা মাথাধরা, বাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার ছেঁচা রস (১-১০) কিম্বা তৈল বমন, পাকাশয়িক বেদনা, কলেরা, উদরাময় ও পেটফাঁপায় বিশেষ হিতকর। ইহা ঋতুনাশ, উৎকাসি এবং বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। ইহার ঘ্রাণ ক্ষয় কাসের প্রতিষেধক এবং তৈল মাখাইয়া দিলে গালগলা ফুলা আরাম হয়। এই তৈল বাতবেদনা নিবারক।

আয়ুর্বেদমতে ইহার পত্র উগ্র উত্তেজক ও ঘর্মকারক (Stewart)। বীজ হইতে নিষ্কাষিত তৈল সাঁওতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে। ইহার টাট্‌কারস পাচড়া নিবারক। ইহার ফুলের সিরাপ সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা নিবারক।

বিষমজ্বরে মরিচ চূর্ণের সহিত ইহার পাতার রস হিতকর (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের সুগন্ধিতৈল :—বিষদোষনাশক পেটফাঁপানিবারক, ও উত্তেজক।

গাছ :—উত্তেজক, অগ্ন্যুদ্দীপক, পেটফাঁপা নিবারক, বমি বমি ভাব নিবারক, বালকদের পক্ষে হৃদ্য।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 757 A ; F. B., 10, t. 687.

Ref.—F. B. I., iv, 647 ; Voigt, H. S., 453.

475. Mentha piperita Linn. (পিপারমেন্ট)

Genus—SALVIA Linn.

476. S. plebeia R. Br. (ভুতুলসী)

ভাষানুসারী নামঃ—ভূতুলসী—বাংলা ; সাথী—পাঞ্জাব ; কাম্মারকাস—বোম্বে।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের বাগানে ও মাঠে সচরাচর দেখা যায় ; শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে ও স্থানে স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ড সরল, ৫-১৮ ইঞ্চি : পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হ'য়ে জন্মে। পত্র লম্বা, ও কিনার, কর্ত্তিত, পত্রের উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট, কখন ১/৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে ঘনহ'য়ে জন্মে। বহির্বাস ১/৮ ইঞ্চি। ঘণ্টার ন্যায় আকৃতি। পুংকেশর শ্বেতবর্ণ ও ছোট। বীজ ছোট, ১/২০ ইঞ্চি লম্বা। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—বীজ গণোরিয়া ও বাধক রোগে হিতকর (Stewart)। বোম্বে দেশে ইহার বীজ সম্ভোগ ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—অগ্নিমান্দ্য, গণোরিয়া, অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও অর্শে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 764 A.

Ref.—F. B. I., iv, 655 ; Roxb., F. I., i, 115 ; B. P., ii, 859 ; Prain, H. H., 264.

476. Salvia plebeia R. Br. (কুতুলদী)

Genus--ANISOMELES. R. Br.

477. A. ovata R. Br. (গোবরা)

A. indica O. Ktz.

ভাষানুসারী নাম :—গোবরা—বাংলা ; গোপালী—বোম্বে।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে বহু বহু গাছ আছে। করমণ্ডল, বোম্বে, সিকিম (দার্জ্জিলিং জেলায়), নেপাল দেশে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ৩-৬ ফুট উচ্চ, কাণ্ড শক্ত, চতুষ্কোণ, কাষ্ঠময় ও কোমল লোমযুক্ত। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ১ ইঞ্চি, লোমযুক্ত,

ফুলের বোঁটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ, গোলাকার। পুংকেশর ৪টী, অসমান। ফল ১/১৬ ইঞ্চি, চিক্কণ। ফুল শ্বেতবর্ণ, নিম্নের অংশ লালের আভাযুক্ত বেগুনে। পাতায় কর্পূরের ন্যায় গন্ধ আছে। গাছ দেখিতে অনেকটা সোমরাজ গাছের ন্যায়। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা হইতে নিকাসিত তৈল জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind) ইহার বীজ পেটের ব্যথা নিবারক, ধারক ও বলকারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—উদরাধ্মান নাশক, সঙ্কোচক, রসায়ন।
গাছের তৈল—অন্নায়ুজ ব্যাধিতে উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 769 ; Wight, Ic, Ind. Or., iii; 865 (1843-45)।

Ref :—F. B. I., iv. 672 ; Roxb., F. I., iii, 2 ; B. P., ii, 853 ; Prain, H. H, 263.

477. Anisomeles. ovata R. Br. (গোবরা)

Genus—LEUCAS. R. Br.

478. L. linifolia spreng. (হলকসা)

Anisomeles indica (Linn.) Kntze.

ভাষানুসারীনাম :—দ্রোণপুষ্প, দণ্ডকলস—সংস্কৃত ; হলকসা, ঘল্‌ঘসে—বাংলা ; হলকুষা, গুমা—হিন্দি ; পুলাটুম্‌নি, পুম্নাপ্পাতোসী—তেলেগু ; তুম্বাই—তামিল ; কুম্বা, তম্বা—মহারাষ্ট্র ; তুম্বে—কর্ণাট ; কুবো—গুজরাট ; গেটতুম্ব—সিংভূম।

দ্রোণপুষ্পী দীর্ঘপত্রা কুম্ভযোনিঃ কুতুম্বিকা।
চিত্রাক্ষুপঃ কুতুম্বা চ সুপুষ্পা চিত্রপত্রিকা॥
দ্রোণপুষ্পা কটুঃ সোষ্ণা রুচ্যা বাতকফাপহা।
অগ্নিমান্দ্যহরা চৈব পথ্যা বাতাপহারিণী।

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—দ্রোণপুষ্পী, দীর্ঘপত্রা, কুম্ভযোনি, কুতুম্বিকা, চিত্রাক্ষুপ, কুতুম্বা, সুপুষ্পা, চিত্রপত্রিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—দ্রোণপুষ্পী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, বায়ু ও কফনাশক। অগ্নিমান্দ্য-নাশক, পথ্য এবং বায়ুরোগনাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশের পতিত জমি ও চাষক্ষেত্রে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ½ ইঞ্চি, গাছের অগ্রভাগে ফুল হয়। বহির্ব্বাস ফিকে, নিম্নভাগে থাকে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, মুখ বক্র, সঙ্কুচিত। এই গাছ সচরাচর উচ্চ জমিতে ও গ্রামের রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। ইহার আর ২টি জাতি আছে। যথা L. aspera Spreng (দেবদ্রোণ,) (২) L. zeylanica R. Br. (কুতুম্বা); এইগুলির গুণ প্রায়ই এক, এই কারণে ভিন্ন প্রকারের লেখা হইল না। ঘলঘসার বহির্ব্বাস ছোট বাটীর ন্যায় বলিয়া ইহাকে দ্রোণপুষ্প বলে। শীতের সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্যঅংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে দ্রোণপুষ্পের ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **বিষমজ্বরে** দ্রোণপুষ্পীরস—মরিচচূর্ণ সহ দ্রোণপুষ্পীর পত্রের রস বিষমজ্বরে হিতকর (জ্বর চিঃ) (২) **কামলায়** দ্রোণপুষ্পীরস—কামলারোগীর নেত্রে কয়েক বিন্দু দ্রোণপুষ্পীপত্রের রস সেচন করিবে (কামলা চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—নিঘণ্টুকারের মতে ইহা সুস্বাদু, উগ্র, পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক ও কামলারোগে ব্যবহার্য্য। ইহা ক্রিমি ও শ্লেষ্মানাশক, উত্তেজক ও ঘর্ম্মকারক।

ইহার রস ১ ভাগ মধু ২ ভাগ ও কিছু সোহাগা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয়) Dr. Rheede বলেন L. aspera জাতীয় ঘলঘসা স্বল্পবজঃ

রোগে ব্যবহৃত হয়। ঘলঘসা জাতীয় গাছগুলি পাঁচড়ার ঔষধ। ইহার পাতার রস নাকে নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা মাথাধরা ও সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। এই পাতার রস কোন গাছে দিলে পোকা ধরিতে পারে না, অধিকন্তু পোকা মরিয়া যায়। ইহার পাতা ভাজিয়া লবণযোগে খাইলে জ্বর নাশ হয় (Duthie)।
সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে ½ ছটাক পরিমাণ ঘলঘসার রস খাওয়াইতে হয়, তৎপরে ইহার রস পায়ের তলায় ও ঘায়ের মুখে মাখাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার রস লইয়া নাকে নস্য লইতে হয়। ইহার ফলে রোগী একেবারে আরাম হয়।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—ঝলসাইয়া লবণের সহিত ব্যবহারে জ্বরনাশ করে।
পাতার রস—মাথার যন্ত্রণায় ও সর্দ্দিতে উপকারী

মন্তব্য :—চরক শাকবর্গে দ্রোণপুষ্পী (কুম্বা) পাঠ করিয়াছেন। 'দশেমানিতে' দ্রোণপুষ্পের উল্লেখ নাই।

Fig.—Jacq., Ic. Pl. Rar., i, II, t. 3 ; Rhump., Herb. Amb., vi t. 16 ; Fig I ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 776.

Ref.—F. B. I., iv, 699 ; Roxb., F. I. iii, 9 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H. 263.
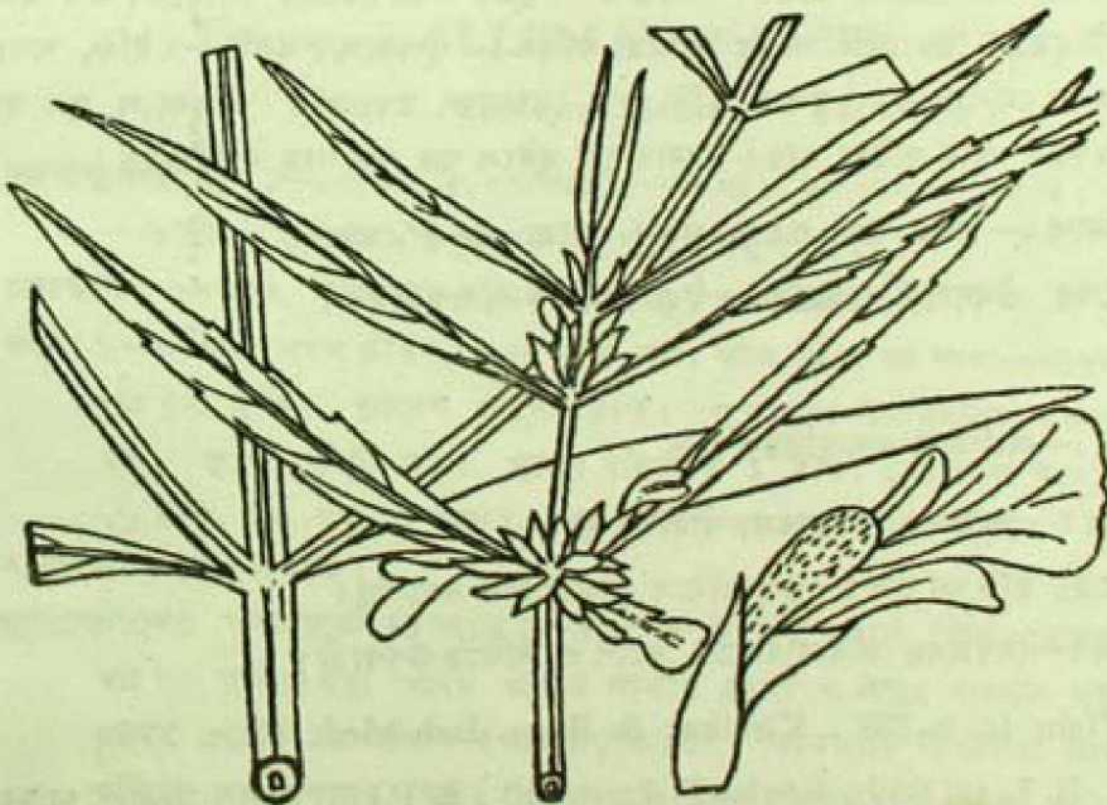
478. Leucas linifolia Spreng (বড় ঘলঘসা)

479. L. cephalotes Spreng. (বড় ঘলঘসা)

L. lavandu laefolia Rees.

ভাষানুসারী নাম :—দেবদ্রোণী, দণ্ডকলস—সংস্কৃত ; বড় ঘলঘসা, বড় হলকসা—বাংলা ; গোমা, মোটাপাতি, ধুরপিশাক—হিন্দি ; তুম্‌নি—তেলেগু ; তুম্ব—মহারাষ্ট্র ; মালডোভা—পাঞ্জাব ; আন্‌দিয়া-ধরুপ-আরক—সাঁওতাল ;

অন্যা চৈব মহাদ্রোণা কুরুম্বা দেবপূর্বকা।
দিব্যপুষ্পা মহাদ্রোণী দেবীকাণ্ডা ষড়াহ্বয়া॥
দেবদ্রোণী কটুস্তিক্তা মেধ্যা বাতার্ত্তিভূতনুৎ।
কফমান্দ্যাপহা চৈব যুক্তা পারদশোধনে॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মহাদ্রোণ, কুরুম্বা, দেবপূর্বকা, দিব্যপুষ্পী, মহাদ্রোণী ও দেবকাণ্ডা—এই ছয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—দেবদ্রোণী, কটু্তিক্তরস, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, বায়ু রোগ ও ভূতদোষনাশক, এবং কফ ও অগ্নিমান্দ্য নাশক। অন্তদ্রব্যের সহিত যুক্ত হইয়া পারদশোধনে ব্যবহৃত হয়।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং পর্বতীয় প্রদেশের ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে। বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—লম্বা, শক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৩ ফুট। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। পুষ্পগুচ্ছের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, অত্যন্ত বৃহৎ ও গোলাকার। ফুল ১ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে গাছ মরিয়া যায়। বর্ষায় বৃষ্টি হইলে শত শত গাছ বাহির হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ, পত্র ও ফুল। মাত্রা, রস ½ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা উত্তেজক ও ঘর্মকারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—উত্তেজক, ঘর্মকারক, কীটবিষ নাশক।

গাছের টাট্‌কা রস :—চুলকানিতে বাহ্যপ্রয়োগ করা হয়।

ফুল :—সিগারেটের ন্যায় ব্যবহারে কাসি ও সর্দ্দিতে উপকারী।

Fig.—Wight, lc. t. 337 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 773 ;

Ref : -F. B. I., iv, 689 ; Roxb., F. I., iii, 10 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H.H., 263

479. Leucas cephalotus Spreng. (বড় ঘলঘসা)

Genus—LALLEMANTIA Fich & Mey.

480. L. royleana Benth. (তোকমারি)

ভাষানুসারী নাম :—তোকমারি, তোপমারি—বাংলা ; তুখ্‌মালঙ্গা—হিন্দি ; তুখ্‌মিবালঙ্গু—কাশ্মীর ; তুখ্‌বালঙ্গা—পাঞ্জাব ; তুখ্‌মিবালঙ্গু—বোম্বে।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, লাহোরের পশ্চিমভাগে প্রচুর জন্মে ও চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ্‌, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ড হইতে বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। পত্র ১/২-১ ইঞ্চি। বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে গুচ্ছবদ্ধ বহু পুষ্প হয়। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুলের বহির্বাস ১/৬ ইঞ্চি, সোজা ও ঘনসন্নিবিষ্ট। ফল ১/১০ ইঞ্চি, সরু, লম্বা ও মসৃণ। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ শান্তিকর। জলে দিলে হড়হড়ে ও আঠার মত হয় বলিয়া ইহা অনেক প্রকার পানীয় দ্রব্যে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাবে জ্বালা, আটকাইয়া প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি রোগে তোকমারি ভিজাইয়া উহার জল পান করিলে বেশ উপকার হয়। তোকমারি জলে ভিজাইয়া ফোড়ায় পটি দিলে উহা বসিয়া বা ফাটিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—শান্তিকর, স্নিগ্ধতাকারক, পেটের বায়ুতে এবং এবং প্রস্রাব আটকাইলে ব্যবহারে বিশেষ উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 766 C.

Ref.—F. B .I., iv, 667 ; Boiss., Fl. Orient., iv, 674 ; Birdwood, Bomb. Pl., 62 ; Stewart, Punjab. Pl., 168 ; Atkinson, Him. Dist., 315.
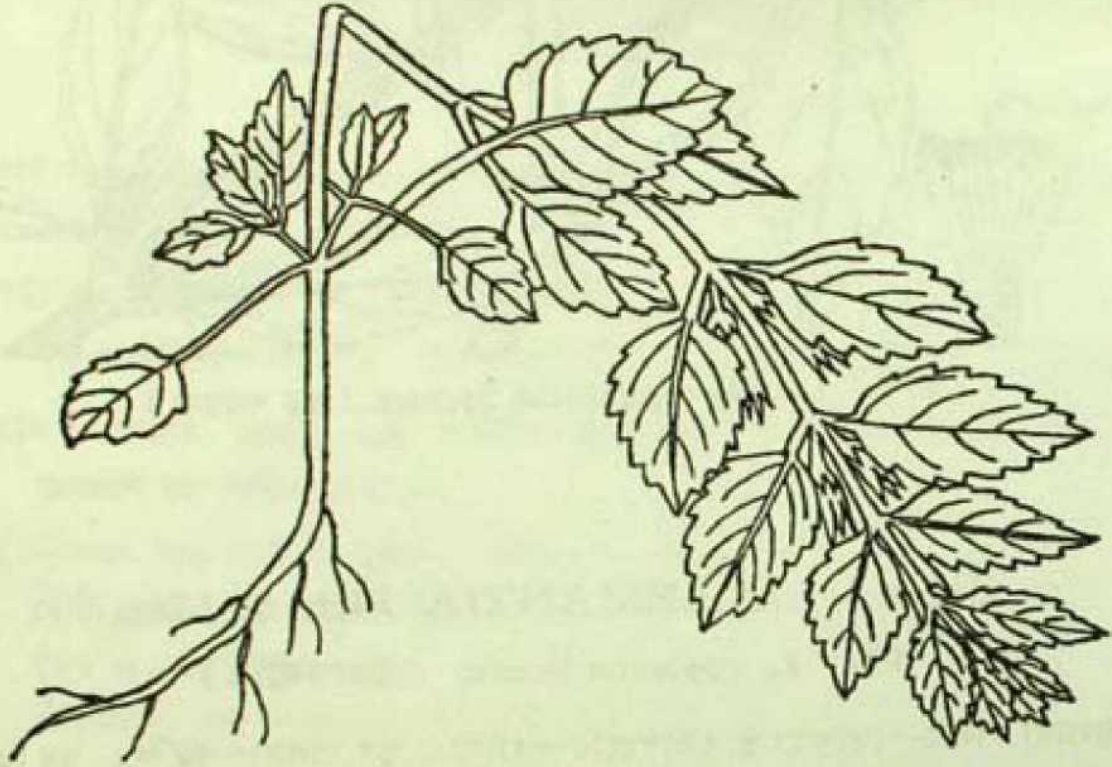
480. **Lallemantia Royleana Benth** (তোকমারি)

LXXX. PLANTAGINACEAE.

Genus—PLANTAGO Linn.

481 P. ovata Forsk. (ঈসপগুল)

ভাষানুসারী নাম :—ঈষদ্‌গোল—সংস্কৃত ; ঈশব্‌গুল—বাংলা ; ঈশববগুল—হিন্দি ; উষমূজীরণ—গুজরাট ; ঈশবগুল—পাঞ্জাব ; স্পানগার—সিন্ধু ; ইস্পাঘাঃ—ফার্স ; ইষকলবিরৈ—তামিল ; ইস্পগল—তেলেগু ; বজরীকতুনা—আরব।

ঈষদ্‌গোলং পরং বৃষ্যং মধুরং গ্রাহি শীতলম্।
পিচ্ছিলং তুবরং কিঞ্চিদ্বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ।
রক্তাতিসারাস্রপিত্তং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্॥
মূত্রলং শীতবীজং স্যাদুষ্ণবাতনিবারণম্।
বস্তিসংশোধনং প্রোক্তং শুক্রমেহনিবারণম্।
আম্মানাপহরশ্চাস্য যোজ্যঃ শীতকষায়কঃ।

বৈদ্যামৃত নিঘণ্টু সংগ্রহঃ।

গুণপর্য্যায় :—ঈশবগুল বৃষ, মধুর, ধারক, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ কষায়, বাতশ্লেষ্মকর, কফপিত্তহর এবং রক্তাতিসার ও রক্তপিত্তনাশক। ইহার বীজ মূত্রকর, শীতল, উষ্ণবাতনিবারক, বস্তিশোধক, শুক্রমেহ ও আম্মাননাশক। ইহার শীতকষায় প্রযোজ্য।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, মূলতান, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয় আদিম বাসস্থান বেলুচিস্থান, আফ্‌গানিস্থান, আরব, মিশর।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ঘন শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা কুশঘাসের ন্যায়, ৩-৯ ইঞ্চি, পাতায় ৩টি শিরা আছে। দূরে দূরে দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের মস্তক ½-১½ ইঞ্চি, গোলাকার। পুষ্পস্তবক ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বীজকোষ ২ ঘর বিশিষ্ট; প্রত্যেক ঘরে ১টী বীজ থাকে। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ। শীতকষায় ১-৩ ছটাক। কাথ ৫-১০ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ঈশবগুল স্নিগ্ধকর ও মৃদুবিরেচক। ইহার বীজ জ্বর সর্দি ও শুক্রসম্বন্ধীয় রোগে হিতকর। উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। জলে ভিজাইলে বেশ পুলটিসের কাজ করে। ঈশবগুলের দানা অশ্বের কর্ণের ন্যায় বলিয়া পারসিক ভাষায় ইহাকে ইস্‌প্‌গুল বলে। ইহার বীজ ভিজাইলে তোকমারির ন্যায় আঠার মত হয়। ইহার বীজে অল্প ধারকতা শক্তি আছে বলিয়া দেশীয় ও ইউরোপীয় বৈদ্যেরা—বালকদিগের পুরাতন উদরাময়ে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিতে বলেন (Bentl & Trim)।

ঈশবগুল ধারক বাত ও শ্লেষ্মাকারক, কফ ও পিত্তনাশক। ইহার শীতকষায় সচরাচর রক্ত আমাশয় ও অম্লনাশক, বস্তিশোধক, প্রমেহনাশক। ইহার শীতকষায় সচরাচর এই রোগে প্রয়োগ করে। ইহা গুঁড়া করিয়া গরম জলে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়, শীতকষায়ে উহার গুণ ৬ গুণ বর্দ্ধিত হয়। Dr. Edgeworth বলেন ইহা মূলতানে চাষ হয়, কিন্তু Dr. Stewart বলেন ইহা পাঞ্জাবে চাষ হয় না।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—স্নিগ্ধতাকারক, বেদনানাশক, প্রস্রাবকারক। পক্বাশয়ে নাড়ীর স্ফীতি, জননেন্দ্রিয়ের এবং মূত্রাশয়ের স্ফীতিতে, পুরাতন আমাশয়ে, অগ্নিমান্দ্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী।

মন্তব্য :—ঈশবগুল অন্ত্র ও পাকস্থলীয় প্রদাহ, আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মার বিকার (gastic Cattarrh), অতিসার, রক্তাতিসার, গণোরিয়া এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। ভিনিগারের সহিত ঈশবগুল ও রামতিলের পুলটিস আমবাতগ্রস্ত স্ফীত অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ঈশবগুল কফ ও কাসের পক্ষেও হিতকর। গরম জলে স্নিগ্ধ ও শর্করার সহিত ২।৩ ড্রাম ঈশবগুল বালকদের দীর্ঘকালের উদরাময়ে সেবন করিলে সহজ দাস্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ঈশবগুল ধারক, সে কারণ ইহা শিশুর উদরাময় ও আমরক্তাতিসারে উপকারী। এতদ্দেশীয় লোকের বিশ্বাস ঈশবগুল সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার হয় না। সুতরাং তাঁহারা আস্ত ব্যবহার করেন। Dr. Fliming বলেন, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ২½ dram ঈশবগুল ½ ড্রাম মিছরির সহিত সেবন বিধেয়। India Pharmacopoea তে ঈশবগুলের কাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। (Khory & Dymock. 2nd vol, 501 Page এবং 3rd vol. 126-127. Page).

Fig.—Bentl & Trim. Med. Bot., t. 211 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 782 A.

Ref.—F. B. I., iv, 707 ; Roxb., F. I., i, 404 ; Dymock., iii. 126.
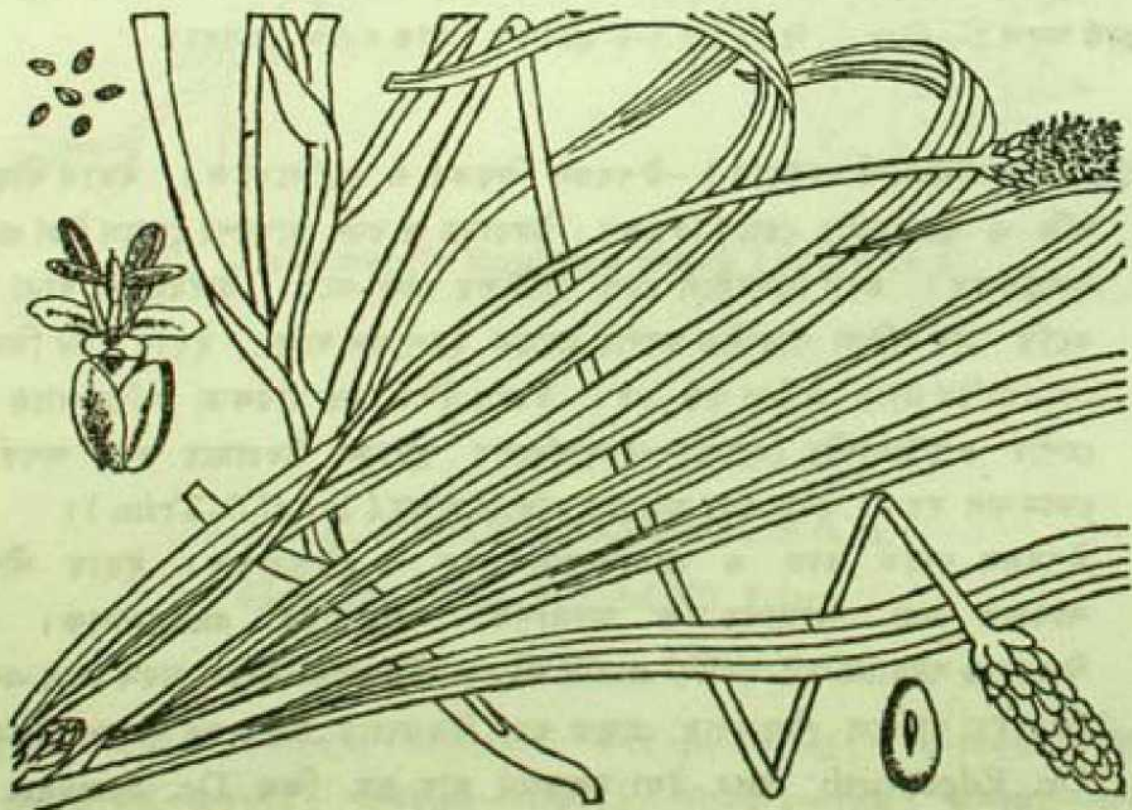
481. Plantago ovata Forsk. (ঈসপগুল)

LXXXI. NYCTAGINERE.

Genus—BOERHAAVIA Linn.

482. B. repens Linn. (পুনর্ণবা)

B. diffusa Linn.

ভাষানুসারী নাম ঃ—পুনর্নবা—সংস্কৃত ; শেপুণো, গাদাপুণো, পুনর্নবা—বাংলা ; বিষথপরা, সাঁঠ, গদহপূর্ণা—হিন্দি ; পাণ্ডরাঘেন্টুলি—মহারাষ্ট্র ; বিলিরহু বেল্লড্কিলু—কর্ণাট ; পুনর্ণবা—বোম্বে ; গালজেরু, অতিকমমেদি, আতাতানামিদী—তেলেগু ; ভূকরত্তেকিরে, মুকুক্রাট্টি, মুকরত্তেকিরে—তামিল ; হন্দকুকী—আরব।

পুনর্ণবা বিশাখশ্চ কাঠিল্লঃ শশিবাটিকা।
পৃথ্বী চ সিতবর্ষাভূর্দীর্ঘপত্রঃ কঠিল্লকঃ॥
শ্বেতা পুনর্ণবা সোষ্ণা তিক্তা কফবিষাপহা।
কাসহৃদ্রোগশূলাস্র-পাণ্ডুশোফানিলার্ত্তিনুৎ॥
পুনর্ণবাঽন্যা রক্তাখ্যা ক্রূরা মণ্ডলপত্রিকা।
রক্তকাণ্ডা বর্ষকেতুর্লোহিতা রক্তপত্রিকা॥
বৈশাখী রক্তবর্ষাভূঃ শোফঘ্নী রক্তপুষ্পিকা।
বিকস্বরা বিষঘ্নী চ প্রাবৃষেণ্যা চ সারিণী॥
বর্ষাভবঃ শোণপত্রঃ শোণঃ সম্মীলিতদ্রুমঃ।
পুনর্ণবো নবো নব্যঃ স্যাদ্বাবিংশতিসংজ্ঞয়া॥
রক্তা পুনর্ণবা তিক্তা সারিণী শোফনাশিনী।
রক্তপ্রদরদোষঘ্নী পাণ্ডুপিত্তপ্রমর্দিনী॥
নীলা পুনর্ণবা নীলা শ্যামা নীলপুনর্ণবা।
কৃষ্ণাখ্যা নীলবর্ষাভূর্নীলিনী স্বাভিধান্বিতা॥
নীলা পুনর্ণবা তিক্তা কটূষ্ণা চ রসায়নী।
হৃদ্রোগপাণ্ডুশ্বয়থু-শ্বাসবাতকফাপহা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—পুনর্ণবা, বিশাখ, কঠিল্ল, শশিবাটিকা, পৃথ্বী, সিতবর্ষাভূ, দীর্ঘপত্র, কঠিল্লক—এইগুলি শ্বেতপুনর্ণবার নাম। রক্তাখ্যা, ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, বর্ষকেতু, লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোফঘ্নী, রক্তপুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রাবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, শোণ, সম্মীলিতদ্রুম, পুনর্ণবা, নবা, নব্য—এই বাইশটি রক্তপুনর্ণবার নাম। নীলা, শ্যামা, নীলপুনর্ণবা, কৃষ্ণাখ্যা, নীলবর্ষাভূ, নীলিনী,—এইগুলি নীলপুনর্ণবার নাম।

গুণপর্যায় ঃ—শ্বেতপুনর্ণবা—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফদোষ ও বিষদোষ নাশক। কাস, হৃদ্রোগ, শূল, রক্তদোষ, পাণ্ডু, শোথ এবং বায়ুনাশক। রক্তপুনর্ণবা—তিক্তরস, মলনিঃসারক,

শোথনাশক, রক্তপ্রদর, পাণ্ডু, এবং পিত্তদোষনাশক। নীলপুনর্ণবা—তিক্ত ও কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন। হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, শ্বাস এবং বায়ু ও কফনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশের বহুস্থানে পতিত জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে। সচরাচর শীতলস্থানে ও সারের গাদায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—পুনর্ণবার প্রধানতঃ ৩টি Varities আছে। তন্মধ্যে Var. diffusa কে প্রকৃত পুনর্ণবা (B. P., ii, 863 ; F. B. I., iv. 709) বলে ; Var. procumbens ইহার নামও পুনর্ণবা। ইহা সচরাচর মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায়। পুনর্ণবার গুণ সবগুলিরই সমান, তবে শ্বেত পুনর্ণবার গুণ বৈদ্যশাস্ত্রে অধিক বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঘন শাখাযুক্ত লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূলশিকড় শক্ত ও কাঠের মত। লতা ২-৩ ফুট লম্বা, নরম মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে, পাতা পুরু, অগ্রভাগ মোটা। প্রত্যেক শাখায় জোড়া জোড়া পাতা হয়। ইহা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, অথবা গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গোড়ার পাতা গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্প লোমযুক্ত, পুংকেশর ২-৩টি, বিস্তৃত। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ইহার বীজ নটে শাকের বীজের ন্যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, রৌদ্রে লতা শুকাইয়া গেলেও ইহার মূল থাকে এবং পুনরায় বর্ষায় গজাইয়া উঠে। রক্তপুনর্ণবার ডাঁটা লালবর্ণ ও ফুল লালবর্ণ হয়। ইহার লতা অধিকদূর বিস্তৃত হয়। শ্বেতপুনর্ণবার রস হইতে ইহা একটু তিক্ত। শীতের সময় পুনর্ণবার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও শিকড়। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; কাথ ৫-১০ তোলা ; মূলের রস ৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে পুনর্ণবার ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে পুনর্ণবা—দধির সরের সহিত পুনর্ণবামূল পেষণপূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ম অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) অশ্মরীরোগে পুনর্ণবা—ক্ষীরপরিভাষানুসারে সাধিত পুনর্ণবাকাথ অশ্মরী-রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৭ম অঃ)। (২) শোথে পুনর্ণবা—শোথরোগী প্রত্যহ পুনর্ণবার কাথ কিম্বা পুনর্ণবার মূল কল্ক এবং আর্দ্রক একত্র পেষণপূর্ব্বক দুগ্ধানুপান করিবে। এইরূপ একমাস সেব্য (চিঃ ২৩ অঃ)। (৩) মূষিকবিষে পুনর্ণবা—মূষিকদংশনের জন্য বিষদোষ দূরীকরণার্থ মধু সহ পুনর্ণবামূল চূর্ণ সেবন করিবে (কঃ ৬ অঃ)। (৪) ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদিবিষে পুনর্ণবা—ক্ষিপ্ত কুক্কুরদংশন বিষদোষ দূরীকরণার্থ শ্বেতপুনর্ণবার মূল, ধুস্তুরবীজ সহ সেব্য (কঃ ৬ অঃ)। (৫) জ্বরে বর্ষাভূ—ক্ষীরপরিভাষানুসারে সাধিত পুনর্ণবা কাথ সর্ব্বজ্বর নাশক (উঃ ৩৯ অঃ)।

বৃন্দ :— ১) মদাত্যয়ে পুনর্ণবা—মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত, ঘৃতসম গব্যদুগ্ধ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ পুনর্ণবা কাথ এবং ঘৃত চতুর্থাংশ যষ্ঠীমধু কল্ক সহ যথাবিধি পাক করিয়া প্রত্যহ ½ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মদ্যপান জন্য যাহাদের ওজোধাতুক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছে তাহারা সুস্থতা লাভ করিতে পারে। (২) রসায়নার্থ পুনর্ণবা—পুনর্ণবা মূলত্বক (নিঘণ্টুমতে নীলপুনর্ণবা রসায়নী, অভাবে শ্বেতপুনর্ণবা গ্রাহ্য) উপরিউক্তমাত্রায় গবাদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক তিনমাস, ছয়মাস কিম্বা একবৎসর কাল পান করিলে জীর্ণ ব্যক্তিও পুনর্ণবতা প্রাপ্ত হয়।

চক্রদত্ত :—(১) শোথে পুনর্ণবাঘৃত—পুনর্ণবার কাথ, কল্কসহ যথাবিধি গবাঘৃত পাক করিয়া শোথরোগীকে সেবন করাইবে (শোথ চিঃ)। (২) বিদ্রধিতে পুনর্ণনবা—শ্বেত-পুনর্ণবা মূল কাথ পান করাইলে অপক্ক বিদ্রধি জয় করা যায় (বিদ্রধি চিঃ। (৩) বিষ প্রতিষেধার্থ শ্বেতপুনর্ণবা—পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্ণবামূল উত্থিত করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, সম্বৎসর সর্পবিষের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় (বিষ চিঃ)।

হারীত :—(১) উরঃক্ষতে পুনর্ণবা উরঃক্ষতে সরক্ত পূঁজ নির্গত হইতে থাকিলে, পুনর্ণবাকাথ পেয় (চিঃ ১০ অঃ)। (২) নিদ্রাকরত্বে পুনর্ণবা—অনিদ্র ব্যক্তিকে পুনর্ণবার কাথ সেবন করাইলে সুনিদ্রা হয়।

বঙ্গসেন :—চাতুর্থক জ্বরে শ্বেতপুনর্ণবা—শ্বেতপুনর্ণবার মূল দুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক কিম্বা তাম্বুলের সহিত সেবন করিলে, দীর্ঘকালের পৈত্তিক চাতুর্থক জ্বরে (২ দিন ছাড়াজ্বর) নিবৃত্তিপায় (জ্বর চিঃ)। (২) বাতকণ্টকাখ্য বাতব্যাধিতে পুনর্ণবা—শ্বেতপুনর্ণবা মূলপক্ক তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতকণ্টক বিনষ্ট হয় (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) আমবাতে পুনর্ণবাশাক—পুনর্ণবাশাক আমবাত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (আমবাত চিঃ)

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—কামলা, উদরী, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, অল্পমূত্র ও আভ্যন্তরিণ প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা শোথ রোগের একটি প্রধান ঔষধ, এই কারণে ইহার আর একটি নাম শোথারি। ইহার শিকড়ের কাথ, চিরতা গুঁড়া ও আদা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের বিশেষ ঔষধ।

শুনিম্ব বিশ্বকল্কং জগ্ধ্বা পেয়ঃ পুনর্ণবাকাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্ব্বাঙ্গজং নৃণাম্॥

পুনর্ণবাষ্টক :—পুনর্ণবা শিকড়, নিমের শিকড়, পটলপত্র, আদা, কটকী, হরীতকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ প্রত্যেক ½ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। এই কাথ সর্ব্বাঙ্গীন শোথে, উদরী, সর্দ্দি, এবং কখন কখন কষ্টকর শ্বাসে ব্যবহৃত হয়।

ইহার শিকড়ের কাথ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিলে, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ আরাম হয়, ইহাকে পুনর্ণবা তৈল বলে।

পুনর্ণবানিম্বপটোল শুঠীতিক্তামৃতাদার্ব্যভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূলশ্বাসান্বিতংপাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ চক্রদত্তঃ।

গোয়াদেশে ইহার কাথ গণোরিয়া রোগে মূত্রকর বলিয়া এবং বোম্বে প্রদেশে শোথরোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

ইহার শিকড় পশ্চিমভারতীয় দ্বীপে গণোরিয়া রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হাঁপানিতে বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার মূল সেবনে উপকার হয়। ইহা শ্লেষ্মা নিঃসারক। কয়েকটি রোগীকে ইহার কাথ, রস ও গুড়া দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Asstt. Sur. B. M Chatterjee)।

Dr. Lalmohan Ghose পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে.ইহার মূত্রাশয়ের উপর ক্রিয়া আছে এবং অপর ঔষধের সহিত সেবন করিলে যকৃতের উপর বিশেষ কাজ করে (Food & Drugs. 1910 ; 80)। ইহা অধিক পরিমাণে মূত্র করাইয়া দেয় বলিয়া যাবতীয় গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার জন্য শোথে ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা মূত্রাশয়ের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ রোগে ইহা মূত্রবৃদ্ধি করাইয়া শোথের উপশম করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—প্রস্রাবকারক, বিরেচক, শ্লেষ্মানিঃসারক। হৃদ্‌পানীয় পক্ষে উপকারী। অগ্ন্যুদ্দীপকতায় স্থানীয় শোথনিবারক। রক্তশূন্যতায়, কামলায়, জলোদরীতে, শোথে, স্বল্পপ্রস্রাবে উপকারী। জঠরাগ্নি বৃদ্ধিকারক ও সর্পবিষে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, স্বেদোপগ, অনুবাসনোপগ, কাসহর এবং বয়ঃস্থাপনবর্গে পুনর্ণবা পাঠ করিয়াছেন। চারক শাকবর্গে পুনর্ণবাশাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্বেদোপগ শব্দের অর্থ ঘর্ম্মোৎপাদক। সুশ্রুত বিদারীগন্ধাদিগণে পুনর্ণবা পাঠ করিয়াছেন। শাকবর্গে লিখিয়াছেন "তেষু পৌনর্ণবং শাকং বিশেষাচ্ছোফনাশনম্"। তিক্তবর্গে পুনর্ণবা পঠিত হইয়াছে (সূঃ ৪ অঃ)। বামকদ্রব্যের মধ্যে পুনর্ণবার উল্লেখ নাই।

ত্বগ্‌গত শোথে পুনর্ণবার প্রলেপ উপকারী। Ainslie বলেন পুনর্ণবার মূলচূর্ণ মৃদুরেচক এবং ইহার শীতকষায় ক্রিমিঘ্ন। I. F. Waring বলেন, পুনর্ণবা উত্তম কফনিঃসারক। ইহার চূর্ণ, কাথ ও শীতকষায়, শ্বাসে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় পুনর্ণবা বামক। Watt মহোদয় উহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শুষ্ক পুনর্ণবার কাথ সোরার সহিত শোথরোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। সামান্য শোথে পুনর্ণবা শাক সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণ যোগে রুটির সহিত সেবন করিলেই উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Wight, lc , t., 874 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 56.

Ref.—F.B.I., iv, 709 ; Dymock, iii, 130 ; B.P., ii, 862 ; Prain, H. H., 254.

482. Boerhaira repens Linn. (পুনর্নবা)

Genus—PISONIA Linn.

483. P. aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)

ভাষানুসারী নাম :—বাঘআঁচড়া—বাংলা ; হাতী-অঙ্কুশ—উড়িষ্যা ; করিন্দু—তামিল ; কষী, এম্বুডি—তেলেগু।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বনজঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত লতানে ভূলুণ্ঠিত লতা। নূতন ডাল ও পুষ্পদণ্ড কোমল এবং ধারাল কাঁটা দ্বারা আবৃত। ছাল দিকে ধূসর বর্ণ ও পাতলা, কাষ্ঠ দিকে ধূসর বর্ণ ও নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, মাথা মোটা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত অকর্ত্তিত, পত্র বৃন্ত ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ঘন ঘন জন্মে। পুংকেশর ৭।৮টি, স্ত্রীপুষ্প গোলাকার, দাঁতযুক্ত ; ফল লম্বা ⅓-½ ইঞ্চি, ৫টি শিরাবিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল ও পাতা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ত্বক্ ও পত্র বাতের বেদনায় দিলে বেদনা আরাম হয় ও ফুলা কমিয়া যায়। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ও অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত বালকদিগকে সেবন করিতে দিলে তাহাদের ফুস্‌ফুস্ ঘটিত রোগ আরাম হয় (Watt)।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল ও পাতা :—ফুলা ও বাতের বেদনায় যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া কমাইয়া দেয়।

Fig :—Wight, Ic., t. 1763-64 ; Bedd., Sylv., Madr., 175, t. 22, Fig 3 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 784.

Ref. :—F. B. I., iv, 711 ; Roxb., F. I., ii, 217 ; B.P., ii, 864 ; Watt, v. Pt. I. 264 ; Prain, H. H., 264.

483. Pisonia aculeata Linn. (বাঘ অঁাচড়া)

Genus—MIRABILIS Linn.

484. M. jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিসন্ধি, কৃষ্ণকেলি—সংস্কৃত ; কৃষ্ণকেলি—বাংলা ; গুলাব্বাস—হিন্দী ; গুলাব্বাস—বোম্বে ; পাট্টারায়—তামিল ; চন্দ্রকান্তা ; বাখারাচী—তেলেগু ; অন্তিমালারি—মালয়।

ত্রিসন্ধিঃ সান্ধ্যকুসুমা সন্ধিবল্লী সদাফলা।
ত্রিসন্ধ্যকুসুমা কান্তা সুকুমারা চ সন্ধিজা॥
ত্রিসন্ধিস্ত্রিবিধা জ্ঞেয়া রক্তা চান্যা সিতাঽসিতা।
কফকাসহরা রুচ্যা ত্বগ্দোষ শমনী পরা॥

রাজনিঘণ্টুঃ করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ত্রিসন্ধি সান্ধ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সদাফলা, ত্রিসন্ধ্যকুসুমা, কান্তা, সুকুমারা ও সন্ধিজা—এই কয়টি নাম। ত্রিসন্ধি তিনপ্রকার রক্ত, শ্বেত, অসিত।

গুণপর্যায় :—ত্রিসন্ধি—কফ ও কাসনাশক, রুচিকর এবং ত্বগ্দোষ নাশক।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান আমেরিকা। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, ও বাঁকুড়ায় বহু গাছ বাগানে ও বসত বাটীতে রোপণ করে।

বর্ণনা :—এই গাছ প্রধানতঃ শ্বেত, পীত, লাল, লাল ও শ্বেত লাল ও পীত বর্ণ ভেদে পাঁচ প্রকার। ১৫৯৬ খৃঃ পোর্টুগীজেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ হইতে এই গাছ ভারতে আনয়ন করে। এই গাছকে সন্ধ্যাকলি কিম্বা সন্ধ্যাফুল বলে। পারস্য ভাষায় ইহাকে Gul-A'bas বলে। এই ফুল পারস্য বাসীদের প্রিয় এবং বাড়ী সাজাইবার জন্য রোপণ করে। গাছের শিকড় গোলাকার ও লম্বা, অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ সবুজবর্ণ। পুরাতন শিকড় শুকাইলে শক্ত হয়। নূতন শিকড় চামড়ার মত। পত্র দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়। পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। ফুলের পাপ্ড়ি অবিভক্ত, প্রান্ত দেশ কর্ত্তিত। পুষ্পদল ১ ইঞ্চি লম্বা। পাপ্ড়ি ৪-৫টি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, এবড়ো খেবড়ো, অনেকটা গোলমরিচের ন্যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই বীজ জোলাপের কাজ করে। ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বাগী ও ফোড়া পাকাইতে ব্যবহৃত হয়। বীজ গোল মরিচের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। শিকড় মৃদুবিরেচক। কঙ্কন দেশে ইহার শুক্না শিকড়চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য ব্যবহার করে এবং শিকড় সিদ্ধ করিয়া তরকারীর ন্যায় খাইলে অর্শ আরাম হয়। শিকড়ের মণ্ড অনেক খাবারে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল :—কামোদ্দীপক, বিরেচক।

পাতা :—ফোড়া, অর্ব্বুদ এবং বাগীতে ব্যবহার করিলে যন্ত্রণা নিবারণ করে।

Fig.—Bot. Mag., t. 371 ; Rheede. , Hort. Mal.,x,t. 75.

Ref.—B.P., ii, 862 ; Dymaok, iii, 132 ; Prain, H. H., 264 ; Voigt., H. S., 328.
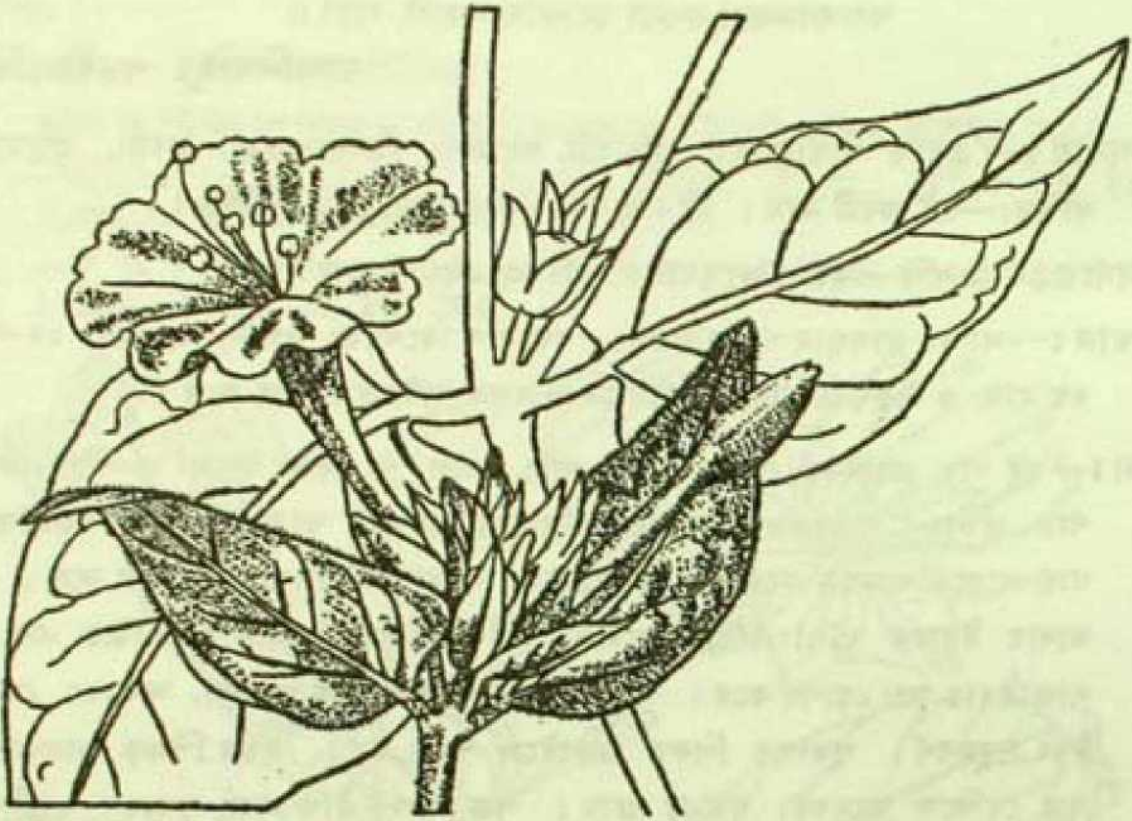
484. Mirabilis jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

LXXXII. AMARANTACEAE.

Genus—ACHYRANTHES Linn.

485. A. aspera Linn. (আপাঙ্)

ভাষানুসারী নাম :—অপামার্গ, ময়ূরক, খরমঞ্জরী—সংস্কৃত ; আপাঙ্—বাংলা ; চিরচিটা, লট্জীরা, ওঙ্গা—হিন্দি ; আঘাড়া—মহারাষ্ট্র ; উত্তরণে-চিচিরা,—কর্ণাট ; অঘেজে—গুজরাট ; উত্তরেণী, দুচ্চিনিকে, অপামার্গম্—তেলেগু ; নাজুরিবি—তেলেগু ; খারবাস্-গোতা—ফ্রান্স ; অংকম্—আরব।

অপামার্গস্তু শিখরী কিণিহী খরমঞ্জরী।
দুর্গ্রহশ্চাপ্যধঃশল্যঃ প্রত্যক্পুষ্পী ময়ূরকঃ ॥
কাণ্ডকণ্টঃ শৈখরিকী মর্কটী দুরভিগ্রহঃ।
বশিরশ্চ পরাক্পুষ্পা কণ্টী মর্কটপিপ্পলী ॥

কটুর্মাঞ্জুরিকী নন্দী ক্ষবকঃ পংক্তিকণ্টকঃ
মালাকণ্টশ্চ কুব্জশ্চ ত্রয়োবিংশতিনামকঃ ॥
অপামার্গস্তু তিক্তোষ্ণঃ কটুশ্চ কফনাশনঃ।
অর্শঃকণ্ডূদরামঘ্নো রক্তহৃদ্ গ্রাহিবান্তিকৃৎ ॥
অন্যো রক্তো হ্যপামার্গঃ ক্ষুদ্রাপামার্গকস্তথা।
আঘট্টকো দুগ্ধনিকা রক্তবিন্দুরল্পপত্রিকা ॥
রক্তোঽপামার্গকঃ শীতঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ।
ব্রণকণ্ডূবিষঘ্নশ্চ সংগ্রাহী বান্তিকৃৎ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—অপামার্গ, শিখরী, কিণিহী, খরমঞ্জরী, দুর্গ্রহ, অধঃশল্যঃ, প্রত্যক্পুষ্পী, ময়ূরক, কাণ্ডকণ্ট, শৈখরিকী, মর্কটী, দুরভিগ্রহ, বশির, পরাক্পুষ্পী, কণ্টী, মর্কটপিপ্পলী, কটু, মার্জ্জরিকী, নন্দী, ক্ষবক, পংক্তিকণ্টক, মালাকণ্ট, কুব্জ,—এই তেইশটী নাম। অন্যপ্রকার অপমার্গ আছে তাহার নাম—রক্তঅপামার্গ, ক্ষুদ্রাপামার্গক, আঘট্টক, দুগ্ধনিকা, রক্তবিন্দু, অল্পপত্রিকা—এইগুলি।

গুণপর্য্যায়ঃ—অপামার্গ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কটুরস, কফনাশক, অর্শ, কণ্ডূ ও রক্তার্শ, হৃদ্‌রোগনাশক, মল সংগ্রাহক, ও পিপাসানাশক। রক্তঅপামার্গ—শীতব্যর্য্য, কটুরস, কফ ও বায়ুনাশক, ব্রণ, কণ্ডূ, এবং বিষদোষ নাশক, মলসংগ্রাহক, এবং পিপাসানাশক।

জন্মস্থান:—ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান।

বর্ণনা:—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড ১-২ ফুট, খাড়াভাবে জন্মে। শাখা বহুবিস্তৃত, শাখার অগ্রভাগ মোটা, পত্র অতি অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কোমল, লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ৫টী, ফল ছোট, লম্বাকৃতি, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। ফল শক্ত ও পক্ষযুক্ত, ফলের গায়ে কাপড় লাগিলে ফল কাপড়ে আটকাইয়া যায় বা কোন জীবজন্তু উহার নিকট দিয়া যাইলে উহাদের গায়ে ফল লাগিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠের শেষে ইহা অঙ্কুরিত হয়। ফুল শীতকালে জন্মে, গ্রীষ্মকালে ফল শুষ্ক হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ:—শাখা, পত্র, বীজ ও মূল। মাত্রা, পাতার রস ১ তোলা, ক্বাথ ১ ছটাক, মূল ½-১ তোলা, বীজচূর্ণ ½ তোলা।

বৈদ্যকে অপামার্গের' ব্যবহার।

চরক:—শিরোবিরেচনে অপামার্গতণ্ডুল—শিরোবিরেচক (যে বস্তুর নস্য লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেমাস্রাব হয় তাহাকে শিরোবিরেচক বলে) বস্তুর মধ্যে অপামার্গ তণ্ডুল শ্রেষ্ঠ (সূঃ ১৫ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **অর্শে** অপামার্গ মূল—প্রত্যহ অপামার্গমূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মধু সহ পান করিবে (চিঃ ৬ অঃ)। টীকাকার ডল্বণ বলেন—"অপামার্গমূল যোগঃ পিত্তরক্তার্শসি। গয়দাসস্তু কফাহুবদ্ধরক্তজেষু"। পিত্ত রক্তার্শ বা কফানুবদ্ধ রক্তার্শোরোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। (২) **ক্রিমিতে** অপামার্গ—স্নেহবস্তির অনন্তর শিরীষ ও অপামার্গের রস মধু সহ পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **সদ্যোব্রণের রক্তস্রাবে** অপামার্গ—কোনস্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপামার্গ পত্রের রস প্রচুর পরিমাণে ক্ষতমুখে সেচন করিলে রক্তক্ষতি নিবৃত্তি পায় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **কর্ণনাদ ও বধিরতায়** অপামার্গ ক্ষার—অপামার্গের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারের কাথ ও কল্কদ্বারা তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নষ্ট হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৩) **নূতন লোচনোৎকোপে** অর্থাৎ 'চোখউঠায়' অপামার্গমূল—তামার পাত্রে দধির মাতের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে অপামার্গমূল ঘর্ষণ করিবে। এই বস্তুদ্বারা চোখ পূরণ করিলে নূতন (চোখউঠা) ভাল হয় (নেত্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**বিসূচিকায়** অপামার্গমূল—আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকায় অপামার্গমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

শার্ঙ্গধর :—**রক্তার্শে** অপামার্গের বীজ—অপামার্গের বীজ তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে রক্তার্শ নিবৃত্তি পায়—এ বিষয়ে সংশয় নাই।

বঙ্গসেন :—(১) **উন্মাদে** অপামার্গ—শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল ৭ তোলা, অপামার্গমূল ২ তোলা। একত্র কুট্টিত করিয়া ১।।৶ জল এবং ।।৶ গব্যদুগ্ধ সহ কাথ প্রস্তুত করিবে। ৷৹ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পেয়। ইহা প্রবল উন্মাদ রোগে প্রাতে সেব্য (উন্মাদ চিঃ)। (২) **আগন্তুকব্রণে** অপামার্গ—বেড়েলা ও অপামার্গমূল কল্কদ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল আগন্তুকব্রণের রোপক (আগন্তুকব্রণাধিকার)।

হারীত :—(১) **নিদ্রানাশে** অপামার্গ—কাকজঙ্ঘা ও অপামার্গের কাথ সেবনে নষ্টনিদ্রের নিদ্রা হয় (চিঃ ১৬ অঃ)। (২) **শোথে** অপামার্গ—অপামার্গ ও কোকিলাক্ষের কাথ দ্বারা বাষ্পস্বেদ কিম্বা উহাদের পিণ্ডস্বেদ শোথরোগীর হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

মূলপ্রান্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা অতিশয় উগ্র ও ধারক এবং অর্শ, ফোড়া ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ ও পত্র বমনকারক, কুকুর ও সর্পবিষে ব্যবহৃত হয় (T. N. Mukherjee)। শুষ্ক গাছ বালকদের পেট বেদনায় ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড বিছার যম স্বরূপ। আপাঙ এর ছাইয়ে অধিক পরিমাণে Potash বিদ্যমান আছে, এই কারণে ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক ইহার কাথ মূত্রকর বলিয়া প্রশংসা করেন। Dr. Cornish বলেন ইহা শোথ রোগে হিতকর। Dr. Turner ইহাকে সর্পবিষে হিতকর বলেন (Pharm. Ind.)।

ইহার ছাই হাঁপানীতে ব্যবহৃত হয়। পুষ্পদণ্ড হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া অল্প চিনি যোগে সেবন করিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ নষ্ট হয় (Balfour)।
ইহা হিষ্টিরিয়া ও স্নায়বিক রোগে হিতকর। মূল শাখা ও পত্রের সহিত অপামার্গ ½ ছটাক, ৫ ছটাক জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধছটাক হইতে এক ছটাক দিবসে ৩ বার সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া শোথ রোগ কমিয়া যায় (Pharm. Ind.)।
শুক্ল যজুর্বেদে কথিত আছে যে, ইন্দ্রদেব নমুচি নামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন ; ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে আপাঙ গাছ হয়। ইহার সাহায্যে তিনি অপরাপর দৈত্যকে সংহার করেন বলিয়া এই গাছের বিশেষ খ্যাতি আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, আপাঙ্ গাছ ছোঁয়াইলে বিছা সর্প প্রভৃতি অঙ্গ পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া আর নড়িতে পারে না। চতুর্দ্দশীর দিন (দেওয়ালির প্রথম দিন) প্রাতে স্নান করিবার পর আপাঙ্ গাছ গায়ে বুলাইলে, ইহা দ্বারা সারা বৎসর শরীর বেশ ভাল থাকে বলিয়া কথিত আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট, বিরেচক, প্রস্রাবকারক। শোথ, অর্শ, ফোড়া, চর্ম্মস্ফোটক, শূল এবং সর্পদংশনে উপকারী।

মূলের কাথ—সঙ্কোচক।

বীজ—বমন কারক ও জলাতঙ্করোগে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে ক্রিমিঘ্ন ও বমনোপগবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। চরকোক্ত অর্শশ্চিকিৎসায় অপামার্গের উল্লেখ নাই। শোথে "ময়ূরকং মাগধিকাং সমূলাং" পাঠে অপামার্গের প্রয়োগ আছে। **সুশ্রুতোক্ত** শোথ চিকিৎসায় অপামার্গের উল্লেখ নাই। **চক্রদত্তের** লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসায় ও ভল্লাতকলৌহে অপামার্গের ব্যবহার আছে। শোথে অপামার্গের উল্লেখ নাই। **চরক** বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়োক্ত বাস্তিকরদ্রব্যমধ্যে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। **চরকোক্ত** উন্মাদ চিকিৎসায় "পিষ্টাতুল্যমপামার্গম" ইত্যাদি পাঠে অঞ্জনার্থ অপামার্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেবনার্থ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। **সুশ্রুতের** উন্মাদ চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। **সুশ্রুত** শিরোবিরেচন বর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৯ অঃ)। **সুশ্রুত** সূত্রস্থানের ১১ শ অধ্যায়ে ক্ষার প্রস্তুত জন্য যে সকল উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে অপামার্গের উল্লেখ আছে।

Fig.—Wight, Ic., t. 1780 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 193.

Ref.—F.B.I., iv, 730 ; Roxb., F. I., i, 672 ; B. P., ii, 895 ; Prain, H. H., 266.

485. Achyranthes aspera Linn. (আপাঙ্)

Genus—AERUA. Forsk.

486. lanata juss. (চায়া)

ভাষানুসারী নাম :—অষ্টমাবৈদ্য—সংস্কৃত ; চায়া—বাংলা ; চায়া—হিন্দি ; জারী—সিন্ধু ; ছুঁইকল্লান—পাঞ্জাব ; কুলকেজ্জার—দাক্ষিণাত্য ; পিণ্ডি-কাণ্ডা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—সিন্ধুদেশ হইতে বঙ্গদেশ ও বর্মা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। বঙ্গদেশের পতিত জমিতে সচরাচর দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা জেলায় জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী সাধারণ গুল্ম, গোড়া কাষ্ঠের মত শক্ত, কাণ্ড খাড়া অথবা মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। শাখা নরম, গোলাকার, তুলার মত লোমযুক্ত, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ২/৩-১ ইঞ্চি, পশমময়। পুষ্পদণ্ড ১/৪-১/২ ইঞ্চি। ফুল ছোট, বোঁটা ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ ; শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। শিকড় মাথা ধরিলে প্রদত্ত হয়। মালাবার দেশের লোক ইহা স্নিগ্ধকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় মূত্রকর ও আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক।

উত্তর ভারতে ইহার ফুল ও ফল "ভূঁই-কুল্লান" বলিয়া বিক্রীত হয়। ইহার গুণ আপাঙ্ গাছের ন্যায়। ফুল অতিশয় নরম। সিন্ধুদেশে ইহার ফুল বালিশে ও গদিতে তুলার ন্যায় ব্যবহার করে। (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

গাছ—ক্রিমিনাশক, প্রস্রাবকারক।

মূল—স্নিগ্ধতাকারক, প্রস্রাবকারক, মাথার যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t, 723 ; Rheede, Host, Mal., x, t. 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 792.

Ref—F. B. I., iv, 728 ; Roxb., F. I., i, 676 ; B.P., ii, 874 ; Prain, H. H, 266.
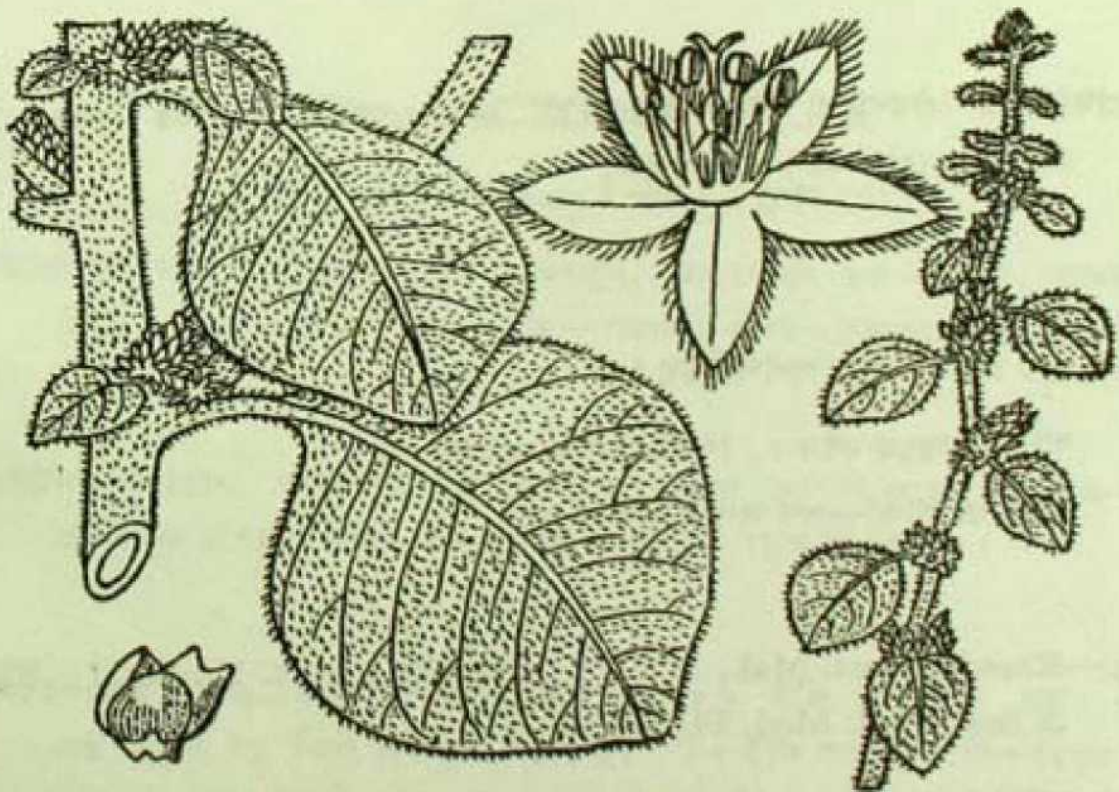
486. Aerua lanata Juss (চায়া)

Genus—ALTERNANTHERA Forsk.

487. A. sessilis R. Br. (সান্‌চি)

ভাষানুসারী নাম :—সান্‌চি—বাংলা ; কাকারি—বোম্বে ; পোন্নান্‌গান্নি—মহারাষ্ট্র, পোন্নান্‌গান্নি-কীরে—তামিল ; পোন্নাগান্‌টা-হুরা—তেলেগু ; পোন্নান্‌গান্নি-কীরে—মালয়।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমিতে, রাস্তার কিনারা ও প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বর্ণনা :—গড়ানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয়। কাণ্ডের গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র বৃন্ত ছোট, সরু ; পত্র লম্বাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ ; পুংকেশর ৫টি, মিলিত। স্ত্রীকেশরদণ্ড অতিশয় ছোট। ফল শুষ্ক, চেপ্টা ও একটি আবরণ দ্বারা আবৃত। ইহাতে একটি বীজ থাকে। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ বাড়ে। চক্ষু রোগে ধৌত স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধক। পিত্তনিঃসারক, জ্বরঘ্ন।

কাণ্ড ও পাতা—সর্প দংশনে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 11 ; Rhumph., vi, t. 15, Fig. I ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 794.

Ref.—F.B.I., iv, 731 ; B. P., ii, 875 ; Roxb, F. I, i, 674 ; Prain, H. H., 267.
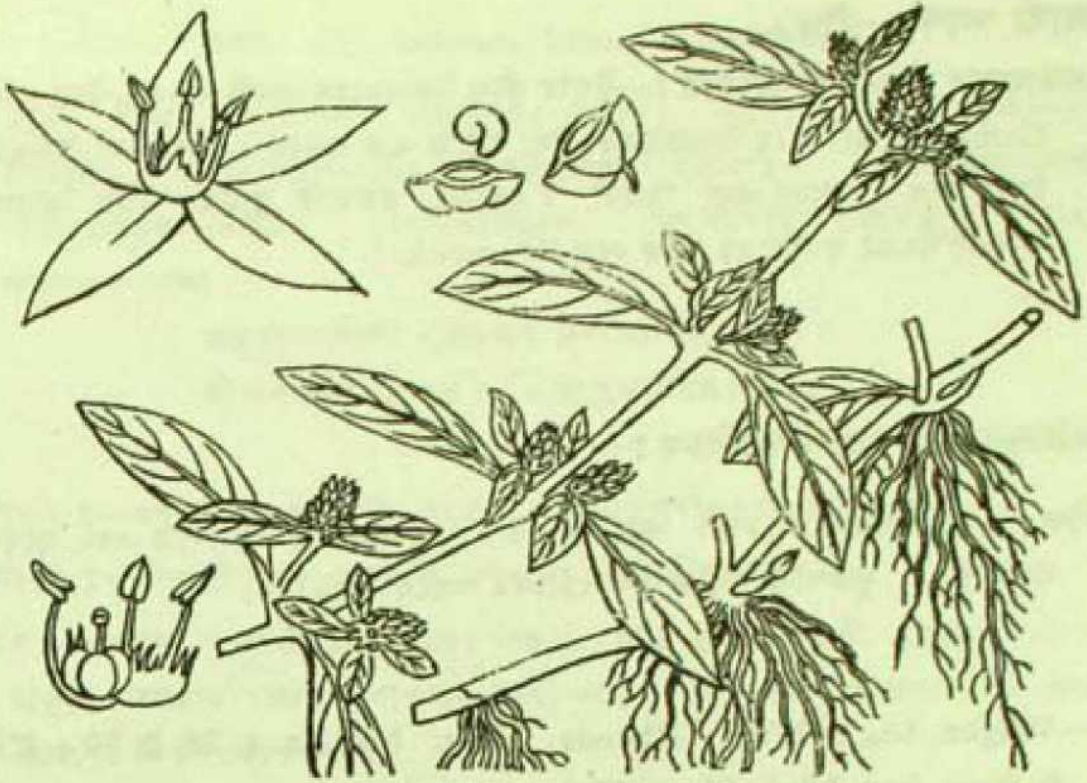
487. Alternathera sessilis R. Br. (সান্‌চি)

Genus—CELOSIA. Linn.

488. C. argentea Linn. (শ্বেতমুর্গা)

ভাষানুসারী নাম :—ভিটুন্ন—সংস্কৃত ; শ্বেতমুর্গা, শ্বেত মোরগ ফুল—বাংলা ; সফেদ মুর্গা—হিন্দি ; কুর্‌ড়ু—বোম্বে ; সারওয়ালি—পাঞ্জাব ; গুরুও—তেলেগু ; কুরুও—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, বঙ্গদেশের বহু বাগানে আপনা আপনি জন্মে। আদিম বাসস্থান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ; হুগলী, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, ১-৩ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ১-৬ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড এক একটি হয় কিম্বা একসঙ্গে অনেক হয় ; ১-৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল শ্বেতবর্ণ, শাখার উপরিভাগ মোরগের মস্তকের ফুলের ন্যায় গুচ্ছবদ্ধ। বীজ নটেশাকের বীজের মত কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ উদরাময়ের একটি ফলপ্রদ ঔষধ। Rev. A. Campbell বলেন যে সাঁওতালেরা ইহা হইতে এক প্রকার ভেষজতৈল বাহির করে। ইহার বীজ ১ তোলা এবং মিছরী ১ তোলা, একবাটি দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়নের কাজ করে (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—অগ্নিমান্দ্যে উপকারী কামোদ্দীপক। রক্তজাতীয় ব্যাধিতে এবং মুখের ঘায়ে উপকারী। দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক এবং চোখের অসুখে উপকারী।

Fig.—Wight. Ic., t. 1767 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 28 & 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 786.

Ref.—F. B. I., iv, 714 ; Roxb., F. 1., i, 678 ; B.p., ii, 167 ; Prain. H. H., 265.
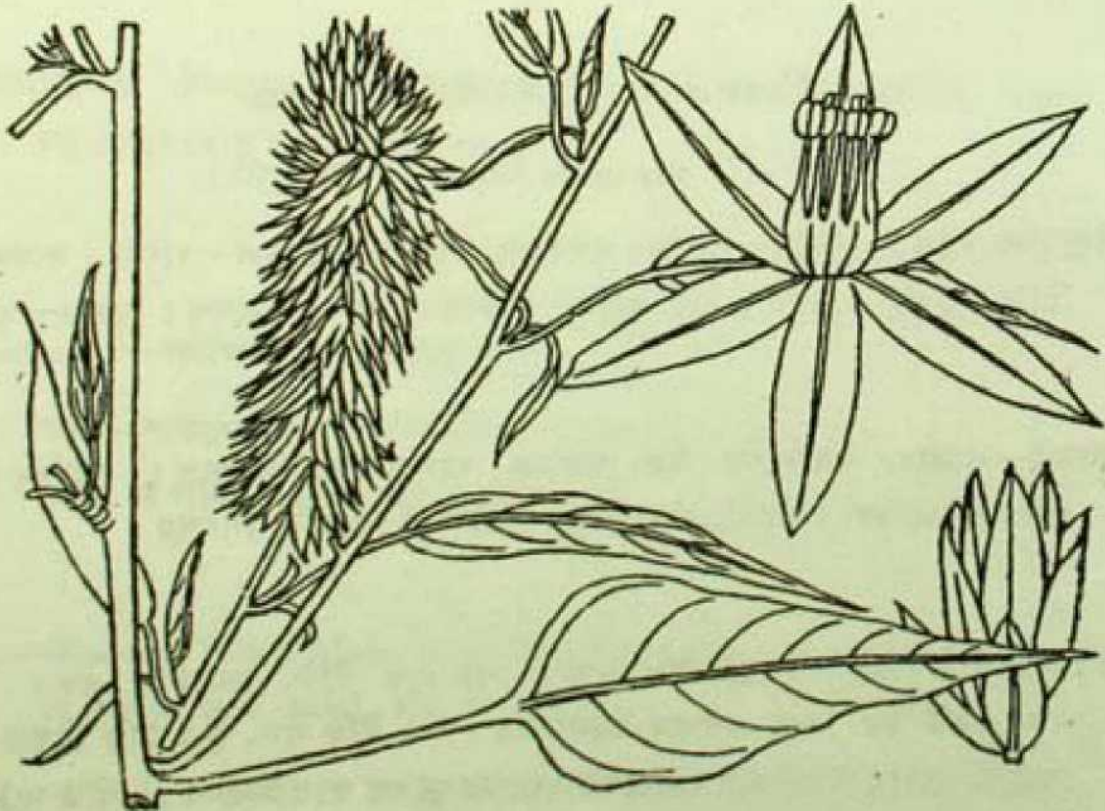
488. Celosia argentea Linn (শ্বেতমুর্গা)

489. C. cristata Linn. (লালমুর্গা)

ভাষানুসারী নাম :—মুর্গাশিখা, ময়ূরশিখা—সংস্কৃত; লালমুর্গা, মোরগফুল—বাংলা; লালমূর্গা, মোরশিখা—হিন্দি; ময়ূরশিখা—মহারাষ্ট্র; মোরশিখা—গুজরাট; হোরেয়হ্‌ব্ব—কর্ণাট; ময়ূরশিখিয়ালে, ক্ষুপবিশেষম্—তেলেগু; অস্‌নানে, অসলান—ফ্রান্স।

ময়ূরাহ্বশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্মধুচ্ছদা।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ময়ূরশিখা, সহস্রাহি, মধুচ্ছদা, নীলকণ্ঠশিখা—এই গুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—নীলকণ্ঠশিখা—লঘুপাক, পিত্তশ্লেষ্মা ও অতিসারনাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও কাশ্মীরে বাহারের গাছরূপে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে চাষ করে। বিশেষতঃ সাঁওতালেরা প্রায়ই গৃহ প্রাঙ্গণের নিকট রোপণ করে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ্। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা শাখাবিশিষ্ট। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফুল ছোট। পুষ্পদণ্ড গোলাকার, অতিশয় শক্ত। ফুল ঘনসম্নিবদ্ধ, ½-⅓ ইঞ্চি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার, নটেবীজের মত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফুল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল ধারক ও উদরাময়নিবারক এবং অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে হিতকর (Stewart)। ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, সর্দ্দি, ও আমাশয়ে ব্যবহৃত হয় (Dutta)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল—সঙ্কোচক, অগ্নিমান্দ্য এবং অত্যধিক রক্তস্রাবে উপকারী।

বীজ—স্নিগ্ধতাকারক, যন্ত্রণাদায়ক এবং বার বার প্রস্রাবে, কাসিতে এবং আমাশয়ে উপকারী।

Fig.—Bot. Reg., t. 1834; Lamk. III. t, 168; Kirtikar and Basu. Ind. Med. Pl., t. 787.

Ref.—F. B. I., iv, 715; Roxb, F. I., i, 679; B. P., ii, 867, Prain. H. H., 265.
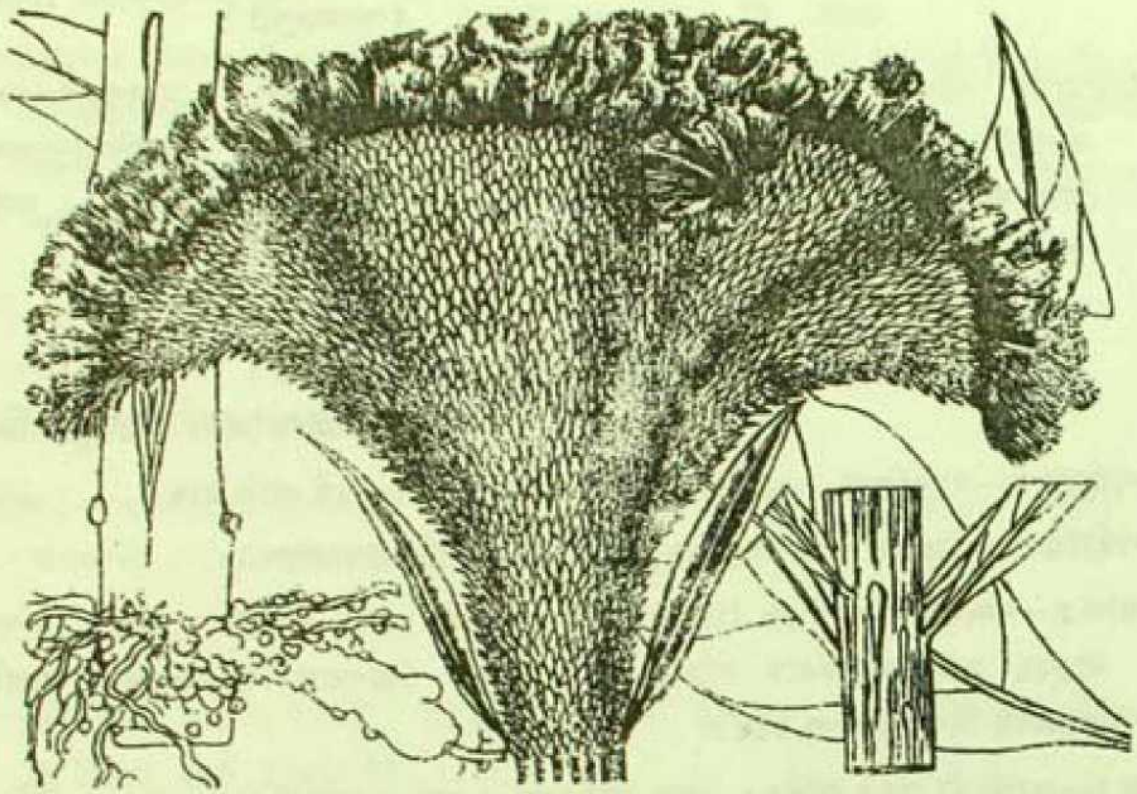
489. Çetosia cristata Linn. (লালমুর্গা)

Genus—AMARANTUS Linn.

490. A. spinosus Linn. (কাঁটানটে)

ভাষানুসারী নাম :—মারিষ—সংস্কৃত ; কাঁটানাটে—বাংলা ; সফেদ্ মরসা, নবড়া, কাঁটিদার—হিন্দি ; পোকল্যাচী ভাজী, মাঠাবীভাজী—মহারাষ্ট্র ; ভাংভো—গুজরাট ; ডুগলকুরা, মুল্লাটোটা-কুরু, এরা-মূলু-গোরস্ত—তেলেগু ; মুল্লু-কিরাই—তামিল ; নেউটাশাক—উড়িষ্যা ।

মারিষো বাষ্পকো মার্ষঃ শ্বেতো রক্তশ্চ সংস্মৃতঃ ।
মারিষো মধুরঃ শিতো বিষ্টম্ভী পিত্তনুদ্ গুরুঃ ॥
বাতশ্লেষ্মকরো রক্ত-পিত্তনুদ্ বিষমাগ্নিজিৎ ।
রক্তমার্ষো গুরুর্নাতি সক্ষারো মধুরঃ সরঃ ।
শ্লেষ্মলঃ কটুকঃ পাকে স্বল্পদোষ উদীরিতঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মারিষ, বাষ্পক, মার্ষ, এইগুলি নাম । শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে ইহা দ্বিবিধ ।

গুণপর্যায় :—মাহিষ—মধুররস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরুপাক, বাতশ্লেষ্মজনক, রক্তপিত্তনাশক, এবং বিষম অগ্নিপ্রশমক, রক্তবর্ণ নটেশাক—অল্পগুরুপাক, সক্ষার, মধুররস, সারক, শ্লেষ্মজনক, বিপাকে কটুরস, ও অল্পদোষজনক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও মালাবার দেশে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত অকর্ষিত স্থানে ও রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ১-২ ফুট। শক্ত গাঁইটযুক্ত ও কণ্টকময়। কাণ্ডে অনেক ডাল হয়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে প্রশাখা বাহির হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, ফুল ফিকে সবুজবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ। স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষা পুংপুষ্প অধিক হয়। পুংকেশর ৫টি, বিস্ফারিত। গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত ও সরু। স্ত্রীকেশর ২টি, লম্বা, বিস্তৃত ও লোমযুক্ত। ফুল ⅓ ইঞ্চি লম্বা। বীজের ব্যাস $\frac{1}{25}$ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। গাছ প্রথমে সবুজবর্ণ তৎপরে লাল ও বেগুনে রং বিশিষ্ট দেখায়। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা মূত্রবৃদ্ধিকারক ও স্নিগ্ধকর। ইহার শিকড় অতিরজঃ, প্রদর ও গণোরিয়া রোগে হিতকর। কাঁটানটে পেটবেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতার পুল্‌টিস্ বেঙ্গল ফারমাকোপিয়ায় ব্যবহৃত হয়। Pharm. Ind. এর লেখক ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাঁটানটে ফোড়া ও বাগীতে দিলে ফোড়া ও বাগী ফাটিয়া যায়। ইহার শিকড় গণোরিয়া ও কাউর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা গণোরিয়ায়, ধাতুস্রাব এবং লিঙ্গের উত্তেজনা, জ্বালা, ও টন্‌টনানি কমাইয়া দেয় (Dymuok. iii, 138)। সমগ্র গাছটী সর্পবিষ নাশক ; কথিত আছে ইহা চাউলের খুদের সহিত বা চাউলের সহিত গাভীকে খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বাড়ে। কাঁটানটের ছাই পাচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহার মূলচূর্ণ নখকুনিতে দিলে নখকুনি আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল—প্রচুর রক্তস্রাবে, গণোরিয়ায়, বিচর্চ্চিকায়, ও শূলে উপকারী।
পাতা ও মূল—সিদ্ধ করিয়া বালকদিগকে খাইতে দিলে বিরেচনের কাজ করে। ফোড়া, পোড়া ঘায়ে স্নিগ্ধকর পুলটিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
সমগ্র গাছ—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t, 573 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 788.

Ref.—F. B. I., iv, 718 , Roxb., F. I., iii, 611 ; B. P, ii, 869 ; Prain, H. H., 265.

490. Amarantus spinosus Linn. (কাঁটানটে)

491. A. tristis Linn. (চাঁপানটে)

ভাষানুসারী নাম :—তণ্ডুলীয়—সংস্কৃত ; চাঁপানটে, লালনটে—বাংলা ; লালশাক, অম্লমরুষা, চৌলঙ্কিকা, চবড়াই—হিন্দি ; কাণ্টেমাটি—দ্রাবিড় ; কিরুকূশালে—কর্ণাট ; তাণ্ডুলিজা —মহারাষ্ট্র ; মূলকিরই—তামিল ; টোটা-কূরা—তেলেগু ; সুপেজমর্জ্জ—ফ্রান্স ; বুকলেয়মাণীয়—আরব।

তণ্ডুলীয়স্তু ভণ্ডীরস্তণ্ডুলী তণ্ডুলীয়কঃ।
গ্রন্থিলো বহুবীর্য্যশ্চ মেঘনাদো ঘনস্বনঃ॥
সুশাকঃ পথ্যশাকশ্চ স্ফূর্জথুঃ স্বনিতাহ্বয়ঃ।
বীরতণ্ডুলনামা চ পর্য্যায়াশ্চ চতুর্দ্দশ॥
তণ্ডুলীয়স্তু শিশিরো মধুরো বিষনাশনঃ।
রুচিকৃদ্দীপনঃ পথ্যঃ পিত্তদাহভ্রমাপহঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—তণ্ডুলীয়, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফূর্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীরতণ্ডুল-এই চৌদ্দটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—তণ্ডুলীয়—শীতবীর্য্য, মধুর রস, বিষনাশক, রুচিকর, অগ্ন্যুদ্দীপক, পথ্য এবং

জন্মস্থান :—বিহার, ত্রিহুত ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী শাক, মাটিতে গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে। পত্র ছোট, লম্বাকৃতি মাথা মোটা, গুচ্ছবদ্ধ কয়েকটী ফুল হয়। ইহাতে অধিকসংখ্যক পুংপুষ্প হয়। শাখা ক্ষীণকায়, ইহাতে কাঁটা নাই। নটে দুই রকম আছে—একটির ডাঁটা কাঁটানটের ন্যায় অপরটির ডাঁটা স্থানে স্থানে লালবর্ণ। আর একপ্রকার নটে জলের ধারে জন্মে উহাকে জলতণ্ডুলীয় বা কঞ্চট বলে। উহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। উহার বাংলা নাম কাঁচড়াদাম বা কেশরদাম, Latin নাম Jussieua repens Linn.। আরও কয়েকপ্রকার নটে আছে, উহাদের বাংলা ও ল্যাটিন নাম ভিন্ন ভিন্ন, তবে উহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। যেমন—বাঁশপাতানটে (A. lanceolatus); লাল বাঁশপাতানটে (A. atropurpureus); গোবরানটে (A. lividus); সাদানটে (A. blitum Linn. var. oleracea); লাল শাক (A. gangeticus Linn.)। আবার কতকগুলি নটে আপনাআপনি জন্মে, উহাদের চাষ হয়না, যেমন টুনটুনি নটে (A. fasciatus Roxb.); চিক্কনটে (A. polygamous Linn); ঘেটিনটে (A. tenuifolus Willd); বননটে (A. viridis Linn); (Vide Prain, Hooghly, Howrah and 24-Parganas., P. 265)। বর্ষার পরে নটে গাছের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে চাঁপানটের ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয় মূল—চাঁপানটের শীতকষায়, স্বরস, কল্ক, ফাণ্ট কিম্বা ক্বাথ রক্তপিত্তে হিতকর (চিঃ ৪ অঃ)। (২) সর্ব্ববিষদোষে তণ্ডুলীয়শাক—চাঁপানটের শাক বিষদোষ নাশক (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) প্রদরে তণ্ডুলীয়মূল—প্রদরে চাঁপানটের মূল মধুযোগে পেষণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) অর্শে তণ্ডুলীয়ফল—অর্শোরোগীর দোষসম্পর্ক বিবেচনা পূর্ব্বক তণ্ডুলীয়াদির অন্যতম শাক সেবন করাইবে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) মূষিকবিষে তণ্ডুলীয়মূল—লালন নাম মূষিক কর্তৃক দষ্ট হইলে, চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) অতিসারে তণ্ডুলীয়ক মূল—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ও তরলীকৃত চাঁপানটের মূল চিনি ও মধুসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার—চিঃ)

ভাবপ্রকাশ :—রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়ফল—রক্তপিত্তীর শাকার্থে চাঁপানটেশাক ব্যবস্থা করিবে (রক্তপিত্ত চিঃ)।

হারীত :—বিষদোষশমনার্থ তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের মূল পেষণপূর্বক উষ্ণ জল সহ পান করিলে বমন হইয়া বিষদোষের লাঘব হয় (চিঃ ৫৫ অঃ)।

বঙ্গসেন :—পুত্তিনখে তণ্ডুলীয় মূল—নখকুনিতে চাঁপানটের মূল চূর্ণ করিয়া দিলে বেদনাপাকাদি নিবৃত্তি পায় (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—অপরাপর নটের গুণ প্রায় সমান।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—স্নিগ্ধতাকারক।

গাছ—প্রস্রাবকারক।

Fig.—Wight, Ic., t. 512, 719.

Ref.—F. B. I., iv. 721 ; Roxb., F. I. iii, 602 ; B. P., ii, 870 ; Prain., H. H., 265.

491. Amarantns tristis Linn (চাঁপানটে)

LXXXIII CHENOPODIACEAE.

Genus—CHENOPODIUM Linn.

492. C. album Linn. (বেতো শাক)

ভাষানুসারী নাম :—বাস্তুক—সংস্কৃত ; বেতোশাক—বাংলা ; বড় বোথুয়া—হিন্দি ; চাকবত, চিবিল—মহারাষ্ট্র ; চক্রবতী, বতী—কর্ণাট ; টাংকো, চীল—গুজরাট ; সরমক—ফ্রান্স ; বোক্বতুল—আরব ; পারু পুক্কিরাই—তামিল ; পাপ্পুকুরা—তেলেগু।

বাস্তুকং বাস্তুবাস্তুকং বস্তুকং হিলমোচিকা।
শাকরাজো রাজশাকশ্চক্রবর্ত্তিশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
বাস্তুকং তু মধুরং সুশীতলং ক্ষারমীষদম্লং ত্রিদোষজিৎ।
রোচনং জ্বরহরং মহার্শসাং নাশনঞ্চ মলমূত্রশুদ্ধিকৃৎ॥
পলাশলোহিতা চিল্লী বাস্তুকা চিল্লিকা চ সা।
মৃদুপত্রী ক্ষারদলা ক্ষারপত্রী তু বাস্তুকী॥
চিল্লী বাস্তুকতুল্যা চ সক্ষারা শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।
প্রমেহমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নী পথ্যা চ রুচিকারিণী॥

রাজনিঘন্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বাস্তুক, বাস্তু, বাস্তুক, বস্তুক, হিলমোচিকা, শাকরাজ, রাজশাক, ও চক্রবর্ত্তি—এই গুলি নাম। অন্য এক প্রকার বাস্তুক আছে তাহার নাম—পলাশলোহিতা, চিল্লী, বাস্তুকা, চিল্লিকা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রী, বাস্তুকী—এইগুলি।

গুণপর্যায় :—বাস্তুক--মধুররস, শীতবীর্য্য, ক্ষার, বিপাকে ঈষৎ অম্লরস, এবং ত্রিদোষনাশক। রুচিকর, জ্বরনাশক, রক্ত অর্শ নাশক, এবং মল ও মূত্র শুদ্ধিকারক। চিল্লী—বাস্তুকের তুল্য গুণ সম্পন্ন ; ক্ষারযুক্ত হইলে পিত্তশ্লেষ্মানাশক, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, পথ্য, এবং রুচিকারক।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশের ৪৫০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে এবং বাংলা দেশের হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র কর্ত্তিত, মূল শিরা হইতে দুইদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা। প্রত্যেক গাঁইটে ফুল হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ। মাত্রা, ১ হইতে ২ তোলা।

বৈদ্যকে বেতোশাকের ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তার্শে বাস্তুক—ছাগীদুগ্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তস্রুতি নিবৃত্ত পায় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) প্রবাহিকায় বাস্তুক—প্রবাহিকায় শুষ্ক বাস্তুক শাক দধি ও দাড়িম রস সহ পাক করিয়া তিলতৈল যোগে সেব্য।

অতিসারের পকাবস্থায়, বহু কুন্থনে পিচ্ছিল, অল্লাম মলনির্গম হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) বাতজকাসে বাস্তুক—বাতজ কাসরোগীর পক্ষে বাস্তুক শাক প্রশস্ত (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) **উরুস্তম্ভে** বাস্তুক—উরুস্তম্ভরোগী জল ও তিলতৈল যোগে পক্ক বাস্তুক শাক, লবণ সংযোগ না করিয়া ভোজন করিবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বেতোশাক ধারক, ইহা প্লীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

C. purpurascens Ham. ইহাকে বাংলায় লাল বেতো শাক বলে। ইহার গুণ বেতো শাকের ন্যায় (F. B. I., v. 3)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—বিরেচক, ক্রিমিনাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 793 A. Bull. Herb. Boiss. Ser., II, iv, t. 5 ; Fig (1904).

Ref.—F. B. I., v.6 ; Roxb., F. I., ii, 58 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.
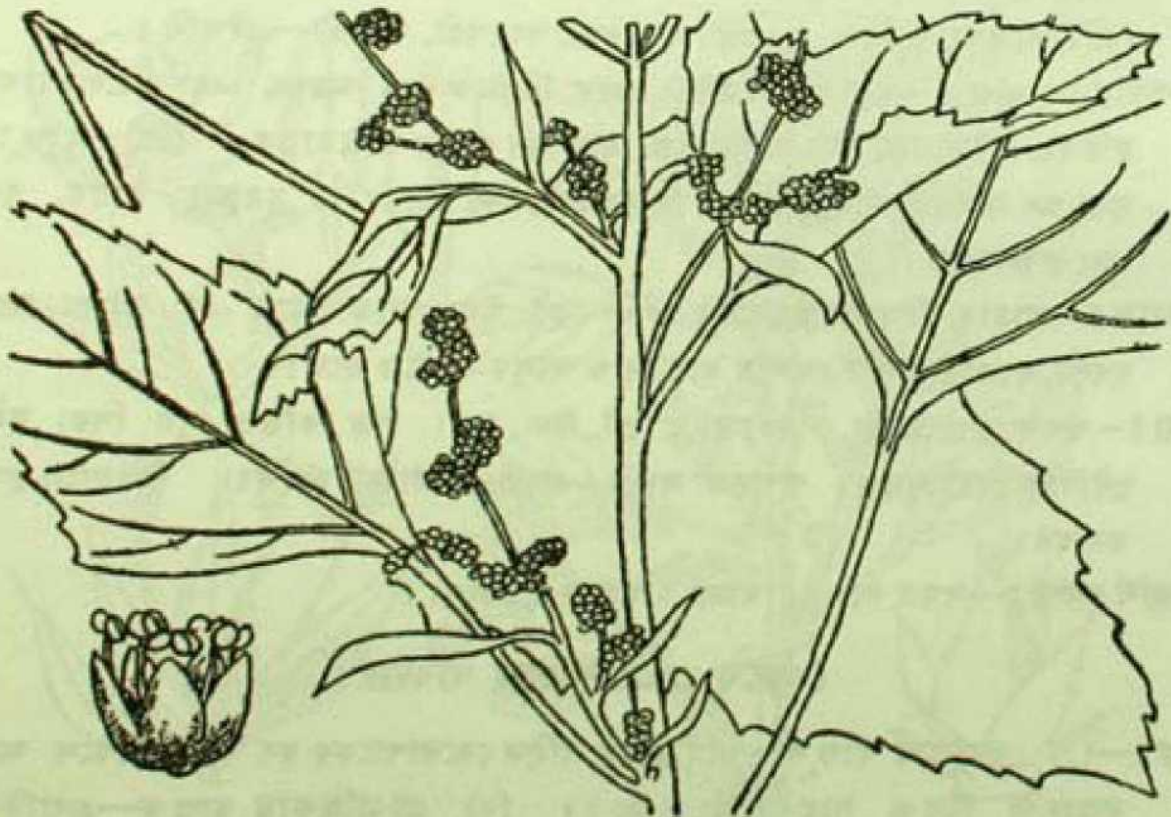
492. Chenopodium album Linn. (বেতোশাক)

493. C. ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)

ভাষানুসারী নাম :—শ্বেতচিল্লী, ক্ষুদ্রবাস্তুকী—সংস্কৃত ; চন্দন বেতো—বাংলা ; বাস্তবা—মহারাষ্ট্র ; বিলিয়চিল্লিকে—কর্ণাট ; লঘুচাকবং—বোম্বে।

> শ্বেতচিল্লী তু বাস্তূকী সুপথ্যা শ্বেতচিল্লিকা।
> সিতচিল্ল্যুপচিল্লী চ জরঘ্নী ক্ষুদ্রবাস্তুকী॥
> শ্বেতচিল্লী সুমধুরা ক্ষারা চ শিশিরা চ সা।
> ত্রিদোষশমনী পথ্যা জ্বরদোষবিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শ্বেতচিল্লী, বাস্তূকী, সুপথ্যা, শ্বেতচিল্লিকা, সিতচিল্লী, উপচিল্লী, জরঘ্নী ও ক্ষুদ্রবাস্তুকী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—শ্বেতচিল্লী—মধুর রস, ক্ষার, শীতবীর্য, ত্রিদোষনাশক পথ্য ও জ্বর দোষনাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র পতিত জমিতে পাওয়া যায়। আদিম বাসস্থান আমেরিকা।

বর্ণনা :—লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট সৌগন্ধযুক্ত ও কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র লম্বাকৃতি, মাথা সরু ও দাঁতযুক্ত। পাতার বোঁটা ছোট, গুচ্ছ বদ্ধ ফুল হয়। বীজ মসৃণ, উজ্জ্বল। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় উহা বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার ক্রিমিনাশ করিবার শক্তি আছে। ইহা স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পিষ্ট রস খাইতে হয় (Watt, ii, 267)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—ক্রিমিনাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 796 ; Wight, Ic., t. 1786.

Ref.—F. B. I., v. 4 ; B. P., ii, 879 Prain, H. H., 267.

493. Chenopodium ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)

Genus – SPINACIA Linn.

494. S. oleracea Linn. (পালংশাক)

ভাষানুসারী নাম :—পালক্যম্—সংস্কৃত ; পালংশাক—বাংলা ; পলকী—হিন্দি ; পালক্যশাক —মহারাষ্ট্র ; ভেজালি কিরাই—তামিল ; দামনা-বাচ্চালি—তেলেগু ;

পালক্যং তু পলক্যায়াং মধুরা-ক্ষুরপত্রিকা।
সুপত্রা স্নিগ্ধপত্রা চ গ্রামীণা গ্রাম্যবল্লভা॥
পালক্যমীষৎ কটুকং মধুরং পথ্যশীতলম্।
রক্তপিত্তহরং গ্রাহি জ্ঞেয়ং সন্তর্পণং পরম্॥
রাজাভিধানপূর্বা তু নাগাহ্বা চাপরেণ বা।
রাজাদ্রিঃ স্যাদ্রাজগিরিজ্ঞাতব্যা রাজশাকিনী॥
রাজশাকিনিকা রুচ্যা পিত্তঘ্নী শীতলা চ সা।
নৈবাতিশীতলা রুচ্যা বিজ্ঞেয়া স্থূলশাকিনী॥
রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পালক্য, পলক্যায়, মধুরা, ক্ষুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা, গ্রামীণা, গ্রাম্যবল্লভা— —এইগুলি পালংএর নাম। অপর এক প্রকার পালং আছে যাহার নাম— রাজাভিধানপূর্বা, নাগাহ্বা, রাজাদ্রি, রাজগিরি, রাজশাকিনী—এইগুলি এবং স্থুলশাকিনী—আর এক প্রকারের পালংএর নাম।

গুণপর্যায় :—পালক্য—ঈষৎকটু ও মধুর রস, পথ্য এবং শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত নাশক, মল সংগ্রাহী এবং সন্তর্পণ। রাজশাকিনী—রুচিকারক, পিত্তনাশকও শীতবীর্য্য। স্থলশাকিনী —অতি শীতবীর্য্য এবং রুচিকর।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে সর্বত্র বাগানে ও ক্ষেতে চাষ হয়। ইহার আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও বিস্তৃত, মস্তক মোটা, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। স্ত্রীপুষ্প লম্বা। পুংকেশর—৪।৫টা। বীজকোষ পাতলা, ভিতরে ধূসরবর্ণ বীজ থাকে। বীজের শাঁস শ্বেতবর্ণ। ফুল ফাগুন ও চৈত্র মাসে পড়িয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ ধারক ও স্নিগ্ধকর। ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি ও কামলা রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের তৈল অতিশয় ঘন। কাঁচাগাছ মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—স্নিগ্ধকর। জ্বরের এবং ফুস্‌ফুসের যন্ত্রণায় উপকারী। কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

বীজ—বিরেচক, স্নিগ্ধকর, কষ্টকরশ্বাসে, যকৃৎ প্রদাহে এবং কামলায় উপকারী।

কাঁচাগাছ—মূত্রনালীর প্রদাহে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 818 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 798.

Ref.—F. B. I., v. 6 ; Roxb., F. I., iii, 77 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H. 267.
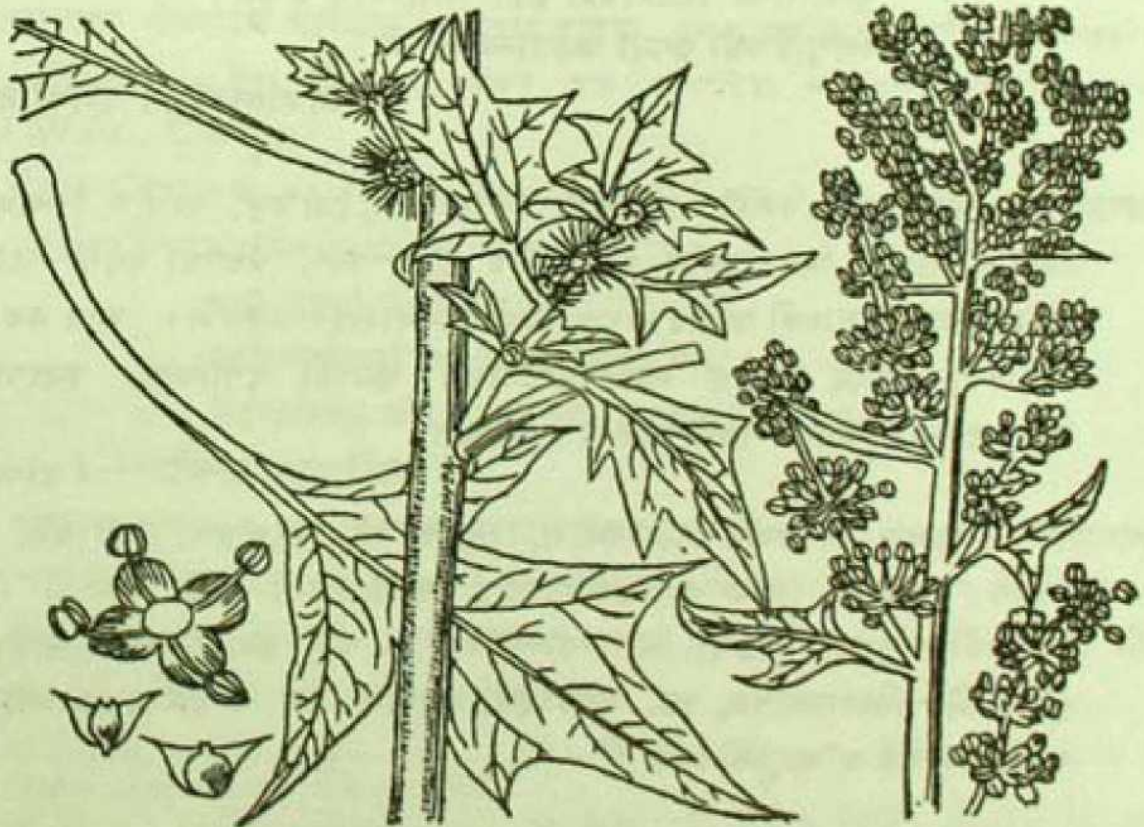
494. Spinacia oleracea Linn. (পালংশাক)

Genus—BASELLA Linn.

495. B. rubra Linn. (পুঁইশাক)

ভাষানুসারী নাম :—উপোদকী—সংস্কৃত ; পুঁইশাক—বাংলা ; পোইকাশাক—হিন্দু ; পোথী—গুজরাট ; মামাঠ্ঠু লঘুবথোব, মাওবী, রুদবেলি—মহারাষ্ট্র ; নিবিতি—সিংহল ; ভেল্গও—বোম্বে ; সিবাপ্ল-ভাস্লা-কিরই—তামিল ; আল্লা-বৎসালা—তেলেগু।

উপোদকী কলম্বী চ পিচ্ছিলা পিচ্ছিলচ্ছদা।
মোহিনী মদশাকশ্চ বিশালাখ্যা হ্যুপোদকী।
উপোদকী কষায়োষ্ণা কটুকা মধুরা চ সা।
নিদ্রাহ্লস্যকরী রুচ্যা বিষ্টম্ভশ্লেষ্মকারিণী॥
উপোদক্যপরা ক্ষুদ্রা সূক্ষ্মপত্রা তু মণ্ডপী।
রসবীর্য্য বিপাকেষু সদৃশী পূর্ব্বয়া-স্বয়ম্।
উপোদকী তৃতীয়া চ বন্যজা বনজাহ্বয়া।
বনজোপদকী তিক্তা কটূষ্ণা রোচনী চ সা॥
মূলপোতী ক্ষুদ্রবল্লী পোতিকা ক্ষুদ্রপোতিকা।
ক্ষুদ্রোপোদকনাম্নী চ বল্লিঃ শাকটপোতিকা॥
মূলপোতী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যা বল্যা লঘুশ্চ সা।
বলপুষ্টিকরী রুচ্যা জঠরানলদীপনী।

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—উপোদকী, কলম্বী, পিচ্ছিলা, পিচ্ছিলচ্ছদা, মোহিনী, মদশাক, বিশালাখ্যা—এইগুলি নাম। অন্য প্রকার উপোদকীর নাম—ক্ষুদ্রা, সূক্ষ্মপত্রা মণ্ডপী—এইগুলি। তৃতীয় প্রকার উপোদকী তাহার নাম—বন্যজা, বনজাহ্বয়—এইগুলি। আর এক প্রকার উপোদকী আছে তাহার নাম—মূলপোতী, ক্ষুদ্রবল্লী, পোতিকা, ক্ষুদ্রপোতিকা, ক্ষুদ্রোপদকনাম্নী, বল্লি, শাকটপোতিকা—এইগুলি।

গুণপর্য্যায় :—উপোদকী—কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কটু, মধুর রস, নিদ্রা এবং আলস্য কারক। রুচিকর, বিষ্টম্ভ ও শ্লেষ্মাকারক। ক্ষুদ্রউপোদকী—রস, বীর্য্য ও বিপাকে উপোদকীর তুল্য। বন্যজা উপোদকী—তিক্ত ও কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক। মূলপোতী—ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য, বলকারক, লঘুপাক, বল ও পুষ্টিকারক, রুচিকারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্ব্বত্র হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলার জমিতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বহুশাখা বিশিষ্ট চিক্কণ লোমযুক্ত, শাঁসে পরিপূর্ণ লতা। পাতা বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার। ২ হইতে ৭ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ১ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা, নত ও শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেত ও লালবর্ণ, ফল মটরের ন্যায়, পাকিলে বেগুনে রং বিশিষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে, কাহারও ডাঁটা লাল, কাহারও শ্বেতবর্ণ, এই দুই জাতি পুঁইই জমিতে চাষ হয়। আর এক প্রকার পুঁই আছে উহা জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে, ইহার নাম ঈরা, বাঙ্গলায় ইহাকে রক্তপুঁই বলে।

B. lucida Linn এবং B. cordifolia Lamk, এই দুইটী পুঁইয়ের চাষ হয় এবং ক্রমেক্রমে ইহাদের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে (F. B. I., v. 20)। শীতের সময় পুঁইএর ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা এবং সমগ্র গাছ ও শিকড়।

বৈদ্যকে উপোদকীর ব্যবহার।

চরক :—(১) অর্শে উপোদকী—আর্শোরোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে পুঁইশাক ও কুল, ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) অতিসারে উপোদকী—পুঁইশাক, দধি ও দাড়িমসহ সিদ্ধ করিয়া, বহু স্নেহ সহ ভোজন করিবে। ইহা প্রবাহিকায় প্রযোজ্য (চিঃ ১০ অঃ)।

বঙ্গসেন :—পিড়কা ও অর্ব্বুদাদিতে, পুঁইশাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে (শ্লীপদাধিকার)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস বালকদিগের সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয় (Drury)। ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর এবং গণোরিয়া ও লিঙ্গপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt., i, 404)।

শ্লীপদে পুঁইশাকের রস মাখাইয়া রাখিলে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয় (সুশ্রুত)। সুশ্রুত পুঁইশাকের নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন :—

মধুরামধুরাপাকে ভেদিনীশ্লেষ্মবর্দ্ধনী।
স্বাদুপাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা।
উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মকরী হিমা॥

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—স্নিগ্ধকর, প্রস্রাবকারক, গণোরিয়ায় উপকারী।

পাতার রস :—বালকদিগের এবং গর্ভিণীস্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরকোক্ত কটুকস্কন্ধে মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শিগ্রু, বিবিধ তুলসী পঠিত হইয়াছে, কিন্তু উপোদকীর উল্লেখ নাই।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., vi, t. 24 ; Wight, Ic., t. 876 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 802.

Ref—F. B. I., v, 20 ; Roxb,, F. I., ii, 104 ; B. P., ii, 882 ; Parin, H. H., 268.
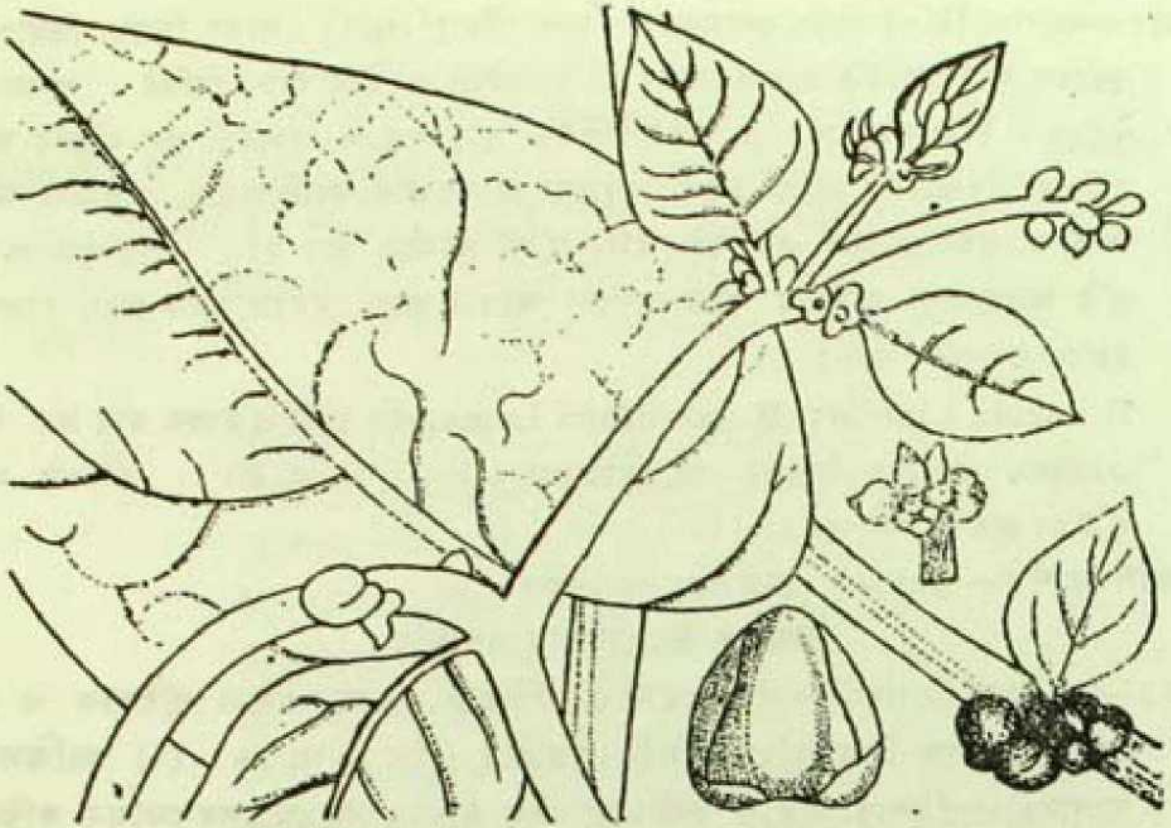
495. Basella rubra Linn. (পুঁইশাক)

LLXXIV POLYGONACEAE

Genus—RHEUM Wall.

496. R. emodi wall. (রেবান্দচিনি)

ভাষানুসারী নাম :—রেভাটচিনি—সংস্কৃত ; রেবান্দচিনি—বাংলা ; রেবান্দচিনি—হিন্দি ; লাভাকি-রেবান্দচিনি—বোম্বে ; রেওয়াওচিনি—পাঞ্জাব ; ভেরিয়াট্টু, স্নাট্-ডিরেভাল্চিনি —তামিল ; নিট্টুরিবল-চিন্নি—তেলেগু ; রেভান্দ-ভিন্দি—পারস্য ; নাট-রেভা-চিনি—কন্নন।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, সিকিম ও সিমলা।

বর্ণনা :—ওষধি তরু, কাণ্ড অতিশয় মোটা ও দৃঢ়, লম্বা শাখাবিশিষ্ট ও পত্রময়। ৫-৬ ফুট উচ্চ, সবুজ ও ধূসরবর্ণ। শিকড় অতিশয় দৃঢ় ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেটা অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কোমল, মাত্র চওড়ায় একটু কম। পত্রবৃন্ত ১২-১৮ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত। পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টী শিরাবিশিষ্ট। ফুল দেখিতে অনেকটা আকন্দের কুঁড়ি অথবা বেঁটে লঙ্কার ন্যায়। কেবলমাত্র একটি শিরা আছে। ফুলের পাপ্ড়ি ৫টি থাকে। ফুলের ব্যাস $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে রং বিশিষ্ট। কয়েক জাতীয় Rheum হিমালয় প্রদেশে, নেপাল, সিকিম, কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়, তন্মধ্যে

R. spiciforme Royle (F. B. I, v, 55) ; R. moorcroftianum Royle (F. B. I., v, 56) ; R. accuminatum Hook. f. & Thom. (F. B. L, v. 57) ; R. webbianum Royle (F. B. I., v. 57) এইগুলি প্রধান। ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভারতীয় রেবান্দচিনি বল হয়। R. webbianum Royle গাছ ঃ-৬ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ডে বহু শাখাপ্রশাখা ও পত্র আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। পত্র লম্বা ও বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ৫-৭টি শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহার চারিদিকে ফুল হয়, ফুলের রং ফিকে পীতবর্ণ। R. emodi গাছের ফুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, দেখিতে উভয় দিকে V এর স্থায় আকৃতি-বিশিষ্ট। জুলাই আগষ্ট মাসে রেবান্দের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—উপরিউক্ত জাতীয় রেবান্দচিনির শিকড়কে হিমালয় প্রদেশীয় Rhubarb বলে। R. emodi এর শিকড় মোচড়ান বা পাকান, খাঁজ কাটা ও লম্বাকৃতি, উভয়দিক বক্রভাবে কর্তিত, প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি গোলাকার, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিক্ত এবং কিরকিরে, স্পঞ্জের মত, সহজে গুঁড়া করা যায় না। গুঁড়ার রং ফিকে ধূসর ও পীতাভ। R. webbianum হইতে যে Rhubarb পাওয়া যায় উহা গাঢ় ধূররবর্ণ, অতিশয় তিক্ত ও উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। Prof. Royle এবং Twining সাহেব Diseases of Bengal, Vol i, 220 নামক পুস্তকে ইহাকে অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Twining সাহেব বলেন যে ইহা বিদেশীয় রেবান্দচিনি অপেক্ষা পাকাশয়িক পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক বলেন যে, বাজারের দেশীয় রেবান্দচিনি বিদেশী Rhubarb অপেক্ষা হীনবীর্য্য। কারণ খারাপ গুলিই বাজারে চালান আসে। Dr. Hugh Cleghorn (Madras. Ouart. Med. Journ. 1862, vol. v, 464) পরীক্ষা দ্বারা বাহির করিয়াছেন যে, দেশীয় রেবান্দচিনির টাট্‌কা শিকড় রাশিয়া দেশীয় Rhubarb এর সমান। যদি বেশ যত্নের সহিত চাষ করা যায়, তাহা হইলে তুরস্ক ও চীন দেশীয় রেবান্দচিনির স্থায় গুণ সম্পন্ন ঔষধ হিমালয় প্রদেশীয় গাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা পেটের দোষ এবং শ্লেষ্মা নিবারক ; ইহার ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার শক্তি আছে। সামান্ত উদরাময়ে ব্যবহার্য্য। ইহা জ্বর ও প্রদাহিক অন্ত্রে ব্যবহার্য্য নহে। অপরাপর শক্তিকর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে ইহা অজীর্ণ আরাম করে। সাধারণতঃ ইহা বৃদ্ধ ও বালকদের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আদার সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি করে। মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ পরিমাণ। রেবান্দযোগে অনেক মিশ্রিত ঔষধ প্রস্তুত হয়। Grey powder এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বালকদের দাঁত উঠিবার কালীন উদরাময় এবং পুরাতন রক্তআমাশয়, কামলারোগ, সর্দ্দি প্রভৃতি আরাম হয়। ইহা Sodium bicarbonate অথবা Magnesia যোগে

ব্যবহার করিলে বালকদের বদ্‌হজমজনিত উদরাময় আরাম হয়। টুমাটোর, মত রেবান্দ, বাতরোগী অথবা সয়্যাস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে।

চীনদেশ হইতে যে রেবান্দচিনি আমদানী হয় উহার নাম Rheum officinale Baillon। এই গাছ চীনদেশে জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। Rheum palmatum Linn. গাছ ও এই গাছের সমগুণ বিশিষ্ট। ইহাকে রাশিয়া দেশীয় রেবান্দচিনি বলে। Col. Prejevalsky ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে এই গাছ চীনের উত্তর পশ্চিম দিকে Kansu জেলায় দেখিতে পান। এই গাছ তথায় ১০-১২ ফুট উচ্চ বনভূমিতে জন্মে, সচরাচর ইহা পীতনদীর উৎপত্তিস্থানে জন্মে। ইহার জুন মাসে ফুল হয় এবং আগষ্টের শেষভাগে ফল পাকিয়া থাকে। চীন দেশীয় লোকেরা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মাটি হইতে ইহার মূল তুলিয়া থাকে। মূলের উপরিভাগের ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে ও ছায়ায় শুষ্ক করে। শিকড় ৮-১০ বৎসরের হইলে তবে পরিপক্ক ও ব্যবহারপযোগী হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—বিরেচক, সঙ্কোচক ও রসায়ন।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t, 813 A ; Bot. Meg., t. 3508.

Ref.—F. B. I., iv. 56 ; Nees & Eberm., Med. Pharm. Bot., i, 455.
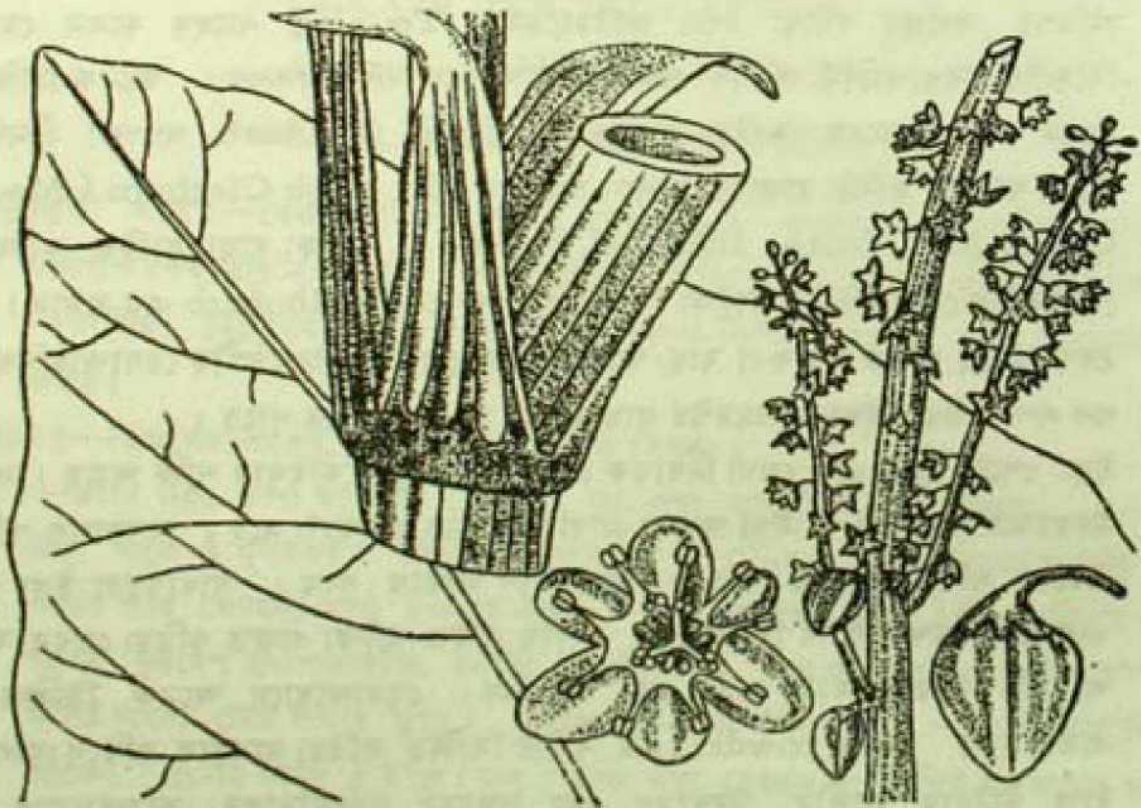
496. Rheum emodi Wall. (রেবান্দচিনি)

Genus—RUMEX Linn.

497. R. maritimus Linn. (বনপালং)

ভাষানুসারীণাম : কুণঞ্জর—সংস্কৃত ; বনপালং—বাংলা ; বনপালং—হিন্দি ; কুণজির—মহারাষ্ট্র ; গোরজেয়পলেয়—কর্ণাট।

কুণঞ্জরস্ত্রি দোষঘ্নো মধুরো রুচ্যদীপকঃ।
ঈষৎ কষায়ঃ সংগ্রাহী পিত্তশ্লেষ্মকরো লঘুঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কুণঞ্জর।

গুণপর্যায় :—কুণঞ্জর—ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, রুচি কারক, অগ্ন্যদ্দীপক, বিপাকে ঈষৎ কষায় রস, মলসংগ্রাহী, লঘুপাক, পিত্তশ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক।

জন্মস্থান :—উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্দ্ধমান, জেলায় জলাভূমিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। আসাম, কাছাড়, ও সিলেটে এই গাছ জন্মে।

বর্ণনা :—সরল বর্ষবীজী উদ্ভিদ্। ১-৪ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড শিরা বিশিষ্ট। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ও অগ্রভাগ সরু। প্রত্যেক গাঁইট হইতে পুষ্প গুচ্ছভাবে হয়। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংকেশর ৬টা। ফলের আবরণী খোলা, কতকগুলি আবার আবদ্ধ থাকে। পাকিবার সময়ে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কিনারা সরু। অগ্রভাগ বড়শীর ন্যায় অল্প বক্র। বীজ অভ্যন্তরের পাপ্ড়ির ভিতরে থাকে। আকারে সূক্ষ্মকোণী ; শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা স্নিগ্ধকর, পত্র দগ্ধস্থানে দিলে পোড়া ঘা আরাম হয়। বীজকে বাজারে "Big Bond" বলে। ইহা রসায়নরূপে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছ—স্নিগ্ধকারক।

পাতা—পোড়া ঘায়ে উপকারী।

বীজ—কামোদ্দীপক।

Fig :—Fl. Don , 1208 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 815B.
Ref :—F.B.I., v. 59 ; F.I. ii, 208 ; B.P., ii, 888 ; Prain. H.H. 269.

497. Rumex maritimus Linn. (বনপালং)

498. R. vesicarius Linn (চুকপালং)

ভাষানুসারীনাম :—চুক্র—সংস্কৃত ; চুকপাল্—বাংলা ; চুকপালং—হিন্দি , চুকাবডিলি—মহারাষ্ট্র ; আম্বরতী—কর্ণাট : পুলিচক্কোং, খুরুক-কুরাকু—তেলেগু : খুকান-কিরাই—তামিল।

> চুক্রং তু চুক্রবাস্তূকং লিকুচং চাম্লবাস্তূকম্।
> দলাম্লমম্লশ্চকাখ্যমম্লাদি হিলমোচিকা ॥
> চুক্রং স্যাদম্লপত্রস্তু লঘূষ্ণং বাতগুল্মনুৎ।
> রুচিকৃদ্দীপনং পথ্যং ঈষৎপিত্তকরং পরম্ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চুক্র, চুক্রবাস্তুক, লিকুচ, অম্লবাস্তুক, দলাম্ল, অম্লশাকাখ্য, অম্লাদি, হিলমোচিকা—এইগুলি নাম। চুক্রের পত্র ও অম্লরস সম্পন্ন।

গুণপর্যায় :—চুক্র—লঘু, উষ্ণ বীর্য্য, বায়ু ও গুল্ম নাশক। রুচিকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, পথ্য, ঈষৎপিত্ত বৃদ্ধি কারক।

জন্মস্থান :—বিহার, ত্রিপুরা ও বঙ্গদেশে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা আলু ক্ষেতে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম। ৫-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। ডিম্বাকৃতি, লম্বা, ৩-৫টি শিরা বিশিষ্ট, বক্রাকৃতি। ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। বোঁটা লম্বা। পুষ্পদণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, শ্বেত কিম্বা লালবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। বনৌষধি দর্পণে অম্বরেতসের যাহা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ব্যবহার্য অংশ :—রস ও বীজ।

বৈদ্যকে চুক্রের ব্যবহার :

সুশ্রুত :—**কর্ণশূলে** চুক্র:—ঈষদুষ্ণ চক্ পালং এর রস বিন্দু-বিন্দু করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় (উঃ ২১ অঃ)।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—চুকপালং অতিশয় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর (Ainslie)। ইহার রস দাঁতের বেদনানিবারক ও বমন নিবারক ও ক্ষুধা বৃদ্ধিকর। পেটগরম হইলে ইহার রস বাহ ক্ষেতে মাখাইলে উহা কমিয়া যায় ও বীজ ভাজিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় নিবারক হয়। ইহা বিছা, মৌমাছি ও সর্পবিষ নিবারক এবং ইহা বিছার বিশেষ প্রতিষেধক ঔষধরূপে-ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয় (,Dymock)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—স্নিগ্ধকর। কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারক, প্রস্রাব কারক, সর্পদংশনে উপকারী।
বীজ :—স্নিগ্ধকর, ভেঁজে করিয়া ব্যবহারে আমাশয়ে উপকারী। কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।
রস :—স্নিগ্ধকর, পাকাশয়ের উত্তাপে এবং দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী। ইহার সংকোচক গুণের জন্য গা বমি বমি ভাব বন্ধ করে।

Fig :—Compd. Rum, 129. t. 3. Fig. 1-8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 815 A.

Ref :—F.B.I., v. 61. ; Roxb., F. I., ii, 209 ; B.P.. ii , 889 ; Dymock, iii, 157 ; Prain, H.H. 269.
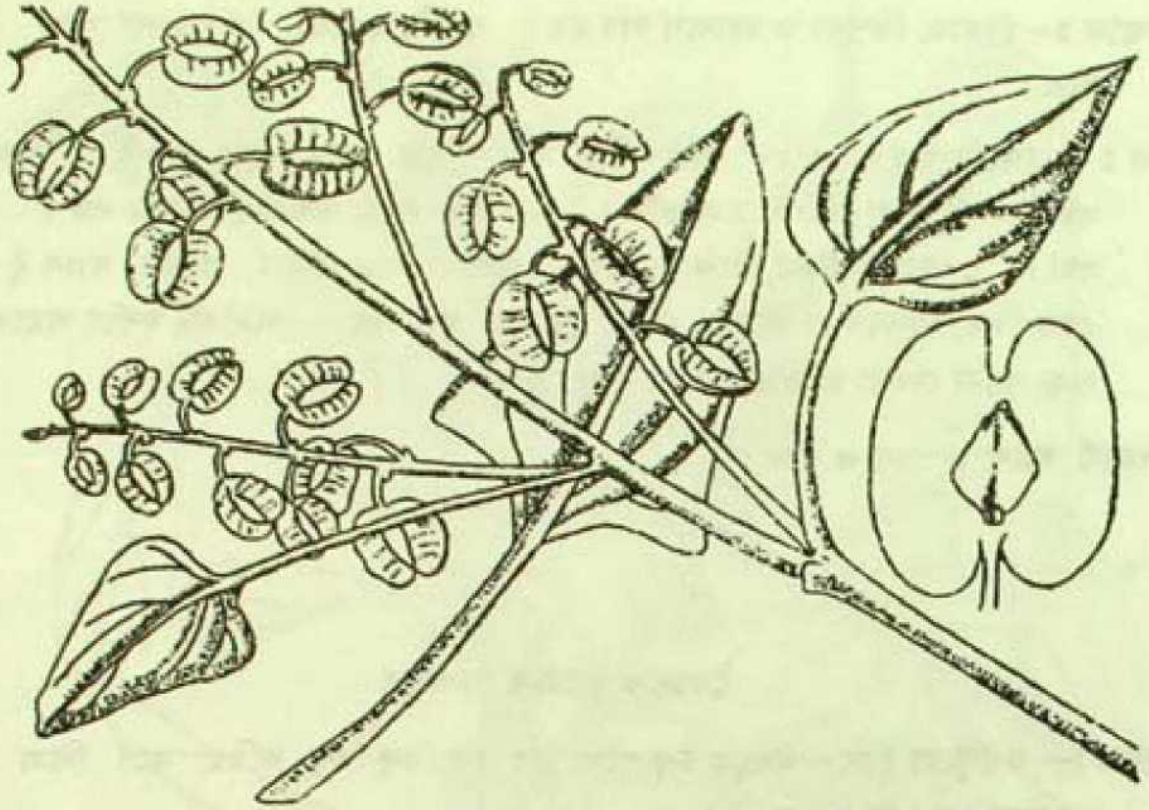
498. Rumex vesicarius Linn. (চুকপালং)

LXXXV. ARISTOLOCHIACEAE.

Genus—ARISTOLOCHIA. Linn.

499. A. indica Linn. (ঈশের মূল)

ভাষানুসারী নাম :—রুদ্রজটা, ঈশ্বরী, সুনন্দা, অর্কমূলা—সংস্কৃত : ঈশের মূল—বাংলা ; ঈশের মূল—হিন্দি, ঈশ্বরী—মহারাষ্ট্র ; রুদ্রজটা-কর্ণাট ; ইশুরা মুলি, পেরু মারিন্দু—তামিল ; দুলাগবেলা, ঈশ্বরামূলি—তেলেগু ; ঈশ্বরমূলি—মালয় ; জেদী-জানেটেট্—সাঁওতাল ; সাপাসন—বোম্বে।

রৌদ্রী জটা রুদ্রজটা চ রুদ্রা সৌম্যা সুগন্ধা সুহৃতা ঘনা চ।
স্যাদীশ্বরী রুদ্রলতা সুপত্রা সুগন্ধপত্রা সুরভিঃ শিবাহ্বা ॥
পত্রবল্লী জটাবল্লী রুদ্রাণী নেত্রপুষ্করা।
মহাজটা জটারুদ্রা নাম্না বিংশতিরীরিতা ॥
জটা কটুরসা শ্বাস-কাসহৃদ্রোগনাশিনী।
ভূতবিদ্রাবিনী চৈব রক্ষসাঞ্চ নিবর্হিণী ॥

রাজনিঘণ্টু :। গুড় চ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—রৌদ্রী, জটা, রুদ্রজটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সুহতা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, জটাবল্লী, রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা, জটারুদ্রা,—এই কুড়িটি নাম।

গুণপর্যায় :—জটা—কটুরস, শ্বাস, কাস, ও হৃদ্রোগ নাশক। ভূতদোষনাশক, এবং রাক্ষসনাশক।

জন্মস্থান :—নেপাল, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কন, চট্টগ্রাম, নিম্নবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে, জঙ্গলে, ও পতিত জমিতে সাধারণতঃ প্রচুর গাছ জন্মে।

বর্ণনা :—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতানে গুল্ম, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। কাণ্ডের গোড়া কাঠের মত শক্ত, শাখা নরম, পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ মিলিত বা গোলাকার, গোড়ার শিরা ছোট ও সরু। বোঁটা ⅛-⅙ ইঞ্চি, অতিশয় অবনত। বহির্ব্বাস সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল সিঁদেলাকৃতি, অগ্রভাগ বক্র ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ। ফুল ১-৩ ইঞ্চি। বীজকোষ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, খাঁজকাটা। বীজ চেপ্টা, ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, পত্র। মাত্রা, ক্বাথ ৫-১০ তোলা, মূলচূর্ণ ½-১ আনা, পত্ররস ½-২ ড্রাম।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় তিক্ত। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে উত্তেজক, জ্বরনাশক, বলকারক ও ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা সবিরাম জ্বর ও অপরাপর রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইহা অজীর্ণ ও অন্ত্ররোগে বিশেষ মূল্যবান (Asiat. Researches, vol. xi)। ইশের মূল পেটবেদনায় অতিশয় হিতকর (Dr. Gibson)। সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া প্রাচীন পর্টুগীজেরা ইহাকে Raiyde Cobra নাম দিয়াছেন। ইহার পত্র ও পত্ররস মাদ্রাজ দেশীয় কবিরাজেরা সর্পবিষে ব্যবহার করেন। কোন ইউরোপীয় ডাক্তার এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করেন নাই, ইহার পরীক্ষা আবশ্যক। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ইহা সচরাচর বালকদের পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগে ইহা একটি উত্তেজক ঔষধ, পেটের উপর ইহার বাহ্য প্রয়োগ আবশ্যক।

ইশের মূলের পাতার রস বালকদের সর্দ্দিতে হিতকর, ইহা বমন করাইয়া সর্দ্দি তুলিয়া দেয়। কিন্তু কোন প্রকার অবসাদ আনয়ন করে না (T. N. Mukherjee)।

ঈশের মূল গর্ভস্রাবে ব্যবহৃত হয়। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময়, পুরাতন জ্বর ও ওলাউঠায় (কলেরা) হিতকর। শিশুর বুকে সর্দ্দি বসিলে, শূলবেদনায় ইহা অগুরুর সহিত প্রযুক্ত হয়।

ইশের মূলের ক্বাথ কম্পজ্বর, মাথাধরা, পেটফাঁপা এবং মূত্রনাশে হিতকর (R. N. Khory, iii 159)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—রসায়ন, উত্তেজক, ঋতুস্রাবকারক, বমনকারক। জ্বরে ইহাকে গুঁড়া করিয়া মধু সহ ব্যবহারে এবং "শ্বেতী"তে উপকারী।

পাতার রস :—সর্পদংশনে উপকারী।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 25 ; Wight, Ic., t. 1858 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 820 B.

Ref :—F. B. I., v. 75 ; Roxb.. F. I., iii, 489 ; B. P., ii, 821 ; Prain, H. H., 269.
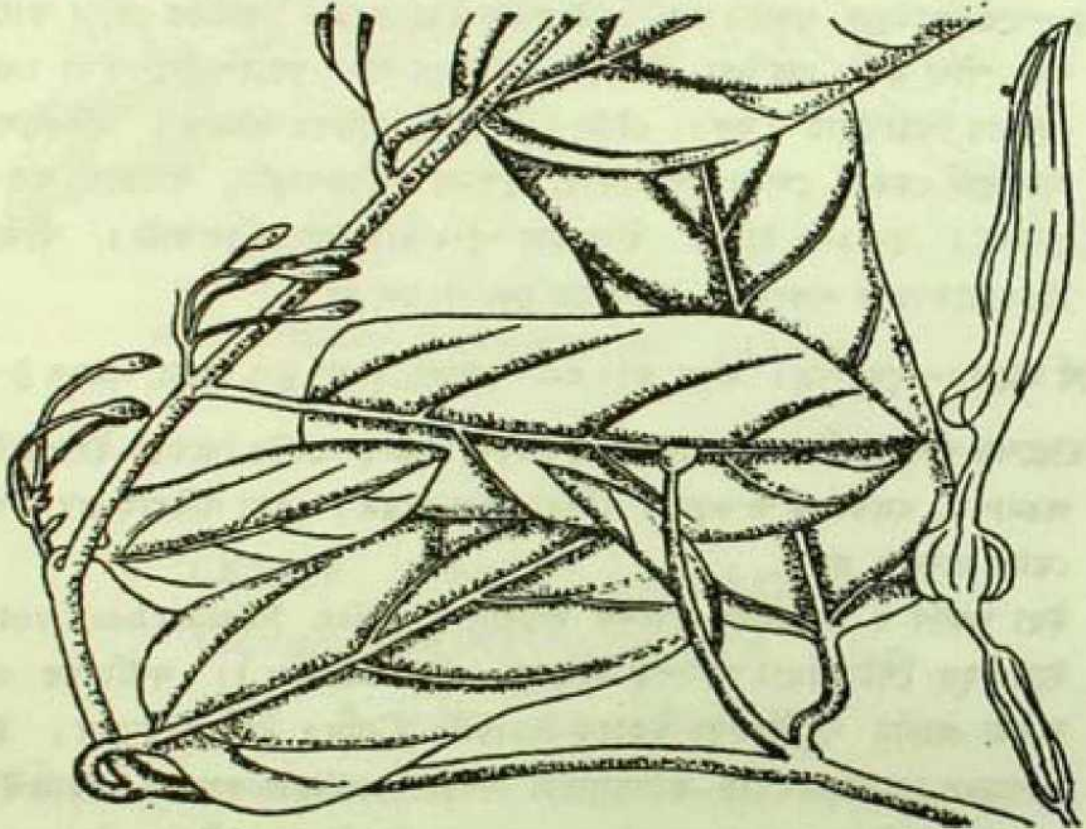
499. Aristolochia indica Linn. (ঈশের মূল)

500. A. bracteata Retz. (কিরামার)

A. practeo late Lamk.

ভাষানুসারী নাম :—ধূম্রপত্র, পাট্টবন—সংস্কৃত ; কিরামার, ধূম্রপত্র—বাংলা ; কিরামার—হিন্দি ; কিদামারী—বোম্বে ; অত্তুথিনাপালাই—তামিল ; কাসামারা, অদুমুট্টাভা-গিজা—তেলেগু ; অত্তুথিনাপালাই—মালয়। পানিত্রি—উড়িয়া।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্য, বুন্দেলখণ্ড সিন্ধুদেশ পশ্চিম বিহার। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান এবং পশ্চিমভারতে প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী নরম লতানে উদ্ভিদ্। শিকড় নরম, ডাঁটা ও শাখাগুলি নরম, ১২-১৮ ইঞ্চি সরল। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি, লম্বা ও বিস্তৃত, বৃন্তদেশ ক্রমশ: সরু, অগ্রভাগ মোটা, পত্রের কিনারাগুলি চেপ্টা ও ঢেউখেলান। বোঁটা ১-১২ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ছোট, ইহার পত্র গোলাকার। ফুল এবত্রে অনেক জন্মে। বহির্বাস ১-১৪ ইঞ্চি, ফুলের গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল গোলাকার, লম্বা, কিনারা গাঢ় বেগুনেও লোমযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা, খাঁজযুক্ত। বীজ ত্রিকোণাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্। রস, ২-১ আউন্স, বীজের গুঁড়া ৩০-১০ গ্রেণ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত ও বমন কারক। পেট কামড়ানির সহিত দাস্ত হইলে দুইটি টাটকা পাতা জলের সহিত পেষণ করিয়া একবার সেবন করিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায় (Roxb.)।

ইহার হিন্দুস্থানী নাম—"কিরামার" অর্থাৎ ক্রিমিনাশক। পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা সাধারণ জ্বর নাশক (Dr. Gibson)। ইহার প্রথম ঋতুকারক গুণ বিদ্যমান আছে। Dr. Newton বলেন, ইহার শুষ্ক শিকড় ১২ ড্রাম পরিমাণ গুঁড়া করিয়া অথবা ছেঁচিয়া খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদের প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind., iii, 164)।

এই গাছ গুজরাটে প্রচুর জন্মে। ইহার মূল ও পত্র অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ ও ঘন রস বাহির হয়। উহা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া উপদংশ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার সহিত অহিফেন দিলে গণোরিয়া আরাম হয়।

বোম্বে দেশীয় ডাক্তারেরা উহার সহিত হিজল (Barringtonia acufargula) ও মালকাকনীর (Celastrus paniculata) বীজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মণ্ড বা বটিকা প্রস্তুত করে। উহা ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর (Dymock)।

ইহার পাতা বালকদের নাভিতে প্রদান করিলে ও রস রেড়ির তৈলের সহিত সেবন করাইলে পেট বেদনা আরাম হয় (Dymock)।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা বলেন যে, ইহার ক্রিমিনাশক শক্তি আছে এবং গর্ভাশয়ের উপর ইহার ক্রিয়া থাকায় গর্ভ সংকুচিত করিয়া প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Watt., i., 314)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—বিরেচক, ক্রিমিনাশক, ঋতুস্রাবকারক।

পাতার রস :—অবহেলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘায়ে উপকারী।

থেঁতো করা পাতার রস :—এরও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে শিশুদিগের পায়ের বিচর্চ্চিকা (একজিমা)তে উপকারী।

মূলের ক্বাথ :—বড় ক্রিমিতে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Básu, Ind, Med. Pl., t. 820.

Ref.—F. B. I., v, 75 ; Roxb., F. I., iii, 490 ; B. P., ii, 890.

500. Aristolochia bracteata Retz. কিরামার)

LXXXVI. PIPERACEAE.

Genus—PIPER Linn.

501. P. longum Linn. (পিপুল)

ভাষানুসারীনাম :—পিপ্পলী, কণামূল—সংস্কৃত ; পিপুল—বাংলা ; পীপর, পিপুলকুল—হিন্দি ; পিপ্পলী, পিম্পঠ্‌ঠী – মহারাষ্ট্র ; লিণ্ডী পিপল্‌—গুজরাট ; হিপ্পলী—কর্ণাট ; পিপ্পলীচেট্র, পিপ্পলে—তেলেগু : টিপিলি, পিপ্পিলী—তামিল ; বঙ্গালি পিম্পম্বিং—বোম্বে ; পিল্‌পিল্‌ দরাজ—ফ্রান্স ; ডারফিল—আরব ; পিপ্‌লী—কোচবিহার।

পিপ্পলী কৃকরা শৌণ্ডী চপলা মাগধী কণা।
কটুবীজা চ কোরঙ্গো বৈদেহী তিক্ততণ্ডুলা॥
শ্যামা দন্তফলা কৃষ্ণা কোলা চ মগধোদ্ভবা।
উষণা চোপকুল্যা চ স্মৃত্যাহ্বা তীক্ষ্ণতণ্ডুলা।
পিপ্পলী জ্বরহা বৃষ্যা স্নিগ্ধোষ্ণা কটুতিক্তকা।
দীপনী মারুতশ্বাস-কাসশ্লেষ্মক্ষয়াপহা॥
সৈংহলী সর্পদন্তা চ সর্পাঙ্গী ব্রহ্মভূমিজা॥
পার্বতী শৈলজা তাম্রা লম্ববীজা তথোৎকটা॥
অদ্রিজা সিংহলস্থা চ লম্বদণ্ডা চ জীবলা।
জীবালী জীবনেত্রা চ কুরবী—ষোড়শাহ্বয়া॥
সৈংহলী কটুরুক্ষা চ জন্তুঘ্নী দীপনী পরা।
কফশ্বাসসমীরার্ত্তি-শমনী কোষ্ঠশোধনী।
বনাদিপিপ্পল্যভিধানযুক্তং সূক্ষ্মাদিপিপ্পল্যভিধানমেতৎ।
ক্ষুদ্রাদিপিপ্পল্যভিধানযোগ্যং বনাভিধাপূর্বকণাভিধানম্।
বনপিপ্পলিকা চোষ্ণা তীক্ষ্ণা রুচ্যা চ দীপনী।
আমা ভবেদ্গুণাঢ্যা তু শুষ্কা স্বল্পগুণা স্মৃতা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—পিপ্পলী, কৃকরা, শৌণ্ডী, চপলা, মাগধী, কণা, কটুবীজা, কোরঙ্গ, বৈদেহী, তিক্ততণ্ডুলা, শ্যামা, দন্তফলা, কৃষ্ণা, কোলা, মগধোদ্ভবা, উষণা, উপকুল্যা, স্মৃত্যাহ্বা, তীক্ষ্ণতণ্ডুলা,—এই গুলি নাম। আর একপ্রকার পিপ্পলী আছে তাহার নাম—সৈংহলী, সর্পদণ্ডা, সর্পাঙ্গী ব্রহ্মভূমিজা, পার্বতী, শৈলজা, তাম্রা, লম্ববীজা, উৎকটা, অদ্রিজা, সিংহলস্থা, লম্বদন্তা, জীবলা, জীবালী, জীবনেত্রা, ও কুরবী—এই ষোলটি। অন্ত আর এক প্রকার পিপ্পলী আছে তার নাম—বনাদিপিপ্পল্যভিধানযুক্ত, সূক্ষ্মাদিপিপ্পল্যভিধান, ক্ষুদ্রাদি পিপ্পল্যভিধান যোগ্য, বনাভিধাপূর্বকণাভিধান—এইগুলি।

গুণপর্যায়ঃ—পিপ্পলী জ্বরনিবারক, বৃষ্য,স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কটু তিক্ত রস। অগ্ন্যুদ্দীপক, বায়ু, শ্বাস, কাস শ্লেষ্মা ও ক্ষয়রোগ নিবারক।

সৈংহলী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, কফ, শ্বাস, বায়ু রোগ নাশক এবং কোষ্ঠশোধক।

বনাদিপিপ্পলী—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক। কাঁচা—অধিক গুণসম্পন্ন—শুষ্ক হইলে অল্পগুণ সম্পন্ন হয়।

জন্মস্থানঃ—উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গ, বিহার, আসাম, খাসিয়া পাহাড়, নেপাল, যাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ। বঙ্গদেশে চাষ হয় এবং হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—লতানে গাছ ; অগ্রভাগ অতিশয় নরম, ইহার প্রশাখাগুলি অপর গাছে জড়াইয়া উঠে। নীচের পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ডিম্বাকৃতি, পত্র দেখিতে অনেকটা পান পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সোজা ও উন্নত। ফুল এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুং পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্প ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। পত্রের ৫টা শিরা আছে বলিয়া গোল মরিচ গাছ হইতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, ফল, রস।

বৈদ্যকে পিপুলের ব্যবহার।

চরক :—কাসে পিপ্পলী—পিষ্ট পিপ্পলী ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব লবণ সহ কাসরোগী সেবন করিবে (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **বাতরক্তে** পিপ্পলী—বিধিপূর্ব্বক মাত্রা বাড়াইয়া কমাইয়া, পিপ্পলী সেবন করিলে বাতরক্ত, বিষমজ্বরাদি পীড়া প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনকালে কেবল দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিতে হইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **অর্শে** পিপ্পলী বা পিপ্পলীমূল—পিপ্পলী কিম্বা পিপ্পলীমূল পেষণ পূর্ব্বক একটী মৃৎকলসীর অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে দুগ্ধ স্থাপন পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত হইলে, অর্শরোগী সেই দধির তক্র, পথ্যের সহিত সেবন করিবে। কিম্বা অন্নাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক মাস কেবল ঐ তক্র পান করিবে (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) **ক্রিমিরোগে** পিপ্পলীমূল—ক্রিমিরোগী, পিপ্পলীমূল ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্ভট :—(১) **কফজকাসে** পিপ্পলী—পিপুলের কল্ক, তিল তৈলে ভাজিয়া, মিছরির সহিত, কুলথ কলায়ের ক্বাথে আপ্লুত করিয়া পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **প্রবাহিকায়** পিপ্পলী—পিপুল কিম্বা মরিচের মূলচূর্ণ সেবন করিলে প্রবাহিকা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৯ অঃ)।

হারীত :—(১) **শ্লেষ্মজ্বরে** পিপ্পলী—মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ সেবন করিবে। ইহা শ্লেষ্মজ্বরঘ্ন। (২) **কাসাদিরোগে** পিপ্পলী—গুড়ের সহিত পিপ্পলী সেবনে কাস, অজীর্ণ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অরোচক এবং জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চিঃ ২ অঃ)। (৩) প্রসূতির **স্তন্যবর্দ্ধনার্থ** পিপ্পলী—মরিচ ও পিপুল মূল, দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় (চিঃ ৫২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বাতশ্লেষ্মজ্বরে** পিপ্পলী—পিপ্পলীর ক্বাথ কণ্ডুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও প্লীহাজ্বর নাশক (জ্বর চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** পিপ্পলী—বাসকপত্র স্বরসে, পিপুল ফুল ৭ বার ভাবনা দিয়া মধু যোগে সেব্য। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) **উরুস্তম্ভে** পিপ্পলী—গোমূত্র কিম্বা দশমূলের ক্বাথের সহিত উরুস্তম্ভ রোগী পিপ্পলীকল্ক পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ)। (৪) **শোথে** পিপ্পলী—শোথরোগী

দুধের সহিত পিপ্পল মূল সেবন করিবে (শোথ চিঃ)। (৫) **অম্লপিত্তে পিপ্পলী**—মধুসহ পিপ্পলী সেবন করিলে অম্ল পিত্ত বিনষ্ট হয় (অম্লপিত্ত চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **প্লীহায় পিপ্পলী**—প্লীহাবিবৃদ্ধি শান্তির জন্য দুধের সহিত পিপ্পলীচূর্ণ পান করিবে (মঃ খঃ ৩ ভাগ)। (২) **গৃধ্রসীতে পিপ্পলী**—গোমূত্র ও এণ্ডর তৈল যোগে পিপ্পলী পান করিলে, দীর্ঘকালের গৃধ্রসী নামক কফ বাতজ বাতব্যাধি প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **নিদ্রানাশে পিপ্পলীমূল**—গুড়ের সহিত পিপুলমূল চূর্ণ সেবন করিলে, অনিদ্র রোগীর ও নিদ্রালাভ হয় (জ্বর চিঃ)। (২) **পরিণামশূলে পিপ্পলী**—পিপুলের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, পান করিবে এই ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ পান করিলে পরিণামশূল নিশ্চিত প্রশমিত হয় (পরিণামশূলঃ চিঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গোলমরিচের ন্যায় ইহা উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। পিপুল চূর্ণ। চার আনা, মরিচ ও আদা প্রত্যেক ½ আনা, Arok (Salavadora Persica Garcin) ২০ আউন্স ৭ দিন ভিজাইবার পর উহার জল ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২/৩ বার সেবন করিলে বেরী বেরী আরাম হয়। ইহা বেরী বেরীর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিপুল মূল তিক্ত, ইহা পেটের দোষ নিবারক, হজমকারক। শিকড়ের পিষ্টরস ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রসবের পর ফুল পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm, India)।

তিনটী পিপুলের পিষ্ট রস প্রথমদিন, তৎপরে প্রত্যেকদিন তিনটি করিয়া বাড়াইয়া ক্রমাগত ১০দিন সেবন করিবার পর ঔষধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার ২০ দিন সেবন করিলে একটা উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ সেবন করা হয়। ইহাতে পুরাতন কাসি, প্লীহাবৃদ্ধি, অপরাপর পেটের দোষ আরোগ্য হয়।

পিপুল, আদা, সরিষার তৈল, ছানার জল এবং ছানা একত্রে মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত হয়। উহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত ও কটিশূল আরাম হয়।

পিপুল ভাজিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বাত আরাম হয়। সৈন্ধব লবণ ½ তোলা, পিপুল ১ তোলা ও গোলমরিচ ১½ তোলা একত্রে গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে পেট-বেদনা আরাম হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন ইহা যকৃৎ ও প্লীহা দোষ দূর করে এবং হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা রসায়ন, মূত্রকর ও ধাতুকর।

পিপুলের মূল ও পিপুল বাত, কটি বেদনা ও অপরাপর এইরূপ রোগে প্রদত্ত হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ইহার মলম দিলে বিষ নষ্ট হয় (Dymcok, iii, 176)। বঙ্গদেশে পিপুলের চাষ হয়। পিপুল পাকিলে প্রত্যহ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পিপুল রাতকানা রোগে হিতকর। পিপুলের মূল কাটিয়া বেশ শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। ইহার মূল্য অধিক। বোম্বে ও দক্ষিণভারতে জাত পিপুল বঙ্গদেশীয় পিপুল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পিপুল, কুষ্ঠ, গণোরিয়া, অর্শ ও প্লীহারোগে হিতকর। পিপুল, পিপুলমূল, আদা, গোলমরিচ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, সন্দি, কফ ও জ্বর রোগ আরাম হয়। পিপুলের মূল ছাগীমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে ক্রিমি আরাম হয়। পাষাণ ভেদীর (Coleus aromaticus Bth.) সহিত পিপুলের প্রলেপ দিলে স্তনে অধিক দুগ্ধ হয় (R. N. Khori, iii, 579.)।

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং লিহেৎ কাসজ্বরাপহম্।
হিক্কাশ্বাসহরং কণ্ঠ্যং প্লীহঘ্নং বালকোচিতম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেৎ মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসক্ষয়ে॥ ভাবপ্রকাশঃ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক অপক্ক ফল :—বলবৃদ্ধিকারক, রসায়ন।

অপক্ক ফুল ও মূলের কাথ :—পুরাতন Bronchities, কাসি ও ঠাণ্ডালাগায় উপকারী।

মূল ও ফল :—সর্পদংশন ও কাঁকড়াবিছার দংশনের প্রতিষেধক।

Fig.—Bentl & Trim., t, 244 ; Wight, lc., t, 1928 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14.

Ref.—F. B. I., v. 83 ; Roxb., F. I., i, 156 ; B.P, ii, 893 ; Watt, vi. Pt. I. 258 ; Prain, H. H., 270.
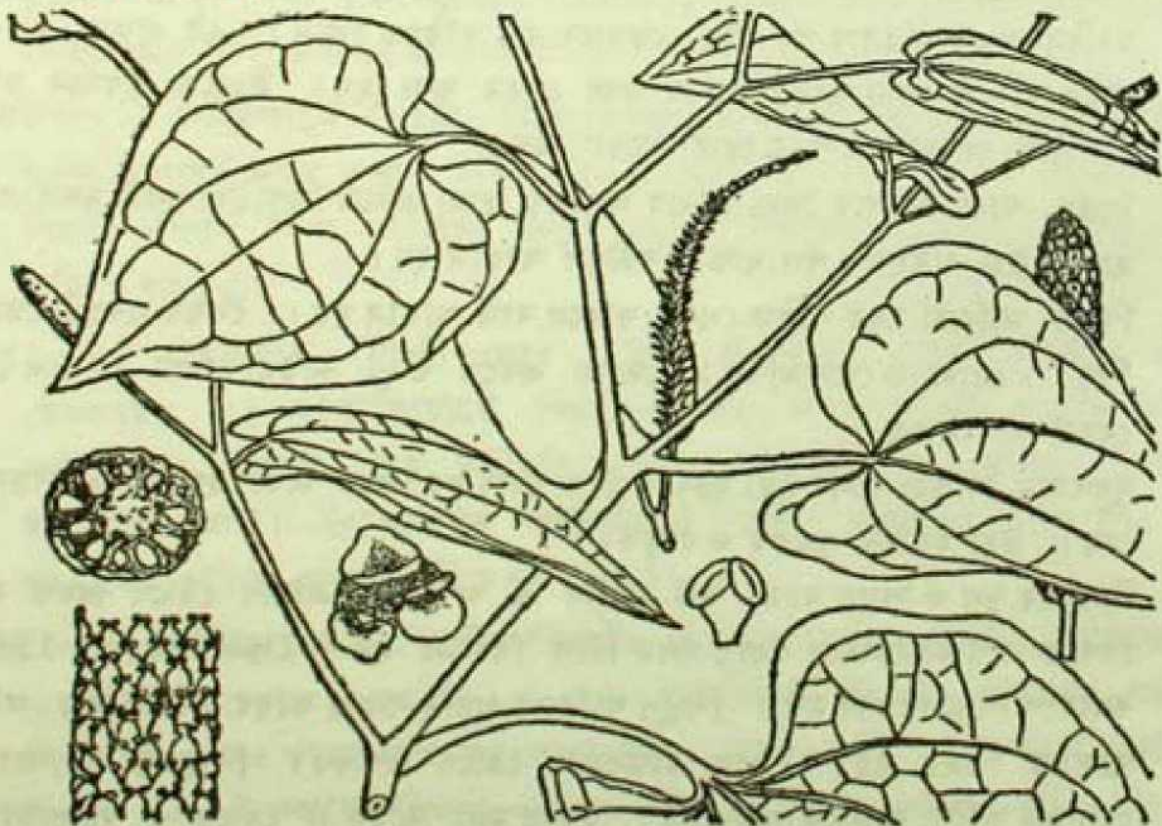
501. Piper longum Linn. (পিপুল)

502. Piper betle Linn. (পান)

ভাষানুসারী নাম :—তাম্বূলী, নাগবল্লী—সংস্কৃত; পান—বাংলা; নাগরবেল, পান—হিন্দি; পান, নাগবেল—বোম্বে; সাধারণপর্ণ—মহারাষ্ট্র; ভিটিকা, তামালপাকু—তেলেগু; বেট্টিলী—তামিল; তাম্বূলাম্—মালয়।

> অথ ভবতি নাগবল্লী তাম্বূলী ফণিলতা চ সপ্তশিরা।
> পর্ণলতা ফণিবল্লী ভুজগলতা ভক্ষ্যপত্রী চ॥
> নাগবল্লী কটুস্তীক্ষ্ণা তিক্তা পীনসবাতজিৎ।
> কফকাসহরা রুচ্যা দাহকৃৎ দীপনী পরা।

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নাম পর্যায় :—নাগবল্লী, তাম্বূলী, ফণিলতা, সপ্তশিরা, পর্ণলতা, ফণিবল্লী, ভুজগলতা, ও ভক্ষ্যপত্রী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—নাগবল্লী—কটুরস, তীক্ষ্ণ, বিপাকে তিক্তরস, নাসারোগ এবং বায়ু রোগ নাশক। কফ ও কাস নাশক, রুচিকারক, দাহ উৎপাদক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায় প্রচুর চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, ডাঁটা শক্ত। পাতা ৩ হইতে ৮ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বোঁটা ½ হইতে ২ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও লম্বা। ফলের ব্যাস ⅙-⅕ ইঞ্চি, শাঁসযুক্ত। ইহার অনেক গাছ স্ত্রীজাতীয় আছে (Brandis)। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে। অনেক রকমের পান আছে, যথা:—বাংলা পান, ছাচি পান, মিঠে পান, কর্পূরগন্ধযুক্ত মিঠে পান, ইত্যাদি। এই সব পানের আস্বাদও বিভিন্ন প্রকার, এবং গুণেরও একটু পার্থক্য আছে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র। মাত্রা, ½ হইতে ২ তোলা।

বৈদ্যকে তাম্বুলের ব্যবহার।

বঙ্গসেন :—শ্লীপদে তাম্বূল—সাতটি তাম্বূল পেষণ পূর্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয় (শ্লীপদ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বৈদ্য মতে ইহার দশটি গুণ আছে। ইহা তিক্ত, অম্ল, উত্তেজক, মিষ্ট, লবণাক্ত, ধারক, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা, ক্রিমি ও দুর্গন্ধ নাশক। পান খাইলে মুখ পরিষ্কার হয়। ইহা কামোদ্দীপক ও উত্তেজক। কথিত আছে, অর্জুন স্বর্গ হইতে পান চুরি করিয়া আনেন, এবং নিজের বাগানে রোপণ করেন। প্রাচীন বৈদ্যদিগের

মতে প্রাতঃ কালে, আহারের পর এবং রাত্রিতে শুইবার সময় পান খাইতে হয়। সুশ্রুত বলেন, ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক ও ধারক। পান গলার স্বর উন্নত করে এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ইহার রস অপরাপর ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহৃত হয়। পানের বোঁটায় রেড়ির তৈল মাখাইয়া বালকদের মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পান কপালে দিলে, মাথাধরা আরাম হয়। ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায় এবং স্তনে দিলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। পান হইতে নিষ্কাসিত তৈল গলাফুলা এবং সর্দ্দিতে হিতকর, ইহার ফল মধুর সহিত খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার শিকড় খাইলে স্ত্রীলোকদিগের আর সন্তান হয় না। চক্ষে কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে পানের রস দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পানের রস চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় (B. D. Basu)।

পানের তৈল কফজ পীড়া, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। একবিন্দু পানের তৈলের অভাবে চারটি পানের রস দেওয়া যাইতে পারে (Dymock. iii, 186)। পানের ভিতর একটু জল লইয়া অল্প আগুনের উপর ধরিয়া গরম করিয়া তিনবার খাইলে গলার বেদনা কমিয়া যায়।

প্রসূতির স্তনে পান স্থাপন করিলে ফুলা নষ্ট হইয়া দুগ্ধস্রাব কমিয়া যায়। পানের পাতা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত শুকাইয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—সুগন্ধি, উদরাধ্মান নাশক, উত্তেজক, এবং সর্প দংশনে উপকারী।

পাতার সুগন্ধি তৈল :—শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট এবং উহার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতার রস :—চোখের যন্ত্রণায় উপকারী, রাতকনার পক্ষে উপকারী। মাথার যন্ত্রণায় এবং পুরুষদিগের স্ত্রীসম্ভোগের পিপাসা নিবারণে উপকারী।

মূল—খাইলে স্ত্রীলোকদের সন্তান হয় না।

মন্তব্য :—চারক "দশেমানি" কিম্বা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয় অধ্যায়ে তাম্বূল পঠিত হয় নাই। চরক মাত্রাশিতীয়ে এবং সৌশ্রুত অন্নপানবিধিতে তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন। চারক কিম্বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে তাম্বূল পঠিত হয় নাই।

Fig.—Wight, lc., t. 2926 ; Bot. Mag.. t. 3132 ; Rheede, Hort, Mal., t. 15.

Ref.—F. B. I., v. 85 ; Roxb., F. I., i, 158 ; B. P., ii, 893 ; Watt., vi. Pt. I., 287.
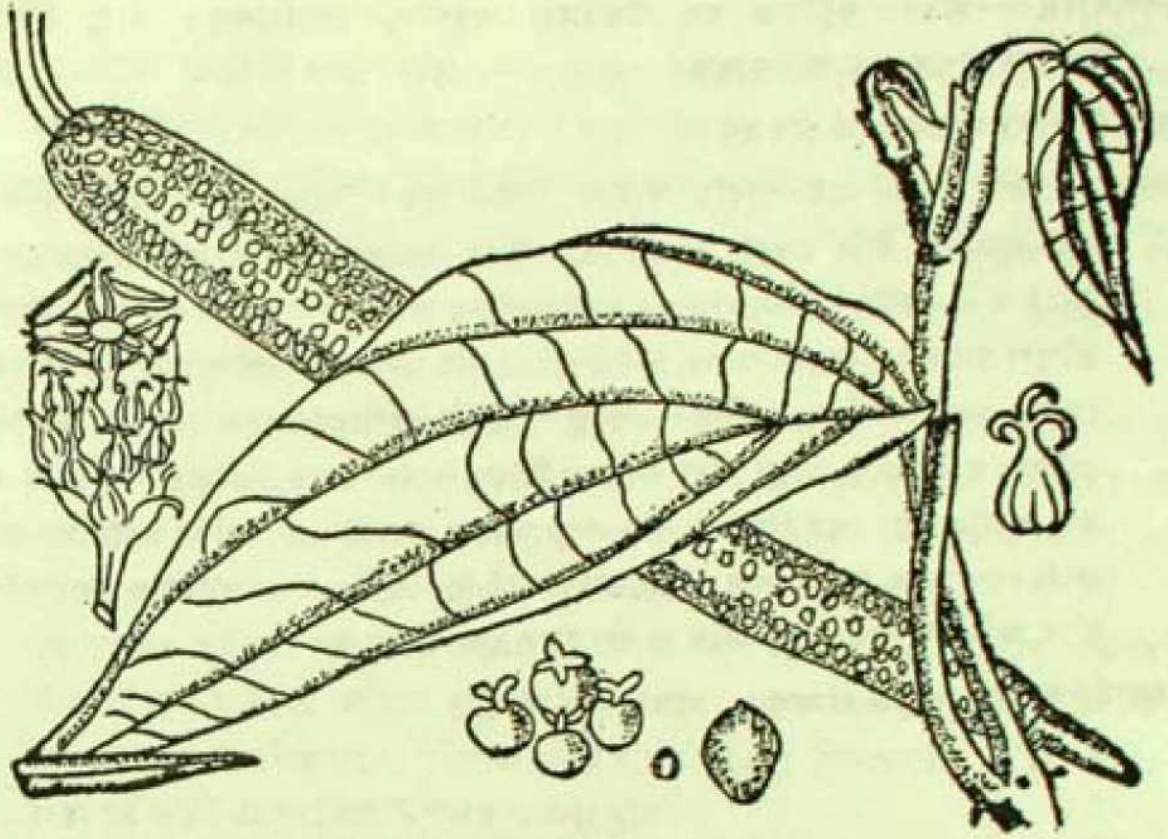
502. **Piper betle Linn.** (পান)

503. Pipir nigrum Linn. (গোলমরিচ)

ভাষানুসারী নাম :—মরিচ—সংস্কৃত, গোলমরিচ—বাংলা ; কালামিরিচ, মিরী—হিন্দি ; মরিচ—মহারাষ্ট্র ; মেণস্—কর্ণাট ; মিরিয়াকু—তেলেগু ; মিলিগু—তামিল ; ফালুক—আরব ; ফিল্-ফল্-ই-সিয়া—ফ্রান্স।

মরিচং পলিতং শ্যামং কোলং বল্লীজমূষণম্।
যবনেষ্টং বৃত্তফলং শাকাঙ্গং ধর্মপত্তনম্॥
কটুকঞ্চ শিরোবৃত্তং বীরং কফবিরোধি চ।
রুক্ষং সর্বহিতং কৃষ্ণং সপ্তভূখ্যং নিরূপিত্তম্॥
মরিচং কটু তিক্তোষ্ণং লঘু শ্লেষ্মবিনাশনম্।
সমীরক্রিমিহৃদ্রোগ-হরঞ্চ রুচিকারকম্॥

রাজনিঘণ্টু:। পিপ্পল্যাদিবর্গ:।

নামপর্য্যায় :—মরিচ, পলিত, শ্যাম, কোল, বল্লীজ, উষণ, যবনেষ্ট, বৃত্তফল, শাকাঙ্গ, ধর্মপত্তন, কটুক, শিরোবৃত্ত, বীর, কফবিরোধি, রুক্ষ, সর্বহিত, কৃষ্ণ, সপ্তভূখা, নিরূপিত্ত—এই গুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মরিচ—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, শ্লেষ্মনাশক। বায়ু, ক্রিমি, ও হৃদ্রোগ নাশক এবং রুচিকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—মোটা লতানে গাছ, শাখার গাঁইটে শিকড় হয়। পত্রের শিরা ৫টা, ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ সরু ও গোলাকার। বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি মোটা। পটল গাছের ন্যায় মরিচের লতার কোনটিতে পুংপুষ্প, কোনটিতে স্ত্রীপুষ্প থাকে। একটী লতায় কদাচ ২ প্রকার ফুল হয়। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ডের পত্র ছোট। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্পে দুইটি পুষ্পরেণু বহন করে। ইহার ফুল দেখিতে সুন্দর নহে, বায়ুর দ্বারা উহাদের মিলন কার্য্য হয়। এইজন্য যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকে পুংলতা এবং তাহার পর স্ত্রীলতা রোপণ করিলে গর্ভাধান কার্য্য বেশ ভাল হয়। ফল গোলাকার, বোঁটা ছোট, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। শাঁস অতিশয় পাতলা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও ফল। মাত্রা, ½-২ আনা।

বৈদ্যকে মরিচের ব্যবহার।

চরক :—কাসে মরিচ—ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত মরিচ চূর্ণ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস প্রশমিত হয় (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত :—অপতানকে মরিচ—অপতানক নামক বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী অন্য কোন বস্তু ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ এবং বচচূর্ণ সহ অম্লদধি পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) প্রবাহিকায় মরিচ—মরিচ চূর্ণ জলের সহিত পান করিলে চিরকালজ প্রবাহিকা (আমাশয়) প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রাত্র্যন্ধ্যে মরিচ—দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন করিলে রাতকানা ভাল হয় (উঃ ১৩ অঃ)।

হারীত :—রসবৃদ্ধ্যর্থ মরিচ—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত মরিচের ক্বাথ রাত্রিতে পান করিলে রসধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (চিঃ ১০ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ : (১)—ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকার্থ মরিচ—ঘৃত পরিপাক করিবার জন্য জম্বীরাদি অম্ল কিম্বা মরিচ সেব্য (অগ্নিমান্দ্য চিঃ) এইজন্য আমাদের দেশে মরিচ চূর্ণ যোগে ঘৃত পানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (২) অতিনিদ্রাপ্রশমনার্থ মরিচ—মধু এবং অশ্বের লালাসহ মরিচ ঘর্ষণ পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন করিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) সর্ব্বপীনসরোগে মরিচ—পীনসরোগ জন্মিবামাত্র পুরাণ গুড় এবং দধির সহিত মরিচ চূর্ণ পান করিবে (নাসারোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **নিদ্রানাশার্থ** মরিচ :—মাহুষের লালায় মরিচ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রাঞ্জনে করিলে ত্রিরাত্র নষ্টনিদ্রা পুনরাগত হয় (জর—চিঃ)। (২) **শিশুর শোথে** মরিচ শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করাইবে (বালরোগ-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মরিচ মালাবার দেশে বহুকাল হইতে চাষ হয়। ইহা অবিরাম জ্বর, রক্ত অর্শ, অম্ল, সর্দ্দি, গণোরিয়া ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। মরিচ চূর্ণের সহিত পিপুল ও আদা অম্লরোগে উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ বাহ্য প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়। কঠিন সবিরাম জ্বরে ও পেট ফাঁপার সহিত অম্লরোগে হিন্দুরা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মরিচ ব্যবহার করে। এক সের জলে এক চামচ মরিচ সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ সমস্ত রাত্রি শীতল জলে রাখিয়া প্রাতে ৭ দিন খাইলে অম্লরোগ নিবারিত হয়।

গোলমরিচ মূত্রকর, ঋতু উৎপাদক। বোল্‌তা বা ভীমরুল কামড়াইলে গোলমরিচ উত্তেজকরূপে ব্যবহার করিলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। গোলমরিচ ও পেঁয়াজ বাটিয়া কেশে লাগাইলে কেশ বর্দ্ধিত হয়। বিষাক্ত কীটে দংশন করিলে তিনিগারের সহিত মরিচ চূর্ণ দিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপদিলে উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ বিষদোষ নাশক, দীপনীয় এবং ক্রিমিনাশক। সত্ত প্রসূতা স্ত্রীলোককে ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করাইলে গাত্রের বেদনা ও সূতিকাদোষ নষ্ট হইয়া প্রসূতি শীঘ্র সবল হয়।

ইহার ফুলের রস চিনির সহিত খাইলে পিপাসা, শারীরিক বেদনা ও অলসতা দূর হয়। ইহা গণোরিয়া, অর্শ ও তরুমেহে বিশেষ উপকারী।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—সুগন্ধি, উত্তেজক। কলেরায়, জ্বরে, দুর্বলতায়, মাথাঘোরায় উত্থান দূষিতে উপকারী। অগ্ন্যুদ্দীপক, অগ্নিমান্দ্য, ও পেটফাঁপা নিবারক। ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা ব্যবহারে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইহা রসায়ন, সর্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসি বাতে উপকারী। গলার ঘায়ে প্রলেপে উপকার হয়। অর্শ ও চর্মরোগে স্থানীয় প্রলেপে উপকার হয়।

মন্তব্য :—চরক শিরোবিরেচন, দীপনীয়, ক্রিমিঘ্ন এবং শূলপ্রশমনবর্গে 'মরিচ' পাঠ করিয়াছেন। মরিচ, ত্রিকটুর অন্যতম কটু। ত্রিকটু বহু ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। অতি মাত্রায় সেবিত হইলে উদরে বেদনা, বমন, মূত্রাশয়ে ও মূত্রস্রোতের উত্তেজনা কোঠাবিত জ্বর (urticaria) প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে।

Fig.—Bot. Mag., t. 3139 ; Bentl & Trim., t. 245.

Ref.—F. B. I., v, 90 ; Roxb., F. I., i, 150 ; B. P., ii, 893 ; Watt., VI, Part I, 260.
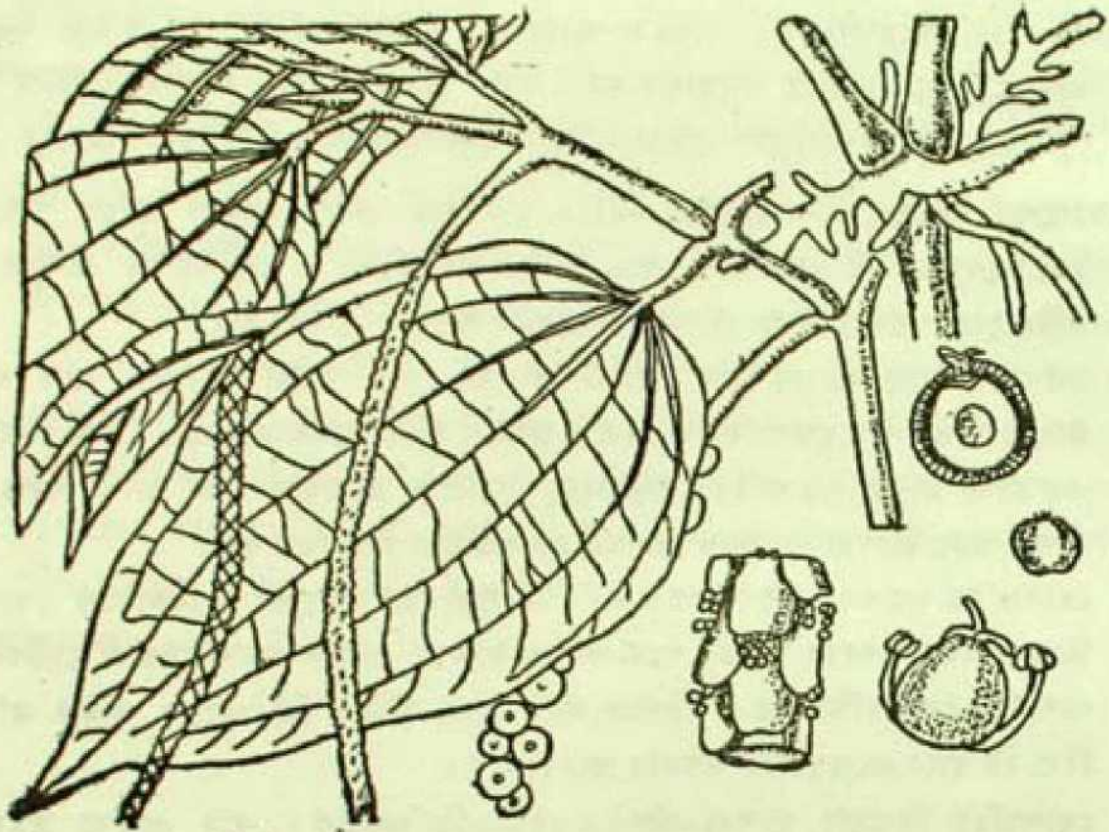
503. Pipir nigrum Linn. (গোলমরিচ)

504. Piper cubeba Linn. (কাবাবচিনি)

ভাষানুসারী নাম :—কক্কোলক—সংস্কৃত ; কাবাবচিনি—বাংলা ; শীতলচিনি, কাবাবচিনি—হিন্দি ; কাবাবচিনি—বোম্বে ; কঙ্কোল—মহারাষ্ট্র ; ভাল্‌-মিলাকু—মালয় ; বিমলি-লাকু—তামিল ; টোকা-মিরিয়ালু—তেলেগু ; কাবাবচিনি—পারস্য।

> কক্কোলকং কৃতফলং কোলকং কটুকং ফলম্।
> বিধেয়ং স্থূলমরিচং কর্কোলং মাধবোচিতম্।
> কক্কোলং কটুফলং প্রোক্তং মারীচং রুদ্রসম্মিতম্॥
> কক্কোলং কটু তিক্তোষ্ণং বক্ত্রজাড্যহরং পরম।
> দীপনং পাচনং রুচ্যং কফবাতনিকৃন্তনম্॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কক্কোলক, কৃতফল, কোলক, কটুক, ফল, বিধেয়, স্থূলমরিচ, কর্কোল, মাধবোচিত, কঙ্কোল, কটুফল, মারীচ—এই এগারটি নাম।

গুণপর্যায় :—কক্কোলক—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, মুখেরজড়তা নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, পাচক, রুচিকারক, কফ ও বায়ুপ্রশমক।

জন্মস্থান :—যাভা ও মলক্কস দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ণনা :—যাবা দেশীয় বৃক্ষারোহী গুল্ম, কাণ্ড বক্র। পত্র শাখার বিপরীত দিকে অযুগ্মভাবে জন্মে। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু ও বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু। বৃন্ত মোটা, পাতায় বহু শিরা আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট ছোট, ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। পুংপুষ্পদণ্ড নরম, ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও ক্ষুদ্র, পুরু, মাংসল। পুংপুষ্পের বহির্ব্বাস নাই। পুংকেশর ২।৩টি। স্ত্রীপুষ্পেরও বহির্ব্বাস নাই, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল গোলাকার, মসৃণ ¼ ইঞ্চি লম্বা। কাবাবচিনি দেখিতে গোলমরিচের ন্যায়, তবে কাবাবচিনির বোঁটা লম্বা, বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে, গোলমরিচে তাহা থাকে না। ইহার উপরের আচ্ছাদন (খোসা) অতিশয় কোঁকড়ান। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল : মাত্রা, ২-৮ আনা, তৈল, ৫-২০ ফোটা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাবাবচিনি উগ্র, অরনাশক ও বলকারক। ইহা প্রধানতঃ মুখের ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। স্বরভঙ্গ রোগ ও যকৃতের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে কাবাবচিনি ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি মূত্রকর ঔষধ। পাথরী রোগে কাবাবচিনি ব্যবহার করিলে উহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। Ibn Sina বলেন যে, কাবাবচিনি সম্ভোগ ইচ্ছা বাড়াইয়া দেয়

মদন পাল ইহাকে Katuka-Kola অর্থাৎ ঝাল মরিচ বলেন। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজকগুণের জন্য Hab-el-arus (হাবেল-আরাস) অর্থাৎ Bridegroom's berry বলেন।

ইহার মূত্র ও জননযন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে (Pharm. Ind.) ইহা তিক্ত, উষ্ণ ও লঘু, রুচিকর, হৃদ্রোগনাশক, কফ, পিত্ত ও বাতনাশক, মুখের দুর্গন্ধনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক (ভাবপ্রকাশ)। কাবাবচিনি শ্বেতপ্রদর, মূত্রনাশ ও অর্শোরোগে হিতকর। ইহা উত্তেজক বলিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও কফ রোগে ব্যবহৃত হয়। কাবাবচিনির তৈল গোলাপ জলের সহিত মাথায় দিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহা উপদংশজনিত ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয় (R. N. Khory, 517)।

গণোরিয়া, প্রদর, মেহ, শ্বেতপ্রদর ও বক্ষপ্রদাহ রোগে ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রক্তঅর্শ ও স্নায়বীয় রোগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার তৈল উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

তৈল—জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধি, যথা—মূত্রনালীর প্রদাহ, গণোরিয়া, মূত্রনালী হইতে নির্গত প্রস্রাবের যন্ত্রণা এবং অপরাপর ব্যাধিতে উপকারী।

Fig.—Bentl & Trim., t. 243.

Ref.—Dymock, iii, 180.
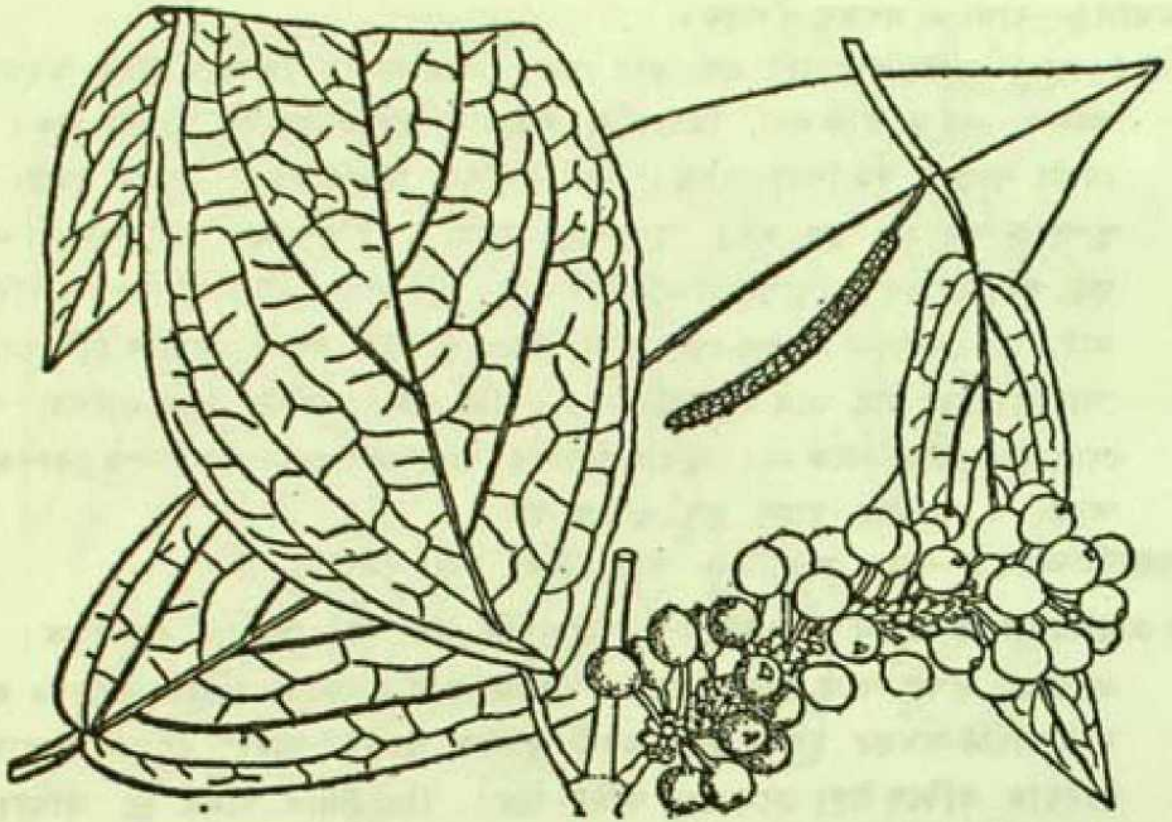
504. Piper cubebe Linn. (কাবাবচিনি)

505. Piper Chaba Hunter (চৈ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—চবিকা, বল্লী—সংস্কৃত ; চৈ—বাংলা ; চব্য—হিন্দি ; চবক—গুজরাট ; চব্য—কর্ণাট ; চব্য, মিরবেলীচে মূঠ্ঠ চবঠ্ঠ—মহারাষ্ট্র ; চৈকার্ণ, সেবামু—তেলেগু ; জাতিচক্রি, বড়চক্রি—আরব ।

> চব্যকং চবিকা চব্যং বশিরো গন্ধনাকুলী ।
> বল্লী চ কোলবল্লী চ কোলং কুটলমস্তকম্ ॥
> তীক্ষ্ণা করিণিকা বল্লী কুকরো নেত্রভূহ্বয়া ॥
> চব্যং স্বাদুষ্ণকটুকং লঘু রোচনদীপনম্ ।
> অস্তূদ্রেকাপহং কাস-শ্বাসশূলার্ত্তিকৃন্তনম্ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—চব্যক, চবিকা, চব্য, বশির, গন্ধনাকুলী, বল্লী, কোলবল্লী কোল, কুটল, অস্তক, তীক্ষ্ণা, করিণিকা, কুকর—এই তেরটি নাম ।

গুণপর্যায় :—চব্য—স্বাদুরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে কটুরস, লঘুপাক, রুচিকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, ক্রিমির উপদ্রব নাশক, কাস, শ্বাস ও শূলরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—আদিম জন্মস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতে ও বঙ্গদেশে চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় বহুপরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—লতানে বর্ষজীবী ও বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। মূল হইতে গাছ বাহির হয়। শাখা শক্ত, শুকাইলে ফিকে রং বিশিষ্ট হয়। শাখার গাঁটগুলি স্ফীত। ইহার পাতা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে পান পাতার ন্যায়। বোঁটা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পত্র ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩½ ইঞ্চি চওড়া, উপর দিক উজ্জ্বল, তিন হইতে পাঁচটী শিরা আছে, বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহাতে অনেক ফল হয়, ফলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, ফল পিপুল অপেক্ষা লম্বা ও মোটা। সমগ্র গাছটি ঝাল। ইহার ফলকে কেহ কেহ গজপিপ্পলী বলে। বর্ষার শেষে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।

ব্যবহার্য অংশ :—কাণ্ড, মূল ও ফল।

বৈদ্যকে চবিকার ব্যবহার।

চরক :—**অর্শে** চবিকামূল—অর্শোরোগী শীধুনামক মদ্য বিশেষের সহিত চবিকামূল চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)।

মুল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা মরিচ ও পিপুলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। ইহার অর্শ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করিবার শক্তি আছে। সর্দি, কাশি, স্বরভঙ্গে অপরাপর ঔষধের সহিত চৈ ব্যবহৃত হয় (Dutta, Hindu. Met. Med., 245.) ইহার মূল সিদ্ধ করিয়া খায়। ফল উত্তেজক, সর্দি নিবারক, পেটফাঁপা-নিবারক এবং সর্দি নিঃসারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—সুগন্ধি, উত্তেজক, পেটফাঁপা-নিবারক। কাস, ঠাণ্ডা লাগা এবং অর্শের যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—স্থূলপিপ্পলীর তুল্য আকৃতি এবং শূর্কবিশিষ্ট বস্তু। গজপিপ্পলীভ্রমে অজ্ঞলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাঁঠাল অতি ক্ষুদ্রাবস্থায় যেমন দেখায় ঠিক সেইরূপ লম্বা ও স্থূল একপ্রকার ফল। কোচবিহারে গজপিপ্পলী নামে পরিচিত। চরক, দীপনীয়, তৃপ্তিঘ্ন ও অর্শোঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত পিপ্পল্যাদি বর্গে চব্য পাঠ করিয়াছেন। ইহা বায়ুনাশক ও উষ্ণ। ইহা শূল, অতিমাত্রায় আধ্মান, এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig—Wight, Ic., t. 1927 ; Miq. III. Pip., t. 34 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 822.

Ref.—F. B. I., V. 83 ; Roxb, F. I., i. 158 ; B. P., ii, 93 ; Prain, H. H., 270.
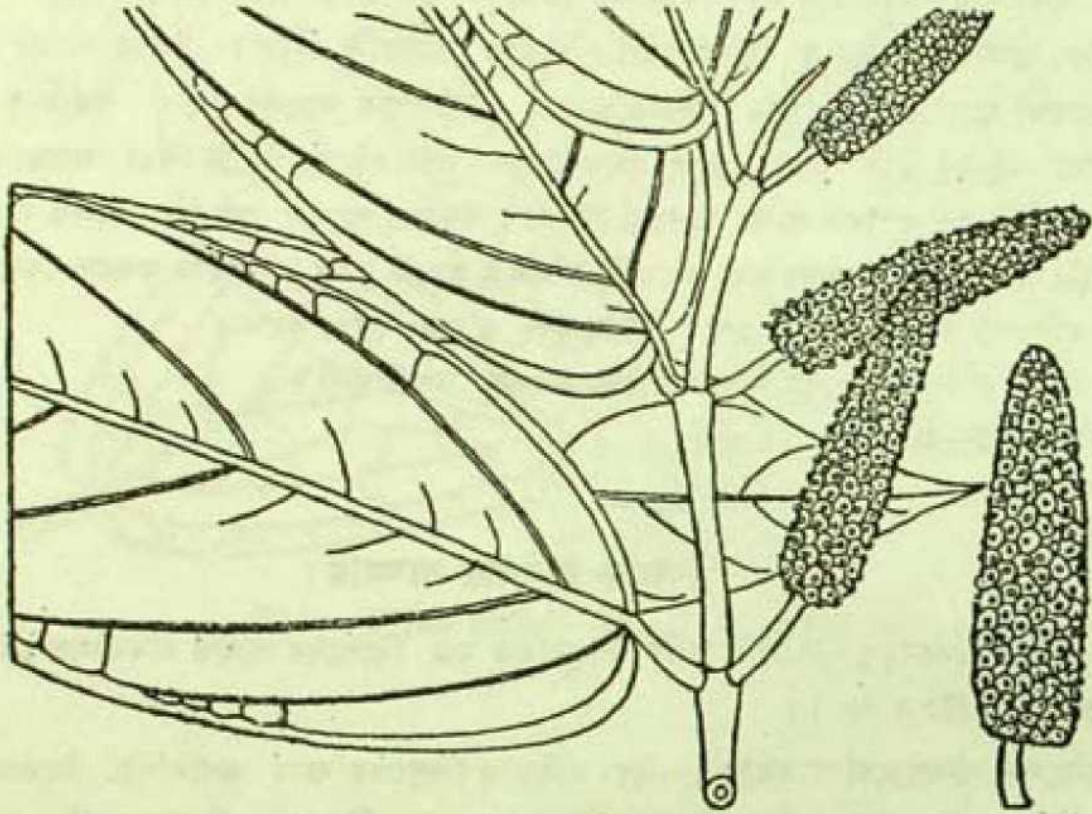
505. Piper chaba Hunter (চৈ)

LXXXVII. MYRISTICEAE.

Genus—MYRISTICA Linn.

506. M. fragrans Houtt. (জৈত্রী, জায়ফল)

ভাষানুসারী নাম :—জাতিপত্রী, জাতিফল, জয়ত্রী—সংস্কৃত ; জায়ফল, জৈত্রী—বাংলা ; জায়ফল জাবিত্রী—হিন্দি ; জায়পত্রী, জায়ফঠ্ঠ—মহারাষ্ট্র ; জাবত্রী, জাইফল—গুজরাট ; জায়পত্রী, জাইফল—কর্ণাট ; জাজিপত্রী, জাজিকায়া—তেলেগু ; জাদীপত্রী, জোদিকরায়—তামিল ; জবিত্রী, বজ্বার, জামোবুরা—ফ্রান্স ; বিস্‌বাসা, জোষ্‌ উৎলীব—আরব ; বদামাসি, সাদিক—সিংভূম।

জাতীপত্রী জাতিকোশঃ সুমনঃ পত্রিকাঽপি সা।
মালতীপত্রিকা পঞ্চ-নাম্নী সৌমনসায়িনী ॥

জাতীপত্রী কটুস্তিক্তা সুরভিঃ কফনাশনা।
বক্ত্র বৈশদ্যজননী জাড্যদোষনিকৃন্তনী॥
জাতীফলং জাতিশস্যং শালূকং মালতীফলম্।
মজ্জাসারং জাতিসারং পুটং চ সুমনঃ ফলম্॥
জাতীফলং কষায়োষ্ণং কটু কণ্ঠাময়ার্ত্তিজিৎ॥
বাতাতিসারমেহঘ্নং লঘু বৃষ্যং চ দীপনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গ।

নামপর্যায় :—জাতীপত্রী, জাতিকোশ, সুমন-পত্রিকা, মালবীপত্রিক এবং সৌমন সাম্নিনী—এই পাঁচটি জৈত্রীর নাম।

জাতিফল, জাতিশস্য, শালুক, মালতীফল, মজ্জাসার, জাতিসার, পুট, সুমনফল—এইগুলি জায়ফলের নাম।

গুণপর্যায় :—জৈত্রী-কটুতিক্তরস, সুগন্ধি, কফনাশক, মুখবিষাদজনক ও মুখ দুর্গন্ধনাশক।

জায়ফল—কাষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কটু রস। কণ্ঠরোগনাশক, বায়ু, অতিসার, ও মেহনাশক। লঘুপাক, বৃষ্য এবং অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, পিনাং, দক্ষিণভারত।

বর্ণনা :—বড় গাছ, সরলভাবে উঠে, শাখাগুলি অবনত। পত্র চামড়ার স্থায় শক্ত, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে ধূসরবর্ণ, পাকাপাতা লাল ধূসর বর্ণ, শিরা নীচে থাকে। বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, ফুল ¼ ইঞ্চি লম্বা, ছোট, গন্ধপূর্ণ ও পীতবর্ণ। পুংকেশর লম্বা ৬-১০ ইঞ্চি। ফল গোলাকার একটু লম্বা, ১½ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ছোট ন্যাসপাতির স্থায়। গায়ে লম্বা লম্বা দাগ আছে। খোসা ½ ইঞ্চি পুরু। দেখিতে পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। উপরের আভরণ অতিশয় শক্ত। ফলে শাঁস আছে। বীজ ১¼ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, ফল পাকিলে আপনা-আপনি ফাটিয়া যায় এবং জৈত্রী বাহির হয়। লোকে জৈত্রী অংশ বাহির করিয়া ফলের বীজ বাজারে বিক্রয় করে। ইহাকে জায়ফল বলে। বর্ষার আগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ এবং ফল। মাত্রা, জৈত্রী—¼-২ আনা। জায়ফল ১-২ আনা।

বৈদ্যকে জাতিফলের ব্যবহার

চক্রদত্ত :—পিপাসা ও উৎক্লেশে জাতিফল—জাতিফলের শীতকষায় পিপাসা ও বমনোদ্বেগনাশক (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—ব্যঙ্গে ও নীলিকায় জাতিফল—"মেছেতা" কিম্বা মুখের নীলবর্ণ চিহ্নে ঘৃষ্ট জায়ফল লেপন করিবে (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন :—বিপাদিকায় জাতিফল—জাতিফলের প্রলেপে পাদস্ফোট প্রশমিত হয় (কুষ্ঠ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত বৈদ্যগণের মতে ইহা উষ্ণ, পরিপাককারক, ক্রিমি, সর্দ্দি ও পেটফাঁপা নিবারক (সুশ্রুত)।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন, ইহা উত্তেজক, হজম কারক, বলকারক ও রসায়ন। ইহা কলেরার ন্যায় উদরাময়ে, প্লীহায় ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার করে। ইহার মণ্ড মাথায় দিলে মাথাধরা ও অপরাপর স্নায়বিক রোগ নাশ করে। চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে, চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয়। ইহা হইতে নিষ্কাষিত তৈলকে জৈত্রী তৈল বলে। গাছের ছাল ধারক। উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর।

জাতিফলের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমতঃ ফলের খোলা। দ্বিতীয়তঃ ফল ফাটিয়া যাইলে বীজের গাত্রে নানাভাগে বিভক্ত একপ্রকার নরম দ্রব্য (Fleshy Aril) দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে জৈত্রী বলে। জৈত্রী পীতবর্ণ, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য রং করে। ইহার তৃতীয় অংশটি ফলের বীজ। দেখিতে মুরগীর ডিমের মত। আমবোয়ানা ও নিউগিনি দেশে ইহার চাষ হয়। পুংগাছ অপেক্ষা স্ত্রীগাছ সচরাচর অধিক দেখা যায়।

জায়ফলের তৈল অপর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয় (R. N. Khori, iii, 524)। ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে এবং কর্পূরের ন্যায় ক্ষতিকারক। জায়ফল মৃদু উদরাময়, পেটফাঁপা, পেট বেদনা এবং অম্লরোগে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—"মাত্রাশিতীয়ে" **চরক** বলিয়াছেন—জাতিকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা।" রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত জায়ফলও জৈয়িত্রীর ভেষজার্থে ব্যবহারে ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। **আকরোক্ত** সন্নিপাতজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ রোগের চিকিৎসায় কিম্বা বাজীকরণাধিকারে জায়ফল জয়িত্রী ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু রসচিকিৎসার অভ্যুদয়কালে রচিত গ্রন্থগুলিতে, ঐ সকল পীড়ার চিকিৎসায় জায়ফল, জয়িত্রীর ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **আকরোক্ত** তৈল-যোনিফল বর্গে জাতিফল ও জাতিপত্রীর উল্লেখ নাই। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** জাতিফল বা জাতিপত্রীর তৈলের গুণ বিবৃত হয় নাই।

Fig.—Bentl & Trim., iii, t. 218 ; Bot. Mag., t. 2756 and 2757.

Ref.—F. B. I., v. 102 ; Roxb., F. I., iii., 843 ; Roxb., Cor., Pl., iii, 267 ; Dymorck., iii. 192.

505. Myristica fragrans Houtt. (জৈত্রী, জায়ফল)

LXXXVIII. LAURINEAE

Genus—CINNAMOMUM Bl.

507. C. tamala Fr. Nees (তেজপাতা)

ভাষানুসারী নাম :—তমালপত্র—সংস্কৃত ; তেজপাতা—বাংলা ; তেজপত্র, তালিশপত্রের, শিলকাষ্ঠি—হিন্দি ; দারুচিনি—বোম্বে ; তালিশপ্পাট্টারি—তামিল ; তালিশপত্রী—তেলেগু।

পত্রং তমালপত্রঞ্চ পত্রকং ছদনং দলম্।
পলাশমংশুকং বাসস্তাপসং সুকুমারকম্॥
বস্ত্রং তমালকং রামং গোপনং বসনং তথা।
তমালং সুরভিগন্ধং জ্ঞেয়ং সপ্তদশাহ্বয়ম্॥
পত্রকং লঘু তিক্তোষ্ণং কফবাতবিষাপহম্।
বস্তিকণ্ডুতিদোষঘ্নং মুখমস্তকশোধনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পত্র, তমাল পত্র, পত্রক, ছদন, দল, পলাশ, অংশুক, বাস, তাপস, সুকুমারক, বস্ত্র, তমালক, রাম, গোপন বসন, তমাল, সুরভিগন্ধ—এই সতেরটি নাম।

গুণপর্যায় :—পত্রক—লঘুপাক, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ, বায়ু ও বিষদোষ নাশক। বস্তি ও কণ্ঠদোষ নাশক। মুখ এবং মস্তকের শোধক।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ। ত্রিপুরা, উত্তরপূর্ব ও মধ্যবঙ্গে বাগানে রোপণ করে। হুগলী হাওড়া প্রভৃতি জেলার অনেক বাগানে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া পাহাড়, ইন্দোচীন।

বর্ণনা :—মাঝারি, উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট গাছ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, স্বল্প লোমযুক্ত, তিনটি শিরা বিশিষ্ট। পত্র ডালের দুইদিকে একটির পর একটি হয়। বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা, কচি পাতা লালবর্ণ, ফুলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি। পুংকেশর নয়টি, ছয়টি বাহিরে থাকে, তিনটি ভিতরে থাকে। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা ½ ইঞ্চি লম্বা। Cassia Cinnamom or C. Lignea এই গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার ফুলকে Cassia Buds বলে। ডাক্তার Kurz বলেন, ইহার শিকড়ের ছাল দারুচিনির তুল্য। ইহার শিকড়ের ছাল দারুচিনির সহিত ভেজাল হইয়া থাকে। ডাক্তার Gamble বলেন, এই গাছের ছাল বাজারে (Taj) তাজ বলিয়া বিক্রয় হয়। মার্চ এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ছাল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাঞ্জাবদেশে ইহার পাতা উত্তেজক বলিয়া বাতে ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহার করে। ইহার ছাল গণোরিয়া নাশক। প্রসবের পরে স্রাব বন্ধ হইলে ইহার কাথ কিংবা গুঁড়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে স্রাব নির্গত হইয়া শরীরের গ্লানি কাটিয়া যায় (Watt)। তেজপাতা, দারুচিনি এবং এলাচ এই তিনটিকে ত্রিজাত বলে। ইহাদের যোগে অনেক সুগন্ধি ঔষধ প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সুগন্ধি, গণোরিয়ায় ব্যবহৃত হয়।
পাতা :—উত্তেজক, উদরাধ্মান নাশক এবং বাতে ব্যবহৃত হয়। শূলে, অগ্নিমান্দ্যে এবং কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Wight, lc., t. 140 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 826,
Ref.—F.B.I., v, 128 ; Roxb., ii, 297 ; B.P. ii, 899 ; Prain., H.H. 270.
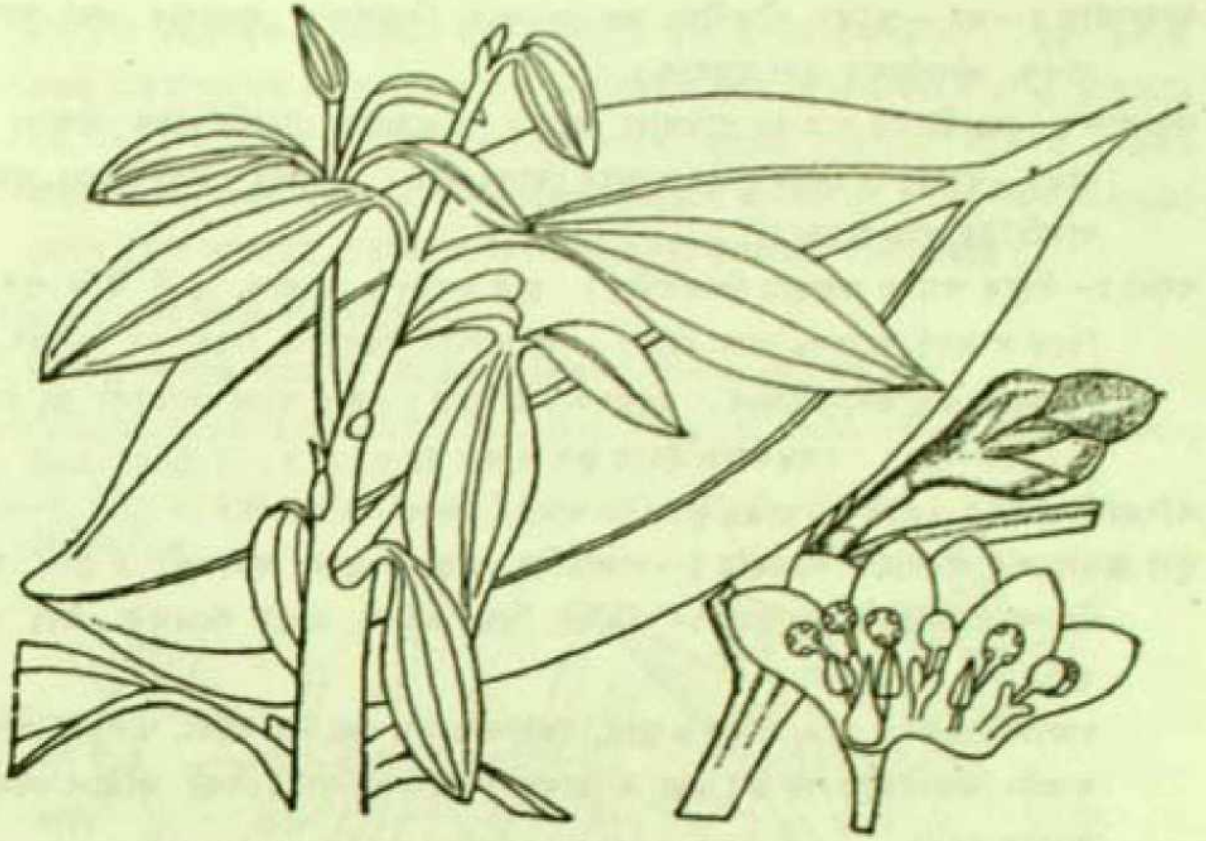
507. ¹ Cinnamomum tamala Fr. Nees. (তেজপাতা)

508. C. zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

ভাষানুসারী নাম :—ত্বচ্—সংস্কৃত ; দারুচিনি—বাংলা ; ত্বক্—হিন্দি ; দারুচিনি—বোম্বে ; তজ—মহারাষ্ট্র ; তজ—কর্ণাট ; কারুয়া, ইলায়ানগাম্—তামিল ; সানলিঙ্গু, লাভানা-গামু—তেলেগু ; নুলেজ-কহিয়া—বর্মা।

ত্বচং ত্বগ্বল্কলং ভৃঙ্গং বরাঙ্গং মুখশোধনম্।
শকলং সৈংহলং বস্তুং সুরসং রামবল্লভম্।
উৎকটং বহুগন্ধঞ্চ বিজ্জুলঞ্চ বনপ্রিয়ম্।
লাটপর্ণং গন্ধবল্কং বরং শীতং গ্রহক্ষিতৌ।।
ত্বচস্তু কটূকং শীতং কফকাসবিনাশনম্।
শুক্রামশমনং চৈব কণ্ঠশুদ্ধিকরং লঘু।।

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ত্বচ্, ত্বগ্বল্ক, ভৃঙ্গ, বরাঙ্গ, মুখশোধন, শকল, সৈংহল, বস্তু, সুরস, রামবল্লভ, উৎকট, বহুগন্ধ, বিজ্জুল, বনপ্রিয়, লাটপর্ণ, গন্ধবল্ক, বর, শীত ও গ্রহক্ষিতী—এই উনিশটি নাম।

গুণপর্যায় :—ত্বচ্—কটুরস, শীতবীর্য্য, কফ ও কাস বিনাশক। শুক্রদোষ এবং আমদোষ নাশক, কণ্ঠশুদ্ধিকর এবং লঘুপাক।

জন্মস্থান :—লঙ্কাদ্বীপের বনে বহু পরিমাণে জন্মে। ব্রহ্মদেশের টেনাসিরিমের জঙ্গলে দেখা যায়। বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে রোপণ করে। শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে দারুচিনির গাছ আছে।

বর্ণনা :—ইহার আদিম জন্মস্থান সিংহলদ্বীপ। ছাল ধূসরবর্ণ, খস্‌খসে, ১/২-৩/৪ ইঞ্চি পুরু, কাষ্ঠ দিকে লালবর্ণ, অতিশয় শক্ত নহে। পত্র শাখার বিপরীত দিকে হয়, চর্মবৎ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল। শিরা ৩-৫টি আছে। কচি পাতা গোলাপী রং বিশিষ্ট, ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল। মাত্রা, চূর্ণ ১-৪ আনা। কাথ ১-৪ তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দারুচিনির গুঁড়া ১ ড্রাম, হরীতকী ৪ ড্রাম, জল ৪ আউন্স একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট সিদ্ধ করিলে একটি উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

দারুচিনি গুঁড়া ১ ড্রাম, খদির ৩ ড্রাম, গরম জল ১০ আউন্স লইয়া, খদির ও দারুচিনি ২ ঘণ্টা ভিজাইবার পর ছাঁকিয়া ২ চামচ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

শুঁঠ ১০ গ্রেণ, দারুচিনি ১০ গ্রেণ, বড় এলাচ ১০ গ্রেণ একত্রে গুঁড়া করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে অজীর্ণ ও পেটফাঁপা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, লবঙ্গ ১০ গ্রেণ, আদা ৬০ গ্রেণ এইগুলি একত্রে জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর, ২ আউন্স মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, মৌরী ১/২ ড্রাম, যষ্টিমধু ১ ড্রাম, কিস্‌মিস ১ ড্রাম মিষ্ট বাদাম (Prunus amygdalus Var amara) ৩ ড্রাম, তিক্ত বাদাম (P. amygdalus Var dulcis) ১ ড্রাম, চিনি ১ ড্রাম ; এইগুলি গুড়াইয়া ৫ গ্রেণ মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসে কয়েকবার সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

ইহার ছাল British Pharmacopoeia-তে ব্যবহৃত হয়। Taj কিম্বা Kalfat কিম্বা ভারতীয় দারুচিনি প্রধানতঃ C. Tamala C. iners এবং C. nitidum গাছের ছাল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা C Zeylanica অপেক্ষা নিকৃষ্ট। C. Tamala হিমালয় প্রদেশে এবং শেষোক্ত দুইটি দাক্ষিণাত্যে জন্মে। সিংহলের দারুচিনি চীনদেশীয় দারুচিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সিংহলের দারুচিনি দেখিতে পীতাভ, তাম্রবর্ণ ও পাতলা। চীনদেশীয় দারুচিনি ভাঙ্গিলে মড় মড় শব্দ হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কৃষ্ণবর্ণ ও মোটা। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। ভারতীয় দারুচিনি কটু, তিক্ত ও স্বাদু, কফ ও কণ্ডূ নাশক, ইহা আমাশয় রোগে প্রযোজ্য এবং ক্রিমিনাশক। কফ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। দারুচিনির তৈল আক্ষেপ, বমন, দন্তরোগ ও দন্তশূল নিবারক। ইহা ধারক ও রজঃস্রাবকারী।

দারুচিনি বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার ছাল ও পত্র সৌগন্ধযুক্ত। ইহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। গাছের ছাল তুলিয়া রৌদ্রে দিলে কোঁকড়াইয়া যায় ও দারুচিনি হয়, ইহা ২ ইঞ্চি পুরু। সিংহলের নিগম্বু নামক স্থানের দারুচিনি অতিশয় উৎকৃষ্ট। দারুচিনি অপরাপর ঔষধের সহিত উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চার্খড়ির (chalk) যোগে ইহার ব্যবহারে ধারকতা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উদরাময় আরাম করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সুগন্ধি, সঙ্কোচক, উত্তেজক, উদরাধ্মাননাশক, বমি বন্ধ করে।

Fig.—Wight, Ic., t. 123, 129, 134 ; Bot. Mag., t. 1636 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 830 A.

Ref.—F.B.I., v, 131 ; Roxb., F. I., ii, 295 ; B. P., ii, 899 ; Kurz, For. Fl. ii, 287.
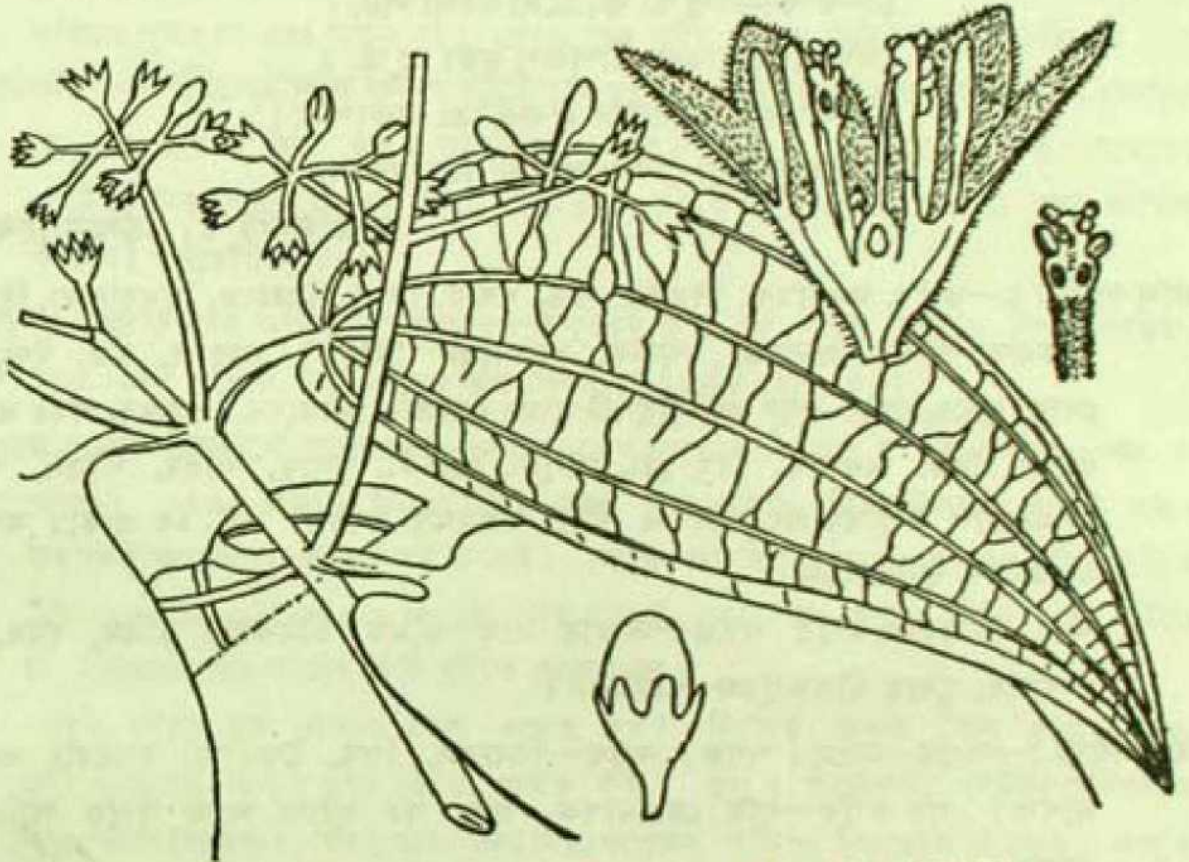
508. Cinnamomum zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

509. C. camphora Nees (কর্পূর)

ভাষানুসারী নাম :—কর্পূর—সংস্কৃত ; কপ্পূর—কাপুর, বাংলা ; কর্পূর—হিন্দি ; কাপুর—মহারাষ্ট্র ; কপুর—গুজরাট ; কর্পূর—কর্ণাট ; কাপুর—ফ্রান্স ; কাফুর—আরব ; কর্পূরামু—তেলেগু ; কর্পূরম—তামিল।

কর্পূরো ঘনসারক: সিতকর: শীতঃ শশাঙ্ক: শিলা—
শীতাংশুর্হিমবালুকা হিমকরঃ শীতপ্রভঃ শাম্ভবঃ।
শুভ্রাংশু স্ফটিকাভ্রসারমিহিকাতারাভ্রচন্দ্রেন্দব—
শ্চন্দ্রালোকতুষার গৌর কুমুদাহ্বেকাদ শাহ্বো দ্বিশঃ ॥
পোতাসো ভীমসেনস্তদনু সিতকরঃ শঙ্করাবাসসংজ্ঞঃ
প্রোংশু পিঞ্জোঽব্দসারস্তদনু হিমযুতা বালুকা জুটিকা চ।
পশ্চাদস্যাস্তুষারস্তদুপরি সহিমঃ শীতলঃ পক্কিকাহ্ব্যা
কর্পূরস্যেতি ভেদা গুণরসমহসা বৈদ্যদৃষ্টেন দৃশ্যাঃ ॥
কর্পূরো নূতনস্তিক্তঃ স্নিগ্ধশ্চোষ্ণোঽস্রদাহদঃ।
চিরস্থো দাহদোষঘ্নঃ স ধৌতঃ শুভকৃৎপরঃ ॥
চীনকশ্চীনকর্পূরঃ কৃত্রিমো ধবলঃ পটঃ।
মেঘসারস্তুষারশ্চ দ্বীপকর্পূরজঃ স্মৃতঃ ॥
চীনকঃ কটুতিক্তোষ্ণ ঈষচ্ছীতঃ কফাপহঃ।
কণ্ঠদোষহরো মেধ্যঃ পাচনঃ ক্রিমিনাশনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নাম পর্যায় :—কর্পূর, ঘনসারক, সিতকর, শীত, শশাঙ্ক, শিলা, শীতাংশু, হিমবালুকা, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিক, অভ্রসার, মিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্র, ইন্দু, চন্দ্রা, লোক, তুষার, গৌর, কুমুদ এই বাইশটি নাম। পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্কর বাসসঞ্জ প্রাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিম-যুতা, বালুকা, জুটিকা, তুষার, সহিম, শীতল, পক্কিকা, —এইগুলি কর্পূরের গুণ, স্বাদ ও বীর্য্য অনুসারে বৈদ্যগণ এই ১৫ প্রকার কর্পূরের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আর একপ্রকার কর্পূর আছে—তাহার নাম—চীনক, চীনকর্পূর কৃত্রিম, ধবল, পট, মেঘসার, তুষার দ্বীপকর্পূরজ—এইগুলি।

গুণপর্যায় :—কর্পূর—নূতন (অপক) কর্পূর—তিক্তরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তদোষ ও দাহ নাশক। পক কর্পূর—দাহ দোষনাশক, শুভ্র, পক হইতে অপক কর্পূর অধিক গুণ সম্পন্ন।

চীনাকর্পূর—কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ শীতবীর্য্য, কফ নাশক। কণ্ঠদোষহর, মেধ্য, পাচক এবং ক্রিমিনাশক।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান চীনদেশ ও জাপান। বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা :—কর্পূর গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডালের বিপরীত দিকে যুগ্ম অথবা অযুগ্মভাবে জন্মে, সাধারণতঃ ৩টী শিরা বিশিষ্ট। ফুল ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হয়। পুংকেশর ৯টি। ফুলের রং ফিকে সবুজের

আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল জামের মত, বীজ পাতলা খোলায় থাকে। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়। বিশুদ্ধ কর্পূর আমাদের দেশে অতি অল্প থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে এই অবিশুদ্ধ কর্পূর শোধন করিয়া লয়। জাপান হইতে যে কর্পূর আসে উহা বৃহৎ ও চার কোণা উহা ইউরোপীয় কর্পূরের তুল্য। কর্পূর জাপান হইতে চীন দেশ হইয়া ভারতে আমদানী হয়। এক একটি কর্পূর গাছ হইতে ৪।৫ সের কর্পূর জন্মে। পক্ক কর্পূরের ডাল ও পাতা শুঁকিলে কর্পূরের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—কর্পূর, কর্পূর তৈল।

বৈদ্যকে কর্পূরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে কর্পূর—কোনস্থান শস্ত্রে কাটিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ গব্যঘৃত সহ মিশ্রিত কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সেই ক্ষত পূরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, ব্যথা জন্মিতে পারে না এবং পাকে না। পরন্তু ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে (ব্রণশোথ-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—পরিলেহীনাম কর্ণপালীরোগে কর্পূর—কানের পাতায় বহুরসস্রাবী ক্লেদযুক্ত যে এক প্রকার ক্ষত হয়, তাহাকে পরিলেহী বলে। এই রোগে উষ্ণ গোময়ের পোটলী দ্বারা বারম্বার স্বেদ দিয়া, ছাগমূত্রে কর্পূর চূর্ণ পেষণ পূর্ব্বক, ক্ষত প্রলিপ্ত করিবে (কর্ণরোগ—চিঃ)

বঙ্গসেন :—শুক্র নাম অক্ষিরোগে কর্পূর—কর্পূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ বটের আঠায় সিক্ত করিয়া, নেত্রে অঞ্জন করিলে, ঘন ও উন্নত শুক্র বিনষ্ট হয় (নেত্র রোগ চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে কর্পূর দুই প্রকার—পক্ক ও অপক্ক। এক প্রকার উত্তাপ-দিয়া এবং অন্য প্রকার বিনা উত্তাপে প্রস্তুত হয়। উহাদের মধ্যে—অপক্ক কর্পূরই উৎকৃষ্ট। অপক্ক কর্পূর সম্ভবতঃ বোর্ণিও দ্বীপ হইতে Shorea Camphorifera Roxb. গাছ হইতে এবং পক্ক কর্পূর চীনা দেশ হইতে C. Camphora গাছের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয়।

কর্পূর হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। উহাকে কর্পূর তৈল বলে। ইহা বোর্ণিও দেশের কর্পূর গাছ হইতে প্রস্তুত হত। কর্পূর উত্তেজক, পেটফাঁপানিবারক এবং কামোত্তেজক। ইহা জ্বর, উদরাময়, ধনুষ্টঙ্কার, সর্দ্দি ও চক্ষুরোগে হিতকর। কর্পূর হইতে কর্পূর রস প্রস্তুত হয়। হিঙ্গুল, অহিফেন, কর্পূর, মুথা, কুড়চী বীজ, জায়ফল এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

কর্পূর সেবন করিলে স্ত্রীসম্ভোগ স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু উহা বেশীদিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ আসে। ইহা সেবন করিলে গর্ভাশয়ে উত্তেজনা হয় এবং রজঃস্রাব বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণ কর্পূর ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ হয় এবং বিষ ভক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কর্পূরের দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উহা

শীঘ্র ভাল হইয়া যায়। পৃষ্ঠের বাত, গেঁটে বাত, পেশীর বেদনায় অলিভ তৈল ৪' ভাগ ও কর্পূর ১ ভাগ মর্দন করিলে ঐগুলি একেবারে আরাম হইয়া যায় (R. N. Khory. 526)।

কর্পূরের একটী ছোট বর্ত্তিকা জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ কমাইয়া দেয় এবং মেহ আরাম হয়।

কর্পূরের কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া চোয়াইয়া লইলে কর্পূর পাওয়া যায়। তৎপরে উহা শোধন করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী কর্পূর প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—স্নিগ্ধতাকারক, বেদনানাশক বিষদোষনাশক, ঘর্মকারক, ক্রিমিনাশক, উত্তেজক, উদরাধ্মান-নাশক, কীটপতঙ্গাদি নাশক ঔষধের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরকের "দশেমানি"তে কর্পূরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌশ্রুত সূত্রস্থানের ৪৬'শ অধ্যায়ে কর্পূরের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধবাগ্‌ভটে (অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ) কথিত হইয়াছে—"কটুবৈশদ্যসৌগন্ধ্যমিচ্ছন্ বক্ত্রেন ধারয়েৎ। জাতীলবঙ্গ কর্পূর"—আকরোক্ত কিম্বা বৃন্দ-চক্র কৃত সংগ্রহোক্ত কাস, শ্বাস, প্রমেহ বা গ্রহণী চিকিৎসায় কর্পূরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না; কিন্তু রসচিকিৎসায় প্রসারের সহিত এই সমস্ত পীড়ায় কর্পূরের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আকরোক্ত বৃষ্যযোগেও কর্পূর ব্যবহৃত হয় নাই। ভাবপ্রকাশকার কর্পূরকে বৃষ্য বলিয়াছেন।

Fig.—Bentl & Trim., t. 222 ; Wight, Ic., t. 1818.

cf.—F. B. I., v. 134 ; B. P., ii, 899 ; Watt, ii, Pt. i, 317 ; Dymock, iii, 199 ; Prain. H. H., 270.
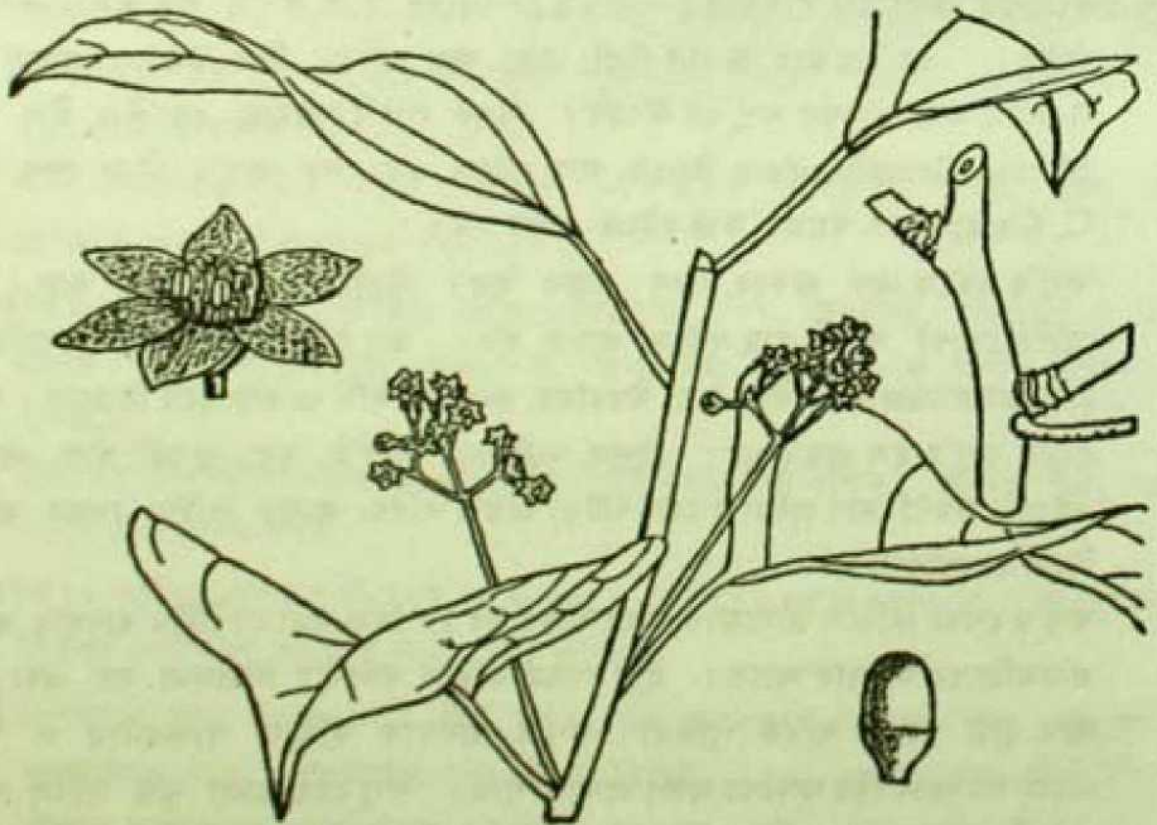
509. Cinnamomum camphora Nees (কর্পূর)

Genus.—CASSYTHA. Linn.

510. C. filiformis Linn. (আকাশ বেল)

ভাষানুসারী নাম :—আকাশবল্লী—সংস্কৃত ; আকাশবেল, আলোকলতা—বাংলা ; অমরবেলী—হিন্দী ; আকাশবেল—বোম্বে ; অমরবেলি—মহারাষ্ট্র ; আকাশবেলি—কর্ণাট ; ইরুমাইকোট্টন্—তামিল ; নেলুটেগা—তেলেগু ; আকাশবল্লী—মালয়।

খবল্ল্যাকাশবল্লী স্যাদস্পর্শা ব্যোমবল্লিকা।
আকাশনামপূর্বা সা বল্লীপর্য্যায়গা স্মৃতা।
আকাশবল্লী কটুকা মধুরা পিত্তনাশিনী।
বৃষ্যা রসায়নী বল্যা দিব্যৌষধিপরা স্মৃতা।
রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—খবল্লী, আকাশবল্লী অস্পর্শা, ব্যোমবল্লিকা, আকশনামপূর্বা, ও বল্লীপর্য্যায়গা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—আকাশবল্লী—কটু ও মধুর রস, পিত্তনাশক, বৃষ্য, রসায়ন, বলকারক এবং শ্রেষ্ঠ ঔষধি।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন, হুগলী, ও শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে দেখা যায়।

বর্ণনা :—সরু বৃক্ষারোহী লতা, ইহার কতকগুলি শিকড় আছে, উহার দ্বারা আশ্রিত গাছ হইতে রস টানিয়া বর্দ্ধিত হয়। ডাঁটা অতিশয় শক্ত ও গোলাকার, শাখাপ্রশাখা অনেক হয়। উহার দ্বারা আশ্রিত গাছকে জড়াইয়া রাখে। পুষ্পদণ্ড ½-২ ইঞ্চি। ফল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, মটরের ন্যায় গোলাকার। এই লতাকে স্বর্ণলতা বলিয়া লোকের ভ্রম হয়, কিন্তু Cuscata reflexa Roxb. গাছকে আলোকলতা বা স্বর্ণলতা বলে। এই গাছ Convolvulace গণ (family) ভুক্ত। ইহা সাধারণতঃ কুল, বাসক, সেওড়া ও বট প্রভৃতি গাছে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই আকাশ বেলের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ বলকারক ও জ্বর নাশক। ইহার শুক্র করণের শক্তি আছে। মরিসস্ দ্বীপে ইহার কাথ পাকস্থলীর রোগ ও গণ্ডমালা রোগে ব্যবহৃত হয়। গাছের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ শক্ত হয়। ইহার রস তিসির তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধি পায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—রসায়ন, বলকারক, যকৃৎদোষ, পুরাতন আমাশয়, মূত্রনালীর স্ফীতি, এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। কীটাণুনাশক, মাখনের সহিত ব্যবহারে বহুদিনের পুরাত ঘায়ে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. vii, t. 44.

Ref.—F. B. I., v. 188 ; Roxb., F. I., ii, 314 ; B. P., ii, 904 ; Dymock, ii, 286.
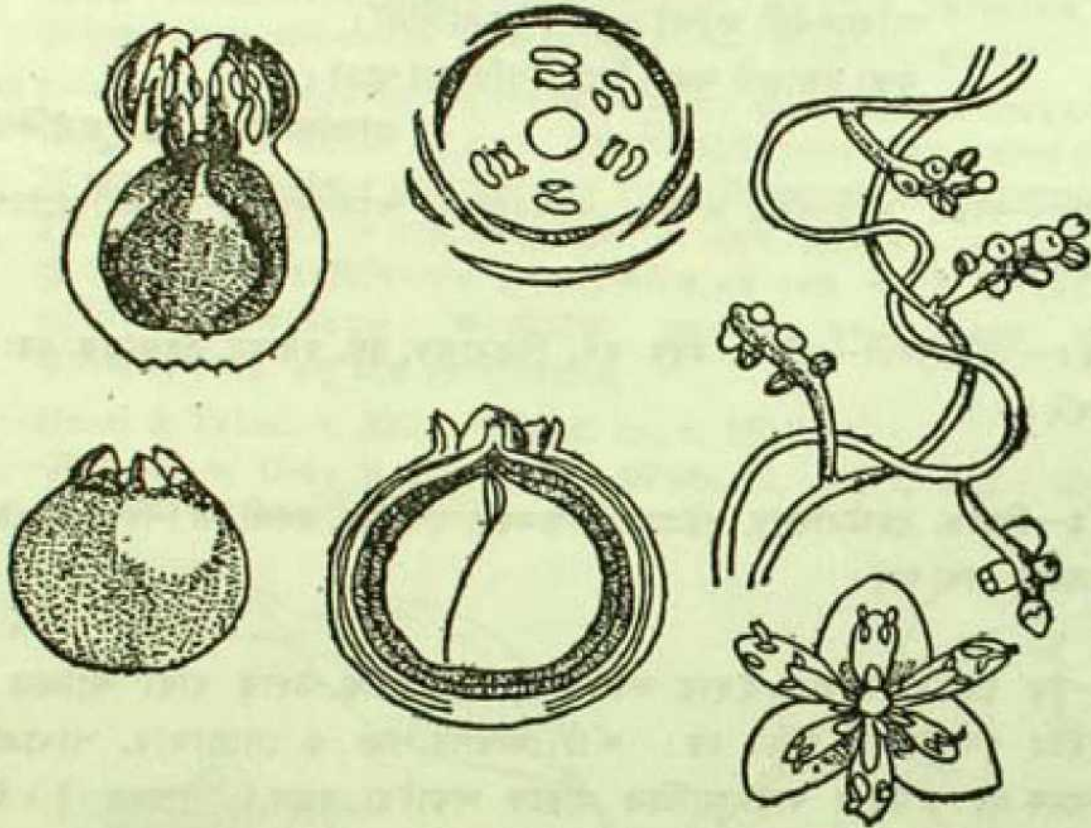
510. Cassytha filiformis Linn. (আকাশ বেল)

Genus—LITSAEA Lamk.

511. L. Sebifera Pers (কুকুরচিতে)

L. glutinosa (Lour) C. B. Robinson.

ভাষানুসারী নাম :—ভাসা—সংস্কৃত ; কুকুরচিতে—বাংলা ; গন্ধজাউর—হিন্দি ; মৈডা-লাকাডি—বোম্বে ; আমা, মেদালাকডি—তামিল ; মেদা, নারামামিডা—তেলেগু ;

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে বনের মধ্যে ও গ্রামের কিনারার জঙ্গলে সাধারণতঃ দেখ যায়।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ, পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। নিম্নভাগে কোমল লোম আছে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ উজ্জ্বল ও ধূসরবর্ণ। শাখা ও পুষ্পদণ্ডে কোমল লোম আছে। পত্রের শিরা ১০-১২ জোড়া। বৃন্ত ½ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছবদ্ধ, ⅛ ইঞ্চি ; ফুটিবার পূর্ব্বে শ্বেত কিংবা ঈষৎ পীতবর্ণ দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ⅛-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর ৯-২০টি হয়। ফলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, মটরের ন্যায় গোলাকার। মে-জুন মাসে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল জন্মে। এই গাছের আরও দুইটি জাতি আছে। যথা Var. glabratia Hook. f. (F.B.I., V. 158 ; B.P., ii, 902) ; ইহার পাতা বেশী বড়, ডগাটি বেশী সূক্ষ্ম, এবং var. tomentosa Hook. f. (F.B.I., V. 1585)। ইহার শাখা ঘন ও নরম। পাতা লম্বা, অগ্রভাগ সরু।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা ও ছাল একটি বিখ্যাত ঔষধ। ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। Dr. Irvine বলেন যে, ইহা একটি কামোদ্দীপক ঔষধ। ইহার টাট্‌কা গুঁড়া জলে কিংবা দুধে গুলিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন স্থানের বেদনা নিবারণ হয় এবং ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়। বিছা ও বোলতা কামড়াইলে সেইস্থানে ইহা দিলে জ্বালা ও ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাতের পক্ষে হিতকর। এই গাছের পাতার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার দেশীয় নাম "মবদালকরী"। কোন হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই। কিন্তু দেশীয় নাম দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় মেদার স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেদা অষ্টবর্গের একটি গাছ। মহারাষ্ট্র দেশীয় কৃষকেরা ইহার ফলকে দেখিতে মরিচের ন্যায় বলিয়া 'মিরি' বলিয়া থাকে। এই গাছের বীজ তৈলময়। ইহা হইতে একপ্রকার শ্বেতচর্ব্বির মত পদার্থ বাহির হয়।

Glossry :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—স্নিগ্ধকর, মূত্রধারক, কামোদ্দীপক, বেদনানাশক, পাগ্‌লা জন্তুর দংশনে ব্যবহারে বিষনাশক।

পাতা—পিচ্ছিল, বিষদোষনাশক, স্নিগ্ধকর।

Fig—Roxb., Cor. Pl., ii, 25, t. 147 ; Bot. Reg., t. 893.

Ref—F. B. I., v. 157 ; Roxb., F.I., iii, 823 ; B. P., ii, 902 ; Watt, v, Pt. I, 83 ; Prain., H.H., 270.
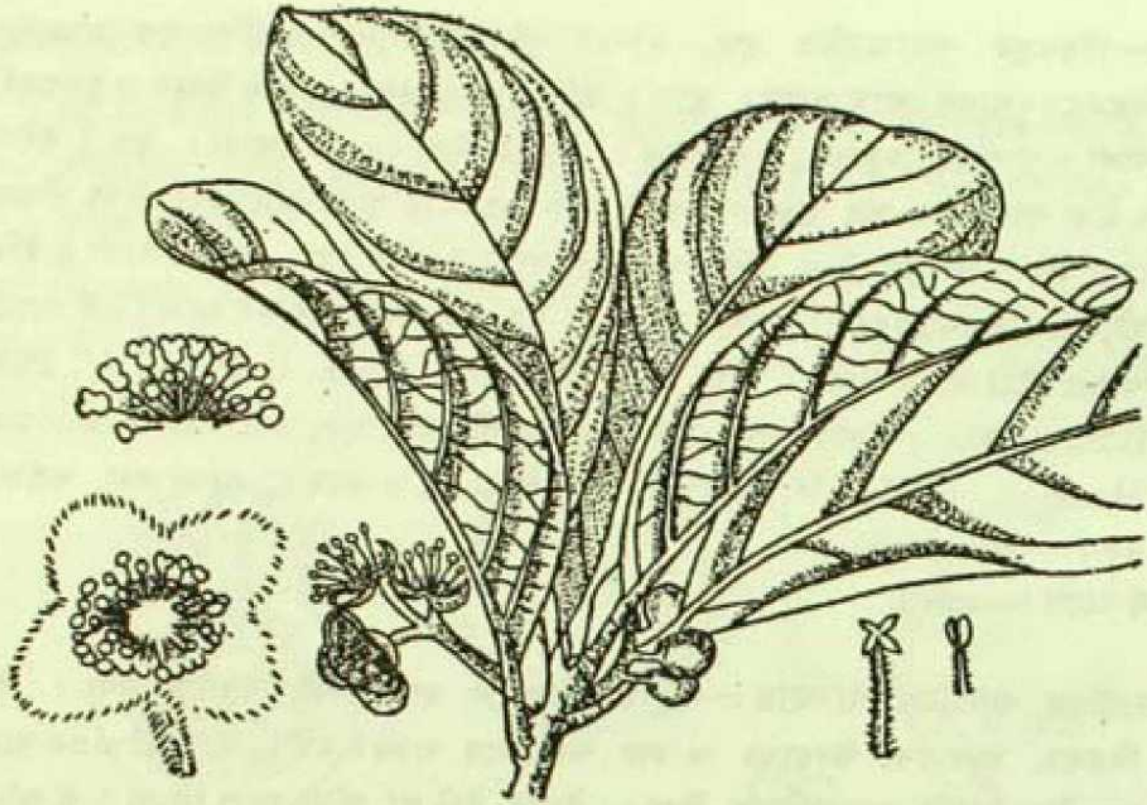
511. .Litsaea s Sebifera Pers (কুকুরচিতে)

512. L polyantha Juss (বড় কুকুরচিতে)
L. monopetala (Roxb.) Pers.

ভাষানুসারী নাম :—গজপিপ্পলী—সংস্কৃত ; বড় কুকুরচিতে—বাংলা ; মেদা—হিন্দি ; রণাম্বা—মহারাষ্ট্র ; রীণা—পাঞ্জাব ; পিসিন্‌বাট্টু, নর মামুদী-নর—তামিল ; নারা—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে বনের মধ্যে ও গ্রামের কিনারায় জঙ্গলে সাধারণতঃ দেখা যায় ।

বর্ণনা :—মধ্যম আকৃতি চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ । ছাল ঘন ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কর্কের মত । গাছ ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয় । শাখাগুলি মোটা । পত্র ১-৯ ইঞ্চি. নিচেকার শিরাগুলি শক্ত, ৪-১০ জোড়া হয় । বোঁটা ½-১ ইঞ্চি । পুষ্পগুলি নরম, ধূসরবর্ণ ও কোমল লোমযুক্ত । ফুল ৫-৬ ইঞ্চি । পুংকেশর ৭-১৩টি থাকে । ফল ¼ ইঞ্চি গোলাকার, ছোট, বোঁটায় থাকে । জুলাই ও আগষ্ট মাসে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ধারক ও মিষ্ট । পার্ব্বতীয় লোকেরা ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহার করে । Dr. Stewart বলেন যে, ইহার ছাল উত্তেজক । ইহা টাট্‌কা ছেঁচিয়া কিম্বা শুষ্ক ছাল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানের বেদনায়

দিলে বেদনা কমিয়া যায়। অতিরিক্ত কাজকর্ম করিয়া গায়ে বেদনা হইলে এবং পশুদিগের কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া গেলে, ইহা লাগাইলে আরাম হয়। বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। সেই তৈল L. sebifera তৈলের সমগুণ বিশিষ্ট।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক, উদরাময়ে উপকারী, স্নায়ুদ্দীপক, উত্তেজক।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 26, t. 148 ; Brand., For. Fl., 3807, t. 45.
Ref.—F. B. I., v, 162 ; Roxb., F. I., iii, 821 ; B. P., ii, 903 ; Watt, v., P. I., 182 ; Prain, H. H., 271.
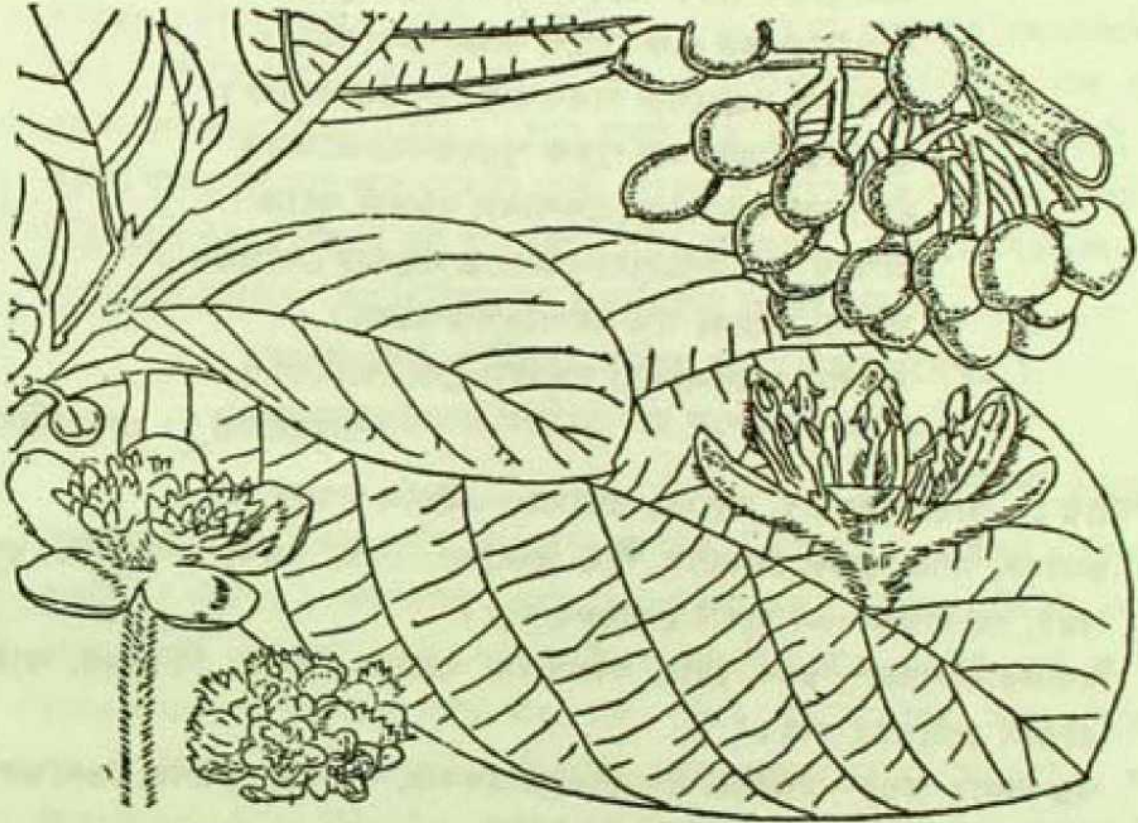
512. Litsaee polyantha Juss (বড় কুকুরচিতে)

LXXXIX. THYMELAEACEAE.

Genus—AQUILARIA Lamk.

513. A. agallocha Roxb. (অগুরু)

ভাষানুসারী নাম :—অগুরু—সংস্কৃত ; অগুরু—বাংলা ; অগর—হিন্দি ; অগর—মহারাষ্ট্র ; অগর—গুজরাট ; অগর—কর্ণাট ; অগর, অগুই—তেলেগু ; আগ্‌লিচন্দ—তামিল ; অগিল—সিংহল।

স্বাদ্বগুরুসারঃ স্যাৎ সুধূম্যো গন্ধধূমজঃ।
স্বাদুঃ কটুকষায়োষ্ণঃ সধূমামোদবাতজিৎ ॥
কৃষ্ণাগরু স্যাদগরু শৃঙ্গারং বিশ্বরূপকম্।
শীর্ষং কালাগরু কেশ্যং বস্তুকং কৃষ্ণকাষ্ঠকম্।
ধূপার্হং বল্লরং গন্ধ-রাজকং দ্বাদশাহ্বয়ম্॥
কৃষ্ণাগরু কটূষ্ণঞ্চ তিক্তং লেপে চ শীতলম্।
পানে পিত্তহরং কিঞ্চিৎ ত্রিদোষঘ্নমুদাহৃতম্॥
অন্যাগরু পীতকঞ্চ লোহং বর্ণপ্রসাদনম্।
অনার্য্যকমসারঞ্চ ক্রিমিজগ্ধঞ্চ কাষ্ঠকম্॥
কাষ্ঠাগরু কটূষ্ণঞ্চ লেপে রুক্ষং কফাপহম্॥
দাহাগরু দহনাগরু দাহককাষ্ঠং চ বহ্নিকাষ্ঠঞ্চ।
ধূপাগরু তৈলাগরু পুরঞ্চ পুরমথনবল্লভঞ্চৈব॥
দাহাগরু কটুকোষ্ণং কেশানাং বৰ্দ্ধনঞ্চ বর্ণ্যঞ্চ।
অপনয়তি কেশদোষানাতনুতে সন্ততঞ্চ সৌগন্ধম্॥
মঙ্গল্যা মল্লিকা গন্ধ-মঙ্গলাহ্গরুবাচকা।
মঙ্গল্যা গুরুশিশিরা গন্ধাঢ্যা যোগবাহিকা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—স্বাদু, অগরুসার, সুধূম্যো, গন্ধধূমজ—এইগুলি অগুরুর নাম।

কৃষ্ণাগরু, অগরু, শৃঙ্গার, বিশ্বরূপক, শীর্ষ, কালাগরু, কেশ্য, বস্তুক, কৃষ্ণকাষ্ঠক, ধূপার্হ, বল্লর, গন্ধ-রাজক—এই বারটি কৃষ্ণাগুরুর নাম।

অন্যপ্রকার অগুরু—পীতক, লোহ, বর্ণপ্রসাদন, অনার্য্যক, অসার, ক্রিমিজগ্ধ, কাষ্ঠক—এইগুলি কাষ্ঠাগুরুর নাম।

অন্য প্রকার অগুরু—দাহাগরু, দহনাগরু, দাহককাষ্ঠ, বহ্নিকাষ্ঠ, ধূপাগরু, তৈলাগুরুতপুর, পুরমথনবল্লভ—এইগুলি নাম।

আর এক প্রকার অগুরু—মঙ্গল্যা, মল্লিকা, গন্ধ-মঙ্গলা, অগরুবাচক—সব নামই মঙ্গল্যাগুরুর পর্যায়।

গুণপর্যায় :—অগরু—স্বাদু কটুকষায় রস, উষ্ণবীর্য, উত্তমগন্ধযুক্ত, ও বায়ুনাশক।

কৃষ্ণাগরু—কটুরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে তিক্তরস, লেপনে শীতল, পানে পিত্তনাশক। মাখিলে কিঞ্চিৎ ত্রিদোষনাশক।

কাষ্ঠাগরু—কটুরস, উষ্ণবীর্য, লেপনে রুক্ষ, এবং কফনাশক।

দাহাগরু—কটুরস, উষ্ণবীর্য, কেশবৰ্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মাথায় মাখিলে কেশদোষ নাশ করে। পোড়াইলে সুগন্ধ বাহির হয়।

মঙ্গল্যা—গুরুপাক, শীতবীর্য, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ব্যবহারে অধিক গন্ধযুক্ত হয়।

জন্মস্থান :—হিমালয়ের পূর্ব্বে, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া, সিলেট, ত্রিপুরা মালয় উপদ্বীপ, আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, মারগুই, সুমাত্রা।

বর্ণনা :—চির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত লম্বা গাছ। ছাল পাতলা, খস্ খসে, ভিতরের ছাল ভাল করিয়া পাট করিলে পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় হয়। প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা ইহাতে লিখিতেন। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম, টাট্‌কা কাটিলে বেশ গন্ধ বাহির হয়। পুরাতন গাছের ভিতরের কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা হইতে মধুর ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। ইহা Eagle Wood বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মভাবে জন্মে, ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা, উজ্জ্বল চামড়ার ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, ইহার অনেকগুলি সমান্তরাল শিরা আছে। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেকগুলি ফুল হয়। পাপ্‌ড়ি অবনত, ¼ ইঞ্চি লম্বা। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, বহির্ব্বাস ফলে লাগিয়া থাকে, ফল মখমলের ন্যায় নরম। ভাল অগুরু কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত এবং ভারী; জলে ডুবিয়া যায়; যে কাষ্ঠ জলে ডুবে না তাহা খারাপ। ইহার কাষ্ঠ হইতে বেড়াইবার ছড়ি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টে এই গাছ বেশী পরিমাণে জন্মে। আসামে বহুকাল হইতে অগুরু গাছ আছে। রঘু দিগ্বিজয় বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—

চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ ॥

রঘুবংশ, চতুর্থসর্গ।

রাজনিঘণ্টু মতে অগুরু চারি প্রকার—কৃষ্ণাগুরু (আসামে), কাষ্ঠগুরু (পীতবর্ণ)। দাহাগুরু (গুর্জ্জরে), মাঙ্গল্যগুরু (কেদারে) পাওয়া যায়। কৃষ্ণাগুরু উৎকৃষ্ট, যে অগুরু জলে ডুবিয়া যায়, যাহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, যাহা কষা ও তিক্ত, পেষণ করিলে যে কাষ্ঠ গুঁড়া হইয়া যায়, এবং যাহার গন্ধ মনোহর, যাহা পোড়াইলে গন্ধ বাহির হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্রীহট্টের ভাল অগুরুর নাম "ঘড়কী"। অগুরুর ইংরাজী নাম Aloe Wood। অগুরুর ধূপ দেবমন্দিরে ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়। অগুরু কাষ্ঠ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পরিস্রুত করিয়া অগুরু আতর প্রস্তুত হয়। ইহা ভারতের বহুলোকে ব্যবহার করে। অগুরু সৌগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা গহনার বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

পুরাতন অগুরু গাছের কাষ্ঠের মধ্যে একপ্রকার Fungus হয়। উক্ত Fungus Enzyme এর সাহায্যে বাবলার আঠার মত আঠা (gun or resin) উৎপাদন করে। এই আঠাই (gum) অগুরু এবং ইহা হইতেই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি প্রস্তুত হয়।

Dr. S. R. Bose এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও injection করিয়া উক্ত Fungus অগুরু গাছে লাগাইয়া অগুরু gum প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

অগুরু কাষ্ঠের ধুনা মোমের ন্যায় গলিয়া যায় এবং ইহা হইতে মনোরম গন্ধ বাহির

হয়। Dr. Royle বলেন যে, অগুরু কাঠ হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয় এবং ইহা A. Agallocha গাছ হইতে উৎপন্ন। Gamble সাহেব বলেন ইহার ব্রহ্মদেশীয় নাম Akyan. ইহা দক্ষিণ টেনাসিরিম এবং মারগুই দ্বীপপুঞ্জের বনে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জুন মাসে ইহার ফুল ও আগষ্ট মাসে ইহার ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ। মাত্রা, কাঠের গুঁড়া ১-২ আনা। ক্বাথ, ৫-১০ তোলা। তৈল ৩০-৬০ ফোটা।

বৈদ্যকে অগুরুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কায় কৃষ্ণাগুরু—হিক্কারোগীকে মধুর সহিত কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত—(১) লবণমেহে অগুরু—যাহার লবণ মেহ হইয়াছে তাহাকে পাঠা ও অগুরুর ক্বাথ সেবন করাইবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) দদ্রু, কুষ্ঠ ও ক্রিমিজরোগে অগুরু তৈল—দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিম নামক চর্মরোগে অগুরু তৈল অভ্যঙ্গ করিতে দিবে (চিঃ ৩১ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) কাসে অগুরু—কাসরোগী মধুসহ অগুরু চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) হিক্কাশ্বাসে কৃষ্ণাগুরু :—হিক্কা ও শ্বাসরোগী—উত্তম কৃষ্ণাগুরুর ধূম নাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—অগুরু অতিশয় উত্তেজক। ইহা গেঁটে বাত ও বাতে ব্যবহৃত হয়। অগুরু অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। ইহা মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, পক্ষাঘাত ও বমন নিবারণ করে। ইহার ক্বাথ জ্বরে পিপাসা দূর করে। অগুরু তৈল সৌগন্ধযুক্ত, ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠের গুঁড়া লাগাইলে কাপড়ে পোকা ধরে না। অগুরু ১০-৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ঔষধের কাজ করে। সংস্কৃত বৈদ্যগণের মতে, অগুরু উগ্র, বমন নিবারক, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরোগ নাশক। সুশ্রুত বলেন যে, অগুরু, গুগ্‌গুল, ধনে, যব, শ্বেত সরিষা, নিম্বপত্র, এইগুলি মিশাইয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। অগুরুর ধূম বেদনা নিবারক, ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া উঠে।

কর্ণের বেদনা ও শিরোরোগে ব্রান্ডির সহিত অগুরুর প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল হয় (Met. Med. Ind., ii, 535)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাঠ—উত্তেজক, উদরাধ্মান নাশক, রসায়ন, কামোদ্দীপক, সংকোচক, উদরাময়ে ও বমিতে উপকারী, সর্প দংশনে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অনুলেপনর জন্য এবং ঔষধার্থে অগুরু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাপরই যে ইহা মূল্যবান এবং দুর্লভ ছিল—সেকথা অগুরুর 'রাজার্হ' নাম হইতেই বুঝা যায়। 'ক্রিমিজম্' ও 'ক্রিমিজগ্ধম্'—এই নাম হইতেই ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে ক্রিমিতে ইহার জন্ম ও ক্রিমি কর্তৃক ভক্ষিত। চরকের সূত্রস্থানের ৩য় অধ্যায়ে শিরোবেদনাহর এবং শীতহর প্রলেপে অগুরুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চরকোক্ত শীতঋতু চর্য্যায়ে অগুরু অনুলেপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুশ্রুত ব্রণধূপন দ্রব্যের মধ্যে অগুরু পাঠ করিয়াছেন (সূ ৬ অঃ)। অগুরুর তৈল পীতবর্ণ। ইহাও অগুরুবৎ সুগন্ধি। ভাবপ্রকাশকার বলেন যে, অগুরু তৈলের গুণ কৃষ্ণাগুরুর তুল্য—"অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমো মতঃ"। উত্তম অগুরু কাঠ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া গায়ে মাখিলে বর্ণ উজ্জ্বল হয়। এইজন্য ইহার আর একটী নাম "বর্ণ প্রসাদন"।

Fig.—Royle, Ill., t. 36, Fig I ; Roxb & Coleb, in Trans. Lin, Soc., xxi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 836B.

Ref —F. B. I., v. 199 ; F. I., ii 922 ;, B. P., ii, 902; Dymock, iii. 217.

513. Aquilaria agallocha Roxb. (অগুরু)

XC. ELAEAGNACEAE.

Genus—ELAEAGNUS Linn.

514. E. latifolia Linn. (গুয়ারা)

ভাষানুসারী নাম :—গুয়ারা—বাংলা ; কুকি, ঘিওয়াইন—হিন্দি ; আম্‌বুল—বোম্বে ; মীজহান্‌লা—কুমায়ুন ; কুলারি—তামিল ; কান্নালামপুত্তাল্লি—মালয়।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ; চট্টগ্রাম, কুমায়ুন, সিকিম, ভুটান, খাসিয়া পাহাড় ও কুমিল্লা।

বর্ণনা :—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌। কখন কখন কাণ্ডের ব্যাস ৬ ইঞ্চি হয়। ইহাতে কাঁটা আছে। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, পাতলা ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের অগ্রভাগ মোটা কিম্বা সরু, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে লালবর্ণ। বোঁটা ⅛ ⅓ ইঞ্চি। ফুল অনেক হয়। ফল, ½-১½ ইঞ্চি লম্বা ও শাঁসযুক্ত। Dr. Roxburgh. বলেন যে, ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে পীতবর্ণ, সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তনশীল। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল ধারক ও হৃদ্‌যন্ত্রের উপর ক্রিয়াশীল বলিয়া সিন্ধুদেশে ব্যবহৃত হয় (Stewart)। Dr. Grilffith বলেন ইহার ফল ধারক ও উগ্র বলিয়া কাশ্মীরে ব্যবহৃত হয়। আফগানিস্থানের দরিদ্র অধিবাসীরা ইহার ফল খাইয়া থাকে। ফুল পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে উত্তেজক ও ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল—হৃৎপিণ্ডের রোগের পক্ষে উপকারী, সঙ্কোচক।

ফল—সঙ্কোচক।

Fig :—Brand. For. Fl., 390, t. 46 ; Wight, Ic. t. 1856.

Ref :—F.B.I., v. 202 ; Roxb ; F., I., i, 440 ; B. P. ii, 908.
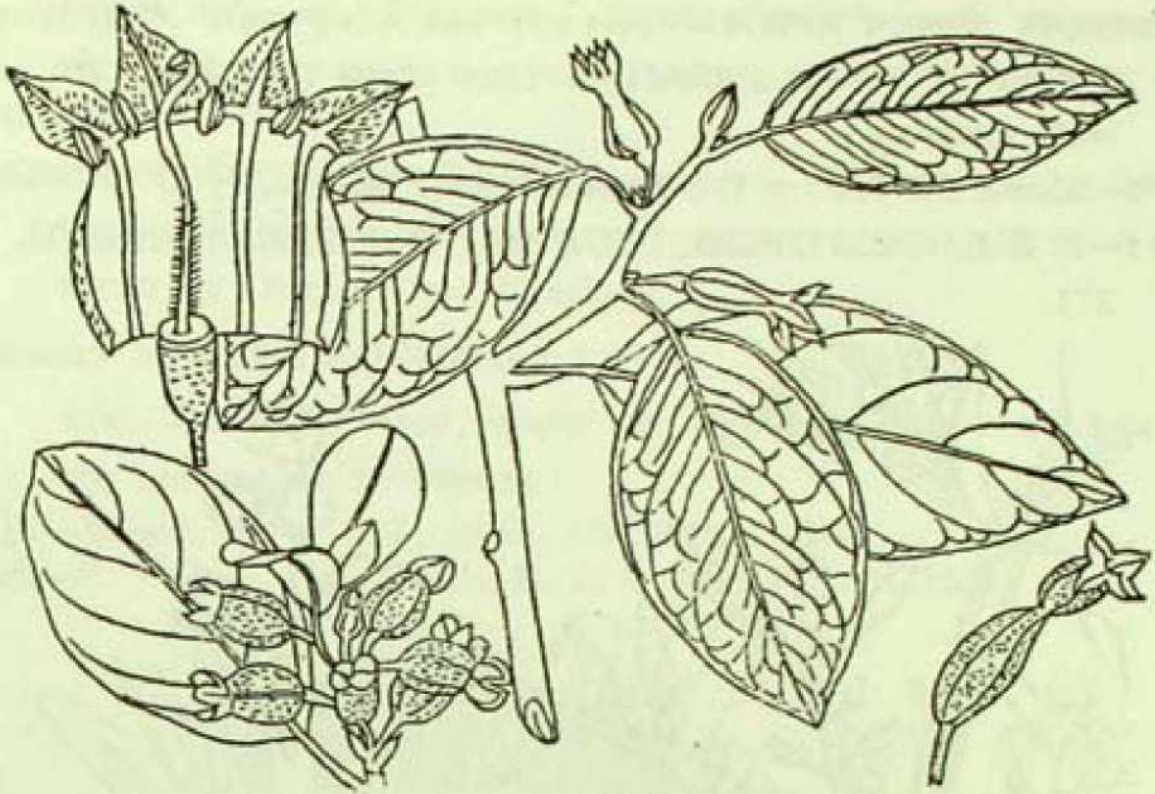
514. Elaeagnus latifolia Linn. (গুয়ারা)

XCI. LORANTHACEAE.

Genus—LORANTHUS Linn.

515. L. globusus Roxb. (ছোটমান্দা)

ভাষানুসারী নাম :—ছোটমান্দা—বাংলা।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, কাছাড় ও খাসিয়া পাহাড়ে জন্মে। হুগলী, হাওড়া জেলার বহু গাছের উপর দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে Macrosolem cochin-chinensis (Lour) Var. Teigh. বলা বিধেয়।

বর্ণনা—ইহা একপ্রকার পরগাছা, অনেক গাছের শাখায় জন্মে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; সবুজের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পনল লম্বা, চেপ্টা, সরু, লম্বাকৃতি ও লালবর্ণ। ফল গোলাকার। Dr. Kurz ও Clarke বলেন যে, পুষ্পনল সবুজের আভাযুক্ত লেবু রং বিশিষ্ট, ইহাতে পীতের দাগ আছে। ডিসেম্বর ইহতে মার্চ্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ্চ হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ক্ষতে ও ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহা ক্ষয়কাস, হাঁপানি ও মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল রংএর কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Blume, Fl. Jav., t. 17 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 5.

Ref :—F. B. I., v. 220 ; Roxb., F.I., i, 550 ; B. P. ii, 912 ; Prain, H. H., 271.
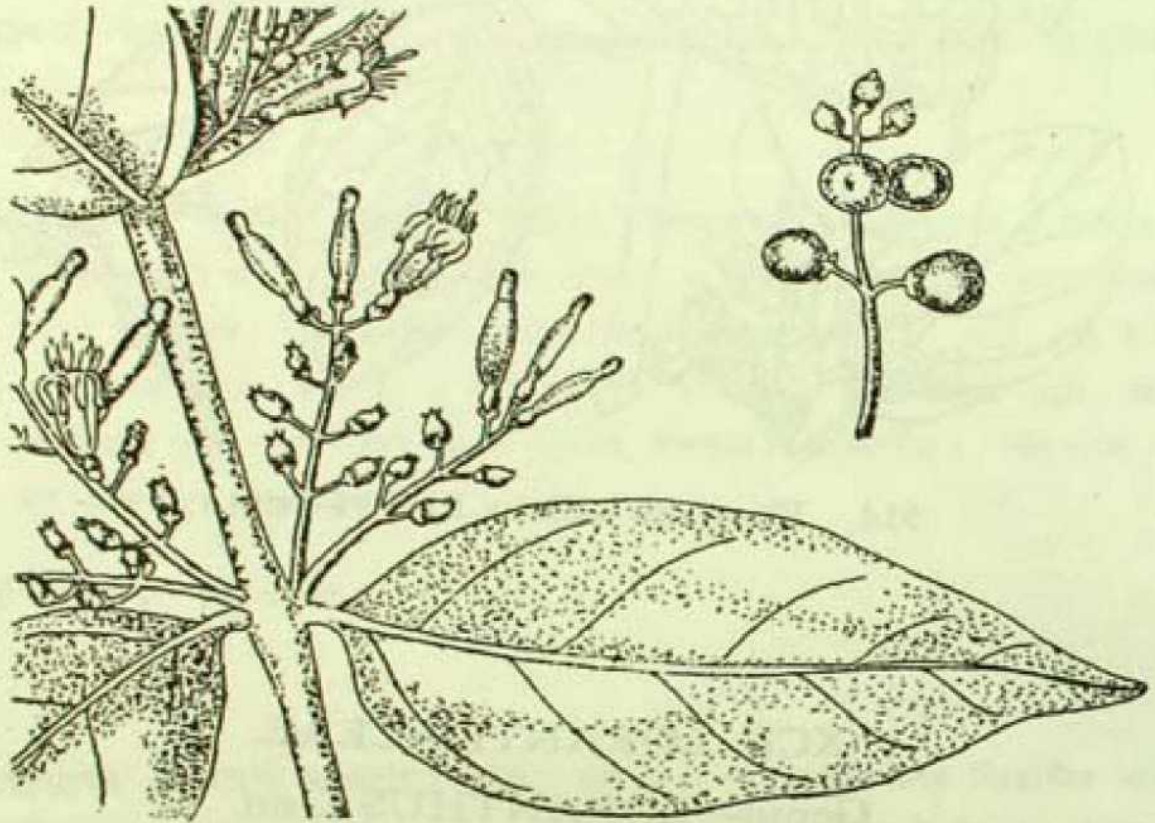
515. Loranthus globusus Roxb. (ছোটমান্দা)

516. L. longiflorus Desv. (বড়মান্দা)

Dendrophthoe falcata (Linn. f.) Etting.

ভাষানুসারী নাম :—ভাণ্ডা—সংস্কৃত ; বড়মান্দা—বাংলা ; বাণ্ড—হিন্দি ; ভাণ্ডো—গুজরাট ; বাণ্ডা—পাঞ্জাব ; পুল্লুরি—তামিল ; বাডানিকা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামে অনেক দেখা যায়।

বর্ণনা :—ঝোপযুক্ত পরগাছা, শাখা মসৃণ এবং ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-৫ ইঞ্চি চওড়া। সব পাতা সমান নহে। বোঁটা শক্ত, ⅛-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি, এক একটি হয়, মোটা ও নরম লোমযুক্ত। ফুল গাঢ় লালবর্ণ কিম্বা লাল ও

সবুজ মিশ্রিত। ফল ½ ইঞ্চি, মসৃণ। ডিসেম্বর হইতে মার্চ অবধি ফুল, এবং মার্চ হইতে এপ্রিল মাসে ফল হয়। যখন ফুল হয় তখন গাছে প্রায়ই পাতা থাকে না।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক।

মূলপ্রদেশাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ক্ষতে ও ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহা ক্ষয়কাস, হাঁপানি ও মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল রং এর কার্য্যে ব্যবহৃত হয় (Forest Flora, Kanjilal)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক, নিদ্রাকারক, আঘাত এবং ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়ায়, শ্বাসকষ্টে উপকারী। পান সুপারির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Wight, Ic., t. 302 ; Roxb., Cor. Pl., t. 139.
Ref.—F. B. I., v, 214 ; Roxb., F. I., i, 548 ; F. I., ii, 185.
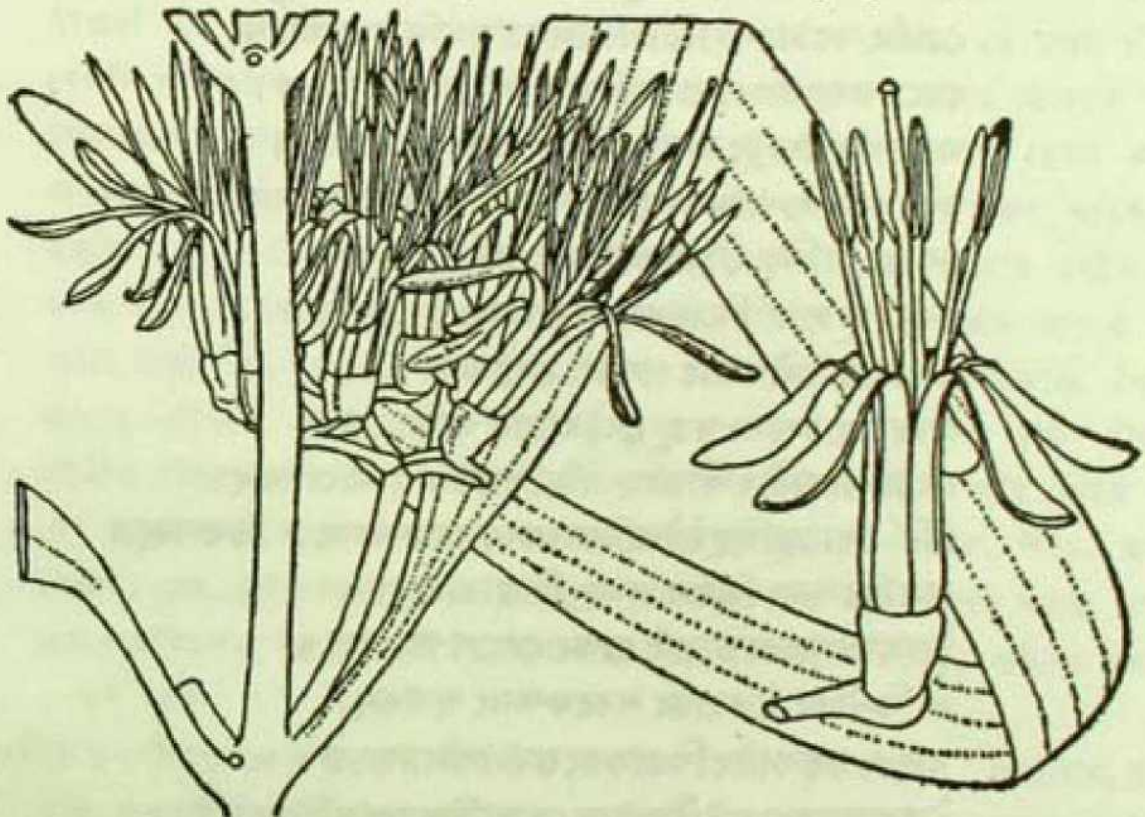
516. Lotanthins longiflorus Desv. (বড়মান্দা)

XCII. SANTALACEAE.

Genus—SANTALUM Linn.

517. S. album Linn. (চন্দন)

ভাষানুসারী নাম :—চন্দন—সংস্কৃত ; চন্দন—বাংলা ; চন্দন—হিন্দি ; চন্দন—মহারাষ্ট্র ;

শ্রীগন্ধ—কর্ণাট ; সুখড়—গুজরাট ; সন্দল সফেদ্—ফ্রান্স ; সন্দলে অবীয়দ্—আরব ;
চন্দন—দ্রাবিড় ; গন্ধপুচেক্কা, চন্দন—তেলেগু ; সন্‌দুল—সিংহুম।

শ্রীখণ্ডং চন্দনং প্রোক্তং মহার্হং শ্বেতচন্দনম্।
গোশীর্ষং তিলপর্ণঞ্চ মঙ্গল্যং মলয়োদ্ভবম্॥
গন্ধরাজং সুগন্ধঞ্চ সর্পাবাসঞ্চ শীতলম্।
গন্ধাঢ্যং গন্ধসারঞ্চ ভদ্রশ্রীর্ভোগীবল্লভম্।
শীতগন্ধো মলয়জং পাবনঞ্চাঙ্কভূহ্বয়ম্॥
শ্রীখণ্ডং কটুতিক্তশীতলগুণং স্বাদে কষায়ং কিয়ৎ
পিত্তভ্রান্তিবমিজ্বরক্রিমিতৃষাসন্তাপশান্তিপ্রদম্।
বৃষ্যং বক্তরুজাপহং প্রতনুতে কান্তিং তনোদে হিনাং
লিপ্তং সুপ্তমনোজসিন্ধুরমদারম্ভাদিসংরম্ভদম্॥
শ্রেষ্ঠং কটোরকর্পরোপকলিতং সুগন্ধি সন্দেগৌরবং
ছেদে রক্তময়ং তথা চ বিমলং পীতঞ্চ যদ্‌ঘর্ষণে।
স্বাদে তিক্তকটুঃ সুগন্ধবহুলং শীতং যদয়ং গুণে
ক্ষীণঞ্চার্দ্রগুণান্বিতং তু কথিতং তচ্চন্দনং মধ্যমম্॥
চন্দনং দ্বিবিধং প্রোক্তং বেট্টসুক্কড়িসংজ্ঞকম্।
বেট্টং তু সার্দ্রবিচ্ছেদং স্বয়ং শুষ্কং তু সুক্কড়ি॥
মলয়াদ্রিসমীপস্থাঃ পর্বতাঃ বেট্টসংজ্ঞকাঃ।
তজ্জাতং চন্দনং যত্তু বেট্টবাচ্যং কচিদ্যতে॥
বেট্টচন্দনমতীব শীতলং দাহপিত্তশমনং জ্বরাপহম্।
ছর্দি মোহতৃষিকুষ্ঠতৈমিরোৎকাসরক্তশমনং চ তিক্তকম্॥
সুক্কড়িচন্দনং তিক্তং কৃচ্ছ্রপিত্তাস্রদাহনুৎ।
শৈত্যসুগন্ধদং চার্দ্রং শুষ্কং লেপে তদন্যথা॥
নাতিপীতং কৈরাতং শবরশ্চন্দনং সুগন্ধম্।
বন্যঞ্চ গন্ধকাষ্ঠং কিরাতকান্তঞ্চ শৈলগন্ধং চ।
কৈরাতমুষ্ণং কটুশীতলঞ্চ শ্লেষ্মানিলঘ্নশ্রমপিত্তহারি।
বিস্ফোটপামাদিকনাশনঞ্চ তৃষ্ণাপহং তাপবিমোহনাশি॥
পীতগন্ধং তু কালীয়ং পীতকং মাধবপ্রিয়ম্।
কালীকয়ং পীতকাষ্ঠং বর্বরং পীতচন্দনম্॥
পাতঞ্চ শীতলং তিক্তং কুষ্ঠশ্লেষ্মানিলাপহম্।
কণ্ডুবিচর্চিকাদদ্রু-ক্রিমিঘ্নৎকান্তিদং পরম্॥
বর্বরোত্থং বর্বরকং শ্বেতবর্বরকং তথা
শীতং সুগন্ধি পিত্তারি সুরভি চেতি সপ্তধা॥

বর্ব্বরং শীতলং তিক্তং কফমারুতপিত্তজিৎ।
কুষ্ঠকণ্ডূব্রণান্ হন্তি বিশেষাদ্রক্তদোষজিৎ॥
হরিচন্দনং সুরার্হং হরিগন্ধমিন্দ্র চন্দনং দিব্যম্।
দিবিজঞ্চ মহাগন্ধং নন্দনজং লোহিতঞ্চ নবসংজ্ঞম্॥
হরিচন্দনং তু দিব্যং তিক্তহিমং তদিহ দুর্লভং মনুজৈঃ।
পিত্তাটোপবিলোপি চন্দনবচ্চ্যশোষমান্দ্যতাপহরম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শ্রীখণ্ড, চন্দন, মহার্হ, শ্বেতচন্দন, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মঙ্গল্য, মলয়োদ্ভব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, গন্ধসার, ভদ্রশ্রী, ভোগিবল্লভ, শীতগন্ধ, মলয়জ—এই আঠারটি চন্দনের নাম।

যে চন্দন কোটরযুক্ত, গ্রন্থিযুক্ত, দেহে শ্বেতবর্ণ, ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, ঘর্ষণ করিলে পীতবর্ণ হয়, আস্বাদে তিক্ত কটু, গন্ধবহুল, সেই চন্দন শ্রেষ্ঠ। যে চন্দন শীতল, যেগুলি অল্প গুণ সম্পন্ন এবং, যেগুলি শ্রেষ্ঠ চন্দনের অর্দ্ধেক গুণ সম্পন্ন তাহাকে মধ্যম চন্দন বলে। চন্দন দুই প্রকার—বেট্ট এবং সুকড়ি। জীবিত চন্দনবৃক্ষ ছেদন করিয়া যে চন্দন সংগ্রহ হয় তাহাকে বেট্ট এবং স্বয়ংশুষ্ক শ্বেত চন্দন বৃক্ষের সারকাষ্ঠকে সুকড়ি বলে। কেহ কেহ বলেন মলয়াদ্রি সমীপস্থ পর্বতমালার নাম বেট্ট। ঐ সমস্ত পর্বতজাত শ্বেতচন্দন বেট্ট নামে প্রসিদ্ধ। কৈরাতনামে আর এক প্রকার চন্দন আছে নাতিপীত, কৈরাত, শবর, চন্দন, সুগন্ধ, বন্য, গন্ধকাষ্ঠ, কিরাতকান্ত, শৈলগন্ধ তাহার এইগুলি নাম। অন্য আর এক প্রকার চন্দন আছে তাহার নাম—পীতগন্ধ, কালীয়, পীতক, মাধবপ্রিয়, কালীয়ক, পীতকাষ্ঠ, বর্বর, পীতচন্দন। বর্বর নামে আর এক প্রকার চন্দন আছে তাহার নাম—বর্বরোত্থ, বর্বরক, শ্বেতবর্বরক, শীত, সুগন্ধি, পিত্তারি এবং সুরভি—এই ৭টি। হরিচন্দন নামে আর একপ্রকার চন্দন আছে তাহার নাম—হরিচন্দন, সুরার্হ, হরিগন্ধ, ইন্দ্রচন্দন, দিব্য, দিবিজ, মহাগন্ধ, নন্দনজ, লোহিত—এই নয়টি।

গুণপর্যায় :—শ্রীখণ্ড—কটুতিক্তরস, শীতবীর্য, বিপাকে কিঞ্চিৎ কষায় রস। পিত্তদোষ, ভ্রান্তি, বমি, জ্বর, ক্রিমি, তৃষ্ণা এবং সন্তাপের শান্তিকর। বৃষ্য, মুখরোগ নাশক। মাখিলে দেহের কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহার তৈল মর্দ্দনে শ্লেষ্মাধরা কলার উপর সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

বেট্টচন্দন—অতি শীতবীর্য, দাহ, পিত্ত, ও জ্বর নাশক। বমি, মোহ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, চোখে অন্ধকার দেখা, হিক্কা, এবং রক্তদোষ নাশক। ইহা তিক্তরস।

সুকড়িচন্দন—তিক্তরস, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক। আর্দ্রাবস্থায় শীতবীর্য, অতি সুগন্ধ। শুষ্ক চন্দন লেপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কৈরাতচন্দন—উষ্ণবীর্য, কটুরস, শীতল, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক, শ্রম ও পিত্তনাশকারক। বিস্ফোট, পামা প্রভৃতি চর্মরোগ নাশক, তৃষ্ণাহর এবং দাহনাশক।

পীতচন্দন—শীতবীর্য, তিক্তরস, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। কণ্ডু, বিচর্চিকা, দাদ ও, ক্রিমি নাশক এবং কান্তিপ্রদ।

বর্বরচন্দন—শীতবীর্য, তিক্তরস, কফ, বায়ু এবং পিত্ত নাশক। ক্রিমি, কণ্ডু ও ব্রণ নাশক, বিশেষতঃ রক্তদোষ নাশক।

হরিচন্দন—দিব্যগন্ধযুক্ত, তিক্তরস, শীতবীর্য। হরিচন্দন অতি দুর্লভ। পিত্তস্ফোটক নাশক, মুখরোগ, অগ্নিমান্দ্য এবং দাহ নাশক।

জন্মস্থান :—দক্ষিণভারত, মহীশূর, কোইম্বাটোর এবং সালেম হইতে মাদুরা পর্য্যন্ত স্থানে, নীলগিরি প্রদেশে এবং ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ, শুষ্ক এবং অনুর্ব্বর স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—চিরসবুজ, পত্রাচ্ছাদিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, খস্‌খসে, লম্বা ভাগে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের ছাল লালবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত ও তৈলময়। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধশূন্য, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসর বর্ণ ও অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি, সরু ও লম্বা। পত্রের বিস্তার ১½-২½ ইঞ্চি। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল ধূসরের আভাযুক্ত বেগুনে রং বিশিষ্ট। পুংকেশর ৪টি, উহা পাপ্‌ড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। ফল গোলাকার, ইহার ব্যাস ½ ইঞ্চি। পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ, উপরের আবরণ শক্ত। সংস্কৃত লেখকগণের মতে চন্দন দুই প্রকার—তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ভিতরের কাষ্ঠকে পীতচন্দন ও হাল্‌কা কাষ্ঠকে শ্রীখণ্ড বা শ্বেতচন্দন বলেন। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে নিরুক্ত গ্রন্থে চন্দনের উল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে চন্দনের বর্ণনা দেখা যায়। চন্দনের মধ্যে শ্বেতচন্দনই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। মলয় পর্বতের নিকট যে চন্দন গাছ হয় উহার নাম 'ভদ্রশ্রী', 'ভদ্রশ্রীমলয়জম্'। তেজস্কর ও উর্ব্বরা জমির চন্দন অপেক্ষা পাহাড়ের উপরকার কাঁকরযুক্ত মৃত্তিকার চন্দন গন্ধে উৎকৃষ্ট ও উহা হইতে অধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়। চন্দন গাছ ৫০ বৎসরের পূর্বে পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। শ্বেত চন্দনের আরও ৫টি নাম আছে—যথা, সুকড়ি, বর্বর, তৈলপর্ণ, বেট্ট ও গোশীর্ষ। ইহাদের কাষ্ঠ ও গাছ একই। কেবল উৎপত্তি স্থান ভেদে পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে।

চন্দনের পত্র চওড়া অপেক্ষা লম্বায় বৃহৎ। অগ্রভাগ মোটা। ফুল অনেক জন্মে, রক ফিকে পীতবর্ণ, পরে বেগুনে রং বিশিষ্ট হয়। ফল গোল ও মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার পত্র, ত্বক্‌, ও ফুলে কোন প্রকার গন্ধ নাই। মহীশূর দেশে বহু চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন গাছের কাণ্ড অপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে। চন্দন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়। একমন চন্দন কাষ্ঠ হইতে অর্দ্ধ পোয়া হইতে একপোয়া তৈল পাওয়া যায়। চন্দন হইতে চুয়া তৈয়ারী হয়। উড়িষ্যা দেশে চুয়া পানের সহিত ব্যবহার করে। নব্য Botanist গণ শ্বেতচন্দনের উপরের শ্বেত কাষ্ঠকে শ্বেতচন্দন এবং ভিতরের পীতাভ কাষ্ঠকে পীতচন্দন নামে অভিহিত করেন। আমরা যে রক্তচন্দন ব্যবহার করি উহা ধন্বন্তরি নিঘণ্টু মতে কুচন্দন ও

হার ল্যাটিন নাম Adenanthera pavonina, Linn ; এই গাছ Leguminosae Family ভুক্ত। উহার বাংলা নাম রঞ্জন এবং ইহা পূর্ব্বে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে উহা অনুলেপনে ব্যবহৃত হয়। আসল রক্তচন্দনের ল্যাটিন নাম Pterocarpus santalinus Linn.। এই গাছও Leguminosae family ভুক্ত। ইহা দক্ষিণ ভারতে কুড্ডাপা ও উত্তর আর্কটে প্রধানতঃ দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে এই ত্রিবিধ গাছই রোপণ করা আছে। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কাষ্ঠ ও পরিশ্রুত তৈল। মাত্রা ½-১ আনা ; তৈল ৫-১৫ ফোটা।

বৈদ্যকে চন্দনের ব্যবহার।

চরক—(১) **রক্তপিত্তে** শ্বেতচন্দন—উশীরাদি প্রত্যেক বস্তুই সমভাগ, শ্বেতচন্দন, শর্করা রোগে পেষণও তণ্ডুলোদকে আপ্লুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** শ্বেতচন্দন—শুঁঠ ও শ্বেত চন্দনের কাথ পান করিলে অর্শেরোগীর স্নিগ্ধ রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **হিক্কায়** শ্বেতচন্দন—স্ত্রীদুগ্ধে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দনের নস্য লইলে হিক্কা প্রশমিত হইতে পারে (চিঃ ২ অঃ)। (৪) **বমনে** পীতচন্দন—আমলকীর রসে সুপিষ্ট পীতচন্দন পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২০ অঃ) (৫) **রক্তাতিসারে** শ্বেতচন্দন—সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন শর্করা ও মধুসহ তণ্ডুলোদক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ এবং রক্তাতিসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **আর্ত্তবদোষে** শ্বেতচন্দন—ঋতুকালে ক্ষত রক্ত দুর্গন্ধি পূঁযতুল্য কিম্বা মজ্জার মত হইলে, শ্বেতচন্দন কিম্বা গোশীর্ষ শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে (শাঃ ২ অঃ)। (২) **শুক্রমেহে** শ্বেতচন্দন—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুনত্বক্ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **মঞ্জিষ্ঠামেহে** শ্বেতচন্দন—যাহার মঞ্জিষ্ঠা মেহ আছে তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিতে দিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—**মূত্রাঘাতে**শ্বেতচন্দন :—সুশীত দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া, সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন ও শর্করা তণ্ডুলোদকের সহিত পান, উষ্ণবাতাখ্য মূত্রাঘাতে প্রশস্ত (মূত্রাঘাত চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **মসূরিকায়** শ্বেতচন্দন—মসূরিকার প্রারম্ভে সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেঞ্চার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে (মসূরিকা চিঃ)। (২) **শিশুর নাভিপাকে** শ্বেতচন্দন— শিশুর নাভিপাকে, শ্বেতচন্দন চূর্ণদ্বারা নাভি পূরণ করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে (বালরোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত বৈদ্যেরা চন্দনকে তিক্ত, শান্তিকর, ধারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দন হিন্দুদের সকল রকম পূজায় ব্যবহৃত হয়। অবস্থাপন্ন লোকে শবদাহ কার্যে চন্দন কাষ্ঠ ব্যবহার করেন। Mukhzan লেখক, চন্দনকে স্নিগ্ধকর, জ্বরনাশক, বলকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পৈত্তিক জ্বরে ইহার শ্বেতবর্ণ আরক ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Ainslie বলেন যে, পিষ্ট চন্দন দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গণোরিয়া আরাম হয়। Dr. Rumphius বলেন যে, আম্বোয়ানায় ইহা গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন দেশে চন্দনের তৈল, লবঙ্গ, বংশলোচনের সহিত পান করিলে গণোরিয়া আরাম হয়। কোন স্থানে ফোস্কা হইলে লেবুর রস, চন্দন তৈল ও কর্পূর একত্রে মিশাইয়া ফোস্কার উপর লাগাইলে উহার প্রদাহ কমিয়া যায়। অবিরাম জ্বরে চন্দন জ্বরের প্রকোপ কমাইয়া—হৃদযন্ত্রের মৃদুতা আনয়ন করে। চন্দনের তৈল ৩০-৪০ মিনিম্ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে গণোরিয়া আরাম হয়। Dr. Anderson বলেন ইহা একটি নির্দ্দোষ ঔষধ। বেশী মাত্রায় সেবন করিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগের উপশম হয়। ইহা কাবাবচিনি অপেক্ষা অধিক গুণশালী। গত ৫ বৎসর তিনি এই ঔষধ দিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। চন্দন কাষ্ঠের মধ্যস্থলের কাষ্ঠ ও শিকড় হইতে চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। চন্দন ধারক। পিত্তপ্রকোপে, বমনে, জ্বরে, পিপাসায় এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

চন্দন কাষ্ঠের পেষিত জল, চিনি, মধু ও তণ্ডুলোদক একত্রে সেবন করিলে রক্তআমাশয়, পিপাসা, এবং শরীরের উত্তাপ দূর হয়।

অনেকে মনে করেন চন্দনের তৈলে গর্ভনিরোধের শক্তি আছে। চন্দনের তৈল ধারক, মূত্রকর ও কফ নিঃসারক। ইহার তৈল দারুচিনি ও বংশলোচনের সহিত পান করিলে গণোরিয়া, কাস, মূত্রাশয় ও বৃক্ক প্রদাহ আরাম হয়। চন্দনের প্রলেপ দিলে অনেক সময় ফোড়া ফাটিয়া যায় ও প্রদাহ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাষ্ঠ—জলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া মাথায় যন্ত্রণায় ব্রহ্মতালুতে দিলে উপকার হয়। জ্বরে এবং কোনস্থানের যন্ত্রণায়, চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা ঘর্ম্ম কারক।

তৈল—মূত্রমেহে উপকারী। গণোরিয়া, প্রস্রাবের যন্ত্রণায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, বর্ণ্য, কণ্ডুঘ্ন, বিষঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, দাহ প্রশমন ও অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন বর্গে চন্দন পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত সালসারাদি পটোলাদি, সারিবাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও গুড়ুচ্যাদিবর্গে

চন্দন ও হুচন্দন পাঠ করিয়াছেন। কালীয়ক সালসারাদিবর্গে পঠিত হইয়াছে। টীকাকারগণ হুচন্দন শব্দের অর্থ রক্তচন্দন লিখিয়াছেন। সুশ্রুত বহস্থলে চন্দন ও হুচন্দন একত্র পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Bentl & Trim.. t. 292 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 256.

Ref.—F. B. I., v, 231 ; Roxb., F. I., i 442 ; B. P., ii, 914 ; Dymock, iii, 232.
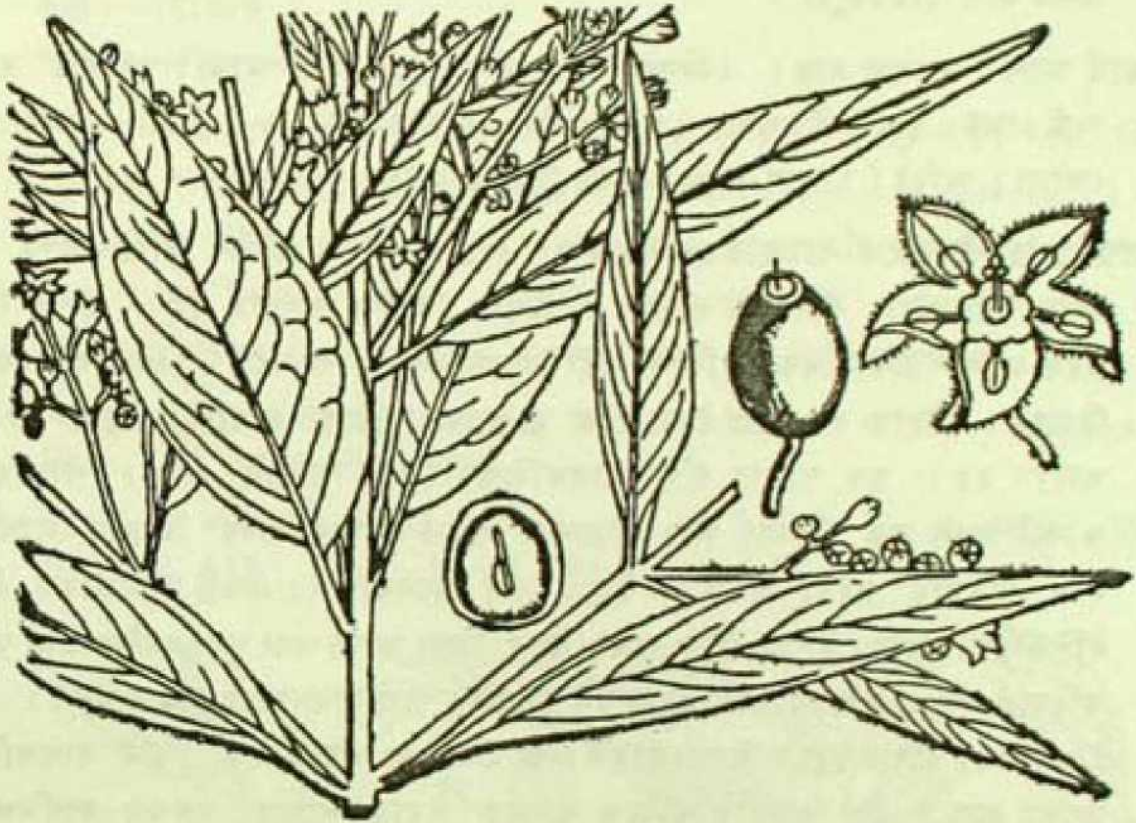
517. Santalum album Linn. (চন্দন)

XCIII EUPHORBIACEAE.

Genus—ACALYPHA Linn.

518. A. indica Linn. (মুক্তঝুরি)

ভাষানুসারী নাম:—মুক্তঝুরি, মুক্তবর্ষী – বাংলা ; কুপ্পি, খোকালি—হিন্দি ; দাদরো—গুজরাট ; কুপ্পইমৈনি—তামিল ; কুপ্পাইচেট্টু—তেলেগু ; খোকালি—বোম্বে ; কুপ্পাই—কানপুর ; কুপ্পামানি—মালয়।

জন্মস্থান:—বঙ্গদেশ। রাস্তার ধারে, বাগানে ও পতিত জমিতে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী, ১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু। প্রান্তভাগ করাতের ন্যায় কর্তিত, পত্রে মসৃণ লোম আছে, দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ। পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা ও নরম। ফুলের বোঁটা ফুল অপেক্ষা ছোট ও সবুজবর্ণ। পুংকেশর ৮টি, স্ত্রীকেশর এক একটি থাকে। ফল ক্ষুদ্র, তিন অংশে বিভক্ত, অতি সূক্ষ্মভাবে খাঁজ কাটা। বীজকোষ ছোট, একটি বীজবিশিষ্ট, বীজ গোলাকার, তীক্ষ্ণ ও মসৃণ। বৎসরে সকল সময়ে ফুল ও ফল হয়। এই গাছের আর একটি নাম 'হরিতমঞ্জরী'।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ। কোমল শাখা ও পত্র চূর্ণ ১-৩ আনা; পাতার রস—অর্দ্ধ চামচ; মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ, ৯ ভাগ জল) ১-২ কাঁচ্চা; ক্বাথ—২-৬ তোলা; অরিষ্ট (১ ভাগ ঔষধ, ৯ ভাগ স্পিরিট) ৩০-৬০ বিন্দু।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস তৈলের সহিত মালিশ করিলে বাত এবং লিঙ্গে লাগাইলে লিঙ্গমণি প্রদাহ ও উহার স্ফোটক আরাম হয়। ইহার শিকড় গরম জলে বাটিয়া সেবন করিলে মৃদু বিরেচকের কার্য্য করে। ক্বাথ কর্ণ বেদনায় হিতকর। ইহার রস তিল তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শ আরাম হয়। শুষ্ক পাতার গুঁড়া বালকদিগের ক্রিমি আরাম করে। পাতার রস ও কচি ডাল অল্প পরিমাণ নিম্ব তৈলের সহিত বালকদিগের জিহ্বায় লাগাইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার রস বালকদিগের একটি বমনকারক ঔষধ। ইপিকাকের ন্যায় ইহার পাক যন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে এবং ফুসফুসঘটিত স্রাব বাহির করিবার ক্ষমতা আছে (মাত্রা ছেঁচা রস বালকের পক্ষে চা-চামচের এক চামচ)।

Dr. Ross বলেন ইহা সর্দ্দিস্রাবকারক এবং Cenega এর তুল্য। তিনি বালকদিগের ফুসফুস প্রদাহে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার আঠায় একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া মাথাধরা আরাম করে। ইহা হাঁপানি ও শ্বাসনালীর প্রদাহে বিশেষ হিতকর। মুক্তঝুরি ফুসফুস্ প্রদাহ, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার পত্র হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া খাইলে ক্রিমি নাশ হয় এবং পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। মুক্তঝুরির রস তৈলে মাড়িয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। উপদংশ জনিত ক্ষতে পাতার প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা সর্পদংশনের যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Drury)।

মুসলমান বৈদ্যেরা উন্মাদ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। টাট্‌কা রস ১ আউন্স এবং লবণ (Chloride of Sodium) ৬ গ্রেণ একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে দুই নাকে প্রবেশ করাইয়া শীতল জলে স্নান করাইলে উন্মাদকতা সারিয়া যায়। তাঁহারা বলেন এই ঔষধ দেওয়ায় মাথা হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইয়া রোগ আরামের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। গাছের টাট্‌কা

২-১ আউন্স রস বমনকারক, কফনাশক ও ক্রিমিঘ্ন। মুক্তঝুরির রস রসুনের সহিত শিশুদিগকে খাওয়াইলে উহাদের ক্রিমি পড়িয়া যায়। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিছা প্রভৃতির দংশন জনিত বেদনা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষী ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস, ঘুংড়িকাসি, শ্বাস ও শিশুর শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—বমনকারক, শ্লেষ্মা নিঃসারক, কাসি, নিউমোনিয়া ও শ্বাসে উপকারী।

মূল :—বিরেচক।

পাতা :—বিরেচক, চুলি এবং সর্পদংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—মুক্তবর্ষীর ক্বাথ, ইপিকাকুয়ানা ও সেনেগার তুল্য নির্দ্দোষ, ত্বরিত এবং নিশ্চিত রেচক ও বামক। ইহা ফুসফুসগত শ্লেষ্মার স্রাব (Pulmonary secretion) বর্দ্ধিত করে, কিন্তু জীবন যোনি প্রযত্নের (vitalpower) অবসাদ ঘটায় না। পাতার রস চুণের সহিত মিশাইয়া বিবিধ চর্ম্মরোগে লেপ দেওয়া হয়। মুক্তবর্ষীর পাতা বর্ত্তির মত করিয়া শিশুর গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায়।

Fig.—Wight, lc., t, 877 ; Rheede, Hort. Mal. x. t. 81 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t, 874.

Ref.—F. B. I., v, 416 ; Roxb., F. I., iii, 675 ; B. P., ii, 948 ; Watt, ii, Pt. 2, 615 ; Dymock., iii, 291 ; Prain, H. H., 276.

518. Acalypha indica Linn. (মুক্তঝুরি)

Genus—ALEURITES Linn.

519. A. moluccana Willd. (আখরোট)

ভাষানুসারী নাম :—অক্ষোট—সংস্কৃত ; আখরোট—বাংলা ; খরোটনাসপাতী, আখরোট—হিন্দি ; আখরোট্ কোট্টাই—তামিল ; নাট্ আখরোট্ চিট্টু—তেলেগু।

অক্ষোটঃ পার্বতীয়শ্চ ফলস্নেহো গুড়াশয়ঃ।
কীরেষ্টঃ কন্দরালশ্চ মধুমজ্জা বৃহচ্ছদঃ ॥
অক্ষোটো মধুরো বল্যো স্নিগ্ধোষ্ণো বাতপিত্তজিৎ।
রক্তদোষপ্রশমনঃ শীতলঃ কফকোপনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অক্ষোট, পার্বতীয়, ফলস্নেহ, গুড়াশয়, কীরেষ্ট, কন্দরাল, মধুমজ্জা ও বৃহচ্ছদ এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—অক্ষোট,—মধুর-রস, বলকারক, বিপাকে স্নিগ্ধরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতপিত্ত নাশক, রক্তদোষপ্রশমক, শীতল, কফবৃদ্ধিকারক।

জন্মস্থান :—ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের বাগানে রোপন করে। ইহার আদিম জন্মস্থান পাপুয়া দ্বীপে। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে আছে।

বর্ণনা :—চির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা এক্ষণে উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে চাষ হইতেছে। পত্র ডিম্বাকৃতি অথবা ত্রিকোণাকার, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস মাখনের ন্যায় কোমল। ফুলের পাপ্ড়ি ৫টি, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ২-২½ ইঞ্চি। বীজ অতিশয় তৈলময়। বসন্তকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আখরোট বীজের তৈল মৃদু বিরেচক। ইহা প্রায় রেড়ির তৈলের সমান, কিন্তু গন্ধ ও স্বাদে রেড়ির তৈল অপেক্ষা উত্তম (Dymock, iii, 279)। সিংহলে ইহাকে Kekuni তৈল বলে। ভারতবর্ষে ইহার তৈল ক্ষতে মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের তৈল—বিরেচক, এরণ্ডতৈলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 869.

Ref.—F. B. I., v, 384 ; Roxb., F. I., iii, 629 ; B. P., ii 942 ; Prain, H. H., 275.
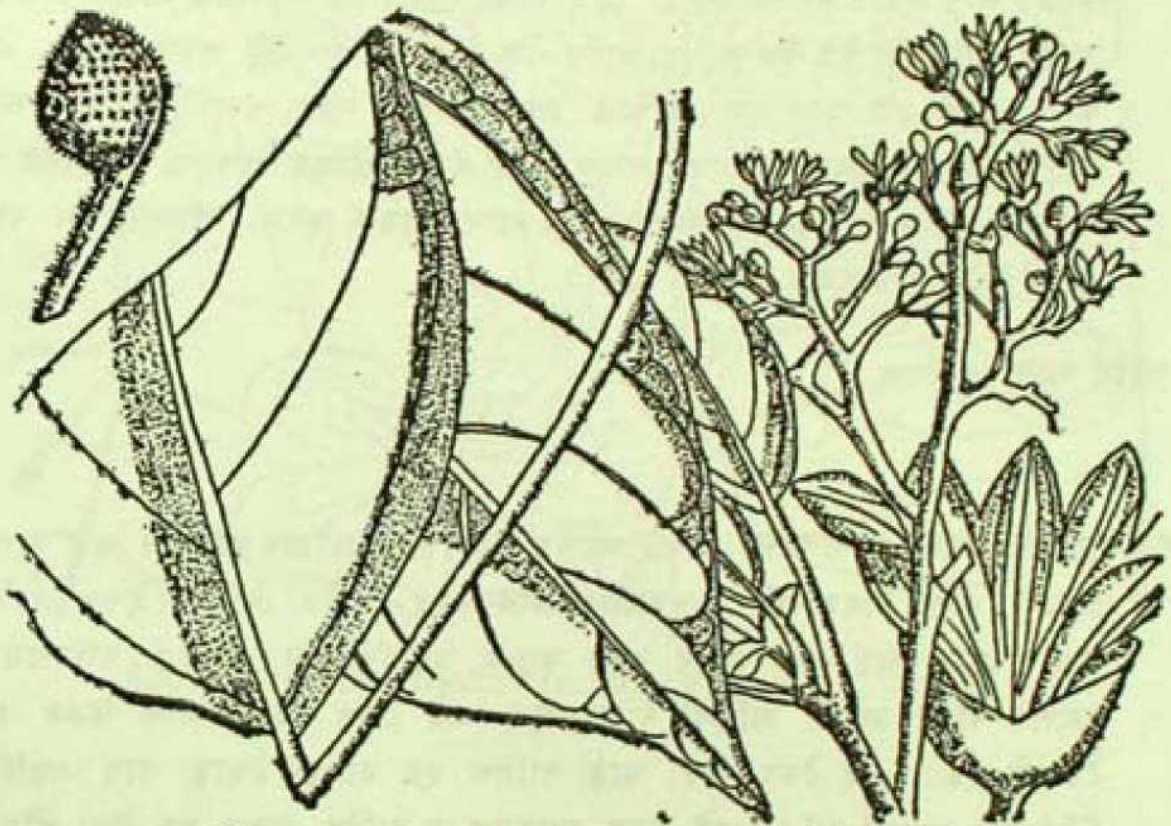
519. Aleurites moluccana Willd. (আখরোট)

520. A. fordii Hemsl (টাঙ্গআইল বা টাঙ্গতৈল)

ভাষানুসারী নাম :—টাঙ্গতৈল—বাংলা।

জন্মস্থান :—আদি বাসস্থান চীন ও জাপান, চীনের নেকৌ বন্দর হইতে বহু পরিমাণে এই টাঙ্গবীজ ও তৈল ইউরোপে রপ্তানি হয়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে আছে।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, পত্রদণ্ডের উভয় দিকে পর্যায়ক্রমে পত্র জন্মে, পত্র অনেকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। শীতের পরে ঝরিয়া পড়ে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্বাস ২-৩টি, পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ৪-২০টি। ফুল দেখিতে আপেলের মত একটু সূক্ষ্মাগ্র। প্রত্যেক ফলে ৩-৫টি বীজ থাকে। দেখিতে ব্রাজীল দেশীয় বাদামের মত। ফল পাকিলে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় ও বীজ পড়িয়া যায়। এইজন্য ফাটিবার পূর্বে সংগ্রহ করিতে হয়। বীজের আচ্ছাদন মোটা, ও বাদামের মত শক্ত। এই জাতীয়

৫টি গাছ আছে :—যেমন, A. moluccaua, A. trisperma, A. cordata, A montana এবং A Fordii l শেষোক্ত দুইটী হইতেই উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হয়। এই গাছ জল-বসা জমিতে জন্মে না, ঢাল চটান জমিতে হয়। গাছগুলি বীজ হইতে অথবা কর্ত্তিত অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে ফল উৎপাদন করে। গাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে এবং উচ্চ ১৫-৩০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। এপ্রিল মাসে প্রচুর ফুল হয়, ফুল দেখিতে শ্বেতবর্ণ এবং লাল ও পীতের দাগ আছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে। এই গাছ ভারতের বিশেষতঃ পূর্ব্বোত্তর অংশে ও উত্তর বর্মার বহস্থানে ও আসামের ডেরাক নামক স্থানে, বাগমারি চা বাগানে চাষের চেষ্টা হইতেছে।

ব্যবহার্য অংশ :—তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের তৈল ক্ষত আরাম করিবার জন্য ও পাচড়া রোগে বিশেষ ব্যবহার্য্য। টাঙ্গগাছের বীজ চীন দেশীয় লোকেরা ইন্দুর মারিবার জন্য ব্যবহার করে এবং ইহার বমন কারক গুণ বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে টাঙ্গ তৈলের আদর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই তৈল হইতে অতি উত্তম বার্ণিশ তৈয়ারী হয়। এই তৈল দিয়া কাষ্ঠ পালিশ হয় বলিয়া ইহার আর একটি নাম Chinese wood oil। এই তৈল সংযোগে যে বার্ণিশ প্রস্তুত হয় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় এবং অপর যত প্রকার তৈল আছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাষ্ঠে লাগাইয়া দিলে উহার উপরিভাগে একটি পাতলা চকচকে পারদা পড়ে এবং এই বার্ণিশে কাষ্ঠে জল প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহার রং বহুদিন স্থায়ী হয়। জাহাজের গায়ে রং করিবার জন্য এবং অয়েলক্লথ, ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি তৈয়ারীতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার চাষ ভারতে করা বিশেষ প্রয়োজন ও লাভজনক হইবার সম্ভাবনা।

Fig.—Hook. Ic, Pl., xxix, t, 2801-2 (1906) ; Bull. Imp. Inst. London, xi, t. 9-13 (1913).

Ref.—Wilson, Veg. West China (Publ. Arn. Arb. no 2), 117-20 (1911) ; W. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Cire. No. 108, t. 1-3 (1913) ; Trop. Agriculterist, Vol. LXXV, No. I, p. 38-39 (1930) ; Wilson, Natural. W. China, ii, 64.
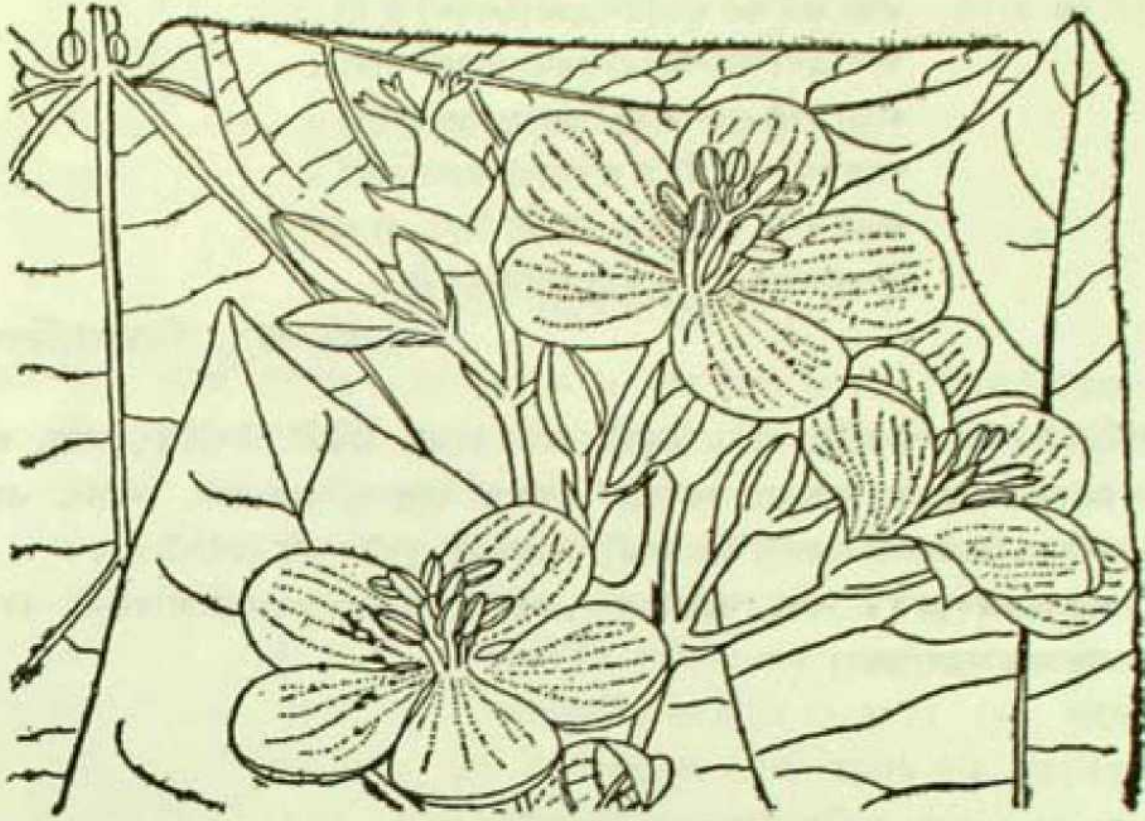
520. Aleurites fordii Hemsl. (টাঙ্গআইল বা টাঙ্গতৈল)

Genus—BALIOSPERMUM Blume.

Baliospermum montanum (Willd) Muell Arg.

521. **B. axillare Blume (হাফুন)**

ভাষানুসারী নাম :—দন্তী—সংস্কৃত ; হাফুন, দন্তী—বাংলা ; হকুম, দন্তী—হিন্দি ; দান্তি—মহারাষ্ট্র ; দন্তি—কর্ণাট ; জামালগোটা—বোম্বে ; নিরাদিমুট্টু—তামিল ; দন্তিচেট্টু, কোণ্ডআমহম্, নেলাজিড্ডি, নাগদন্তী—তেলেগু ; নাগাদন্তী—মালয়।

দন্তী শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা নিকুম্ভী
নাগস্ফোতা দন্তিনী চোপচিত্রা।
ভদ্রা রুক্ষা রোচনী চাম্বুকূলা
নিঃশল্যা স্যাদ্বক্রদন্তা বিশল্যা॥
মধুপুষ্পৈরণ্ডফলা ভদ্রাণ্যেরণ্ডপত্রিকা।
উদুম্বরদলা চৈব তরুণী চাম্বুরেবতী।
বিশোধনী চ কুম্ভী চ জ্ঞেয়া চাগ্নিকন্নাহ্বয়া॥

দন্তী কটূষ্ণা শূলাম-ত্বগ্দোষশমনী চ সা।
অর্শোব্রণাশ্মরীশল্য-শোধনী দীপনী পরা॥
অন্যা দন্তী কেশরুহা বিষভদ্রা জয়াবহা।
আবর্ত্তকী বরাঙ্গী চ জয়াহ্বা ভদ্রদন্তিকা॥
অন্যা দন্তী কটূষ্ণা চ রেচনী ক্রিমিহা পরা।
শূলকুষ্ঠামদোষঘ্নী ত্বগাময়বিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—দন্তী, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, উপচিত্রা, ভদ্রা, রুক্ষা, রোচনী, আহুকুলা, নিঃশল্যা, বক্রদন্তা, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরণ্ডফলা, ভদ্রাণি, এরণ্ড-পত্রিকা, উদুম্বরদলা, তরুণী, অম্বুরেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী—এই তেইশটি নাম।
অন্য একপ্রকার দন্তী আছে, তার নাম—কেশরুহা, বিষভদ্রা, জয়াবহা, আবর্ত্তকী, বরাঙ্গী, জয়াহ্বা, ভদ্রদন্তিকা।

গুণপর্যায়ঃ—দন্তী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, শূল, আমদোষ ও ত্বগ্‌দোষ নাশক। অর্শ, ব্রণ, অশ্মরী (পাথুরী) ও শল্যনাশক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক।
অন্যদন্তী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রেচনী ও ক্রিমিনাশক। শূল, কুষ্ঠ ও আমদোষ নাশক। এবং চর্ম্মরোগ নাশক।

জন্মস্থান:—ছোটনাগপুর, বিহার, ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে জন্মে। দক্ষিণভারত, ব্রহ্মদেশ।

বর্ণনা:—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার শিকড় হইতে গাছ বাহির হয়। পত্র চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, আকৃতিতে সমস্ত পত্র সমান নহে। উপরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, নীচের পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও পত্রে ৩-৫টি বিভাগ আছে। কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পুষ্পদণ্ডে ঘেঁষাঘেঁসি ভাবে হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক পুষ্পদণ্ডে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে সবগুলি পুংপুষ্প ও কয়েকটি স্ত্রীপুষ্প থাকে। পুংপুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পদণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ। পুংকেশর প্রায় ১৫টি থাকে। স্ত্রীপুষ্পের মস্তক মুক্ত, ⅕ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল নিম্নে ঝুলিয়া থাকে, ৩ ভাগে চিহ্নিত সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, শস্যময়। বীজ ⅓ ইঞ্চি লম্বা ও মসৃণ, প্রত্যেক ফলে ৩টি থাকে। দন্তী দুইপ্রকার, লঘুদন্তী ও দীর্ঘদন্তী। লঘুদন্তীর পত্র ডুমুর পাতার ন্যায় এবং দীর্ঘদন্তীর পত্র রেড়িগাছের

পাতার ন্যায়। ইহার সংস্কৃত নাম দন্তী, নাগদন্তী ও দন্তিমূলিকা। ইহার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ; মূলের কল্ক, ১-৪ আনা। বীজ ১-২টি।

বৈদ্যকে দন্তীর ব্যবহার।

চরক :—(১) অর্শে দন্তীপত্র—যমকে (ঘৃত ও তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত) উত্তমরূপ ভৃষ্ট দন্তীপত্র দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) দূষ্যোদরে দন্তীদ্রবন্তী তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর ফলজাত তৈল দূষ্যোদরে হিতকর (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) পাণ্ডুরোগে দন্তীমূল ও ফল—চারিপল দন্তীমূলের রস এবং ঘৃত চতুর্থাংশ অপক্ক দন্তীফল কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করিলে, প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ জয় করা যায় (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) কামলায় দন্তীমূল—দন্তীমূলত্বক্ পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ শীতল জলযোগে পান করিলে কামলা প্রশমিত হয় (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) গুল্মোদরে দন্তীমূল—যথোক্তরূপ সংস্কৃত দন্তী বা দ্রবন্তীমূল যোগ্য মাত্রায় দধি, তক্রাদির সহিত সেবন করিলে দোষদ্বারা অভিধিয় গুল্মোদরী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে (কল্প ১২ অঃ)। (৬) বিরেচনার্থ দন্তীমূল কল্ক—ইক্ষুদণ্ডকে চিরিয়া উহাতে দন্তীকল্ক লেপন করিয়া রজ্জুদ্বারা সংযোজিত করিয়া অগ্নিপক্ক করিবে। এই ইক্ষুরস পান করিলে সুখে বিরেচন হয় (কল্প ১২ অঃ)। (৭) পক্বশোথপ্রভেদনে দন্তী :—দন্তীমূল ত্বকের প্রলেপে পক্ব স্ফোটক বিদীর্ণ করিতে পারে (চিঃ ১৩ অঃ)।

চক্রদত্ত :—ক্রিমিরোগে দ্রবন্তীপত্র—বৃহদন্তীর কোমলপত্র সহ পিষ্ট যবচূর্ণের (সুশ্রুত টীকা-কৃতের মতে) কিম্বা তণ্ডুলের (নিশ্চলমতে) পিষ্টক ভোজন পূর্বক কাঁজি পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয় (ক্রিমি চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদমতে ইহার মূল বিরেচক। ইহার বীজ বাজারে দন্তীবীজ বা জয়পাল বীজ বলিয়া বিক্রয় হয়। Dr. Roxburgh বলেন দন্তীর বীজ বিরেচক। জলের সহিত ১টি খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। দাস্ত বন্ধ করিতে হইলে আর ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। দন্তী সমমাত্রায় বিরেচক, অধিক মাত্রায় Narcotic বিষযুক্ত। দন্তী কখন কখন জয় পালের সহিত ব্যবহৃত হয়।

দন্তীতৈল বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। দন্তীর পাতার কাথ হাঁপানি রোগ নিবারক। দন্তীভেদক ও ক্রিমিনাশক। দন্তী-হরীতকী প্লীহা, শূল, গুল্ম, অর্শ হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরে বিশেষ হিতকর। দন্তীহরতকী প্রস্তুত প্রণালী—২৫টি উৎকৃষ্ট হরীতকী একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিতে হইবে অনন্তর ২০০ তোলা দন্তী ও ২০০ তোলা

ত্রিবৃৎমূল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। শেষ ৮ সের। এইগুলি ছাকিয়া যে কাথ হইবে উহাতে ২০০ তোলা পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জাল দিয়া খাঠার মত করিতে হইবে, এই মিশ্রিত দ্রব্যে ত্রিবৃৎমূলের চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, সংযোগ করিয়া বেশ নাড়িতে হইবে। যখন উহা শীতল হইবে তখন উহাতে ৩২ তোলা মধু, দারুচিনি ৮ তোলা, এলাচ ৮ তোলা, তেজপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ফুল ৮ তোলা, দিয়া সন্দেশের মত করিবে। পূর্ব্বে যে ২৫টি হরীতকী দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি ৩২ তোলা তিলতৈলে ভাজিয়া লইবে। যে মিষ্টান্ন হইল উহার ২ তোলা ও হরীতকী ১টি প্রত্যহ প্রাতে সেব্য। এই ঔষধ উপরোক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ (চক্রদত্ত)।

গুড়াষ্টক নামে আর প্রকার কবিরাজী ঔষধ দন্তীর যোগে প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—দন্তী, ত্রিবৃৎ এবং চিতামূল, গোলমরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও পিপুলমূল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ভাল গুঁড়া করিতে হইবে। উহার সহিত সমান গুড় মিশ্রিত করিতে হইবে। মাত্রা ১ তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে পেটফাঁপা, শোথ, কামলা অবরুদ্ধ স্রাব প্রভৃতি রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে দন্তীপাতার রস দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। দন্তীপাতা বাঁধিয়া দিলে ক্ষত স্থানের পুঁজ পড়া বন্ধ করিয়া ক্ষত শীঘ্র আরাম করিয়া দেয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বিরেচক, বাহ্যত ব্যবহারে উত্তেজক ও চর্ম্মের রক্তবর্ণতা উৎপাদক। সর্প-দংশনের বিষে উপকারী।

মূল—বিরেচক, শোথ, কামলা প্রভৃতি রোগে উপকারী।

পত্রের কাথ—শ্বাসে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, ভেদনীয় এবং ক্রিমিঘ্নবর্গে দ্রবন্তী এবং সুশ্রুত শ্যামাদিবর্গে দন্তী পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Wight, lc., t. 1885 ; Rheede. Hort. Mal., x., t. 76 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 879.

Ref.—F.B.I., v, 461 ; Roxb., F.I., iii. 682 ; B.P., ii. 946 ; Dymock, iii, 311 ; Prain H.H., 276.

521. Baliospermum. montanum. Muell Arg. (হাকুন)

Genus—CROTON Linn.

522. C. tiglium Linn. (জয়পাল)

ভাষানুসারী নাম :—জয়গাল—সংস্কৃত ; জয়পাল—বাংলা ; জামালগোটা—হিন্দি ; জেপাঠঠ্—মহারাষ্ট্র ; নেপালো—গুজরাট ; জেপাল—কর্ণাট ; হবুসালাতীন্—আরব ; মিহ্বগ—সিংভূম ; নেপালাবীতনা—তেলেগু , নারচালাম্—তামিল।

রেচকো জয়পালশ্চ সারকন্তিত্তিরীফলম্।
দন্তীবীজং মলদ্রাবি জ্ঞেয়ং স্যাদ্বীজরেচনী॥
কুম্ভীবীজং কুম্ভিনীবীজসংজ্ঞং
ঘণ্টাবীজং দন্তিনীবীজমুক্তম্।
বীজাস্তাখ্যং শোধনী চক্রদন্ত্যো
বেদেম্বাখ্যং তাম্রকুম্ভ্যাশ্চ বীজম্॥
জৈপালঃ কটূরুক্ষশ্চ ক্রিমিহারী বিরেচনঃ।
দীপনঃ কফবাতঘ্নো জঠরাময়শোধনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—রেচক, জয়পাল, দারক, তিন্তিরীফল, দন্তীবীজ, মলদ্রাবি, বীজরেচনী, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘণ্টাবীজ, দন্তিনীবীজ, বীজস্বাধ্য, শোধনী, চক্রদন্তী, বেদেস্বাধ্য, নিকুম্ভাবীজ—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—জয়পাল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক এবং বিরেচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, কফ ও বায়ুনাশক এবং জঠর রোগ নাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে, বাগানে রোপণ করা হয়। বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

বর্ণনা :—চিরসবুজ, পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, যখন শুষ্ক হয় তখন পীতের আভাযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি, উহাতে দুই অথবা তিন জোড়া শির আছে। পত্রের শেষ ভাগে মসুর কলাইয়ের মত অর্ব্বুদ আছে। পত্রের কিনারাগুলি খণ্ডিত, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি ; নরম, পুষ্পবৃন্ত দুই হইতে তিন ইঞ্চি। পুংপুষ্প লোমযুক্ত, এক একটি হয়, ইহার পাপ্‌ড়ি সরু, কিনারাগুলি লোমযুক্ত। স্ত্রীপুষ্পের পাপ্‌ড়ি শক্ত, লোমযুক্ত, গোড়ার পাপ্‌ড়ি নাই। বীজকোষ ¾-১ ইঞ্চি লম্বা এবং সাদা, ডিম্বাকৃতি। বীজ ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, সামান্য মোটা এবং ফিকে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জয়পালের উল্লেখ নাই। আধুনিক সংস্কৃত বৈদ্যগ্রন্থে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। জয়পালের আর একটি সংস্কৃত নাম—কনকফল। গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ এবং তৈল। বীজ ১-২টা, মূল কল্ক ১-৪ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জয়পালের তৈল ½-১ মিনিম খাইলে অতিশয় দাস্ত হয়। যে সকল রোগী গিলিতে পারে না তাহাদের জিহ্বার পশ্চাৎদিকে লাগাইয়া দিতে হয়। এই তৈল ক্রিমিনাশক, ক্রিমিনাশের জন্য রেড়ির তৈলের সহিত ব্যবহৃত হয়। জয়পাল বীজের প্রলেপ দিলে ত্বক্ লোহিত বর্ণ হয়। জয়পাল অর্দ্ধমাত্রা খাইলে, প্রচুর জলের ন্যায় ভেদ হয় কিন্তু অধিক মাত্রা খাইলে অন্ত্রস্থিত গ্রন্থির উত্তেজনা, পাকযন্ত্রের প্রদাহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হয়। অপস্মার, সংজ্ঞাহীনতা, পক্ষাঘাত ও কোষ্ঠবদ্ধরোগে ব্যবহৃত হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ কিম্বা কোন শরীরযন্ত্রের প্রদাহ থাকিলে ইহা খাওয়া উচিত নাই। যে রোগী রেচক ঔষধ খাইতে চাহে না তাহার জিহ্বায় কয়েক বিন্দু জয়পালের তৈল দিলে ফল ভাল হয়। ইহা কোষ্ঠ বদ্ধ, ক্রিমি, শোথ, প্লীহা, যকৃৎ বিবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, শূল, বাত ও পাথরী রোগে ব্যবহৃত হয়।

বীজের প্রলেপ দিলে বা তৈল মাখিলে মাথা বেদনা, পৃষ্ঠদণ্ডের পীড়া ও পুরাতন কাস রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল মালিশ করিলে পুরাতন গেঁটে বাত, গর্ভাশয়ের প্রদাহ ও গ্রন্থীর স্ফীততা আরাম হয়।

বিরেচক জ্বরনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। জয়পাল দুধে সিদ্ধ করিয়া বাহিরের খোলা ফেলিয়া দিয়া শাঁস পৃথক করিতে হয়। জয়পাল বীজ নেপাল হইতে আসে। ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত সীমানায় Dand নামে পরিচিত। মুসলমান বৈদ্যগণের মতে জয়পাল বীজ বিরেচক, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক। ইহা শোথ ও বাতে প্রয়োগ হয়। ইহা আদার রসের সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বালকদিগের ঘুংড়ীকাসি ভাল হয়। জয়পালের বীজের শাঁস বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া গোবর জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে উহা গুঁড়া করিয়া দুইভাগ খদির দিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্যে দুই গ্রেণ পরিমাণ একটি একটি বটিকা করিতে হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ ও তৈল :—অত্যন্ত বিরেচক, মৎস্য বিষ। সর্পদংশনে উপকারী।

কাষ্ঠ :—অল্প পরিমাণে ব্যবহারে ঘর্মকারক; বেশীপরিমাণে ব্যবহারে বিরেচক ও বমনকারক।

Fig:—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 872 B ; Bentl & Trim, t. 235 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 33.

Ref.—F. B. I., v., 393 ; F. I., iii, 682 ; B. P., ii, 943 ; Dymock, iii, 281.

522. Croton tiglium Linn. (জয়পাল)

Genus—CHROZOPHORA. Neck.

523. Chrozophore plicata A. Juss (ক্ষুদিস্তকরা)

C. rottieri A. Juss. ex Spreng

ভাষানুসারীনাম :—ক্ষুদিস্তকরা—বাংলা ; সবেরী, পনবরী—হিন্দী ; নীলকন্ঠি—পাঞ্জাব গুরুগুচেট্টু, লিঙ্গসিবিরাম্—তেলেগু।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, বর্মা, ত্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র বঙ্গদেশের পুকুরের কিনারায়, শস্যক্ষেত্র ও পতিত জমিতে জন্মে।

বর্ণনা :—দুই ফুট উচ্চ গুল্ম। পুকুরের কিনারায় বা পতিত জমিতে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার, পুরু, খস্‌খসে, কোঁকড়ান, ফিকে সবুজবর্ণ উভয় দিকে লোম আছে। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতায় তিনটি বিভাগ (খাঁজ) আছে। পুংপুষ্পের বহির্বাস ⅛ ইঞ্চি লম্বা, পাপ্‌ড়ি ছোট ; পুংকেশর ১৫টি দুই থাকে জন্মে। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ½-¼ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার পাপ্‌ড়ি ছোট ও সরু। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, ঘন লোমাবৃত, কণ্টকময়। ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পত্র ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড়ের ছাল বালক দিগের সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। বীজ বিরেচক (Stewart)। ইহা কুষ্ঠরোগের মূল্যবান ঔষধ (Drury)। সাঁওতালেরা ইহার শিকড় করমচার শিকড়ের সহিত মিশাইয়া বেলেস্তায় দেয় (A. Campbell)। শুষ্ক পাতার কাথে একটু সরিষার তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ আরাম হয় (Dymock, iii, 316)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাই—বালকদিগের কাসিতে উপকারী।

বীজ—বিরেচক।

Fig.—Burm. Ind., t. 62, Fig. I.

Ref.—F. B. I., v, 409 ; Roxb., F. I., iii, 681 ; B. P. ii. 941 ; Prain. H. H., 276
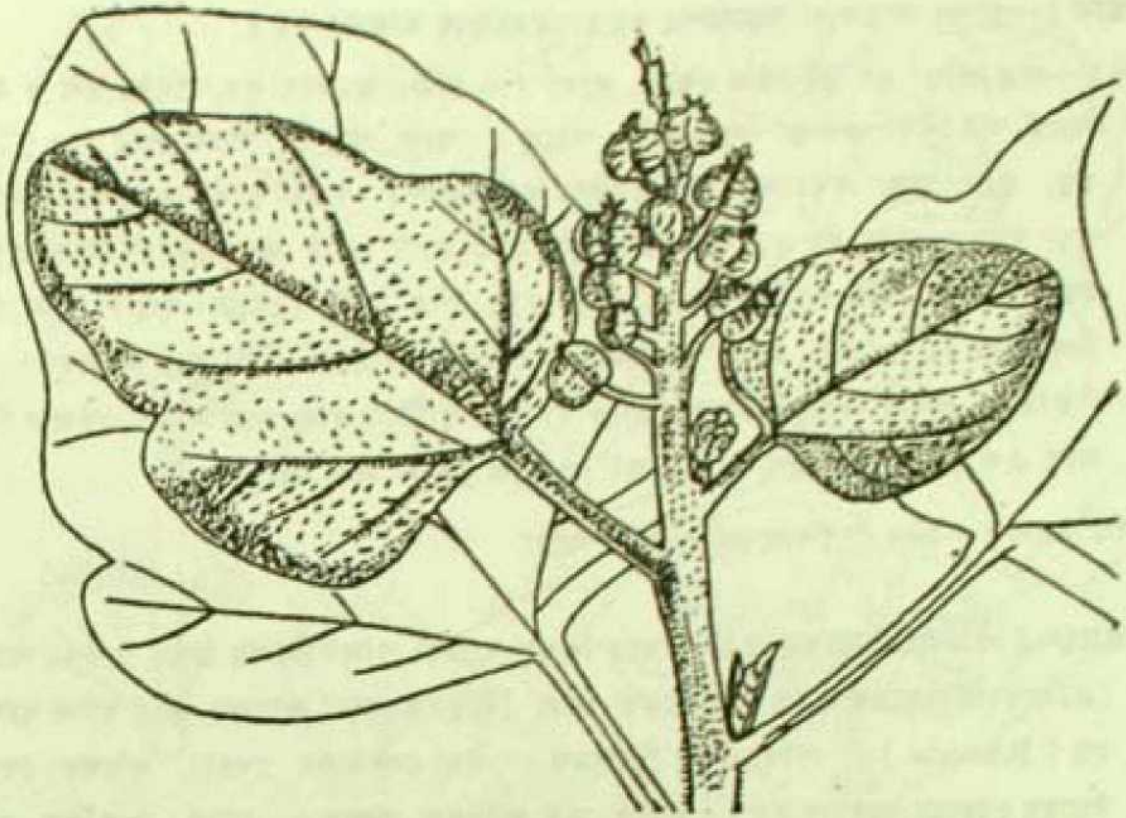
523. Chrozophoraplicte A. Juss. (সূর্য্যাবর্ত্তকরা)

Genus—EUPHORBIA Linn.

524. Euphorbia antiquorum Linn. (বাজবারণ)

ভাষানুসারী নাম :—বজ্রকণ্টক—সংস্কৃত ; বাজবারণ, তেশিরেমনসা, তেকাঁটাশির নেড়াশীজ—বাংলা ; ত্রিধারা, থোহর—হিন্দী ; ত্রিধারা—মহারাষ্ট্র ; নিবডিঙ্—বোম্বে ; তিরিকাল্লী—তামিল ; বনতাকেমেড্—তেলেগু ; চন্দুরা কালি—মালয় ; এত কেক—সাঁওতাল্।

স্নুহী চান্যা ত্রিধারা স্যাত্তিস্রো ধারাশ্চ যত্র সা।
স্নুহী চোষ্ণা পিত্তদাহ-কুষ্ঠবাতপ্রমেহনুৎ।
ক্ষীরং বাতাবিষাধষ্মান গুল্মোদর হরং পরম।
পুর্ব্বোক্তগুণবত্ত্যেষা বিশেষাদ্রসসিদ্ধিদা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়ঃ—স্নুহী—ত্রিধারা, ত্রিপ্রধারা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—স্নুহী—উষ্ণবীর্য, পিত্ত-দাহ, কুষ্ঠ, বাত ও প্রমেহ নাশক। স্নুহী ক্ষীর—বায়ু, বাত, বিষদোষ, পেটফাঁপা, গুল্ম, উদররোগ নাশক। ত্রিধারা স্নুহীর গুণ পূর্ববৎ বিশেষতঃ রসদায়ক।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা :—গাছ প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ হয়। শাখা ৫।৬ ইঞ্চি, ত্রিকোণাকার, সবুজ, স্থূল ও নরম, পার্শ্বে ৩টি শিরা ও শক্ত কাল কাঁটা আছে। কাণ্ড শক্ত। কখন কখন ২।৩ ফুট উচ্চ হয়, ছাল পুরু, খসখসে। ঢেউখেলান ও ধূসরবর্ণ। গাছে দুধের ন্যায় আঠা আছে। সব গাছের পাতা হয় না। কখন কখন নরম ছোট ছোট কতকটা গোলাকার পাতা হয়। তাহা শীঘ্র পড়িয়া যায়। পাতার শির নাই, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। প্রায় ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ কিম্বা গাঢ় লালবর্ণ। ফল ½ ইঞ্চি। প্রবাদ আছে এই গাছ ছাদে রাখিলে বাড়ীতে বাজ পড়ে না। এইজন্য ইহার আর এক নাম বাজবারণ। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, শিকড়ের ছাল ও আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় বাটিয়া বালকদিগের পেটে লেপন করিলে ক্রিমিরোগ নিরাময় হয়। শিকড়ের ছাল বিরেচক এবং কাণ্ডের কাথ বাতে ব্যবহৃত হয় (Rheede)। শাখার রস বিরেচক। ইহা কোমরের বেদনা, বাতের বেদনা, দাঁতের বেদনায় ব্যবহৃত হয়। ইহার রস অতিশয় ভেদক। শোথ, স্নায়বিক রোগ ও বধিরতায় প্রয়োগ হয় (Badm Powell)। নিঘণ্টুমতে ইহা ভেদক, হৃদ্যকারক ও তিক্ত এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা, শোথ, বাত, প্লীহা, কুষ্ঠ এবং কামলারোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার দুধের ন্যায় আঠা ছোলার ছাতুর সহিত ভাজিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গণোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার অপরাপর গুণ মনসাসিজের ন্যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—বিরেচক, অগ্নিদীপক, উগ্রগন্ধযুক্ত।

মূলের ছাল—বিরেচক।

কাণ্ডের কাথ—বাতে উপকারী।

গাছের রস—বিরেচক, জ্বালাকারক, বাত, দাঁতে যন্ত্রনা, স্নায়বিক রোগ, শোথ, অঙ্গকম্পন, বধিরতা, ঘায়ের পোকা মারা, চর্মের যন্ত্রনায় বিশেষতঃ চর্মের উপরে অর্ব্বুদের উপর বিশেষ কাজ করে।

Fig.—Wight. Ic., t. 897 ; Rheede, Hort, Mal., ii, t. 42 ; Kirtikar & Basu Ind Med. Pl., t. 851.

Ref.—F.B.I., v, 255 ; Roxb.. F.I.. ii, 468 ; B.P.. ii, 923 ; Dymock, iii, 253 ; Prain, ii, 271.
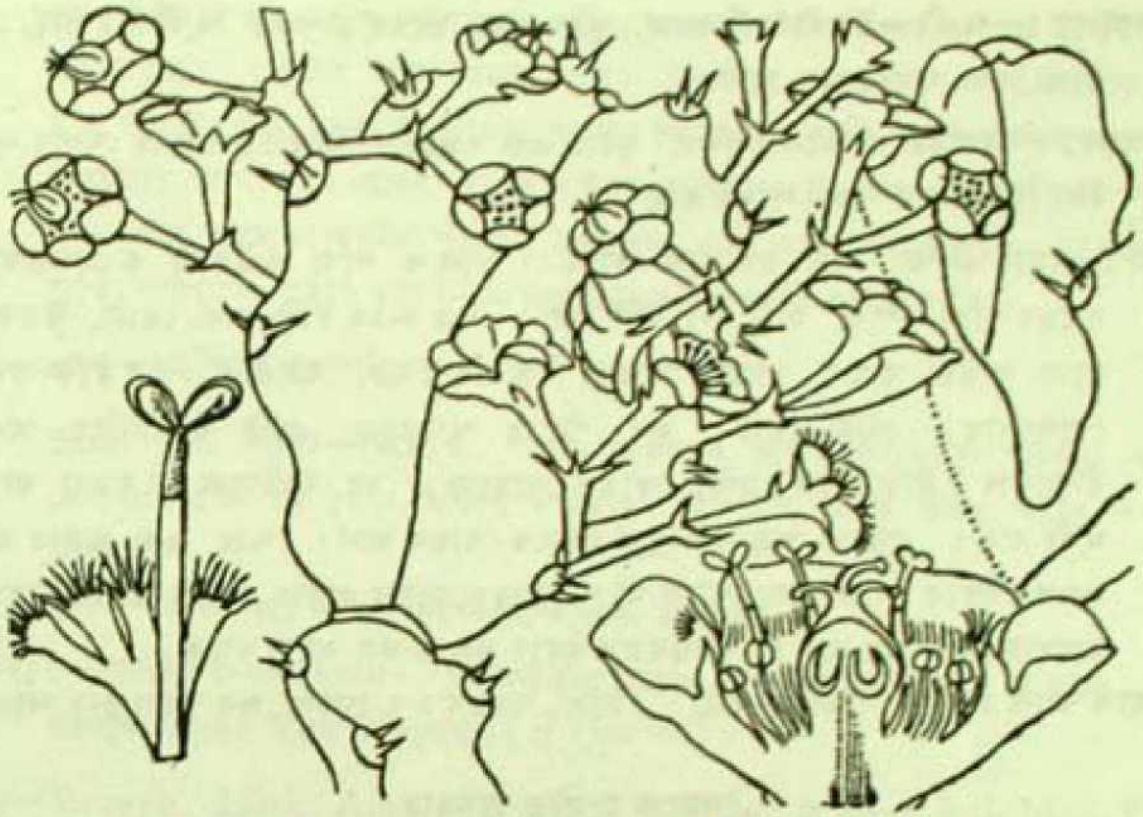
524. Euphorbia antiquorum Linn. (বাজবরণ)

525. E. nerifolia Linn. (মনসাসিজ)

ভাষানুসারী নাম :—স্নুহি—সংস্কৃত ; মনসা—বাংলা ; সিজ—হিন্দী ; সেহুন্ড—বাৰ্ম্বা, ইলাইকাল্লি—তামিল , অকুজেমুড়ু—তেলেগু ; গান্সিগু—পাঞ্জাব ।

স্নুহী সুধা মহাবৃক্ষঃ ক্ষীরী নিস্ত্রিংশপত্রিকা ।
শাখাকণ্ঠশ্চ গুণ্ডাখ্যঃ সেহুণ্ডো বজ্র কন্টকঃ ॥
বহুশাখো বজ্রবৃক্ষো বাতারিঃ ক্ষীর কাণ্ডকঃ ।
ভদ্রো ব্যাঘ্রনখৈশ্চব নেত্রারির্দণ্ডবৃক্ষকঃ ।
সমন্তদুগ্ধো গণ্ডীরো জ্ঞেয়ঃ স্নুক্চেতি বিংশতি ॥
স্নুহো চোষ্ণা পিত্তদাহ কুষ্ঠবাতপ্রমেহনুৎ ।
ক্ষীরং বাতবিষাধ্মান গুল্মোদরহরং পরম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাল্মল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—স্নুহী, সুধা, মহাবৃক্ষ, ক্ষীরী নিস্ত্রিংশপত্রিকা, শাখাকণ্ঠ, গুণ্ডাখ্য, সেহুণ্ড, বজ্রকণ্টক, বহুশাখা, বজ্রবৃক্ষ, বাতারি, ক্ষীরকাণ্ডক, ভদ্র, ব্যাঘ্রনখ, নেত্রারি, দণ্ডবৃক্ষক ; সমন্তদুগ্ধ, গণ্ডীর ও স্নুক্—এই কুড়িটি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—স্নুহী—উষ্ণবীর্য, পিত্তদাহ, কুষ্ঠ, বাত, প্রমেহ নাশক। স্নুহীক্ষীর বায়ু, ৫ পেট-ফাঁপা, গুল্ম, উদরীরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের বহুস্থানে, সিকিম, ভুটান এবং বঙ্গদেশে সচরাচর বেড়ায় রোপণ করে। ইহা হিন্দুদিগের একটি পবিত্র গাছ।

বর্ণনা :—ছোট সোজা গাছ সূক্ষ্মলোম আছে। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকময় ও গোলাকার। গাছের শাখা প্রসার, কাঁটা ঃ-ঃ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, মোটা, শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার গোড়ার দিক্ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ ১-১ঃ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার। বোঁটা ছোট। ফুল পীতের আভাযুক্ত, ছোট ও বোঁটায় অবদ্ধ। বীজকোষ ঃ ইঞ্চি, বীজ চেপ্টা, কোমল লোমযুক্ত। বহু কাঁটাযুক্ত বড় মনসা গাছকে স্নুহী বলে। সূতীক্ষ্ণ অল্প কণ্টকযুক্ত গাছকে সোহস্ত বলে। আর এক প্রকার মনসা আছে, উহার পাতা প্রায় থাকে না। আরও কয়েক প্রকার মনসা আছে তাহাদের ব্যবহার বৈদ্যশাস্ত্রে নাই। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, পাতা ও আঠা ; মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা, শুষ্ক আঠা ঃ-১ আনা।

বৈদ্যকে স্নুহীর ব্যবহার।

চরক :—(১) **অগ্র্যপ্রগ্রন্থে** স্নুহীক্ষীর—তীক্ষ্ণ বিরেচক দ্রব্যের জন্য মনসার আঠা শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **বাতগুল্মে** রেচনার্থ স্নুহীক্ষীর—মনসার আঠায় তেউড়ীচূর্ণ ভাবিত করিয়া মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয় (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **উদর-রোগে** শাকার্থ মনসাপাতা—গাঢ়পুরীষ উদররোগীকে শাকরূপে মনসাপাতা ভোজন করাইবে। ইহা প্রথমে সেবন করিয়া পরে ভোজন করা উচিত (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **জলোদরে** স্নুহীক্ষীর—আতপ চাউল মনসার আঠায় ভাবনা দিয়া তদ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে উদর রোগ বিনষ্ট হয় (উদর রোগ চিঃ)। (২) **দন্তক্রিমিতে** স্নুহীমূল—মনসার মূল চর্ব্বন করিয়া দন্তমূলে ধারণ করিলে দন্তগত ক্রিমি পতিত হয় (দন্তরোগ চিঃ)। (৩) **কর্ণশূলে** স্নুহীপত্র রস—মনসাপাতা আকন্দ পত্রে বেষ্টিত করিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিবে। এই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণ কট কটানি আরাম হয় (কর্ণ রোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথিত আছে, ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক। পাতার রস হাঁপানির টান আরাম করে। হিন্দু বৈদ্যমতে ইহার শ্বেতবর্ণ আঠা বিরেচক। হরীতকী, পিপুল ত্রিবৃৎমূল ইহার সহিত মিশাইয়া শোথ এবং বাতে প্রয়োগ করে। ইহার মূল বাটিয়া চক্ষে দিলে চোখ উঠা আরাম হয় (Watt)। ইহার রস শোথ, অবিরাম জ্বর আরাম করে। মাত্রা ২০ গ্রেণ। নিমতৈলের সহিত বাহ্য প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয় (Met. Med, Ind., ii, 97)। মনসার রস লাগাইলে ঘায়ের পোকা মরিয়া যায়, কানে দিলে কান বেদনা আরাম

হয়। ইহার রস মধু ও সোহাগার সহিত অল্প মাত্রায় সেবন করিলে বুকের সর্দি উঠিয়া যায়। হলুদের গুঁড়া মনসা আঠায় মিশাইয়া অর্শে দিলে, অর্শ আরাম হয়। দারু হরিদ্রার গুড়া মনসা ও আকন্দ আঠায় ভিজাইয়া, বাতি প্রস্তুত করতঃ ভগন্দরে ও অপরাপর শোষ ঘায়ে প্রবেশ করাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। দুই তিন বৎসরের মনসা গাছ অস্ত্রধারা কাটিয়া শীতের শেষভাগে আঠা গ্রহণ করিতে হয়। মনসা আঠা অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত নতুবা নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

দুগ্ধের ন্যায় আঠা—বিরেচক, বাহ্যত ব্যবহারে চর্ম্মের রক্তবর্ণতা আনয়ন করে। শ্লেষ্মানিঃসারক, যে কোন প্রকার চর্ম্মরোগ বিশেষতঃ চর্ম্মের উপর কঠিন অর্ব্বুদে উপকারী।

মূল—কাঁকড়াবিছা ও সর্প বিষের প্রতিষেধক, মৎস্যবিষ।

মন্তব্য :—সুশ্রুত :—সংশোধন সংশমনীয়াধ্যায়োক্ত অধোভাগহরবর্গে স্নকমূল এবং মহাবৃক্ষ ক্ষীরের উল্লেখ করিয়াছেন (সূ : ৩৯ অ:)।

Fig—Rumph. Herb. Amb., iv, t. 40 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 849.

Ref.—F.B.I., v,. 255 ; Roxb ; F. I.. ii, 465 ; B.P., ii, 923 ; Dymock, iii, 253 ; Wall., III, Pt. 2, 297 ; Prain, H.H., 272.
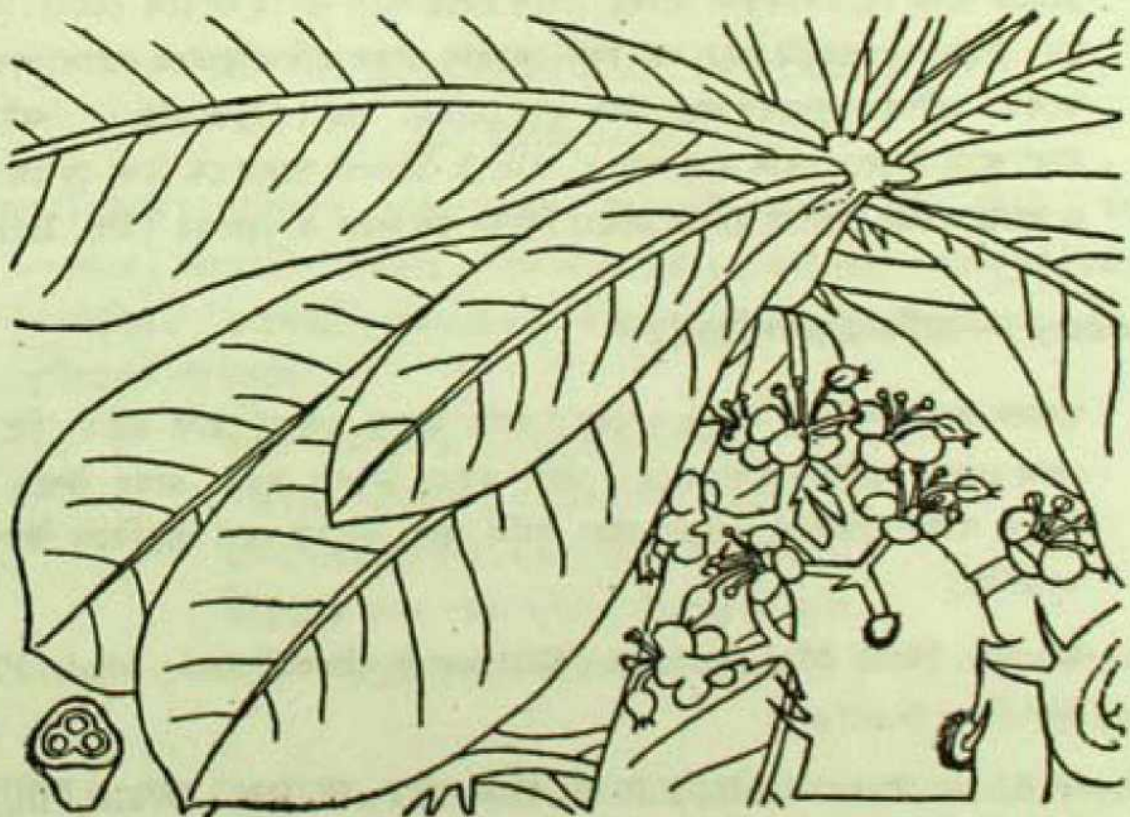
525. Euphorbia neriifolia Linn. (মনসাসিজ)

526. E. tirucalli Linn. (জটালম্বা)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিকণ্টক, গাণ্ডারী—সংস্কৃত ; লঙ্কাসীজ, জটালম্বা—বাংলা ; কোণপল, সেহুন্দ—হিন্দি ; সেরা—বোম্বে ; তিরুকাল্লী, কাল্লী—তামিল ; জেমুড়ু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—সিন্ধুদেশ, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কন, গুজরাট ও বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বর্ণনা :—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা প্রায়ই বেড়ায় ব্যবহৃত হয়। গাছ ১৫-২০ ফুট উচ্চ হয়, নরম, মসৃণ, উজ্জ্বল ও সবুজবর্ণ শাখা প্রশাখা হয়। সরু পাতা গাছের অগ্রভাগে থাকে, কিন্তু গাছ বড় হইলে পাতা পড়িয়া যায়। ডাল শক্ত, পুরাতন গাছের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত কাষ্ঠ হইতে বেশ বারুদের কয়লা হয়। গাছের গুঁড়ির ব্যাস ৮-১০ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ ও গোলাকার। পত্র নরম, ½ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিনভাগে বিভক্ত। ফল চেপ্টা, বীজ গোলাকার ও মসৃণ। ফাগুন-চৈত্র মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা ও ছাল। মাত্রা, আঠা ১-৩ ফোঁটা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—রস বিরেচক। বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন—ইহার শিকড়ের কাথ পেটের বেদনায় ব্যবহৃত হয় এবং দুধের ন্যায় আঠা মাখনের সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। Dr. Rumphius বলেন যে, কোনস্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার আঠা প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ হয় ; ইহার ১-৪ ফোঁটা আঠা গুড় কিম্বা ছোলার ছাতুর সহিত খাইলে জোলাপের কাজ করে। জটালম্বা পুকুরের জলে দিলে মাছ মরিয়া যায় (Dymock)। জটালম্বার সাদা আঠা উপদংশ রোগ নাশ করে। Dr. J. Shortt বলেন যে, উক্ত রোগে প্রাতে ও রাত্রে ৫ গ্রেণ হিসাবে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন (Ph. Ind.)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

দুগ্ধবৎ রস—পিচ্ছিল, বাহ্যিক ব্যবহারে চর্মের উপরে রক্তবর্ণ দাগ হয়। বিরেচক। কোন প্রকার যন্ত্রণায় ব্যবহারে বেশী যন্ত্রণা হইয়া উপশম হয়। চর্মের উপরে কঠিন অর্বুদ, বাত, সন্ধিবাত, দাঁতের যন্ত্রণা, কাসি, শ্বাস, কানের যন্ত্রণা প্রভৃতিতে উপকারী। মৎস্যবিষ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 44 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 849 B.

Ref.—F.B.I., v. 254 ; Roxb., F.I., ii, 470 ; B.P., ii, 924 ; Wall., iii, Pt., 2, 301 ; Prain, H. H., 272.
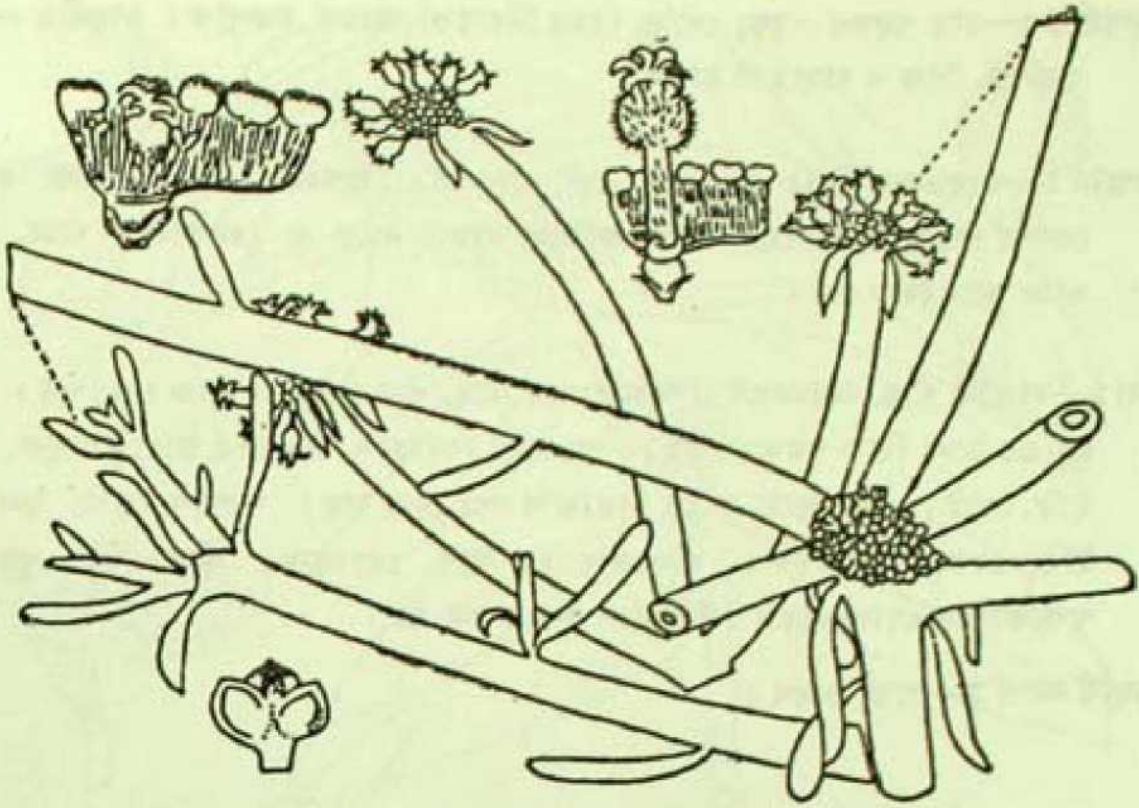
526. Euphorbia tirucalli Linn. (কাটাসিজ)

527. E. piluliferca Linn. (বড় কেরুই)
E. hirta Linn.

ভাষানুসারী নাম :—পুষিতোয়া, চার—সংস্কৃত ; বড়কেরুই—বাংলা ; দুধি—হিন্দী ; নায়েটি—বোম্বে ; চারোলী—মহারাষ্ট্র ; চিরোনী—পাঞ্জাব ; কাটমরা, আমাম্‌পট্ট-চৈআরসি—তামিল ; চারোলী—গুজরাট ; সাক্সপূ—তেলেগু ; হবুস্‌সমানা—আরব ; পুষিতোয়—সাঁওতাল।

চারঃ খদ্রুঃ খরস্কন্ধো ললনশ্চারকস্তথা।
বহুবল্কঃ প্রিয়ালশ্চ নবক্রস্তাপসপ্রিয়ঃ ॥
স্নেহবীজশ্চোপবটো ভক্ষবীজঃ করেন্দুধা ॥
চারস্য চ ফলং পক্বং বৃষ্যং গৌল্যাম্লকং গুরু।
তদ্বীজং মধুরং বৃষ্যং পিত্তদাহার্ত্তিনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চার, খদ্রু, খরস্কন্ধ, ললন, চারক, বহুবল্ক, প্রিয়াল, নবক্র, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, ভক্ষবীজ ও করেন্দুধা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—চার পকফল—বৃষ্য, গৌল্য, (বমন নিবারক) অম্লরস গুরুপাক। চারবীজ—মধুর রস, বৃষ্য, পিত্ত ও দাহরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষে, উষ্ণপ্রধান দেশে এবং বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় শস্যক্ষেত্রে, বাগানে, পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে ও রেলরাস্তার ধারে, প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, খাড়াভাবে ও অবনতভাবে জন্মে, শক্ত লোমযুক্ত কাণ্ড ১-২ ফুট। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মভাবে হয়। পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, ১-২ ইঞ্চি, ছোট। বৃন্ত ছোট, পত্রের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ছোট, ফুল $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। বীজকোষ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, সূক্ষ্মকোণী ও গোলাকার। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা ও রস।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথিত আছে ইহার হাঁপানি ও বক্ষপ্রদাহ আরাম করিবার শক্তি আছে। বড়কেরই ও ছোটকেরই, উভয় প্রকার কেরই রক্ত আমাশয় ও পেট বেদনায় ব্যবহৃত হয়। বড় কেরই বালকদের ক্রিমি, পেটের দোষ ও সর্দিতে বিশেষ হিতকর। কখন কখন ইহা গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয় (S. Arjun)। সাঁওতালেরা ইহার শিকড় বমন নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। প্রসূতিদের স্তন্যদুগ্ধ কমিয়া গেলে ইহা ব্যবহার করিলে তাহাদের স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—শিশুদের ক্রিমি রোগে, পেটের গণ্ডগোলে এবং কাসিতে উপকারী।

গাছের রস :—আমাশয়ে এবং শূল বেদনায় উপকারী।

গাছের কাথ :—শ্বাসনলীর যন্ত্রণায় ও শ্বাসে উপকারী।

Fig.—Burm, Thes. Zeyl., t. 104 & 105, Fig. I; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 846A.

Ref.—F.B.I., v. 250; Roxb., F.I., ii, 472; B.L., ii, 925: Prain, H. H. 272; Dalz & Gibs., Bomb. Fl. 227.
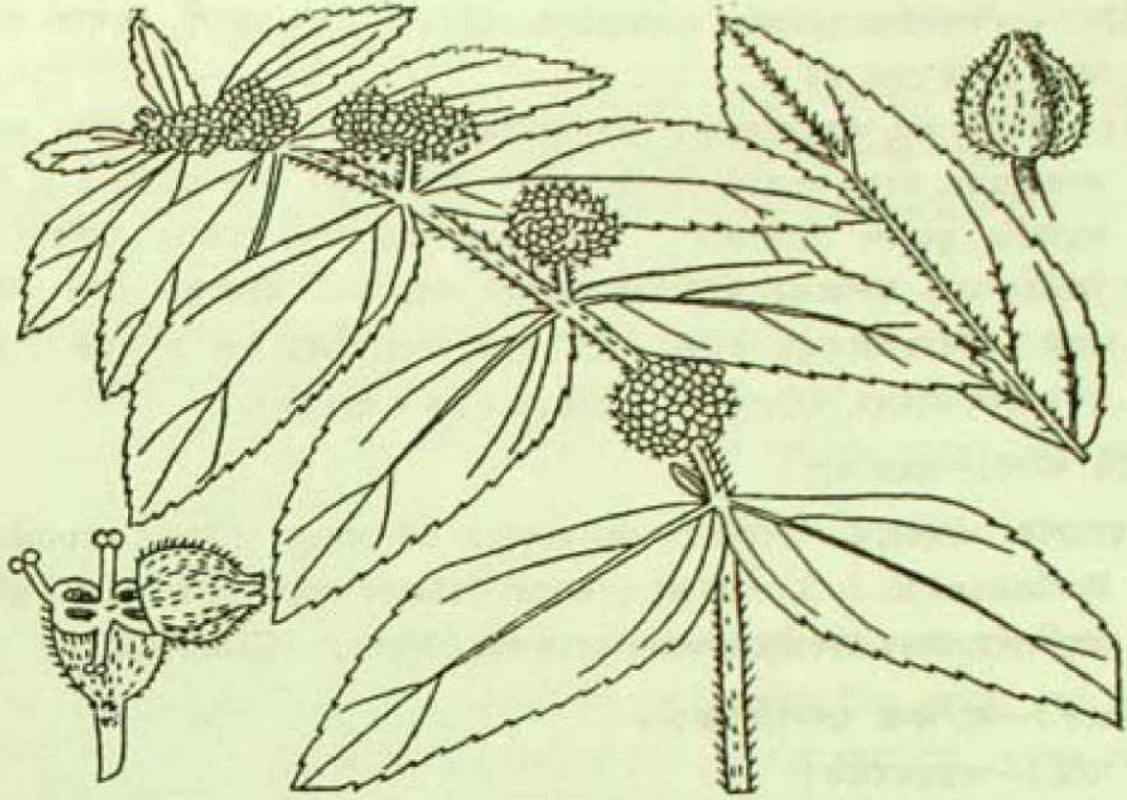
527. Euphorbia pilulifera Linn. (বড় কেরুই)

528. E. microphylla Heyne (ছোটকেরুই)

E. bomlaiensis Sant

ভাষানুসারী নাম :—রাজাদন—সংস্কৃত ; ছোট কেরুই, খিরুই—বাংলা ; ক্ষীরী—হিন্দী ; রায়ণী—মহারাষ্ট্র ; রেবণে—কর্ণাট ; সাবিলে—তেলেগু ; পল্ল—তামিল ; কের্ণী—বোম্বে।

রাজাদনো রাজফলঃ ক্ষীরবৃক্ষো নৃপক্রমঃ।
নিম্ববীজো মধুফলঃ কপীষ্টো মাধবোদ্ভবঃ॥
ক্ষীরী গুচ্ছফলঃ প্রোক্তঃ শুকেষ্টো রাজবল্লভঃ।
শ্রীফলোঽথ দৃঢ়স্কন্ধঃ ক্ষীরশুক্লস্ত্রিপঞ্চধা॥
রাজাদনী তু মধুরা পিত্তহৃদ্গুরুতর্পণী।
বৃষ্যা স্থৌল্যকরী হৃদ্যা সুস্নিগ্ধা মেহনাশকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—রাজাদন, রাজফল, ক্ষীরবৃক্ষ, নৃপক্রম, নিম্ববীজ, মধুফল, কপীষ্ট, মাধবোদ্ভব, ক্ষীরী, গুচ্ছফল, শুকেষ্ট, রাজবল্লভ, শ্রীফল, দৃঢ়স্কন্ধ ও ক্ষীরশুক্ল—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—রাজাদনী—মধুর রস, পিত্তনাশক, গুরুপাক, তর্পণী, বৃষ্য, স্থৌল্যকারক। হৃদ্য, সুস্নিগ্ধ এবং মেহনাশক।

জন্মস্থান :—দক্ষিণভারত, বুন্দেলখণ্ড ও বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী জেলার পশ্চিম ভাগে প্রায়ই দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ইহা মাটিতে গড়াইয়া কিম্বা বিস্তৃত হইয়া জন্মে। কাণ্ড পত্রময়, নরম, বহুশাখা বিশিষ্ট, ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ছোট, ⅙-⅓ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার। কোন কোন পত্রে দাঁত থাকে। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ত্রিকোণাকার, পুষ্পদণ্ডের কচিপাতা তরবারি আকৃতি। বীজকোষ ছোট বোঁটায় থাকে। ইহার ব্যাস ১/১৬ ইঞ্চি। ফলে ছাল আছে, উহা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ মসৃণ, ঈষৎ নীলবর্ণ, আঠাযুক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছোটনাগপুরে এই গাছের সহিত Cryptolepis Buchanani R. & S. করন্ট বা সাঁওতালী উতরিদ্বি গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতিদের স্তনদুগ্ধ বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—স্তন্যদুগ্ধবর্দ্ধক।

Fig.—Journ. Coll. Science, Tokyo, xx, Art 3, t. 5; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 848B.

Ref.—F.B.I., v. 252; Roxb., F.I., ii, 473; B.P., ii, 925; Prain, H. H., 273.

528. Euphorbia microphylla Heyne. (ছোটকেরই)

529. E. thymifolia Burm. (শ্বেত কেরুই)

ভাষানুসারী নাম :—লঘুদুদ্ধিকা—সংস্কৃত ; শ্বেতকেরুই, দুধিয়া—বাংলা ; ছোটিদুধি—হিন্দি ; নায়েত্তি—বোম্বে ; শিত্রপালাদি—তামিল ; রেড্ডিভারি-মাদুবালা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে সাধারণতঃ মাঠের ধারে, বাগানে ও রাস্তার কিনারায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—কোমল লোমযুক্ত, বহু শাখাবিশিষ্ট বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। পত্রের কিনারায় সূক্ষ্ম দাঁত আছে, ⅓ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার, কাণ্ডে যুগ্ম পত্র হয়। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র ও সরল। স্ত্রীকেশর ছোট, বীজকোষ কোমল লোমযুক্ত। বীজ কোঁকড়ান। গাছ দেখিতে তাম্রবর্ণ, পুষ্প বৎসরের সকল সময়েই থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্‌।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস কিম্বা গাছের গুঁড়া দষ্টস্থানে মত্তের সহিত লাগাইলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট করে এবং দুধের সহিত ইহা খাইলে ভেদ ও বমন হইয়া সর্পবিষ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার গণোরিয়া রোগের স্রাব নষ্ট করিবার শক্তি আছে। পত্র ও বীজ শুষ্ক অবস্থায় সৌগন্ধযুক্ত ও কামোদ্দীপক। তামিলনাড়ুর ডাক্তারেরা ইহা বালকদের ক্রিমিরোগে প্রয়োগ করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ খালিপেটে ছানার জলের সহিত ইহার গুঁড়া দিবাভাগে সেবন করান।

ইহার পত্র যত্নে শুষ্ক করিলে চায়ের মত হয় (Met. Med. Ind., ii, 75)। Dr. Irvine বলেন, ইহা উত্তেজক ও বিরেচক। ইহার পত্র কঙ্কন দেশে বড় ক্রিমি নাশে ব্যবহৃত হয়। Dr. O' Shaughnessy বলেন, ইহা অতিশয় ভেদক। সাঁওতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকের বাধক বেদনায় প্রদান করে (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক পাতা ও বীজ :—সুগন্ধি, সঙ্কোচক, উত্তেজক, বিরেচক, বালকদের পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

গাছের রস :—ফিতা ক্রিমিতে উপকারী। সর্প দংশনে এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

মূল :—বাধক বেদনায় উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., x, t, 33 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 847.

Ref.—F.B.I., v. 252 ; Roxb., F.I., ii, 473 ; B.P., ii, 925 ; Prain, H. H., 272.
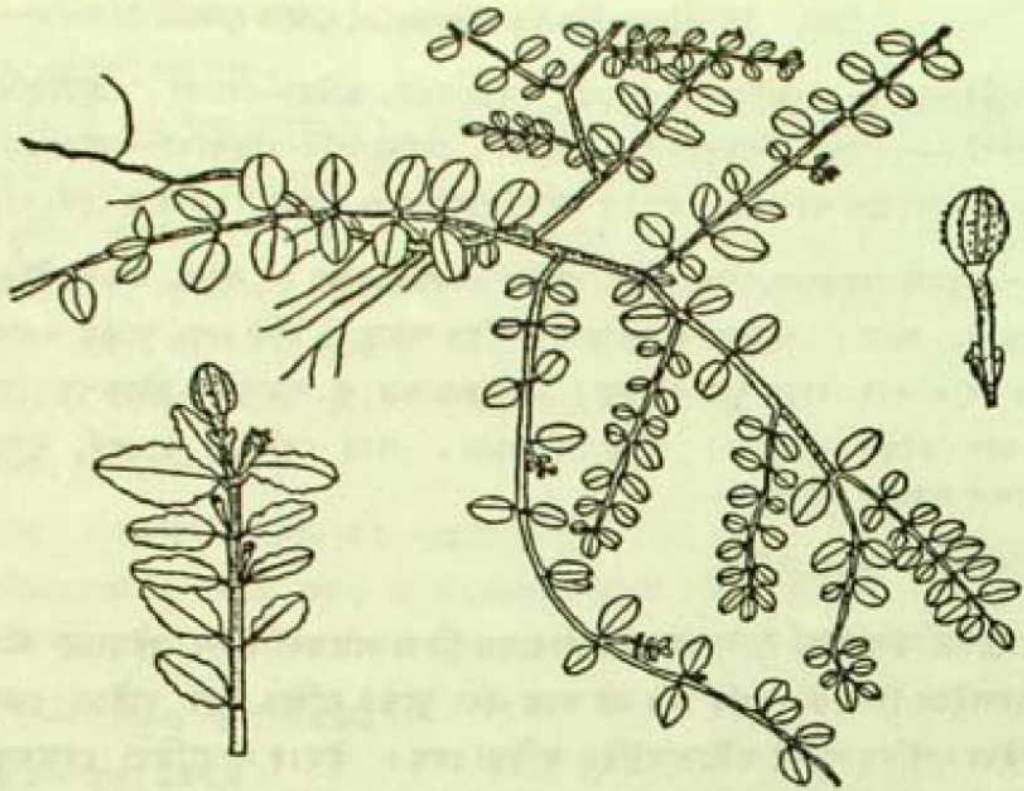
529. Euphorbia thymifolia Burm. (শ্বেত কেরুই)

Genus—JATROPHA Linn.

530. J. curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)

ভাষানুসারী নাম :—মহৈরণ্ড, স্থূল, কাননএরণ্ড—সংস্কৃত ; বাগভেরেন্দা—বাংলা ; বাগভেরেন্দা, এরণ্ডু—হিন্দি ; মোগালিএরাণ্ডা—বোম্বে ; কট্টাভানাক্কু—মালয় ; কাট্-আমানাক্কু—তামিল ; কাটিয়ামুদামু, নেপালাম্—তেলেগু ; থোরএরণ্ড—মহারাষ্ট্র।

স্থূলৈরণ্ডো মহৈরণ্ডো মহাপঞ্চাঙ্গুলাদিকঃ।
স্থূলৈরণ্ডো গুণাঢ্যঃ স্যাদ্রসবীর্য্যবিপক্তিষু।
রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—স্থূলএরণ্ড, মহাএরণ্ড, মহাপঞ্চাঙ্গুলাদিক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—স্থূলএরণ্ড- রস, বীর্য্য এবং বিপাকে অন্য প্রকার এরণ্ডের তুলনায় অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান :—ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে। বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

বর্ণনা :—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। কাণ্ড ৫-৬ ফুট, বহু শাখা প্রশাখা হয়। নূতন ডাল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, আঠা সাবানের ন্যায়, জল দিয়া রগ্‌ড়াইলে ফেনা হয়। ডাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, উজ্জ্বল, গাছ একটু বড় হইলে পাতলা কাগজের ন্যায় ছাল উঠে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ও নরম শোলার ন্যায়। পত্র ৩ হইতে ৫ ভাগে অগভীর ভাবে খণ্ডিত। বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা ; বোঁটা ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতবর্ণ কিম্বা পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংকেশর ১০টি, দুই থাকে জন্মে। স্ত্রীকেশরের মস্তক পীতবর্ণ কিম্বা শুষ্ক হইলে ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ফল গোলাকার, ঈষৎ লম্বা, সবুজবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বীজে তৈল আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। কাষ্ঠ হইতে বারুদের মসলা হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, শিকড়ের ছাল।

মূলপ্রস্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের তৈল বিরেচক এবং বমন কারক। ইহা পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় (Gamble)। ইহার পাতলা তৈল পুরাতন বাতের পক্ষে হিতকর। ইহার পাতার কাথ স্তনে দিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায় (Pharm. Ind.)। গোয়া দেশে ইহার শিকড়ের ছাল বাতে প্রলেপ দেয়। ইহার আঠা হিংএর সহিত এবং ছানার জলের সহিত ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় আরোগ্য হয় (Dymock)।

ইহার পাতা ও রেড়ি গাছের পাতায় দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেরেণ্ডা আঠা খোস, পাঁচড়া ও চুলকানিতে এবং কাউর ঘায়ে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

Fig.—Jacq. Hort. Vind., iii, t. 63 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 867 B.

Ref.—F. B. I., v, 383 ; Roxb., F. I., iii, 686 ; B. P., ii, 941 ; Dymock, iii, 274 ; Prain, H. H., 275.
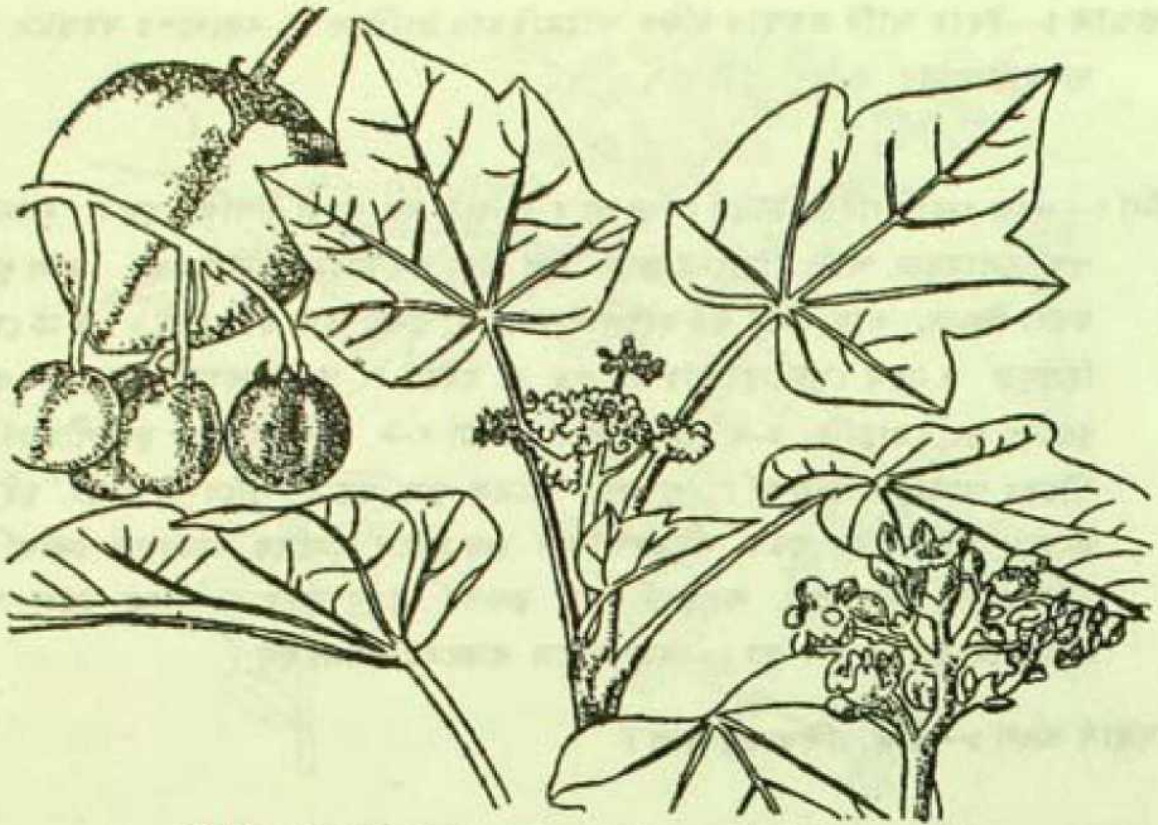
530. Jatropha curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)

531. J. gossypifolia Linn. (লালভেরেণ্ডা)

ভাষানুসারী নাম :—হস্তিকর্ণ, নিকুম্ব—সংস্কৃত ; লালভেরেণ্ডা—বাংলা ; কাংরিটুক কাহাংদু—কাণপুর ; কাট্টামানাক্কু, আদালয়—তামিল ; নেলাক্রসিদা, নেপালেমু—তেলেগু।

রক্তৈরণ্ডোঽপরো ব্যাঘ্রো হস্তিকর্ণো রুবুস্তথা।
উরুবুকো নাগকর্ণশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ ॥
করপর্ণো যাচনকঃ স্নিগ্ধো ব্যাঘ্রদলস্তথা।
তত্করশ্চিত্রবীজশ্চ হ্রস্বৈরণ্ডস্ত্রিপঞ্চধা ॥
রক্তৈরণ্ডঃ শ্বয়থুপচনঃ বাস্তিরক্তার্ত্তিপাণ্ডু-
ভ্রান্তিশ্বাস-জ্বরকফহরোঽরোচকঘ্নো লঘুশ্চ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—রক্তএরণ্ড, ব্যাঘ্র, হস্তিকর্ণ, রুবু, উরুবুক, নাগকর্ণ, চঞ্চুর, উত্তানপত্রক, করপর্ণ, যাচনক, স্নিগ্ধ, ব্যাঘ্রদল, তত্কর, চিত্রবীজ, হ্রস্বএরণ্ড—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—রক্তএরণ্ড—শ্বয়থু, পাচক, পিপাসানাশক, রক্তআমাশয়, পাণ্ডু, ভ্রান্তি, শ্বাস, জ্বর, এবং কফনাশক, রুচিকর এবং লঘুপাক।

জন্মস্থান :—ইহার আদিম জন্মস্থান আমেরিকা, বঙ্গদেশের জঙ্গলে, রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় জন্মে। ইহার রস পীতের আভাযুক্ত। কাণ্ড ছোট ও শক্ত, পত্র ৬-৪ ইঞ্চি, ইহাতে ৩/৫টি অগভীর খণ্ড আছে। বিভাগগুলি ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, বোঁটা ২/৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ (Hodder)। কিন্তু Dr. Dyomck বলেন ফিকে লালবর্ণ। পুংপুষ্প সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, পুষ্পনল ছোট, পুংকেশর ৮টি। স্ত্রীপুষ্পের বহির্ব্বাস গোড়ায় ৫ অংশে বিভক্ত। গর্ভাশয় সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল মসৃণ, গায়ে খাঁজ আছে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি. প্রায় ৩ ভাগে বিভক্ত। বীজের আকৃতি মসৃণ, লম্বাকৃতি, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ (Brandis and Gamble)। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজের তৈল উত্তেজক। ইহা বাতে ও পক্ষাঘাতে ব্যবহৃত হয়। তৈল বিরেচক, ইহা ক্ষতশোথ, ক্ষত, অতিশয় আঘাত জনিত বেদনা ও ক্রিমিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড় জলের সহিত বাটিয়া বালকদিগকে দিলে তাহাদের উদর বিবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহা অতিশয় ভেদক এবং গলায় ম্যাও ফোলা আরাম করে। ইহার রস চক্ষে দিলে চক্ষের ঝাপ্সা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—ফোড়া, কার্ব্বাঙ্কল, বিবর্চ্চিকা ও চুলকানিতে উপকারী।

ছালের কাথ :—বিরেচক।

বীজ :—উন্মাদকারক, বমনকারক।

বীজ ও পত্র—বিরেচক।

Fig—Bot. Reg., t. 746 ; Jacq. Ic., t. 633 ; Kirtikar & Basu Ind. Med. Pl., t.

Ref :—F. B. I., v, 383 ; B. P., ii, 941 ; Prain, H. H., 275 ; Dymock, Cook. Fl. Bombay, ii, 597.

531. Jatropha gossypifolia Linn. (লালভেরেণ্ডা)

Genus—RICINUS Linn.

532. R. communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

ভাষানুসারী নাম :—এরণ্ড—সংস্কৃত ; গাবভেরেণ্ডা, রেড়ি—বাংলা। রণ্ড—হিন্দি ; এরণ্ডি—বোম্বে ; এরি—আসাম ; মান্দা—কানপুর ; এরণ্ডম্—মালয় ; আমনাক্কু; আন আনাককাম চেদী—তামিল ; এরণ্ডম্, আমুতাপুচেট্টু—তেলেগু।

> শ্বেতৈরণ্ডঃ সিতৈরণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্বহস্তকঃ।
> আমণ্ডস্তরুণঃ শুক্লো বাতারির্দীর্ঘদণ্ডকঃ।
> পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো রুবুকো দ্বাদশাহ্বয়ঃ ॥
> শ্বেতৈরণ্ডঃ সকটুকরসতিক্ত উষ্ণঃ কফার্ত্তি-
> ধ্বংসং ধত্তে জ্বরহরমরুৎকাসহারী রসার্হঃ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শ্বেতএরণ্ড, সিতএরণ্ড, চিত্র, গন্ধর্বহস্তক, আমণ্ড, তরুণ, শুক্ল, বাতারি, দীর্ঘদণ্ডক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান এবং রুবুক—এই বারটী নাম।

গুণপর্যায় :—শ্বেতএরণ্ড—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফদোষনাশক, জ্বর, ও বায়ুনাশক, এবং উৎকাসি নাশক এবং রসের শমতাকারক।

জন্মস্থান :—ভারতের বহুস্থানে চাষ হয়। বঙ্গদেশে চাষ হয় এবং পতিত জমিতে এবং রেল রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। ৫-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্র সবুজ কিম্বা লালের আভাযুক্ত, ১-২ ফুট। পত্র করতলাকৃতি হস্তাঙ্গুলিবৎ। পত্রের বিভাগগুলি লম্বা ও গোলাকার, অগ্রভাগ সরু। পত্রের বোঁটা ফাঁপা, ৪-১২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। পুংপুষ্পের ব্যাস ½ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পের উপরে থাকে। পুংকেশর অনেক আছে। স্ত্রীপুষ্পের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভাশয় ৩টী পরদা বিশিষ্ট ; স্ত্রীকেশর বিস্তৃত, গাঢ় লালবর্ণ। বীজকোষ গোলাকার, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ লম্বা, মসৃণ, মাংসল, শ্বেত বর্ণের দাগ বিশিষ্ট। ফলের গাত্র কণ্টকিত। বীজ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, ত্বক্, পত্র, বীজ ও তৈল। মাত্রা—মূলত্বক্‌কল্ক, ¼-½ তোলা ; মূলের কাথ ৫-১০ তোলা ; মূলরস ১-২ তোলা ; পত্রকল্ক ১-২ তোলা। পত্রের ছাই ¼-½ তোলা। বীজশস্য ২-৬ টা। তৈল ২½-৪ তোলা।

বৈদ্যকে এরণ্ডের ব্যবহার।

চরক :—(১) জ্বরে এরণ্ডমূল—জ্বর রোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে ক্ষীর-পরিভাষানুসারে প্রস্তুত এরণ্ড মূলত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) প্রবাহিকায় এরণ্ডমূল—মলবদ্ধ থাকিয়া শূল ও রক্তযুক্ত প্রবাহিকা ('আমাশয়') জন্মিলে ক্ষীর-পরিভাষানুসারে পক্ব এরণ্ড মূল ত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) উদররোগে এরণ্ডবীজ—ক্ষীর-পরিভাষানুসারে এরণ্ড বীজের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তোদর প্রশমিত হয় (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) কাসে এরণ্ডপত্র ক্ষার—এরণ্ডপত্রের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, কটু তিল তৈল এর পুরাতন গুড় সহ কাসরোগী সেবন করিবে (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) বাতরক্তে এরণ্ডবীজ—বাতাধিক বাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ দুগ্ধ পিষ্ট এরণ্ড বীজের প্রলেপ দিবে (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) বৃদ্ধিরোগে এরণ্ড তৈল—বাতজবৃদ্ধিরোগে দুগ্ধ সহ এক মাস এরণ্ডতৈল পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) বাতাভিষ্যন্দি রোগে এরণ্ড—এরণ্ডপত্র, মূল বা ত্বক্ ছাগীদুগ্ধে পাক করিয়া সুখোষ্ণ থাকিতে, চক্ষুতে ঐদুগ্ধ সেচন করিবে।

বাগ্‌ভট :—রাত্র্যান্ধ্যে এরণ্ডপত্র—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, উহাকে ঘৃত ভর্জ্জিত এরণ্ডপত্র সেবন করাইবে (উঃ ১৩ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **জ্বরের দাহে** এরণ্ডপত্র—জ্বর রোগীর দাহ নিবৃত্তির জন্য তাহাকে এরণ্ডপত্রোপরি শয়ন করাইবে, কিম্বা গাত্রে এরণ্ডপত্র স্থাপন করিবে (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) **গৃধ্রসী ও কটিশূলে** এরণ্ডবীজ—এরণ্ডবীজের পায়স প্রস্তুত করিয়া কটিশূলী বা গৃধ্রসী রোগী সেবন করিবে (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) **আমবাতে** এরণ্ড—শরীরবনচারী আমবাতগজের এরণ্ডই একমাত্র বিনাশক (মঃ খঃ ২ ভাঃ) (৪) **শূলে** এরণ্ড মূল—শুঁঠ ও এরণ্ডমূল ত্বকের কাথ, হিঙ্গু ও সচল লবণ যোগে পান করিলে, সদ্য শূল নিবারিত হয় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৪) **স্থৌল্যে** এরণ্ডমূল—কোমল এরণ্ডমূল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, রাত্রিতে মধু লিপ্ত করিয়া রাখিবে। উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হইবে, প্রাতে তাহা পান করিলে জঠরের মেদোবৃদ্ধি হ্রাস পায় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)।

ক্রদত্ত :—**শূলে** এরণ্ডতৈল—যষ্টিমধুর কাথ যোগে এরণ্ডতৈল পান করিলে পিত্তজশূল এবং পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয় (শূল চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **মেদোবৃদ্ধি** রোগে এরণ্ডপত্র ক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ এরণ্ডপত্রের ক্ষার, হিঙ্গুযুক্ত করিয়া অন্নমণ্ডের সহিত সেবন করিবে (মেদোবিকার)। (২) **কর্ণশূলে** এরণ্ডপত্র-এরণ্ডপত্রের পুটপকরস ও আদার রস সমভাগে লইয়া, যষ্টিমধুর কল্কসহ পাক করিবে। ইহার সহিত তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল প্রশমিত হয় (কর্ণ রোগাধিকার)। (৩) **নবদৃষ্ঠোপে** এরণ্ডপত্র—সৈন্ধবযুক্ত এরণ্ডপত্ররস, নূতন "চোখ উঠার" পক্ষে হিতকর (নেত্ররোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পরিভাষা অনুসারে ভেরেণ্ডা বীজের কাথ পান করিলে পিত্তোদর আরাম হয়। এরণ্ডতৈল পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, বাত, পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ, বস্তিপ্রদাহ, গণোরিয়া, অশ্মরী, মূত্রমার্গে সঙ্কোচজনক পীড়ায় হিতকর। আদার রসের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল বেদনা কমিয়া যায়। রেড়ীর বীজের প্রলেপ দিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বাতের ফুলা কমিয়া যায়।

প্রসূত নারীর বর্দ্ধিত স্তনে ও বেদনান্বিত স্তনে গরম এরণ্ড পত্রের প্রলেপ দিলে এবং এরণ্ড পত্রের কাথ সেবন করিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়। গরম এরণ্ড পত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ত্তব রজঃস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এরণ্ডমূলের ছাল রসায়ন এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি কমাইয়া দেয় (R. N. Khori, ii, 553.)।

এরণ্ড পুরাতন বাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, এইজন্য ইহার অপর নাম "বাতারি"। ইহার শিকড় বাতে ও কটি-বাতে ব্যবহার্য্য। রেড়ীর তৈল বিরেচক, ইহা গোমূত্র অথবা আদার রস অথবা দশমূল পাচনের সহিত ব্যবহার্য্য।

এরণ্ডবীজ পরিষ্কার ও পেষণ করিয়া কাইয়ের মত হইলে জলে ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কটি বেদনা এবং গৃধ্রসী আরাম হয়।

বেড়ীর শিকড়ের কাথ বাতরোগ নাশক। ইহার ছাল পাতা এবং শিকড়ের কাথ জল ও ছাগ দুধের সহিত ব্যবহার করিলে নূতন বসন্তের উত্তেজ কমিয়া যায়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার তৈল ভেদক, হাঁপানি নিবারক, পেট ফাঁপা জনিত বেদনা, বাত, ফুলা, শোথ এবং ঋতুনাশরোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহার টাট্‌কা রস অহিফেন এবং অপরাপর বিষ বমনের জন্ত ব্যবহার করে। শিকড়ের ছাল বমন কারক এবং চর্ম্মরোগ নিবারক (Dymock)। ইহার কাথ স্ত্রীলোকের স্তন্ত বৃদ্ধি কারক ও ঋতুকর (Bently & Trimen)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—বিরেচক, জালার উপর লাগাইলে বেশী জ্বালা হইয়া শান্ত হয়। কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী, মৎস্তবিষ।

বীজের তৈল—বিরেচক।

পাতা—মাথার যন্ত্রণায় ব্যবহারে যন্ত্রণা লাঘব হয়। ফোড়ায় পুল্‌টিস্‌ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bent & Trim., t. 237 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t, 32 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., t. 878 ; Rheede, Hort. Bot, t. 153.

Ref.—F. B. I., v. 437 ; Roxb., F.I. iii, 689 ; B.P., ii, 952 ; Dymock iii, 301 ; Prain, H.H., 277 ; Brandis, For. Fl., 453.

532. Ricinus communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

Genus—PUTRANJIVA Wall.

533. P. roxburghii Wall (পুত্রঞ্জীব)

ভাষানুসারী নাম :—পুত্রঞ্জীব, ঘুর্নিফল—সংস্কৃত ; পুত্রঞ্জীব—বাংলা, পিতৌজিয়া, জিয়াপুটিজ—হিন্দি ; পুত্রজীবক—গুজরাট ; পুত্রঞ্জীব—কর্ণাট ; পুত্রজীবকরুক্ষ, বম, জীবনপুত্তর—মহারাষ্ট্র ; কবরজুবি, নীশ—তেলেগু ; করুপালী—তামিল ; বৎসরণ—সিংভূম।

পুত্রজীবঃ পবিত্রশ্চ গর্ভদঃ সুতজীবকঃ।
কুটজীবোঽপত্যজীবঃ সিদ্ধিদোঽপত্যজীবকঃ॥
পুত্রজীবো হিমো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মদো গর্ভজীবদঃ।
চক্ষুষ্যঃ পিত্তশমনো দাহতৃষ্ণানিবারণঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পুত্রঞ্জীব, পবিত্র, গর্ভদ, সুতজীবক, কুটজীব, অপত্যজীব, সিদ্ধিদ। অপত্যজীবক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—পুত্রঞ্জীব শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মা উৎপাদক, গর্ভদ, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, পিত্তনাশক, দাহ, ও তৃষ্ণা নিবারক।

জন্মস্থান :—করমণ্ডল উপকূল, পাটনা, মুঙ্গেরের পার্ব্বতীয় প্রদেশ, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে এবং বাগানে রোপণ করে।

বর্ণনা :—এই গাছ ৩০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, চারিদিকে অনেক ডাল পালা হয়। সরু সরু ডাল গুলি ঝুলিয়া পড়ে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, মাথা মোটা এবং সরু। ফুল ছোট, পীতবর্ণ। পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটি কিম্বা জোড়া জোড়া হয়। বৃন্ত ½-১ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফলে একটি বীজ থাকে, ফল দেখিতে বকুলের মত, গোলাকার ; বীজ শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল হয়। জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও বীজ।

বৈদ্যকে পুত্রজীবের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—শ্লীপদে পুত্রঞ্জীব—কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ বৈদ্য, পুত্রঞ্জীব পত্রের রস সর্ষপ তৈলের সহিত শ্লীপদ রোগীকে সেবন করাইবেন (চিঃ ১৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :— বিস্ফোটে পুত্রঞ্জীবফল মজ্জা—পুত্রঞ্জীব ফলের শাঁস, জলে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে, বেদনাযুক্ত স্ফোটক সদ্যঃ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গসেন :—উরোগ্রহে পুত্রঞ্জীব—পুত্রঞ্জীব পত্রের রস হিঙ্গুসহ উরোগ্রহ রোগী পান করিবে (উরোগ্রহাধিকার)।

মূলপ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—প্রবাদ আছে যে, ইহার আঁটি ছিদ্র করিয়া বালকের গলায় ঝুলাইয়া দিলে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়। ইহার বীজ রক্তআমাশয়নাশক, উত্তেজক, উষ্ণবীর্য্যক ও বলকারক। শিকড় তিক্ত ও জ্বর নাশক। পাতার কাথ চক্ষুরোগের ধৌতকর ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। চীন দেশে ইহার বীজ মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা, ফল ও ফলের ছাল—কাথ করিয়া সর্দ্দি ও জ্বরে ব্যবহার্য্য।

মন্তব্য—পল্লীগ্রামে পুত্রপল্লব সন্নিকটস্থ আর্দ্র ভূমিতে, এক প্রকার ক্ষুপ, হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাকে রাঢ়ে "জিয়াতা" এবং পূর্ব্ববঙ্গে "বিষ কাঠালী" বলিয়া থাকে। অজ্ঞ লোক ইহাকে পুত্রজীব ভ্রমে প্রয়োগ করিয়া, অনেকস্থানে বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটাইয়াছে। জিয়াতা বা বিষকাঠালী সেবন করিলে, উদরে অতি তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয় এবং বমন ও মলদ্বার দ্বারা অজস্র রক্ত নির্গম হওয়ায়, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

Fig.—Brand. For. Fl. 451. t. 53; Wight, Ic., t. 876; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 59.

Ref.—F.B.I., v, 335; Roxb., F.I., iii, 766; B.P., ii, 937, Prain, H.H., 274; Dalz & Gibs., Bomb., Fl. 236.

533. Putranjiva roxburghii Wall. (পুত্রজীব)

Genus—TARGIA Linn.

534. T. involucrata Linn. (বিছুটী)

ভাষানুসারী নাম :—বৃশ্চিকালী, বিষাণী—সংস্কৃত ; বিছুটী—বাংলা ; বহরুটা—হিন্দি ; বৃশ্চিকালী—মহারাষ্ট্র ; হলিগুলু—কর্ণাট ; শেঠনিঙ্গী—বোম্বে ; কচ্চুরি—তামিল ; দুলযোংডী—তেলেগু।

বৃশ্চিকালী বিষাণী চ বিষঘ্নী নেত্ররোগহা।
উষ্ট্রিকা প্যলিপর্ণী চ দক্ষিণাবর্ত্তকী তথা॥
কালকাপ্যাগমাবর্ত্তা দেবলাঙ্গুলিকা তথা।
করম্ভা ভুরিদুগ্ধা চ কর্কশা চামরা চ সা॥
স্বর্ণপুষ্পা যুগ্মফলা তথা ক্ষীরবিষাণিকা।
প্রোক্তা ভাস্বরপুষ্পা চ বস্বচন্দ্র সমাহ্বয়া॥
বৃশ্চিকালী কটুস্তিক্তা সোষ্ণা হৃদ্বক্ত্রশুদ্ধিকৃৎ।
রক্তপিত্তহরা বল্যা বিবন্ধারোচকাপহা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—বৃশ্চিকালী, বিষাণী, বিষঘ্নী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপণী, দাক্ষিণবর্ত্তকী, কলিক', আগমাবর্ত্ত, দেবলাঙ্গুলিকা, করম্ভ, ভূরিদুগ্ধা, কর্কশা, চামরা, স্বর্ণপুষ্পা, যুগ্মফলা, ক্ষীরবিষাণিকা, ভাস্বরপুষ্পা—এই আঠরটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—বৃশ্চিকালী কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, হৃদ্রোগ, ও মুখ রোগ নাশক, রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, এবং বিবন্ধ ও অরুচি-নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, পতিত জমি ও বেড়ার ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহীলতা, অতিশয় ঘনশাখাবিশিষ্ট, ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উভয়দিকে পশমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্রের বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত, লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, পুষ্পদণ্ড খাড়া ও অনেক ফুল হয়। এই গাছে হাত দিলে চুলকাইয়া জ্বালা করে। লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল বাহির হয়। হুকার সাহেব লিখিত "ফ্লোরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে এই গাছ ৪ জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমটিকে T. involucrata proper বলা হয় এবং অপর তিনটাকে উহার variety বলা হয়, যথা—Var. cordata Muell। ইহার পাতা চওড়া, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা মোটা মোটা ভাবে কর্ত্তিত ; আর এক প্রকার বিছুটী আছে ; ইহা Var. angustifolia। ইহার পত্র সরু ঘাসের ন্যায় লম্বা। বৃন্তদেশ

হৃৎপিণ্ডাকৃতি, এবং Var. cannabina Linn, ইহার পত্র দেখিতে গাঁজাপত্রের ন্যায়, ৩ অংশে বিভক্ত ও দাঁতযুক্ত। আর এক প্রকার লাল বিছুটী আছে। ইহার নাম Fleurya inter-rupta Gand (F. B. I. v. 548 ; B. P.. ii, 961 ; Prain. H. H., 278)। ইহা Urticaceae order ভুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাথ ½ চামচ দিবসে ২ বার সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ ঘটিত রোগ আরাম হয়। বিছুটীর শিকড় কুষ্ঠরোগে বহু প্রয়োগ হয়। ইহার শিকড় আদার সহিত মাথায় দিলে মাথা বেদনা আরাম হয়। কঙ্কন দেশীয় লোকেরা ইহার শিকড় ঘায়ের পোকা বাহির করিবার জন্য প্রলেপ দেয়। তুলসী পাতার রসের সহিত ইহার মূল বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock) ইহার ফল অল্প জলের সহিত টাকে রগড়াইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়। বিছুটী ফল বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র পাকিয়া যায়। Var. T. cannabina এর শিকড় মূত্রকর ও ত্রিদোষনাশক। ইহার ছেঁচারস ½ চামচ দিবসে ২ বার সেবন করিলে জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যায়। ইহার শিকড় ঘর্মকর। প্রবল জ্বরে যখন হস্তপদ বেদনা ও হস্তপদের অগ্রভাগ শীতল হয় তখন ইহার শিকড়ের কাথ ২-৪ আউন্স সেবন করিলে জ্বর কমিয়া যায়। ইহার শিকড় (১ : ১০) মিশাইয়া কাথ হয়, উহা ব্যবহার করিলে জ্বরের সহিত প্রাদাহিক কাসি আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—ঘর্মকারক ও রসায়ন। প্রলেপে ঘায়ের পোকা বাহির করে। শিরো বায়ু প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কন্দ—জীর্ণজ্বরে এবং চর্মের উপর চুলকানিতে উপকারী।

ফল—অল্প জলের সহিত মাথার টাকে ঘষিলে টাক ভাল হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 880.

Ref—F. B. I., v. 465 ; Roxb., F. I., iii, 576 ; B. P., ii, 952 ; Watt, vi, Pt. 4, 471 ; Dymock, iii, 313 ; Prain, H. H., 277.

534. Targia involucrata Linn. (বিছুটী)

Genus—CLEISTANTHUS Hook, f.

535. C. collinus Benth. (গারবি)

ভাষানুসারী নাম :—গারবি—বাংলা ; গারারি—হিন্দি ; কারদা—উড়িয়া ; পানারি—মধ্যভারত ; নিলাইপ্পালাই, ওদাইচি, ওয়াড়ুও—তামিল ; কাদিসেন-কসি, কাদিসি—তেলেগু।

জন্মস্থান :—ভারতের শুষ্ক আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলে, সিমলা হইতে বিহার পর্যন্ত স্থানে, দাক্ষিণাত্যে, বুন্দেলখণ্ডে ও মধ্যভারতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ বা ছোট গাছ। ছাল $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি পুরু, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। ইহাতে ঈষৎ লালের দাগ আছে, ছাল বিদীর্ণ। কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ বা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত ও অতিশয় ভারী। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, চামড়ার মত, ডিম্বাকৃতি, ১$\frac{1}{2}$-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক মোটা, প্রায় গোলাকার। বৃন্ত $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, ফুল পীতাভ সবুজবর্ণ, ছোট পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ থাকে। বীজকোষ $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি, ইহাতে ৩টি বিভাগ আছে, কখন বা ৪টি থাকে। গাঢ় ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। বীজের ব্যাস $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, প্রত্যেক ফলে ৩টি থাকে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল হয় এবং পরবর্তী মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও পত্র।

মুল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ও ফলের ছাল অতিশয় বিষাক্ত (O' Shaughnessy)। ছোটনাগপুরে ইহার ফল ও ছাল মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার ছাল চর্মরোগে হিতকর। ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া সেই জলে স্নান করিলে অতিরিক্ত মাথা বেদনা আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার পত্র ও ফলের অরিষ্ট পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক প্রদাহে বেশ কাজ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—সঙ্কোচক, অতিশয় বিষাক্ত।

পাতা, মূল, বিশেষতঃ ফলের ক্বাথ :—আন্ত্রিক যন্ত্রণা নিবারণ করে।

মূল, পাতা ও ছাল—মৎস্য বিষ।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 37, t. 169 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.,t. 856.

Ref.—F.B.I., v, 274 ; Roxb., F.I., iii, 732 ; B.P., ii, 928 ; Dymock, iii, 269.
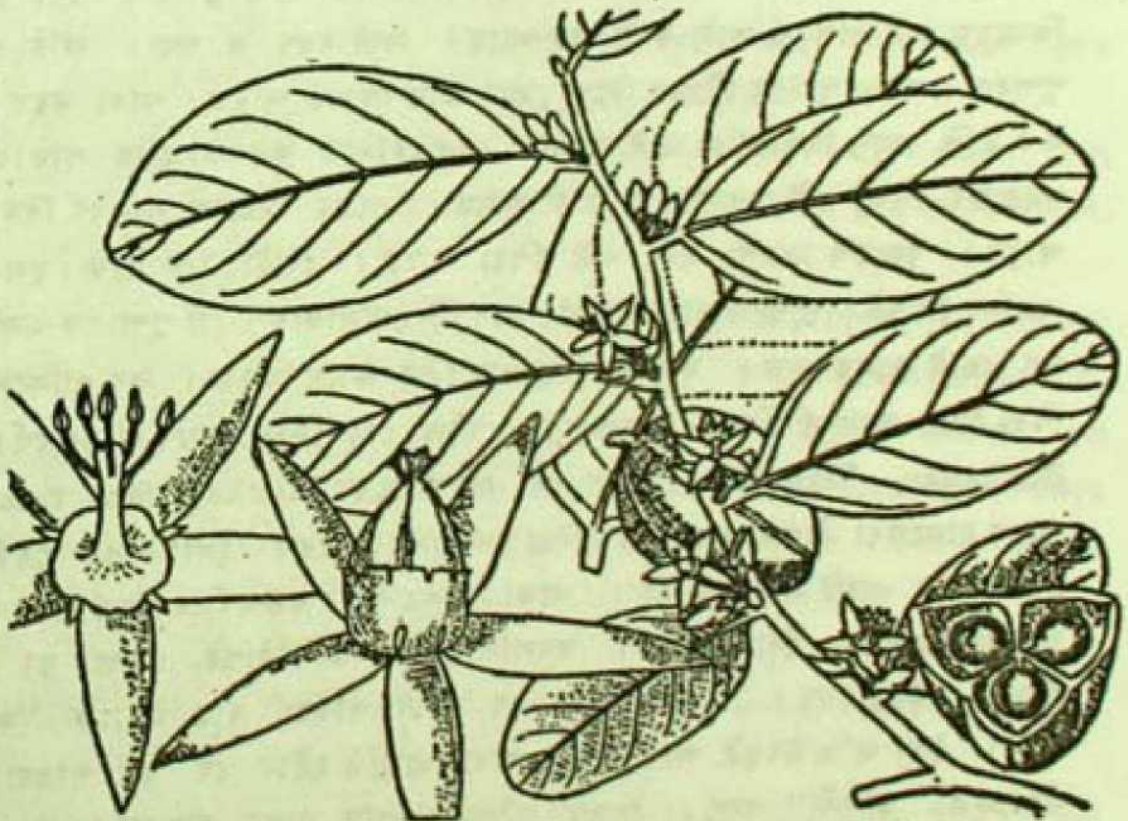
535. Cleistanthus collinus Benth. (পাবরি)

Genus—MALLOTUS Lour.

536. M. philippinensis Muell (কমলাগুঁড়ি)

ভাষানুসারী নাম:—কম্পিল্লক, কাম্পিল্য—সংস্কৃত; কমলাগুঁড়ি—বাংলা; কবীলা, বসন্তগন্ধ কম্বিলা—হিন্দি; কপীলা—মহারাষ্ট্র; কপীলো—গুজরাট; কম্পিল্লকং—কর্ণাট; কম্বিলায়—ফ্রান্স; কম্বীব—আরব; কপিলাপোদী—তামিল; সুন্দগুণ্ডী—তেলেগু।

> কাম্পিল্যঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ।
> কাম্পিল্যঃ কফপিত্তাস্র-ক্রিমিগুল্মোদর-ব্রণান্।
> হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ॥
>
> ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়:—কাম্পিল্য, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, ও রোচন—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়:—কাম্পিল্য—রেচক, কটু ও উষ্ণবীর্য। ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত, ক্রিমি, গুল্ম, উদর, ব্রণ, মেহ, আনাহ, বিষ ও অশ্মরী নাশক।

জন্মস্থান:—সমগ্র বঙ্গদেশ; বর্মা, সিঙ্গাপুর, সিন্ধুদেশ, সিংহল, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা:—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ২৫-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল ⅛ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ, কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ মসৃণ ও শক্ত। কচি প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড ও পাকা পাতার নীচের দিকে তুলার স্থায় পদার্থে আবৃত; শাখা নরম। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে কতকটা ডুমুর পাতার স্থায়, পত্রবৃন্তের নিকট ২টি গোলাকার গ্রন্থি আছে। পত্রের নিম্নদেশ লালবর্ণ শিরা দ্বারা আবৃত। বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, ৩টী শিরা আছে। বোটা ১-৩ ইঞ্চি। ফুল ছোট, একলিঙ্গ বিশিষ্ট; পুষ্পদণ্ড গাঢ় লালবর্ণ; পাপ্ড়ি গোলাকার। স্ত্রীপুষ্প এক একটী হয়। ফল ছোট কুলের মত। ফল ও বীজকোষ তিন ভাগে বিভক্ত। ফল পাকিলে লাল কিম্বা উজ্জল লালবর্ণ গুঁড়ায় আবৃত হয়। বীজ গোলাকার, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। Sir Buchanan Hamilton বলেন যে এই গাছকে Monkey face tree' বলে কারণ বালকেরা ইহার ফল মুখে ঘষিয়া মুখ লালবর্ণ করে। ইহার ফল লালবর্ণ বলিয়া ইহার আর একটি নাম রক্তফল। পাকা ফলের গায়ে রক্তবর্ণ যে পদার্থ থাকে উহাকে কমলাগুঁড়ি বলে; ইহা গন্ধশূন্য। কমলাগুড়ি লেবু রং বিশিষ্ট, রেশমে রং করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফল হইতে যে গুঁড়া পাওয়া যায় উহাকে "কপিলী" বলে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট, আর বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি হইতে যে রং পাওয়া যায়, উহাকেও "কপিলী" বলে। বিশুদ্ধ কম্পিল্লক প্রায় পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় করে। জলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ডুবাইয়া কমলাগুঁড়ির গুঁড়া

মিশাইয়া কাগজে রগ্ড়াইলে যদি বর্ত্তিকা আকার ধারণ করে তবে উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার ফুল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে এবং ফল মার্চ্চ-মে মাসে জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফলের গুঁড়া ও শিকড়। মাত্রা ২ আনা—১ তোলা।

বৈদ্যকে কমলা গুঁড়ির ব্যবহার।

চরক—(১) গুল্মে কম্পিলক :—বিরেচনার্থ, গুল্মরোগীকে মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, কম্পিলক সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) ব্রণরোপণার্থ কম্পিল্লক—কম্পিল্লক সহ পক্বতৈল শ্রেষ্ঠ ব্রণরোপক। (চিঃ ১৩ অঃ)। মাংসাঙ্কুর উৎপাদন পূর্ব্বক ক্ষতপূরণ করাকে রোপণ বলে।

ভাবপ্রকাশ :—ক্রিমিতে কম্পিল্লক-কম্পিল্লক ১ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে উদর ক্রিমি নিশ্চিত পতিত হয়। (ক্রিমি চিঃ)।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কমলা ৫, বরুণ ছাল (Crataeva religiosa) ৪, গোলপের কুঁড়ি ৫, হরীতকী ৪ এবং সৈন্ধব লবণ ৪ ভাগ, একত্র গুঁড়া করিয়া ৩০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

কমলা, বিড়ঙ্গ হরীতকী, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ সমভাগে লইয়া গুড়া করিয়া ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে ফিতার ন্যায় ক্রিমি আরাম হয় (চক্রদত্ত)

কমলার গুঁড়া ৮ গুণ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে দদ্রু, চুলি প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। মধুর সহিত কমলাগুঁড়ি ২ ড্রাম সেবন করিলে, ফিতার ন্যায় ক্রিমি মরিয়া যায়।

কমলার ফলের গুঁড়া হইতে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা ক্রিমিনাশক, বিষ নাশক ও বিরেচক। ইহার সর্দ্দি দূর করিবার শক্তি আছে। নিঘণ্টুকারের মতে ইহা সর্দ্দি, পিত্ত, পাথুরী ও ক্রিমিনাশক। ইহার পত্র ধারক ও শান্তিকর। কমলার ফল পাকিলে, আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। Makhzan লেখক বলেন যে, একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ কমলা গুঁড়ি আছে উহা Ethiopia দেশ হইতে ভারতে আইসে। ইহাকে "Habshi" বলে। ফিকে লালজাতীয় কমলা গুঁড়িকে ভারতীয় কমলা বলে। Dr. Rheede বলেন যে, ইহার পত্র, ফল ও শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে, বিষজ জন্তুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়। ভারতীয় কমলাকে সাধারণতঃ 'Wars' বলে।

কমলাগুঁড়ি পিত্ত সাম্যাবস্থায় আনায়ন করে এবং শূলবৎ বেদনা নাশ করে। ইহা বমন কারক। এইজন্ত উহা সেবন করিলে বমন হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফলের গুঁয়া ও ছাল—তিক্ত, ক্রিমিনাশক, বিরেচক ও সঙ্কোচক।

মন্তব্য :—চরক ক্রিমিঘ্নবর্গে 'কম্পিল্লক' পাঠ করেন নাই।

Fig.—Bentl & Trim., t., 266 ; Kirtikar & Basu. Ind, Med. Pl., t. 875B ; Roxb, Cor, Pl. ii, t. 38 ; Rheede, Hort Mal.. v, t, 21 & 24.

Ref.—F. B. I., v. 442 ; Roxb., F. I., iii, 827 ; B.P., ii, 950 ; Prain H.H., 277 ; Watt, v. Pl. I., 114 ; Dymock, iii, 296.
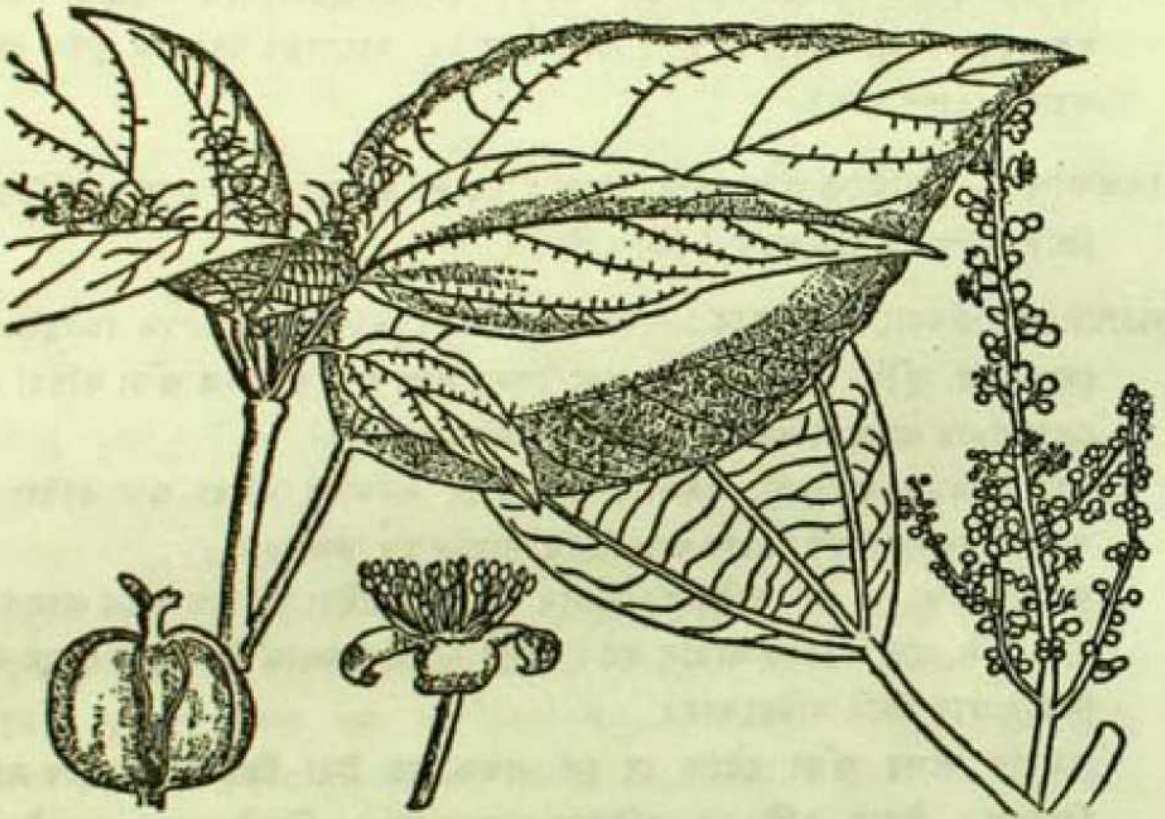
536. Mallotus philippinensis Muell. (কমলাগুঁড়ি)

537. P. distichus Muell (নোয়াড়)

ভাষানুসারী নাম :—লাবলীফল—সংস্কৃত ; নোয়াড়—বাংলা ; হরফারেবড়ী, চালমেরী—হিন্দি ; কাথআম্বলা—মহারাষ্ট্র , খাটিআম্বলী—গুজরাট ; অরনেলী—মালয় ; আরুনল্লী—তামিল ; রাচা-উসিরিকী—তেলেগু।

স্বগন্ধমূলা লাবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবলীফলমস্রার্শঃ-কফপিত্তহরং গুরু।
বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥
ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—স্বগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু, কোমলবল্কলা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—লবলীফল-রক্তার্শ ও কফপিত্তহর; গুরুপাক, বিশেষ রোচক, রুক্ষ এবং স্বাদু-অম্ল ও কষায় রস।

জন্মস্থান :—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মাদাগাস্কার, এবং বঙ্গদেশের অনেক বাগানে ইহা রোপণ করে।

বর্ণনা :—২০-৩০ ফুট উচ্চ গাছ। বসন্ত কালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। শাখা আঙুলের মত মোটা, ছাল বন্ধুর, ধূসরবর্ণ; পত্রময় শাখা ১-২ ফুট। পত্র ঝিল্লিযুক্ত, নিম্নভাগ ফিকে, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ১½ ইঞ্চি কখন কখন উভয় লিঙ্গ-বিশিষ্ট। পুংকেশর বক্র, গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি। ফল গোলাকার, শাঁস অল্প। ফলে বীজ একটি থাকে। ইহাতে ৩/৪টা বিভাগ আছে মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, শিকড় ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল অম্ল ও ধারক। শিকড় অতিশয় বিরেচক ও বীজ সর্দ্দিনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফল—সঙ্কোচক।

মূল ও বীজ—বিরেচক।

পাতা ও মূল—বিষাক্ত পোকার বিষের প্রতিষেধক।

Fig.—Rheede. Hort. Mal. iii., t. 48 & 47; Lamk., III., ii, 757; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 862 A.

Ref.—F. B. I., v. 304; Roxb., F I., iii, 672. B. P., ii, 936; Watt. vi, Pl. I., 217.

537. Phyllanthus distichus Muell. (নোয়াড়)

538. P. emblica Linn. (আমলকী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—আমলকী, বয়ঃস্থা, ধাত্রীক—সংস্কৃত ; আমলকী—বাংলা ; আমরা, আত্তনলা—হিন্দী ; আম্বঠ্ঠা, আঁবলা—মহারাষ্ট্র ; নেল্লি—কর্ণাট ; আঁবলা—গুজরাট ; অঁড়া—উৎকল ; আম্লকং—ফ্রান্স , অম্লজ—আরব ; নেল্লি--সিংহল ; নেল্লীকাই—তামিল ; উসরকায়, উষীরিকী—তেলেগু ।

আমলকী বয়ঃস্থা চ শ্রীফলা ধাত্রিকা তথা ।
অমৃতা চ শিবা শান্তা শীতাহমৃতফলা তথা ।
জাতীফলা চ ধাত্রেয়ী জ্ঞেয়া ধাত্রীফলা তথা ।
বৃষ্যা বৃন্তফলা চৈব রোচনী শরভূহ্বয়া ॥
আমলকং কষায়াম্লং মধুরং শিশিরং লঘু ।
দাহপিত্তবমীমেহ শোফঘ্নংচ রসায়নম্ ॥
অপি চ ।
কটু মধুরকষায়ং কিঞ্চিদম্লং কফঘ্নং
রুচিকরমতিশীতং হন্তি পিত্তাস্রতাপম্ ।

ভ্রমবমনচ্ছিক্কাধ্মানবিষ্টম্ভদোষ
প্রশমনমমৃতাভং চামলক্যাঃ ফলং স্যাৎ ।।

রাজনিঘণ্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—আমলকী, বয়ঃস্থা, শ্রীফলা, ধাত্রিকা, অমৃতা, শিবা, শস্তা, শীতা, অমৃতফলা, জাতীফলা, ধাত্রেয়ী, ধাত্রীফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা, রোচনী—এই পনেরোটা নাম।

গুণপর্য্যায় :—আমলকী—কষায় অম্ল মধুর রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, দাহ, পিত্ত, বমি, মেহ ও শোথ নাশক, এবং রসায়ন।

আমলকীফল—কটু, মধুর, কষায়রস, বিপাকে কিঞ্চিৎ অম্লরস, কফনাশক, রুচিকর, অত্যন্ত শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তের তাপ নাশক। ভ্রম, বমন, বিবন্ধ, আধ্মান, বিষ্টম্ভদোষ নাশক এবং অমৃততুল্য।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের অরণ্যে জন্মে। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহু পরিমাণে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে রোপণ করে।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ ২০-২৫ ফুট উচ্চ; ছাল ১/৪ ইঞ্চি পুরু, ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত ও লালবর্ণ। পত্রও লম্বা, পত্রিকা পালকের মত দণ্ডের উভয়দিকে হয়। পক্ষাকার কোমল লোমযুক্ত ১/২-৩/৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল ছোট, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, লম্বা পুষ্পদণ্ডে থাকে। পুংকেশর ৩টা। স্ত্রীপুষ্প অল্প হয়। ইহার পাপ্ড়ি পুংপুষ্পের তুল্য। ফল ১/২-১৩/৪ ইঞ্চি গোলাকার, শাঁসযুক্ত, ফিকে পীতবর্ণ। পাকিলে কতকটা লালের আভাযুক্ত হয়। ফলের স্বাদ অম্ল। ফলে ৬টা বীজ থাকে। কাশীর আমলকী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভাল আমলকীর গন্ধ গন্ধকের মত। আমলকীর পশ্চাৎভাগে পেয়ারার ন্যায় ফুল থাকে। ফলের গাত্র খাঁজকাটা। শুষ্ক আমলকী কোঁকড়ান, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, অম্ল সৌগন্ধযুক্ত। বসন্তকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, ছাল এবং ফুল। মাত্রা রস ২ তোলা, চূর্ণ ৪-৮ তোলা।

বৈদ্যকে আমলকীর ব্যবহার।

চরক :—(১) **বিসর্পজ্বরে** আমলকী—বিসর্প জ্বরে গব্যঘৃত মিশ্রিত আমলকীর রস পান করিবে। যদি রোগীর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **হিক্কায়** আমলকী—আমলকী ও কয়েদ্ বেলের (কপিত্থ) রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ হিক্কা রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) **শ্বেতপ্রদরে** আমলকী বীজ ও আমলকী—শ্বেত প্রদরে পক্ব আমলকীর বীজ উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত কিম্বা আমলকীর চূর্ণ বা রস মধুর সহিত সেব্য (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **অর্শে** আমলকী—আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কোন মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে। ঐ পাত্রে ঘোল রাখিয়া দিবে। অর্শোরোগীকে ঐ ঘোল পান করিতে দিবে। ইহা অর্শোরোগে হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **বাতরক্তে** আমলকী—পুরাতন ঘৃত আমলকীর রসের সহিত পাক করিয়া বাতরক্তে পানার্থ প্রয়োগ করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **প্রমেহরোগীর—আহারার্থ** আমলকী—প্রমেহী শ্যামাকনীবার ভোজী হইয়া—আমলকী প্রভৃতি ফল আহার করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **প্রস্রাবের যন্ত্রণায়** আমলকী—মূত্রদোষকাতুর অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিবে (লঃ ৫৮ অঃ)।

বাগভট—(১) **কাসে** আমলকী—কাস রোগী—আমলকীচূর্ণ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া, ঘৃত সহ পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। আমলকীচূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে আধতোলা গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেব্য। (২) **প্রমেহে** আমলকী—প্রমেহী, মধু সহ আমলকীর রস পান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)।

চক্রদত্ত—(১) **রক্তপিত্তে** আমলকী—নাসিকা হইতে রক্তশ্রুতি রোধ করিবার জন্য ঘৃত ভর্জ্জিত শুষ্ক আমলকী কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** আমলকী—পিত্তশূলী চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিবে (শূল চিঃ)। (৩) **শীতপিত্তে** আমলকী—শীতপিত্ত রোগী পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত আমলকী সেবন করিবে (উদর্দ্দকোঠাদি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—(১) **মূত্ররোধে** আমলকী—মূত্ররোধে আমলকী পেষণ পূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশ প্রলিপ্ত করিবে। (২) **যোনিদাহে** আমলকী—যোনিদাহে আমলকীর রস চিনি সহ পেয় (যোনিরোগাধিকার)।

হারীত :—(১) বাতজবমনে আমলকী—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাঢ় করিবে। আমলকীর তুল্য ইহার একটি গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মধু সহ সেবন করাইলে বাতজন্য বমন নিবৃত্তিপায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **শিরঃক্ষতে** আমলকী—আমলকী, চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে, শিরঃক্ষত বিনষ্ট হয়। ইহা শিরঃপীড়ায় ও ব্যবহার করা যায় (চিঃ ৪২ অঃ)। মাথার খুস্কি নিবারণের জন্য কিম্বা কেশদদ্রুতেও ইহা প্রযোজ্য।

বঙ্গসেন—(১) **সরক্তমূত্র ও মূত্রকৃচ্ছে** আমলকী—অতিযন্ত্রণার সহিত রক্তসহ মূত্র নির্গম হইলে ইক্ষুরস ও কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধু সহ পান করিবে (মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার)। (২) **নবলোচনকোপে** আমলকী—"চোখ উঠিলে" সুপক্ব আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিবে—চোখ উঠার প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা ও লোহিত্য নিবৃত্তি পায় (নেত্র চিঃ)। (৩) **বিচ্ছিন্নাম শিশুরোগে** আমলকী—আমলকীচূর্ণ গোমূত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া শিশুর বিচ্ছিন্নযুক্ত অঙ্গে প্রলেপ দিবে (বালরোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আমলকীর টাট্‌কারস মূত্রকর ও মৃদুবিরেচক, আমলকী চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা উদরাময় ও রক্ত আমাশয় নাশক। হিন্দু কবিরাজেরা ইহার মূল ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 244)। ইহার টাট্‌কারস, মধু ও হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া গণোরিয়া রোগে প্রদত্ত হয় (Dymock)। ইহার বীজের কাথ তিক্ত, বলকারক এবং পুরাতন রক্ত-আমাশয় নাশক। আমলকী ফলের সরবৎ মধু দিয়া খাইলে রোগীর বেশ বল হয়, ইহার মূত্রকর। আমলকী অনেক আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

আমলকীর গুঁড়া ৩২ তোলা, জারিত লোহা ৩২ তোলা, যষ্টিমধু ১৬ তোলা : এইগুলি গুলঞ্চের রসে ক্রমাগত সাতবার ভিজাইয়া ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে কামলা, রক্তহীনতা, অজীর্ণ রোগ আরাম হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে ধারক, রক্তের সংশোধক ও ত্রিদোষ নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock, iii, 261)। ইহার ফলের আঠা নূতন চক্ষুপ্রদাহে হিতকর।

আমলকী, দ্রাক্ষা, চিনি, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ৪০ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া ব্যবহার করিলে পেটের বেদনা ও উদরাময় আরাম করে। দুই ড্রাম পরিমাণ আমলকীর পিষ্টক মধুর সহিত খাইলে গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়।

আমলকী, চিতা, হরিতকী, পিপুল এইগুলি সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ হয়। ইহা রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, দীপক ও পাচক। ইহাকে আমলক্যাদি চূর্ণ বলে। আমলকী, পদ্ম, কুড়, লাজ: ও বটের ঝুরি—ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত পিপাসা ও প্রবল মুখ শোষ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বচ, গুলঞ্চ, ভেলা ও শোধিত বিষ এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস সহ ১ বটিকা সেবন করিলে অজীর্ণ ও গুল্ম, দুইটি বটিকা সেবন করিলে ওলাউঠা, তিনটি বটিকা সেবন করিলে সর্পবিষ এবং চারিটি বটিকা সেবন করিলে সান্নিপাত জ্বর আরাম হয়। ইহার নামসঞ্জীবনী বটিকা।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—তিক্ত, স্নিগ্ধকর, উত্তাপনাশক, প্রস্রাবকারক, বিরেচক।

অপকফল—কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

শুষ্কফল—রক্তস্রাবে উপকারী। উদরাময় ও আমাশয়ে, উপকারী। লৌহভস্ম সহ ব্যবহারে রক্তশূন্যতায় উপকারী, কামলা, অগ্নিমান্দ্যে উপকারী।

ফলের কাথ—কামলা, অগ্নিমান্দ্য এবং কাসে উপকারী। লেবুর রসের সহিত **আমলকীর গুঁড়া**—ব্যাচিলারি ডিসেন্টিরীতে উপকারী।

ফলের রস—চোখের প্রদাহে বাহিক ব্যবহারে উপকারী।

ফল—স্নিগ্ধকর, উত্তাপনাশক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

মূল ও ছাল—সঙ্কোচক।

বীজ—শ্বাস, কাস, এবং যকৃৎ প্রদাহে উপকারী।

Fig :—Brand., For. Fl., t. 628 ; Rheede, Hort. Mal:, i, t, 38 ; Bedd., Fl. Syl., v, t. 258.

Ref :—F. B. I., v, 289 ; Roxb., F. I., iii, 671 ; B. P., ii, 1935 ; Watt, v. Pt. I, 270 ; Dymock, iii. 261 ; Prain H. H., 274.
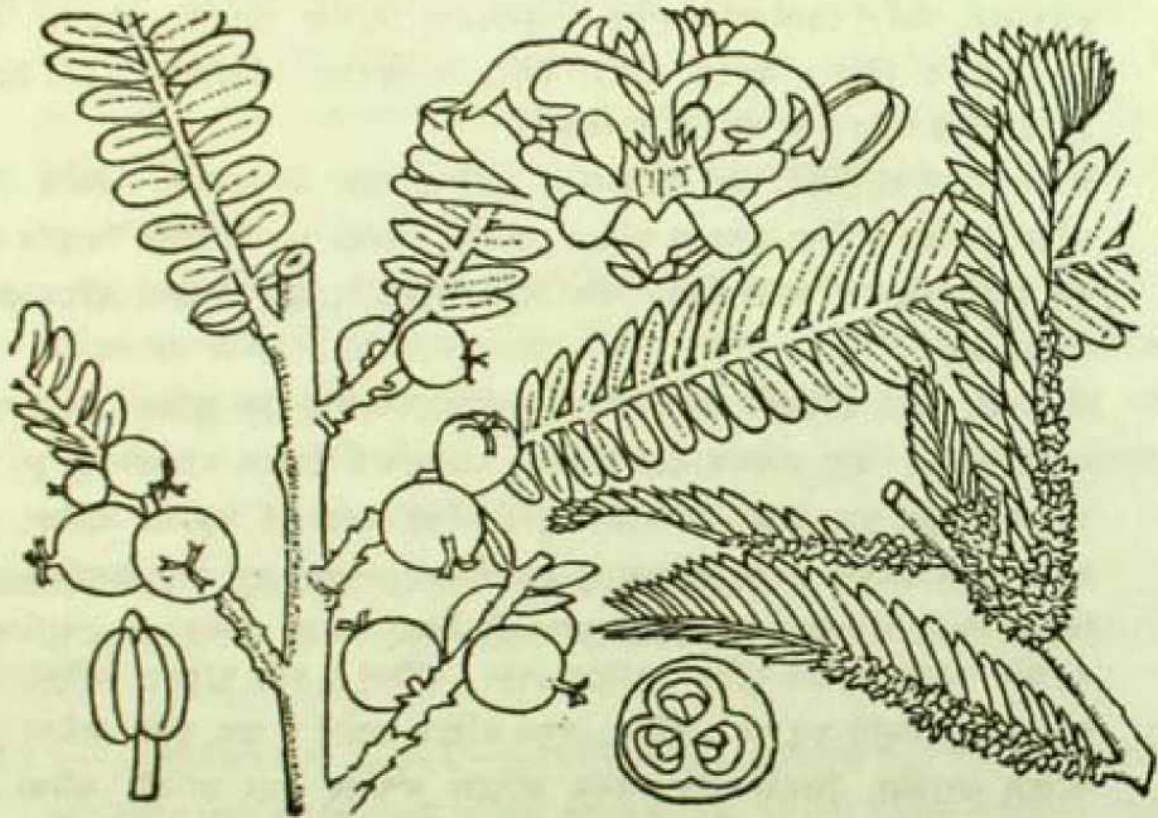
538. Phyllanthus emblica Linn. (আমলকী)

539. P. niruri Linn. (ভুঁইআমলা)

ভাষানুসারী নাম :—ভূধাত্রী, তমলী, তামলকী—সংস্কৃত ; ভুঁইআমলা, ভূমিআমলকী—বাংলা ; ভুঁইআমলা, জঙ্গ-আঁবড়া, পতাল-আঁবড়া—হিন্দি ; ভূয়াঁবলী, ভুঁই-আঁবঠী—মহারাষ্ট্র , ভোঁয়াআঁবলা—গুজরাট ; আরুর্ণেল্লি—কর্ণাট ; নেলাউসিরিকা, নেলবুসিরিকচেট্টু—তেলেগু ; কিজ্জাকাই-নেল্লী—তামিল।

ভূম্যালকী তমালী চ তালী চৈব তমালিকা।
উচ্চটা দৃঢ়পাদী চ বিতুন্না চ বিতুন্নিকা॥
ভূধাত্রী চারুটা বৃষ্যা বিষঘ্নী বহুপত্রিকা।
বহুবীর্য্যাঽহিভয়দা বিশ্বপর্ণী হিমালয়া।
জটা বীরা চ নাম্না সা ভবেদেকোনবিংশতি॥
ভূধাত্রী তু কষায়াম্লা পিত্তমেহবিনাশনী।
শিশির মূত্ররোগার্ত্তি-শমনী দাহনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ভূম্যালকী, তমালী, তালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুন্নিকা, ভূধাত্রী, আরুটা, বৃষ্যা, বিষঘ্নী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্য্য, অহিভয়দা, বিশ্বপর্ণী, হিমালয়, জটা, বীরা,—এই উনিশটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—ভূধাত্রী—কষায় অম্লরস, পিত্তদোষ ও মেহরোগ নাশক। শীতবীর্য্য, মূত্ররোগ নাশক ও দাহ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের গরমদেশে, পাঞ্জাব, আসাম, বাংলা, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাওড়া জেলার চাষ ক্ষেত্রে এবং ভিজা জমিতে প্রায় সর্ব্বত্র জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম ৬-৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। শাখা খাড়াভাবে বাহির হয়। উপরের শাখা শিরাযুক্ত, উহাতে কোমল লোম আছে। পুংপুষ্প ৪/৬ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। পুংকেশর তিনটি। পত্র আমলকীপত্র অপেক্ষা চওড়া, পাতার বোঁটা কোনটি লাল, কোনটি শ্বেতবর্ণ। ফল অতিশয় ছোট, ১/৮-১/২ ইঞ্চি, চেপ্টা ও গোলাকার। ইহাতে তিনটি বিভাগ আছে। বীজ শ্বেতবর্ণ, নরম। ফুল পীতবর্ণ। ইহার গাছ কতকটা বননীল গাছের মত। এই গাছ শরৎ কালে বেশ দেখা যায়। ফুল বর্ষার শেষে এবং পরে ফল হয়। ফল তিক্ত ও অম্ল।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা-সমগ্র গাছ, চূর্ণ ২-৩ আনা।

বৈদ্যকে ভূম্যালকীর ব্যবহার।

চরক :—হিক্কাশ্বাসে ভূধাত্রী—ভূমি আমলকীর মূলের রস চিনি সহ পান এবং নস্য লইলে হিক্কাশ্বাস প্রশমিত হয় (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—নেত্রপীড়ায় ভূধাত্রী—ভূমি আমলকীর মূল কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ সহ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া ঘন হইলে নেত্র-বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রব্যথাহর (নেত্ররোগ-চিঃ)

বঙ্গসেন :—রক্তপ্রদরে ভূধাত্রীবাহু—ভূমি আমলকী বীজ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক ২/৩ দিন পান করিলে রক্ত বা শ্বেত প্রদর প্রশমিত হয় (স্ত্রীরোগে-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভূমি আমলকীর কচি পাতার রস আমাশয় ও উদরাময় রোগে উপকারী। কাণ্ডের রস সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্ষুপ্রদাহে প্রযুক্ত হয়। ক্ষত, ঘা ও নখকুনিতে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার পাতা বা শিকড়ের প্রলেপ দিলে আরাম হয় (Drury)। টাট্‌কা শিকড় কামলারোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ½ আউন্স পরিমাণ টাট্‌কা শিকড়ের রস এক পেয়ালা দুধের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মালিশ করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Roxb)।

ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া শোথ, গণোরিয়া ও অপরাপর মূত্র ও জনন যন্ত্রের রোগে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড় ও পাতার কাথ অতিশয় কটু। ইহা অবিরাম জ্বর নাশক। সমগ্র গাছের অরিষ্ট অবিরাম জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের দোষে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dr. B. D. Basu)। পত্র ও শিকড়ের রস একটি উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ।

মুসলমান বৈদ্যেদের মতে ইহার দুধের ন্যায় আঠা ক্ষতের একটি বিখ্যাত ঔষধ। ইহার পাতা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—প্রস্রাবকারক, শোথজাতীয় প্রদাহে, গণোরিয়া এবং মূত্রনালীর যে কোন রোগে উপকারী।

ছোট ডালের রস—আমাশয়ে উপকারী।

টাট্‌কা মূল—কামলায় বিশেষ উপকারী।

পাতা—অগ্ন্যুদ্দীপক।

দুগ্ধবৎ রস—দুর্গন্ধযুক্ত ঘায়ে উপকারী।

পাতা এবং মূলের গুঁড়া—চালুনি জলের সহিত মিশাইয়া পুলটিস্ দিলে স্থানীয় শোথ ও ঘায়ে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক শ্বাসহরবর্গে ভূম্যালকী পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 861; Wight, Ic., t. 1894; Rheede, Hort. Mal., x. t. 15.

Ref.—F. B. I., v. 298; Roxb., F. I., iii. 659, B.P. ii, 936; Watt, vi; Pt. I. 222; Dymock, iii, 265.
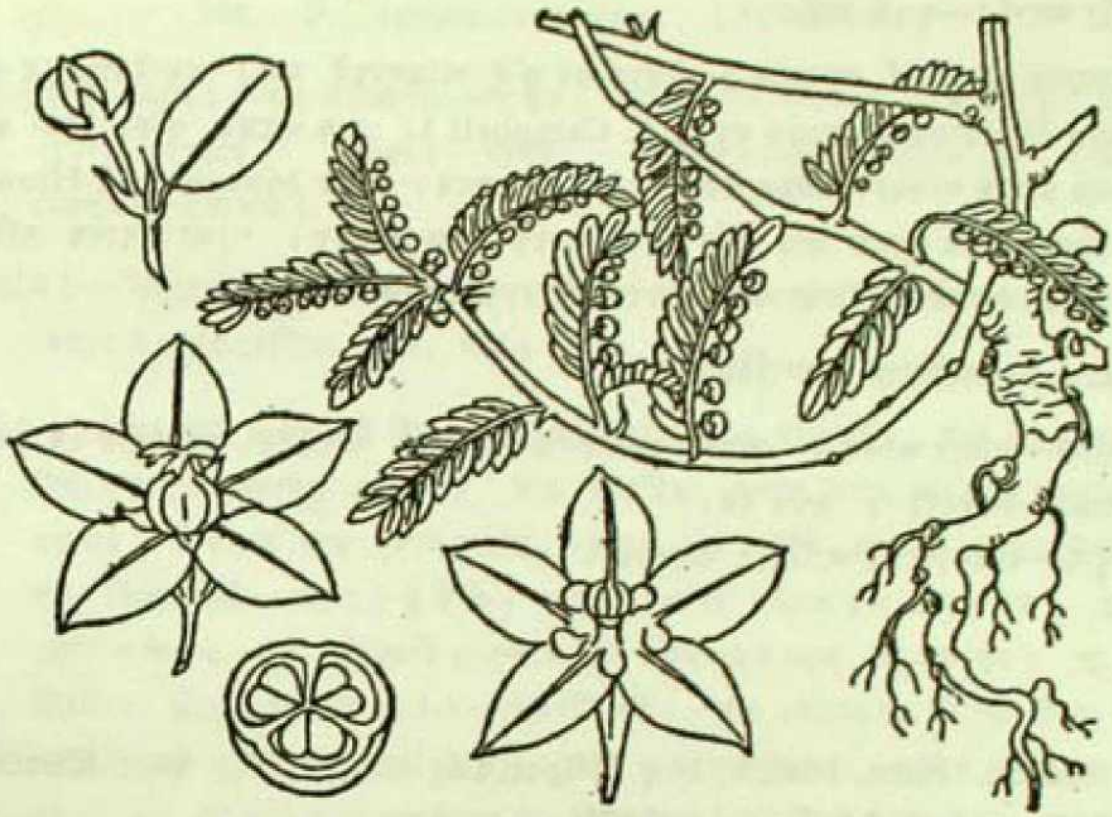
539. Phyllanthrs niruri Linn. (ভূঁই আমলা)

540. P. urinaria Linn. (হাজরমনি)

ভাষানুসারী নাম :—তাম্রবল্লী—সংস্কৃত ; হাজরমণি—বাংলা : হাজরমণি—হিন্দি ; লালমুণ্ডা-জন্‌ভালি—মহারাষ্ট্র : চিরুক্কিঝুকানেল্লি—মালয় ; এট্টায়ুসিবিকা—তেলেগু ; সিভাপ্পুনেল্লী—তামিল।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে সর্বত্র, পাঞ্জাব, আসাম, সিংহল্, হুগলী, হাওড়া জেলার পতিত ছায়াযুক্ত স্থানে সাধারণতঃ জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী কিম্বা অধিকদিন স্থায়ী গুল্ম। এই গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। শাখাগুলি বক্র, অতিশয় জড়ানে। পত্র খুব ঘন ঘন হয়, নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। প্রশাখাগুলিতে পত্র পক্ষাকারে জন্মে। পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ। ফুল ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুল অতিশয় ক্ষুদ্র। পুংপুষ্পের পাপ্‌ড়ি সবুজবর্ণ, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি লম্বাকৃতি। ফুল ⅙ ইঞ্চি, চেপ্টা। বীজ এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে "P Hookeri" বলে। এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা লম্বা ও বড়। গাছ ১-১½ ফুট উচ্চ। এই গাছ Khasia পাহাড়ে অধিক পরিমাণ দেখা যায়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া ফুল হয়। বর্ষার শেষে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ ভুঁই আমলারই মত। ছোটনাগপুরে এই গাছ নিদ্রাহীনতায় ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। শুষ্ক গাছের গুঁড়া কিম্বা ক্বাথ এক চামচে পরিমাণ খাইলে কামলা রোগ নাশ করে। Mir Muhammad Husain বলেন ইহার ছুধের ন্যায় আঠা নালী ঘায়ের পক্ষে হিতকর। পাতা লবণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে পাঁচড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগ নাশ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—প্রস্রাব কারক। শোথের যন্ত্রনায় উপকারী। গণোরিয়া, মূত্রনালীর যে কোন যন্ত্রনায় উপকারী। মৎস্যবিষ।

মূল—বালকদিগের অনিদ্রায় উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal, x, 16 ; Wight, Ic., t. 895 ; Fig. iv. ; Kirtikar & Basu, Ind. Medi Pl., t. 859B.

Ref—F. B. I., v, 293 ; Roxb., F. I., iii, 660 ; B. P., ii, 935 ; Watt, vi, Pt. I, 224 ; Prain. H. H., 274.

540. Phyllanthus urinaria Linn. (হাজারমণি)

541. P. reticulatus Poir. (পানশিউলি)

ভাষানুসারী নাম :—কৃষ্ণ-কাম্বোজি—সংস্কৃত ; পানশিউলি—বাংলা ; পানমুলি—হিন্দি ; পাভানা—বোম্বে ; নিরুরি—মালয় ; নিরপ্পূলান্জি—তামিল ; পুলিসরং, নেল্লপুরুপু—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—সিন্ধুদেশ, বিহার, সিকিম, আসাম, এবং সমগ্র বঙ্গদেশের বেড়া ও জঙ্গলের—কিনারায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায় ।

বর্ণনা :—পাকান গুল্ম, ৮-১০ ফুট উচ্চ হয় । ছাল পাত্‌লা ও ধূসরবর্ণ । কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ, কিম্বা ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ । গাছ জড়াইয়া অপর গাছে উঠে । শাখাপ্রশাখা বহু হয় । ইহাতে সূক্ষ্ম লোম আছে । পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা । পাতার অগ্রভাগ সরু, কিম্বা মোটা, বোঁটা ⅛-⅙ ইঞ্চি । পত্রের গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয় । পুষ্পদণ্ড ছোট ও শক্ত । ফুল গোলাপী ; এক একটি কিম্বা এক সঙ্গে অনেক হয় । পুংকেশর পাঁচটি । স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় ৫-১০ পর্দ্দাবিশিষ্ট । ফল বেগুনে রং বিশিষ্ট, কাঁচা ফলের অধোদেশ গোলাপী, পাকিলে মিষ্ট হয়, চেপ্টা ও গোলাকার । ফলের বীজ ৮-১৪টা হয় । ফল দেখিতে প্রায় আপেলের মত কিম্বা ক্ষুদ্র । এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও পাতা ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতা মূত্রকর ও শান্তিকারক । পাতার রস কঙ্কন দেশে অনেক ঔষধে ব্যবহার করে । ছালের ক্বাথ দিনে ২ বার ৪ আউন্স পরিমাণ খাইলে জ্বর আরাম হয় । পাতার রস কর্পূর ও কাবাবচিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে চুষিয়া খাইলে দাঁতে রক্তপড়া আরাম হয় (Dymock)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—স্রাবকারক, স্নিগ্ধতাকারক ।

ছাল—রসায়ন ও কৃশতাকারক ।

পাতার রস—বালকদিগের উদরাময়ে উপকারী ।

Fig.—Wight. Ic., t. 894 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15 ; Kritikar & Basu., Ind Med. Pl., v. 857.

Ref.—F. B. I., v. 288 ; Roxb, F. I., iii, 664 ; B. P., ii, 935, Dymock, iii, 264 ; Prain, H. H., 274.

541. Phyllanthus reticulatus Poir (পানশিউলি)

Genus—TREWIA Linn.

542. T. nudiflora Linn. (পিটুলি)

ভাষানুসারী নাম :—কুরব, পিওারা—সংস্কৃত ; পিটুলি—বাংলা ; পিওারা—হিন্দি ; পেটারি—বোম্বে ; খামারা—কুমায়ুন ; মালানকুমিল—মালয় ; অট্টারামু—তামিল ; ইরুপোনারু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—আসাম, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া জেলার জঙ্গলে ও নদীর ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ। ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড ও পত্রপত্র সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি, ডালের উভয়দিকে হয়, ৫-৭ ইঞ্চি দীর্ঘ। বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। উপরিভাগ কোমল লোমযুক্ত, সবুজবর্ণ, পাতলা তিনটি শিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংপুষ্প ফিকে, সবুজবর্ণ। নরম, লম্বমান দণ্ডে থাকে। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, পুরু ও জোড়া। ফল ½ ইঞ্চি, থস্‌থসে, গোলাকার। বীজ ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পুরু, প্রায় কাঠের মত। মার্চ মাসে ফুল হয় ও মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—নিঘণ্টু মতে ইহা শান্তিকর। পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। শিকড়—বাত ও গেঁটে বাত নাশক। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাথ পেট ফাঁপা নিবারক এবং বাতে স্থানীয় মালিশ হয় (Pharm. Ind. iii, 275)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—ফুলায়, পিত্ত ও কফ নিঃসরনে উপকারী।

মূলের কাথ—পেটের বায়ুতে উপকারী। বাতের যন্ত্রণা প্রশমনের জন্ম স্থানীয় প্রলেপে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 42 ; Wight. Ic,. t. 870 and 871 ; Kirtikar & Basu. Ind Med. Pl., t, 876.

Ref.—F. B. I., v. 423 ; Roxb., F. I., 837 ; B. P., ii, 948 ; Dymock, iii, 295 ; Prain. H. H., 277.
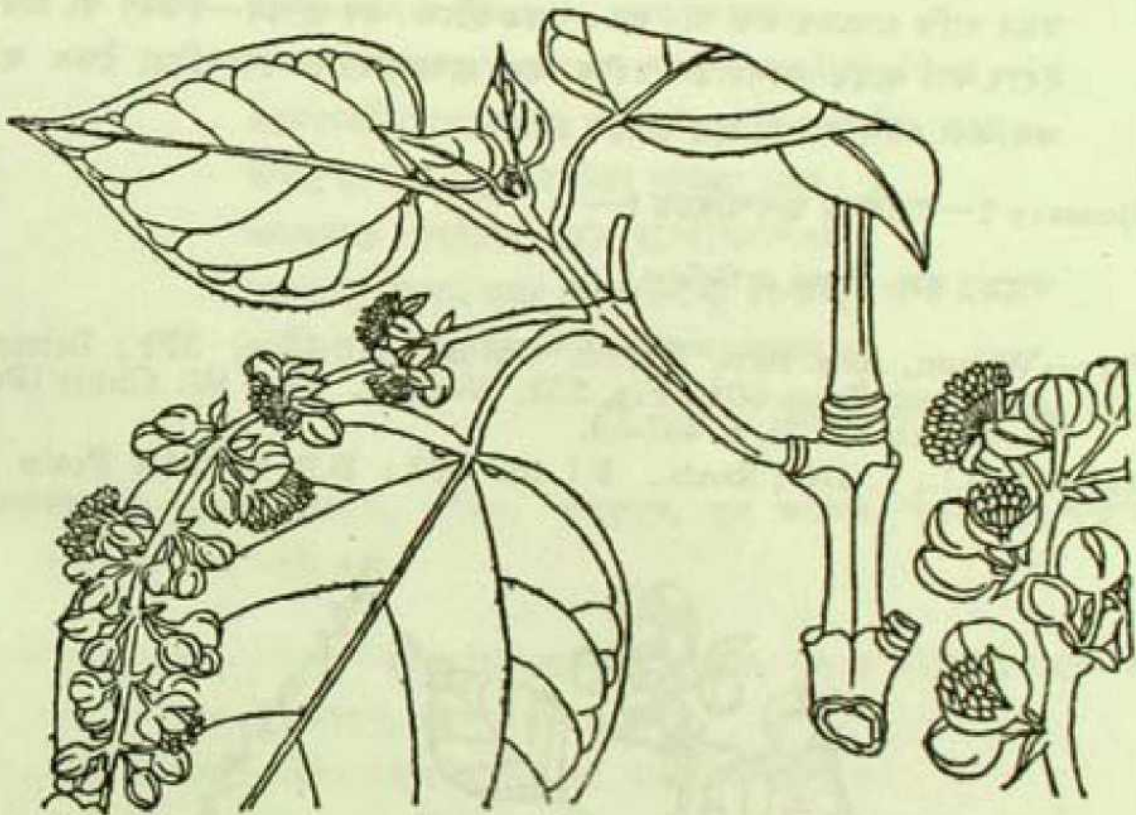
542. Trewia nudiflora Linn. (পিটুলি)

Genus—SAPIUM.

543. S. sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

ভাষানুসারী নাম :—তাম্রপিপ্পলী—সংস্কৃত ; মোমচীনা—বাংলা ; বিলায়েতি-সিসম্—হিন্দী ; পিপল ইয়াঙ্ক—বোম্বে।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের উত্তরাংশে, পিলভিট্, অযোধ্যায় চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায় গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে জন্মে। আদিম বাসস্থান চীনদেশ।

বর্ণনা :—ছোট, সুন্দর লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাষ্ঠ শক্ত, শ্বেতবর্ণ। ছাল পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র দেখিতে অশ্বত্থ পাতার ন্যায়। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, শিরা ৬-১০ জোড়া, অতিশয় নরম। বোঁটা ½-১½ইঞ্চি, পত্রাগ্র সরু, পুষ্পদণ্ড ২-৫ ইঞ্চি, পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে জন্মে। বহির্বাস বাটির মত। স্ত্রী পুষ্প অধিক লম্বা ও দৃঢ়। ফল মটরের মত, প্রায় গোলাকার, একটু ছুঁচাল। বীজ গোলাকার, ইহা মোমের ন্যায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল কামরাঙ্গার ন্যায়, তিন শিরাবিশিষ্ট, ইহাতে ৩টি বীজ আছে। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ বাতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা হইতে বাতি প্রস্তুত হয় এবং ইহার নাম China Tallow Tree। এই গাছ চীন দেশজাত কিন্তু ভারতের উত্তরাংশে ও অপরাপর স্থানে বাতি প্রস্তুতের জন্য চাষ হয়। পত্র হইতে এক প্রকার—কৃষ্ণবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ ঘরের আসবাব তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। মোমচীনা তৈল জ্বালানীর জন্য এবং খইল সারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের রস—তিক্ত ও পিচ্ছিল।

Fig :—Wilson, Arn. Arb. Exped. China 1910 11, t, 372 ; Britton, N. American Trees 601 ; Fig, 552, Wilson, Veg. W. China (Pubihed Arn. Arb No. 2), t. 467-69.

Ref :—F.B.I., v. 470 ; Roxb., F.I. iii. 693 ; B.P. ii. 954 ; Prain H. H. 277.

543. Sapium sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

XCIV. URTICACEAE.

Genus—ARTOCARPUS Foast.

544. A. intigrifolia Linn. (কাঁঠাল)

A. heteriphyllus Lamk.

ভাষানুসারী নাম :—পনস—সংস্কৃত ; কাঁঠাল—বাংলা ; কটহল—হিন্দি ; ফণসুপিকলাগুণ—মহারাষ্ট্র ; হলসিনহন্নু—কর্ণাট ; ফনস, উত্তরাষাঢ়া—বোম্বে ; কাঠার—সাঁওতাল ; পিল্লা—তামিল ; পণস—তেলেগু ; পণস্—উৎকল ; পনস্—গুজরাট।

পনসস্তু মহাসর্জঃ ফলিনঃ ফলবৃক্ষকঃ।
স্থূলঃ কণ্টফলশ্চৈব স্যান্মূলফলদঃ স্মৃতঃ।
অপুষ্পফলদঃ পূত-ফলো হ্যঙ্কমিতস্তথা ॥
পনসং মধুরং সুপিচ্ছলং গুরু হৃদ্যং বলবীর্য্যবৃদ্ধিদম্।
শ্রমদাহবিশোষনাশনং রুচিকৃদ্ গ্রাহি চ দুর্জরং পরম্ ॥
ঈষদ্ কষায়ং মধুরং তদ্বীজং বাতলং গুরু।
তৎফলস্য বিকারঘ্নং রুচ্যং ত্বগ্দোষনাশনম্ ॥
বালং তু নীরসং হৃদ্যং মধ্যপক্বং তু দীপনম্।
রুচিদং লবণাদ্যাক্তং পনসস্য ফলং স্মৃতম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পনস, মহাসর্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, কণ্টফল, মূলফলদ, অপুষ্পফলদ, পূত-ফল—এই নয়টী নাম।

গুণপর্য্যায় :—পনস—মধুর, অত্যন্তপিচ্ছিল, গুরুপাক, হৃদ্য, বল ও বীর্য্যবৃদ্ধিকারক, শ্রম ও দাহ নিবারক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক ও দুর্জর।

কাঁঠাল বীজ :—ঈষৎ কষায় ও মধুর রস, বায়ুবর্দ্ধক, গুরুপাক।

কাঁঠালের মজ্জা :—বাত-পিত্ত-কফনাশক, রুচিকর এবং চর্ম্মদোষনাশক।

কাঁচা কাঁঠাল :—রসশূন্য, হৃদ্য।

মধ্যপক্ব কাঁঠাল :—অগ্ন্যুদ্দীপক।

কাঁঠাল ফল :—রুচিকারক এবং লবণযুক্ত।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ও পশ্চিম ঘাটের পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ৪০০ ফুট উচ্চস্থানে পর্য্যন্ত জন্মে। বঙ্গদেশের বহুস্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বড় গাছ, প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাঠ উৎকৃষ্ট, মাঝারি

রকমের শক্ত, উপরের কাষ্ঠ ফিকে, ভিতরের কাষ্ঠ উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ছাল পুরু, কৃষ্ণবর্ণ। পুরাতন হইলে গায়ে ফাটা ফাটা দাগ হয়। ইহার আঠা পাখী ধরিবার ফাঁদে ব্যবহৃত হয়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, চামড়ার ন্যায় পুরু, এবং গাঢ় সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, তিনটিশিরাবিশিষ্ট। পত্রের বৃন্তদেশ সরু, নিম্নভাগ খসখসে, পত্রশিরা ৮ জোড়া, বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পাবলী সমন্বিত পুষ্পদণ্ড গোলাকার, লম্বা ২-৩ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড পুষ্পাবলী পুংকেশর শুকাইয়া গেলে পড়িয়া যায়। স্ত্রীপুষ্পাবলী পুষ্পদণ্ড বৃহৎ ফলে পরিণত হয়। ফল ১২-৩০ ইঞ্চি লম্বা। ৬-১৮ ইঞ্চি মোটা। চারাগাছের শাখায় ফল হয়। পুরাতন গাছের গুঁড়িতেও ফল হয়। ফলের গাত্র কণ্টকময় ছালে আবৃত। বীজে তৈল আছে, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শাঁস কাঁচা ও পক্ক অবস্থায় খায়। বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা ভাজিয়া খায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফুল হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থান বীচিবৎ ফুলিলে ইহার আঠা ব্যবহৃত হয়। ফোড়া পাকাইবার জন্য ফোড়ার চতুর্দিকে আঠা লাগান হয়। কচিপাতা চর্মরোগে প্রযোজ্য। উদরাময়রোগে ইহার শিকড় বাটিয়া খাইলে আরাম হয়। কাঁঠাল পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ। অপক্ক ফল ধারক। পক্ক ফল মৃদু বিরেচক, গুরুপাক ও পুষ্টিকর। কাঁঠাল পাতা খাইলে বমন হয়, এইজন্য অহিফেন সেবনকারীকে পাতা খাওয়াইয়া বমন করান হয়। ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিলে একশিরা আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা : – চর্মরোগে উপকারী। সর্পবিষের প্রতিষেধক।
মূল :—উদরাময়ে উপকারী।
গাছের আঠা :—স্থানিক স্ফীতিতে এবং ফোড়া পাকাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।
অপক্ক ফল :—সংকোচক।
পক্কফল :—বিরেচক।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., iii, t, 26-28 ; Bot. Mag., t. 2883-84 ; Wight. lc., t. 578 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 906.

Ref :—F. B. I., v, 541 ; Roxb., F. I., iii, 522 ; B. P., ii, 971 ; Watt. i. Pl, 2, 330 ; Dymook, iii, 355 ; Prain, H. H., 279.
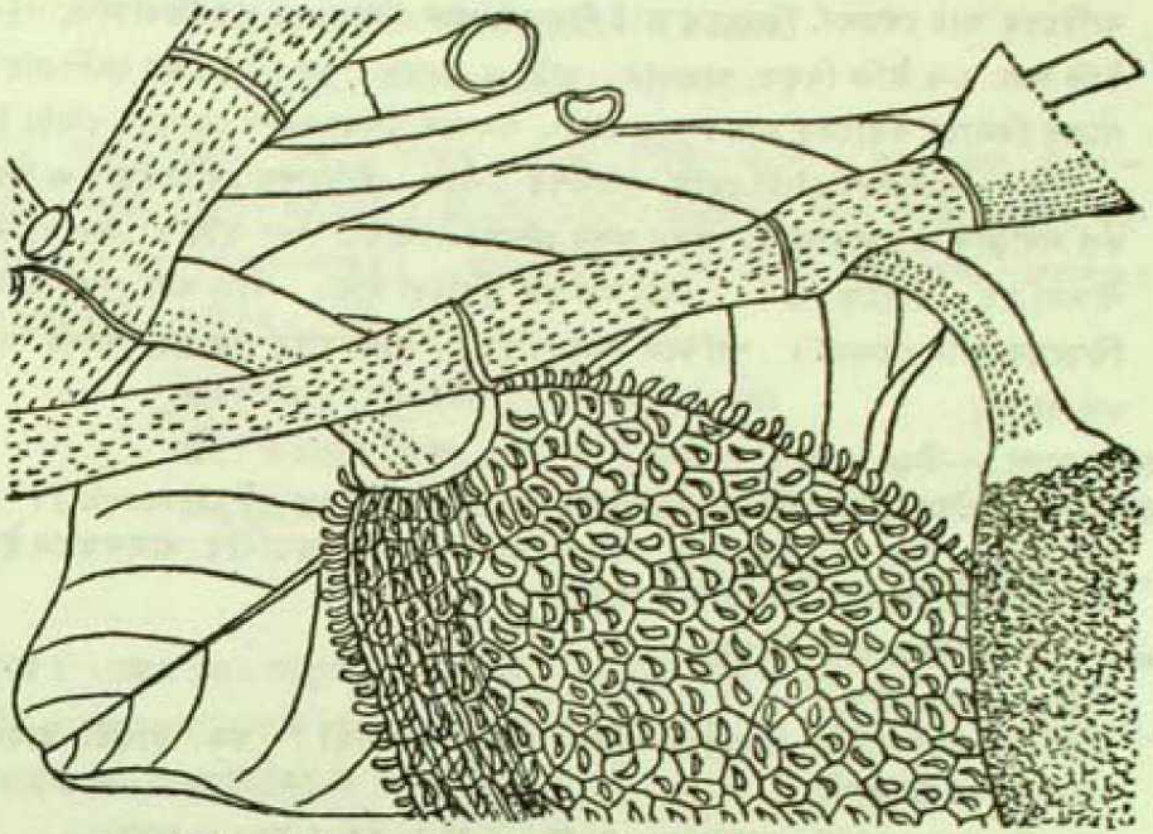
544. Artocurpus integrifolia Linn. (কাঁটাল)

545. A. lakoocha Roxb. (ডেলো)

ভাষানুসারী নাম :—লকুচ, ডহ—সংস্কৃত ; ডেলো, মাদার—বাংলা ; বড়হর, লাকুচ—হিন্দি ; বটার ফল, ক্ষুদ্রপনস, অকহ—মহারাষ্ট্র ; লকুচ—গুজরাট।

লকুচো লিকুচঃ শালঃ কষায়ী দৃঢ়বল্কলঃ।
ডহঃ কার্শ্যশ্চ শূরশ্চ স্থূলস্কন্ধো নবাহ্বয়ঃ ॥
লকুচঃ স্বরসে তিক্তঃ কষায়োষ্ণো লঘুস্তথা।
কফদোষহরো দাহো মলসংগ্রহদায়কঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—লকুচ, লিকুচ, শাল, কষায়ী, দৃঢ়বল্কল, ডহ, কার্শ্য, শূর, স্থূলস্কন্ধ—এই নয়টী নাম।

গুণপর্য্যায় :—লকুচ,—তিক্তকষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফদোষ নাশক, দাহজনক ও মল সংগ্রাহক।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, কুমায়ুন, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বাগানে রোপণ করে ও জঙ্গলে জন্মে।

বর্ণনা :—২০-২৫ ফুট উচ্চ গাছ। বসন্তে পাতা পতিত হয়। ছাল খস্‌খসে। কাঠ শক্ত,

বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতবর্ণ, শক্ত, উজ্জ্বল। পত্র ডিম্বাকৃতি; ৩½-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশঃ সরু। বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। পত্র চর্মবৎ, খসখসে, শিরা ৮-১২ জোড়া। বোঁটা ½—১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট, পুংকেশর ১ টা। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট ও মসৃণ। ফল লম্বাকৃতি ও গোলাকার, কখন কখন এবড়ো খেবড়ো, ২-৩ ইঞ্চি। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়, খাইতে অম্ল। কাঁচা ফল অম্ল রাঁধিয়া খায়। বীজ লম্বা, পুরু, চেপ্টা। ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ। পাকিলে লালবর্ণ হয়। মার্চ্চ মাসে ফুল হয়, আগষ্ট মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ, আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা বিরেচক (Dymock)। ফল পক্ক কিম্বা কাঁচা রাঁধিয়া খায় (Talbct)। বোম্বে রত্নগিরি নামকস্থানে ইহার তরকারী করিয়া খায় এবং চাটনী করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—মলসংগ্রাহক

ছাল :—গুঁড়া করিয়া ব্যবহারে দূষিত ঘায়ে উপকারী। কল্ক করিয়া ব্যবহারে চর্মস্ফোটকের উপকারী।

Fig—Wight, lc., t, 681 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 907.

Ref :—F. B. I., v. 543 ; Roxb., F. I., iii, 524 ; Watt., i,Pl, 2, 33 : B. P., ii, 971 ; Prain, H. H , 279
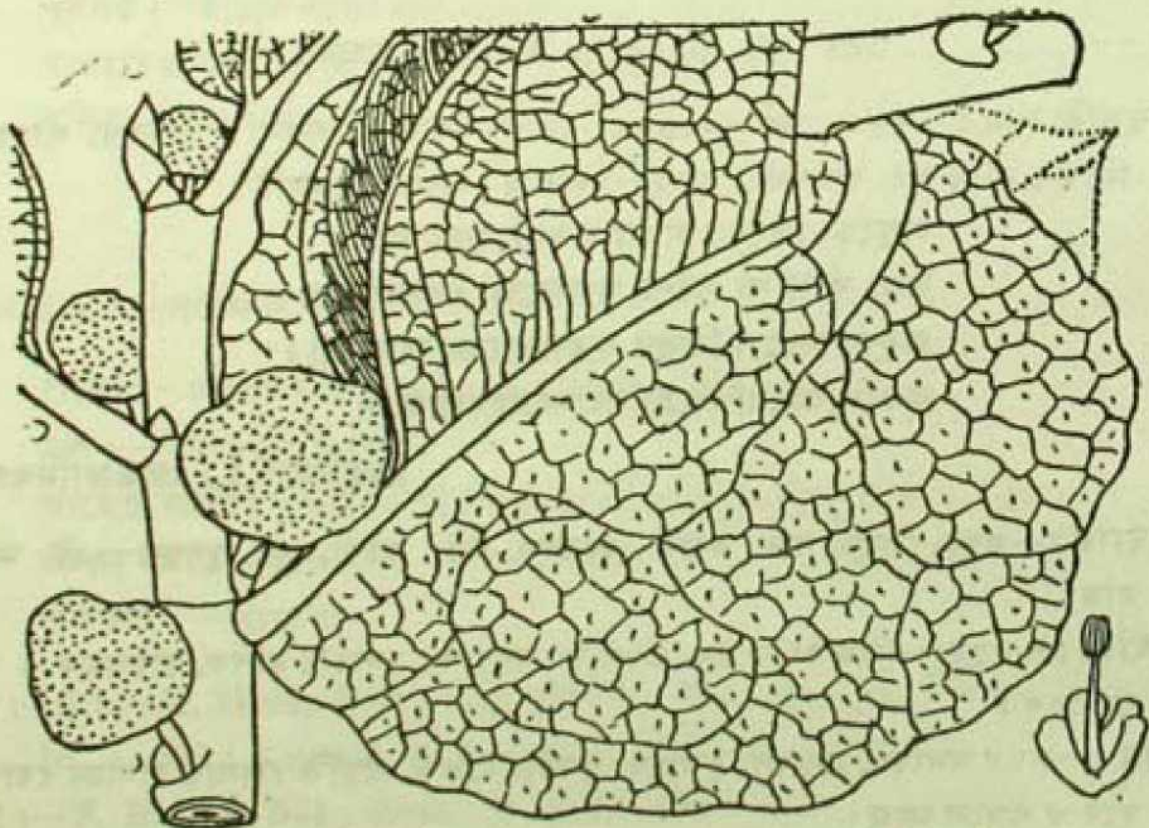
545. Atrocurpus lakoocha Roxb. (ডেলো, মাদার)

Genus—CANNABIS Tourn.

546. C. sativa Linn. (গাঁজা)

ভাষানুসারী নাম :—ভাং, ভঙ্গা—সংস্কৃত ; গাঁজা, সিদ্ধি—বাংলা ; ভাং, ভঙ্গ, গাঁজা—হিন্দি ; ভাঙ্গ, গাঁজা—মহারাষ্ট্র ; ভাংগো, চরস্—গুজরাট ; বিন—বার্মা ; কিন্নবকেন-বুর্বারংক্ক রুহলবংজ—আরব ; জনপরিতুলু গাঞ্জা, কল্লম-ঘেন্ট—তেলেগু ; গাঞ্জাইলাই—তামিল।

> ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া
> ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ।
> তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ-মন্দবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায়—ভঙ্গা—কফনাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, মোহজনক, বচনমান্দ্যকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা খুরদারোড, রাজশাহী, কখন কখন দিনাজপুর জেলার নদীর ধারে জন্মে ; ইহার আদিম জন্মস্থান সাইবিরিয়া। ইহা সাধারণের চাষ নিষিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয়দিকে পত্র হয়। উপরের পত্রে তিনটি, নীচের পত্রে ৫-১১টা হস্তাঙ্গুলিবৎ ভাগ আছে। কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল সবুজবর্ণ, ছোট ও অবনত, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ছোট, পুষ্পদণ্ডে থাকে। স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ঘনভাবে জন্মে। পুং পুষ্পের পাপ্ড়ি ৫টী। পুংকেশর ৫টী। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভদণ্ড ছোট, স্ত্রীকেশর মধ্যে থাকে। ফল ও বীজ চেপ্টা। ফলের গায়ে কাঁটা কাঁটা আছে। এপ্রিল-মে মাসে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, স্ত্রীপুষ্পের ফুলের অগ্রভাগ অথবা বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা আয়ুর্ব্বেদে ও British Pharmacopoeia তে গৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে দেবতাগণ এই গাছের জন্ম দিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহার সহস্র চক্ষু ও সমস্ত রোগনাশক শক্তি এবং দৈত্যনাশক শক্তি দিয়াছেন। সিসিলি দ্বীপের কৃষকপত্নীগণ স্বামী বশ করিবার জন্য ২৫ গাছা পশমের সূত্রদ্বারা Good Friday'র দিনে অঙ্গে ধারণ করে। হিন্দুদের পুস্তকে লিখিত আছে যে, গাঁজা গাছ সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পর্ব্বদিনে হিন্দুরা সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজনিঘণ্টুকার ইহার নাম জয়া, চপলা এবং খাইয়া আনন্দ হয় বলিয়া 'তুরিতানন্দ' নাম দিয়াছেন। ইহার সেবনে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় বলিয়া ইহার আর

একটা নাম 'হর্ষিণী'। সন্ধি হইলে ভাং ব্যবহার করিলে উপকার হয়। রাজবল্লভ বলেন যে, সিদ্ধি খাইলে মানুষের আনন্দ, ভয়শূন্যতা ও কামোদ্রেক হয়।
সিদ্ধি ক্রমাগত ব্যবহার করিলে, অজীর্ণ, ভয়শূন্যতা, রক্তনাশ ও ধ্বজভঙ্গ রোগ, শোথ ও বিবমিষা আনয়ন করে। ভাং খাইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে মাখন ও গরমজল খাওয়াইয়া বমন করাইলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

ভাং গাছের আঠা হইতে চরস প্রস্তুত হয়। ইহা তামাকের ন্যায় কল্কেতে সাজিয়া পান করে। আঠার সহিত স্ত্রীপুষ্প জটা বাঁধিয়া যায় এবং উক্ত আঠা শুদ্ধ জটা গাঁজারূপে অনেকে কল্কেতে সাজিয়া আগুনের সহিত ধূমপান করে। বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিমালয় প্রদেশের ভাং অধিক উগ্র।

Mirza Abdul Razzak বলেন যে, ইহা অতিশয় পিত্ত নিঃসারক, কামোত্তেজক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকর। দুগ্ধের সহিত অর্শে প্রলেপ দিলে অর্শের যন্ত্রণা নিবারণ করে এবং ১ ড্রাম পরিমাণ খাইলে গণোরিয়া রোগ আরাম করে; গাঁজাগাছ কোন কোন দেশে (যেমন বাঙ্গলায়) সরকারের লাইসেন্স ব্যতীত চাষ করা নিষিদ্ধ।
Rumphius বলেন যে, ইহার পাতার গুঁড়া উদরাময় নাশক। ইহা পেটের দোষ দূর করে এবং পিত্তনাশক।

Dr. O.'Shaughuessy বলেন যে, ভাং অধিক পরিমাণে দিলে এবং কয়েক-দিন ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে জলাতঙ্ক, বাত, বালকদের তড়কা ও কলেরা আরাম হয়। কলেরা রোগে ইহা অহিফেনের সমতুল্য। কলেরার প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যখন অপর ঔষধে বিশেষ ফল হয় না তখন পুরাতন বাতে ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।
Dr. J. S. Rennie বলেন যে, ইহার অরিষ্ট ১৫-২০ ফোটা দিনে ৩ বার সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Watt)। গাঁজার তৈল ও বীজ, মূত্রকর ও ওলাওঠা নাশক। ইহা ব্যবহারে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হয়। ইহা প্রসব যন্ত্রনার সময় আর্গটের ন্যায় কাজ করে কিন্তু ইহার শক্তি অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

বৃদ্ধ লোকদের রাত্রিতে হস্তপদের বাতে বিশেষ উপকার করে। ইহা কষ্টকর শ্বাস ও হাঁপানী দূর করে।

গাঁজা প্রস্তুত করিতে হইলে স্ত্রীগাছের পুষ্পদণ্ড ৪৮ ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মাদুরে বিছাইয়া পদদলিত করিতে হয়। ইহাতে ফুল বেশ জমাট বাঁধিয়া যায়; মধ্যে মধ্যে গাঁজাগুলি নাড়িয়া দিতে হয়। মাড়াইবার ফলে গাঁজা হইতে অনেক গুঁড়া বাহির হয়, ইহাকে chus কিম্বা rora বলে। ইহার সহিত গাছের আঠা মিশাইলে চরস্ হয়। মধ্য এশিয়ায় গাঁজা গাছ আঁচড়াইয়া উহা হইতে আঠা বাহির করিয়া লয়, এই চরস দেখিতে ধূসরবর্ণ। সিদ্ধি গাছের শুষ্ক পাতাকে সিদ্ধি বলে। স্ত্রীগাছ হইতে

গাঁজা ও চরস হয়। গাঁজা গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আঠা ও ফুল পাইবার জন্য গাছের ডাল কাটিয়া দেয়।

সিদ্ধি কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোত্তেজক, বিসূচিকা নাশক, রক্তস্রাবনিবারক, পাচক, পিত্তজনক ও জলাতঙ্করোগ নাশক।

সিদ্ধিরযোগে মদনানন্দ মোদক প্রস্তুত করা হয়। ইহা সর্দ্দি, উদরাময় এবং ধ্বজভঙ্গ রোগে উপকারী। ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—

সমান পরিমাণ হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, শৃঙ্গী (Rhus succedanca), পাচক মূল (কুড়), ধনে, সৈন্ধব লবণ, শঠী (Zedoary root), তালিশপত্র (Abies webbinaa), কটফলের শিকড়, নাগকেশর ফুল (Mesua ferrea), যোয়ান, বনযোয়ান (Seseli indicum), যষ্টিমধু, মেথি, জিরা এবং কালজিরা ; উক্তদ্রব্যগুলির সমান ওজনের সিদ্ধির পাতা, ফুল ও বীজ মাখনে ভাজিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। সিদ্ধির সমান ওজনে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া উক্ত রসে গুঁড়াগুলি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপরে মধু, গুড়, তিল, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও কর্পূর প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিয়া উক্ত মোদকের সহিত মিশাইতে হইবে। ইহা সর্বরোগ নাশ করে (সারকৌমী।)

সিদ্ধির যোগে জ্বালানল রস প্রস্তুত হয়—ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—যবক্ষার (impure carbonate of potaph), সোডা, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, পিপুল, গোলমরিচ, চৈ ও আদা প্রত্যেকটী সম পরিমাণ, তৎপরে উক্তদ্রব্যগুলির সমান ওজনের সিদ্ধিপাতা ভাজা, সিদ্ধিপাতার ওজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ সজিনার শিকড় গুঁড়াইয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। মিশ্রদ্রব্য, টাটকা সিদ্ধিপাতার কাথ, সজিনা শিকড়ের কাথ ও রক্ততিলের কাথের সহিত তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। এইগুলি ভৃঙ্গরাজ (Wedelia calendulacea) রসে মিশাইয়া প্রত্যেকটি ½ গ্রাম বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বটিকা মধুর সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ, বমন ও বিবমিষা আরাম হয়।

ভাং হইতে জাতিফলাদ্যচূর্ণ প্রস্তুত হয়—ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ, তিল, বংশলোচন, টগরফুল (Tabernaemontane coronaria), হরীতকী, আমলকী, পিপুল, গোলমরিচ, শুঁঠ, তালিশপত্র, চিতামূল, জিরা, বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, ইহাদের সমুদয়ের তুল্য সিদ্ধি এবং সমষ্টিচূর্ণের সমান চিনির সহিত সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে উদরাময় গ্রহণী, কাস, শ্বাস, অরুচি, ঘা, বাতশ্লেষ্মা ও সর্দি আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ—রসায়ন, উত্তেজক, অগ্ন্যুদ্দীপক, বিষদোষনাশক, বেদনানাশক, নিদ্রাকারক, মিত্তাকারক।

মন্তব্য :—ভাং গণোরিয়া ও গ্রহণীতে উপকারী। ভাঙের কাথ বিসর্প ও নিউর্যালজিক্ বেদনাক্রান্ত অঙ্গে সেচনে উপকার হয়। অধুনা ভারতবর্ষে প্রবাসী অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারগণ—ভাঙের গুণ অনুসন্ধান করিতেছেন। ডা: ওশেনসী—বিবিধ রোগে, বিশেষতঃ ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, বাত, শিশুদিগের তড়কা ও কলেরায় ভাং ব্যবহার করাইয়া ফললাভ করিতে দেখিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভাং, ধনুষ্টঙ্কার এবং বিসূচীকায় বিশেষ ফলপ্রদ। ধনুষ্টঙ্কারে ক্রমশ; মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে হয় এবং রোগীকে কতক দিনের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাঙের নেশায় বশবর্ত্তী রাখিতে হয়।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., x, t. 6o & 6i ; Bentl & Trim., t. 231 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 888.

Ref :—F. B. I., v. 487 ; Roxb., F. I. iii, 772 : B. P., ii, 960, Dymock, iii, 318 ; Prain H. H., 278.

546. Cannabis sativa Linn. (গাঁজা)

Genus—FICUS Linn.

547 F. bengalensis Linn. (বটগাছ)

ভাষানুসারী নাম :—ন্যগ্রোধ, জটাল—সংস্কৃত ; বটগাছ—বাংলা ; বর্গ ট, বড়—হিন্দি ; বট, বড়—মহারাষ্ট্র ; আল-কর্ণাট ; বোর—উৎকল , বড়—গুজরাট ; মরিচেট্টু, মার্রি, পেন্তিমরী—তেলেগু ; আল—তামিল ; দর্খৎ রেশা—স্রাপ ; আতুরবারি বর্থ আর—আরব, নুগ—সিংহুম।

> ন্যাদথ বটো জটালো ন্যগ্রোধো রোহিণোঽবরোহী চ।
> বিটপী রক্তফলশ্চ স্কন্ধরুহো মণ্ডলী মহাচ্ছায়ঃ ॥
> শৃঙ্গী যক্ষাবাসো যক্ষতরুঃ পাদরোহিণী নীলঃ।
> ক্ষীরী শিফারুহঃ স্যাদ্বহুপাদঃ স তু বনস্পতির্নবস্তুঃ ॥
> বটঃ কষায়ো মধুরঃ শিশিরঃ কফপিত্তজিৎ।
> জ্বরদাহতৃষামোহ-ব্রণ-শোফাপহারকঃ ॥
> নদীবটো যক্ষবৃক্ষঃ সিদ্ধার্থো বটকো বটী।
> অমরা সঙ্গিনী চৈব ক্ষীরকাষ্ঠা চ কীর্ত্তিতা ॥
> বটী কষায়মধুরা শিশিরা পিত্তহারিণী।
> দাহতৃষ্ণাশ্রমশ্বাস-বিচ্ছর্দিশমনী পরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় : বট, জটাল, ন্যগ্রোধ, রোহিণী, অবরোহী, বিটপী, রক্তফল, স্কন্ধরুহ, মণ্ডলী, মহাচ্ছায়, শৃঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহিণী, নীল, ক্ষীরী, শিফারুহ, বহুপাদ, বনস্পতি, নবস্তু—এই কুড়িটি নাম।

আর প্রকার বট আছে—তাহার নাম—নদীবট, যক্ষবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, বটী, অমরা, সঙ্গিনী, ক্ষীরকাষ্ঠা—এইগুলি।

গুণপর্য্যায় :—বট—কষায়মধুর রস, শীতবীর্য্য, কফ ও পিত্তনাশক। জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, ব্রণ, শোথ, নিবারক।

নদীবট—কষায় মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিচ্ছর্দি নাশক।

জন্মস্থান : সমগ্র ভারতে, হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে ও বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে। রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন শিবপুরে প্রায় ২০০ শত বৎসরের একটি অতিকায় বটবৃক্ষ আছে। ইহার প্রায় ৬০০ শতটি ঝুরি ইহার বিশাল শাখা-প্রশাখাকে ধরিয়া আছে।

বর্ণনা :—অতিশয় বৃহৎ বৃক্ষ। শাখাগুলি বহুদূরবিস্তৃত। ইহার শাখা হইতে অবরোহ বা ঝুরি নামিয়া গাছকে বলবান ও বহুদূরবিস্তৃত করে। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরের

আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। অতিশয় ভারী নহে। পত্র চিক্কণ, লোমযুক্ত, মাথামোটা। পত্রের গোড়ায় শিরা ৩—৫ টি, পত্র ৪—৮ ইঞ্চি চওড়া; বোঁটা ১—২ ইঞ্চি। ফল গোলাকার, কোমল লোমযুক্ত। পাকিলে রক্তিমাবর্ণ হয়। ডুমুরের ফুল-ফলের মত আধারের ভিতর হয়। পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর সরু, সংবদ্ধ থাকে, পরে সমস্ত ফুলের আধার স্থূল হইয়া পাকিয়া ফলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ঝুরি, পত্র, শিকড়, ফল, কুঁড়ি ও আঠা। মাত্রা—ত্বক্, কুঁড়ি ও ঝুরি ৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে বটের ব্যবহার।

চরক :—(১) **অধোগ রক্তপিত্তে** বটাবরোহ ও শুঙ্গ—অধোগরক্তপিত্ত রোগীকে মলত্যাগকালে প্রথমে রক্তনির্গম হইয়া পরে মলনির্গম হইলে, বটের অবরোহ ও শুঙ্গের ক্ষীরপরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** বটশুঙ্গ—বট, উডুম্বর ও অশ্বত্থের কুট্টিত শুঙ্গ উষ্ণজলে দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। এই জল বস্ত্রপূত করিয়া লইয়া, এতদ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পক্ব ঘৃতের অর্দ্ধ চিনি এবং এক চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, মল ত্যাগের প্রথমে কিংবা শেষে সরক্ত মলনির্গম জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **ব্রণ-নির্ব্বাপণে** বটপল্লব—ব্রণশোথে বটপত্রের প্রলেপ দিলে নির্ব্বাপণ হয় অর্থাৎ স্ফোটক বিলীন হইয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **পাণ্ডুর প্রদরে** বটত্বক্—শ্বেত প্রদরে, বটত্বক্ কৃত কাথের সহিত লোধ্রকল্ক সেবন করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—**রক্তপিত্তে** বটপত্র—রক্তপীতী কোমল বটপত্র পেষণপূর্ব্বক মধু সহ সেবন করিবে (চিঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—(১) **অতিসারে** বটাবরোহ—সুপিষ্ট বটাবরোহ তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে অতিসারজনিত উদরের বেদনা সত্বর প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)। (২) **শুক্র নাম নেত্ররোগে** বটক্ষীর—কর্পূর চূর্ণ বটের আঠায় পেষণপূর্ব্বক তাহার অঞ্জন করিলে ঘনোন্নত শুক্র সত্বর বিনাশ পায় (নেত্ররোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন : (১) **অধ্যর্ব্বুদে** বটদুগ্ধ ও বল্কল—অধ্যর্ব্বুদের উপরি বটদুগ্ধ, কুড়চূর্ণ এবং রোমকলবণ লেপনপূর্ব্বক, বটের বল্কল দ্বারা সপ্তরাত্র বেষ্টন করিয়া রাখিলে অধ্যর্ব্বুদ নিশ্চিত বিনাশ পায়—ইহা সিদ্ধৌষধ (অর্ব্বুদ—চিঃ)। অর্ব্বুদোপরি জাত অর্ব্বুদকে অধ্যর্ব্বুদ বলে। (২) **রক্তপ্রদরে** বটশুঙ্গ—বটশুঙ্গের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপ্রদরে সেব্য (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—ব্যঙ্গে বটাঙ্কুর—মসূর কলায় এবং বটাঙ্কুর একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ অর্থাৎ 'মেছেতা' বিনষ্ট হয়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বটের আঠা লাগাইলে বাত, কটিবাতের বেদনা আরাম হয়। কোনস্থান পুড়িয়া বা কাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়। টাট্‌কা আঠা দাঁতের মাড়িতে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরম হয়।

বটছালের রস বলকারক এবং বহুমূত্র রোগের মহৌষধ। ইহার বীজ শান্তিকর এবং বলকারক। বটের পাতা গরম করিয়া পুলটিস্ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পাকাপাতা ভাতের সহিত মিশাইয়া ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ইহার শিকড় গণোরিয়া রোগে ব্যবহার করে এবং ইহা সার্সাপেরিলার ন্যায় কাজ করে। ছোট কেঁকড়ির রস রক্তোৎকাস রোগে ব্যবহৃত হয়। বটের ঝুরির অগ্রভাগ অতিরিক্ত বমন নিবারক।

বট বলকারক ও কষায়। ইহা গণোরিয়া ও শুক্রক্ষীণতায় প্রযুক্ত হয়। হাতের ও পায়ের চামড়া ফাটিয়া গেলে বটের আঠা দিলে উপকার হয় (Dymock, iii, 335)।

অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় এবং নিমের ছালকে পঞ্চ বল্কল বলে। ইহা ক্ষত রোগের ধৌতি স্বরূপ ব্যবহৃত হয় এবং ইহার Injection লইলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বটের আঠা :—বাত ও কোমরের বাতের বেদনায় বাহ্যপ্রলেপে উপকার হয়।

ছালের কল্ক :—রসায়ন, সঙ্কোচক, আমাশয়, উদরাময় ও বহুমূত্রে উপকারী।

বীজ :—রসায়ন, স্নিগ্ধতাকারক।

পাতা :—ফোড়ায় পুলটিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মূলের অংশ :—গণোরিয়ায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরক—আম, জম্বু, প্লক্ষ, উডুম্বর, অশ্বত্থ সহ বটকে মূত্রসংগ্রহণবর্গে এবং সুশ্রুত ইহাকে ন্যগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। Dymock বলেন (৩য় খণ্ড ৩৩১ পৃ:) "কচিৎ, বট ও অশ্বত্থের নির্ণয়ে বিপ্রতিপত্তি ঘটিয়া থাকে. যেহেতু 'বহুপাদ' ও 'শিখণ্ডিন' নামে উভয়েরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়"। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশাদি কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে অশ্বত্থের "বহুপাদ" নাম দৃষ্ট হয় না। সকলেই বটের নাম "বহুপাদ" লিখিয়াছেন। 'শিখণ্ডী শব্দ' বৈদ্যকে বট বা অশ্বত্থার্থে প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং Dymock এর উক্তি নিতান্ত অমূলক।

Fig :—Wight, lc., t. 1989 ; Rheede, Hort. Mal,, i, t, 28 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., 893,

Ref: F. B. I., v. 499; Roxb., F. I., iii, 539, B. P., ii; 989; Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 279.
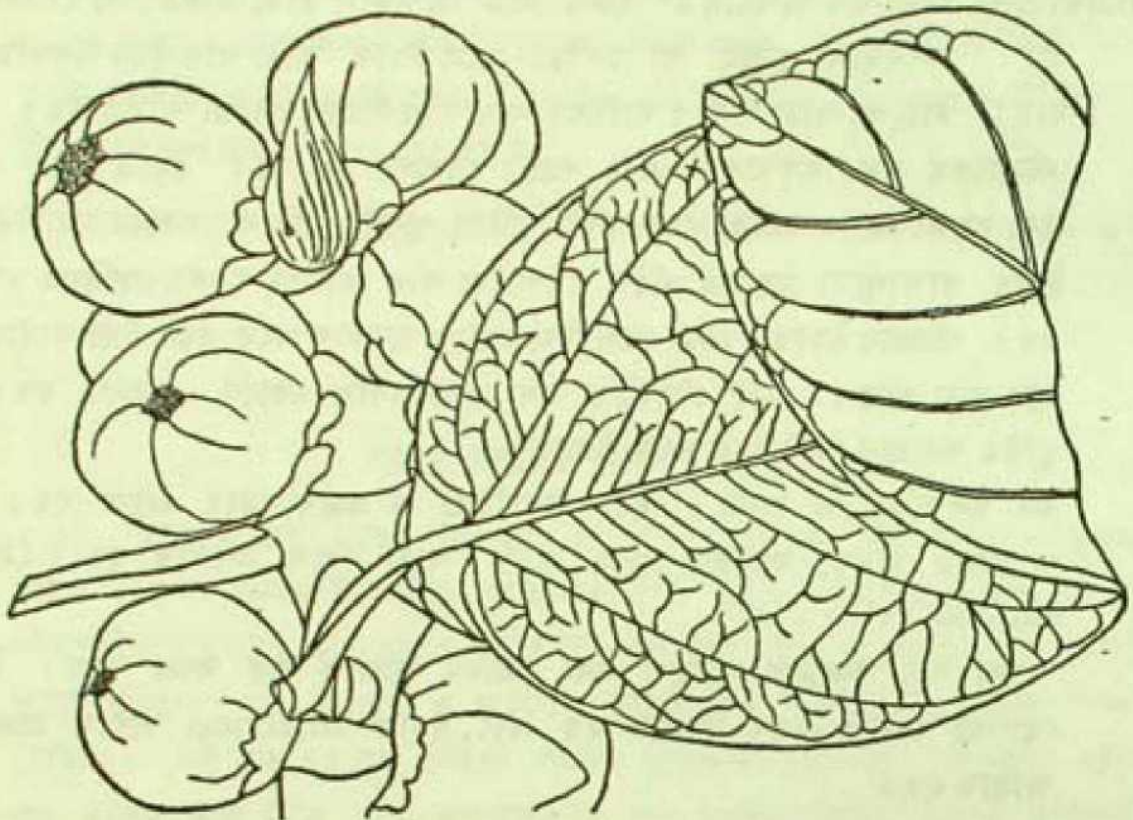
547. Ficus bengalensis Linn. ('বটগাছ)

548. F. religiosa Linn. (অশ্বত্থ)

ভাষানুসারী নাম :—গজভক্ষক, ক্ষীরদ্রুম, অশ্বত্থ—সংস্কৃত ; অশ্বত্থ—বাংলা ; পিপর—হিন্দী ; পীপ্পল—মহারাষ্ট্র ; অরলী—কর্ণাট ; বোধি—সিংহল ; দরথ্, লরআং—ফ্রান্স ; রাবিচেট্টু, কুলুজুচেট্টু, রাগী—তেলেগু ; অরক—তামিল, হেসাক—সাঁওতাল।

অশ্বত্থশ্চাচ্যুতাবাসশ্চলপত্রঃ পবিত্রকঃ।
শুভদো বোধিবৃক্ষশ্চ যাজ্ঞিকো গজভক্ষকঃ।
শ্রীমান্ ক্ষীরদ্রুমো বিপ্রো মঙ্গল্যঃ শ্যামলশ্চ সঃ।
পিপ্পলো গুহ্যপুষ্পশ্চ সেব্যঃ সত্যঃ শুচিদ্রুমঃ।
চৈত্যদ্রুমো ধর্ম্মবৃক্ষো জ্ঞেয়ো বিংশতিসংজ্ঞকঃ ॥
পিপ্পলঃ সুমধুরস্তু কষায়ঃ শীতলশ্চ কফপিত্তবিনাশী।
রক্তদাহশমনঃ স হি সদ্যো যোনিদোষহরণঃ কিল পক্কঃ ॥

অশ্বত্থবৃক্ষস্য ফলানি পকান্যতীবহৃদ্যানি চ শীতলানি।
কুর্বন্তি পিত্তাস্রবিষার্ত্তিদাহং বিচ্ছর্দিশোষারুচিদোষনাশম্॥

রাজনিঘণ্টু:। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অশ্বত্থ, অচ্যুতবাস, চলপত্র, পবিত্রক, শুভদ, বোধিবৃক্ষ, যাজ্ঞিক, গজভক্ষক, শ্রীমান্, ক্ষীরদ্রুম, বিপ্র, মঙ্গল্য, শ্যামল, পিপ্পল, গুহ্যপুষ্প, সেব্য, সত্য, শুচিদ্রুম, চৈত্যদ্রুম, ধর্ম্মবৃক্ষ—এই কুড়িটা নাম।

গুণপর্য্যায় :—অশ্বত্থ – মধুর কষায় রস, শীতবীর্য্য, কফ ও পিত্তনাশক। রক্তদোষ ও দাহনাশক ও সদ্য যোনিদোষের শান্তি কারক।

অশ্বত্থ ফল – পাকা ফল অতীব হৃদ্য, শীতবীর্য্য, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, বিষদোষ, দাহ, বমি, শোষ ও অরুচি নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ ও মধ্যভারতের অরণ্যে বহুল পরিমাণে জন্মে। বঙ্গদেশের বনে জন্মে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বর্ণনা :—বহুশাখাগ্র শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ছাল ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু। অধিকদিনের হইলে ছাল ফাটা ফাটা হয়। কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পত্র পাতলা চামড়ার মত, উপরিভাগ উজ্জ্বল। পত্রবৃন্ত লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রে ৫-৭ টা শিরা আছে। পুংপুষ্প অল্প হয়। ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র ও ডালের গায়ে সংলগ্ন। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :– পত্র, মুকুল, ছাল ও ফল। মাত্রা—কাথ ½ পোয়া।

বৈদ্যকে অশ্বত্থের ব্যবহার।

চরক :—(১) বাতরক্তে অশ্বত্থত্বক—অশ্বত্থছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দারুণ বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)। (২) ব্রণাচ্ছাদনে অশ্বত্থ পত্র—অশ্বত্থপত্রে ব্রণ প্রচ্ছাদন করিবে (চি' ২৯ অঃ)। (৩) ব্রণে অশ্বত্থত্বক—অশ্বত্থছালের গুঁড়া দ্বারা ক্ষতপূরণ করিলে উহা শীঘ্র পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত :–(১) নীলমেহে অশ্বত্থত্বক – যাহার নীলমেহ হইয়াছে তাহাকে অশ্বত্থত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অ.)। (২) বাজীকরণার্থ অশ্বত্থ ফলাদি – অশ্বত্থের ফল, মূলের ছাল ও শুঙ্গের (পত্র মুকুলের) কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, বাজীকরণ নির্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :–(১) বমনে অশ্বত্থত্বক্ – অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কত্বক্ দগ্ধ করিয়া সেই অঙ্গার জলে নির্বাপিত করিবে ; সেই জল পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি-চিঃ)। (২) পোড়াঘায়ে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থের ছাল গুঁড়া করিয়া পোড়াঘায়ের উপর ছড়াইয়া

দিলে, ঘা ভাল হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (৩) **কর্ণশূলে অশ্বত্থপত্র**—অশ্বত্থপত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গা তৈলাক্ত করিয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিলে যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চুঁয়াইয়া পড়িবে—সেই তৈল-দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কান কট্‌কটানি ভাল হয় (কর্ণ রোগ চিঃ)। (৪) **শিশুর মুখ পাকে অশ্বত্থত্বক ও পত্র**—শিশুর মুখপাকে অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—অশ্বত্থ ছাল ধারক। গণোরিয়া নাশক। ইহার ফোঁড়া পাকাইবার গুণ আছে। ফল মৃদু বিরেচক। ইহা পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বীজ স্নিগ্ধকর ও ত্রিদোষনাশক। অশ্বত্থগাছের পত্র ও কচি ডাল বিরেচক এবং রস চুলকনা ও পাঁচড়া আরাম করে।

শিকড়ের ছাল প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে উহা কমিয়া যায় (Dr. Emerson)। ইহার শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া ১৫ দিন জলে রাখিয়া খাইলে হাঁপানি আরাম করে এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে সেবন করলেই পুত্রবতী হয়। টাট্‌কা পোড়ান ছাল জলে-ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উগ্র ঘুংড়ি কাসি আরাম হয় (Dr. Thornton)। কোন স্থান কাটিয়া গেলে ইহার রস বিশেষ উপকারী।

অশ্বত্থ ছালের গুঁড়া ভগন্দর রোগে প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয়। ইহাতে বহুরোগী আরাম হইয়াছে। শিশুর ঠোঁটে, জিহ্বায় এবং তালুতে কিম্বা মুখের ভিতর ক্ষত বা শ্বেতবর্ণ অল্প অল্প ঘা হইলে বা সাধারণ মুখের ঘায়ে মধুর সহিত অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ লাগাইলে উহা আরাম হয় (R. N. Khory ii, 559)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক।

ফল—বিরেচক।

বীজ—রসায়ন, স্নিগ্ধতাকারক।

পাতা ও ছোট অঙ্কুর—বিরেচক।

ছালের রস—চুলকানিতে উপকারী।

মন্তব্য: অশ্বত্থত্বক্ 'পঞ্চবল্কলের, অন্যতম। পঞ্চবল্কলের গুণ—"রসে কষায়: শীতশ্চ বণ্যং দাহতৃষ্ণাপহম্। যোনিদোষং কফং শোফং হন্তীদং পঞ্চবল্কলম্" (ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু)। "ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ" (ভাবপ্রকাশ)। পাঞ্চবল্কলের কাথ যোনিরোগে এবং উহার প্রলেপ বিসর্পরোগে বহুশ: প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

চরক—অশ্বত্থকে 'মূত্রসংগ্রহণ' বর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং অশ্বত্থ ত্বক্ লোমরোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। **সুশ্রুত**:—ন্যগ্রোধাদিগণে অশ্বত্থ পাঠ করিয়াছেন। (সূ: ৩৮ অ:)। চরক সিদ্ধি স্থানে, অতিসারে পেয় যবাগূ পাকার্থ দ্রব্যান্তরের সহিত অশ্বত্থশুঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবিকসিত পত্রমুকুলকে শুঙ্গ বলে।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896 A ; Wight, Ic., t. 1967; Rheede, Hort, Mal., i, 27.

Ref : F. B. I., v, 517 : Roxb., F. I. iii, 547 ; B. P., ii, 980 ; Dymock iii, 337 ; Prain, H. H., 280.
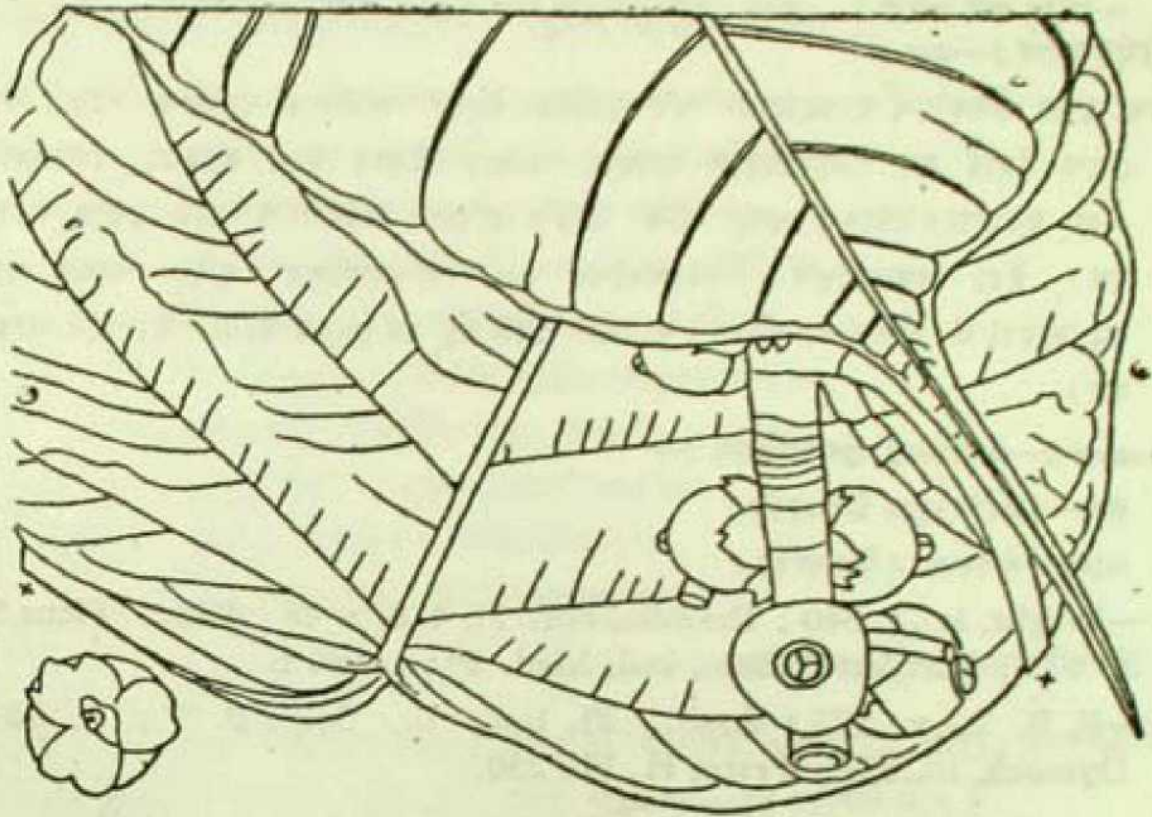
548. Ficus religiosa Linn. (অশ্বত্থ)

549. F. rumphii Blume. (গয়াঅশ্বত্থ)

ভাষানুসারী নাম :—অশ্বত্থী—সংস্কৃত ; গয়াশ্বত্থ—বাংলা ; কাবরো—হিন্দি ; অশ্বত্থী, পেয়ার—মহারাষ্ট্র ; বাধা—পাঞ্জাব ; সুনামজোর—সাঁওতাল ; হেরবলি—কর্ণাট ; কাবারু—গাড়ওয়াল।

অশ্বত্থী লঘুপত্রী স্যাদ্‌পবিত্রা হ্রস্বপত্রিকা।
পিপ্পলিকা বনস্থা চ ক্ষুদ্রা চাশ্বত্থসন্নিভা ॥
অশ্বত্থিকা তু মধুরা কষায়া চাস্রপিত্তজিৎ।
বিষদাহপ্রশমনী গুর্বিণ্যা হিতকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অশ্বত্থী লঘুপত্রী, পবিত্রা, হ্রস্বপত্রিকা, পিপ্পলিকা, বনস্থা, ক্ষুদ্রা, অশ্বত্থসন্নিভ—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অশ্বত্থী—মধুর কষায় রস। রক্তপিত্তনাশক। বিষদোষ ও দাহ নাশক। এবং ক্রিমি নাশক। গর্ভিনীর পক্ষে হিতকর।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, মধ্যভারত, হিমালয় প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা।

বর্ণনা :—বড় গাছ। পত্র ৪—৬ ইঞ্চি। শিরা ৩—৬ জোড়া। বোঁটা ২½—৩½ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প অল্প হয়, শাখার গোড়ায় থাকে। পুংকেশর ১টী, গর্ভাশয় মসৃণ ও ডিম্বাকৃতি, বীজ ছোট, গোলাকার ও আঠাযুক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে। কোন কোন গাছের ফল আরও দেরীতে পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সাঁওতালেরা ইহার ফল ঔষধে ব্যবহার করে। কঙ্কন দেশে ইহার রস ক্রিমিরোগে ব্যবহার করে। ইহার রসে হরিদ্রা, গোলমরিচ এবং ঘৃতযোগে মটরের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে হাঁপানি রোগ আরাম হয়। ইহা বমনকারক। গয়াঅশ্বথের রস আকন্দফুলের সহিত আবদ্ধ পাত্রে দগ্ধ করিয়া ৪ রতি (৭॥০ গ্রেণ) পরিমাণ ছাই মধু সহ সেবন করিলে হাঁপানি আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

রস—ক্রিমিরোগে উপকারী।

ছাল—সর্পদংশনে উপকারী।

Fig :—Wight, lc., t, 640 ; Brandis, For. Fl. 416, t. 48 ; King. Ficus 54, t, 673 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896 B.

Ref :—F, B. I., v. 572 ; Roxb., Fl. Ind., iii, 548 ; B. P., ii, 980 ; Dymock, iii, 337 ; Prain, H. H., 280.
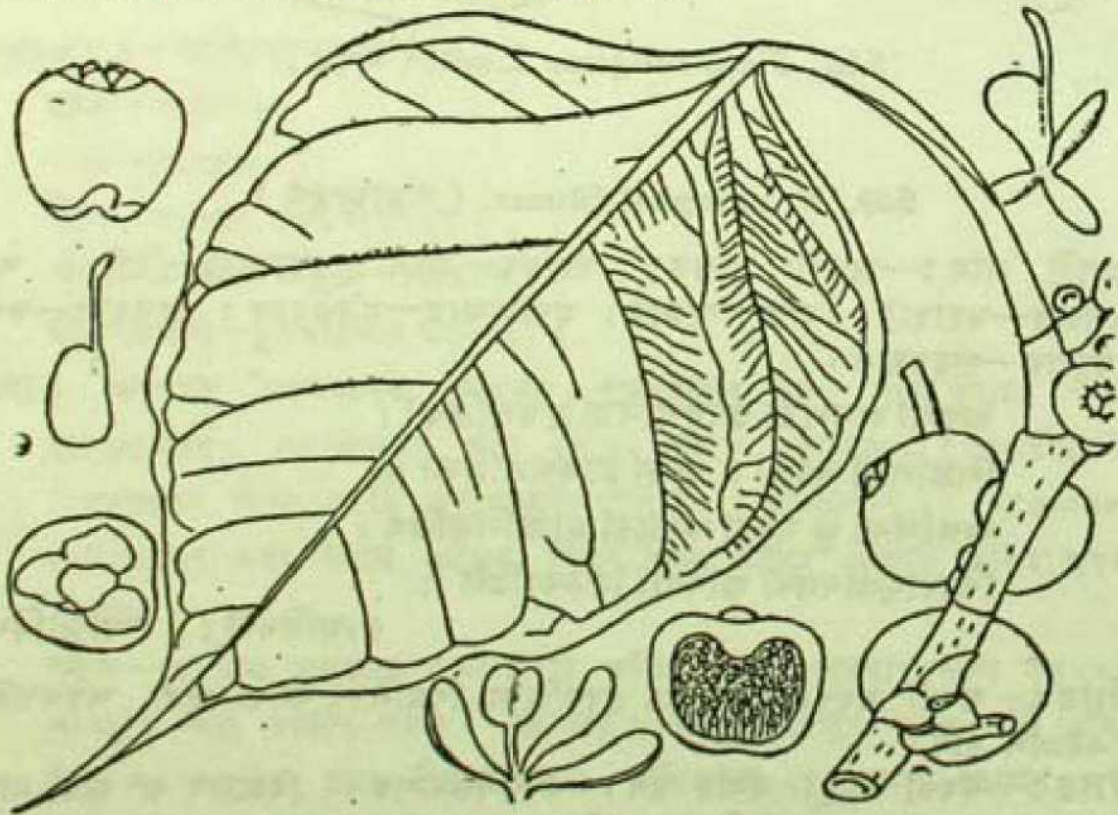
549. Ficus rumphii Blume. (গয়াঅশ্বথ)

550. F. glomerata Roxb. (যজ্ঞডুমুর)

ভাষানুসারী নাম :—উডুম্বর—সংস্কৃত ; যজ্ঞডুমুর—বাংলা ; গুলার—হিন্দী ; উম্বর—মহারাষ্ট্র ; অত্তি—কর্ণাট ; উম্বরো—গুজরাট ; জমীঝ—আরব গুলর, রাড়ুচেট্টু, রাইগা—তেলেগু ; খারসা—তামিল ; অক্লীয়ে আদম্—ফ্রান্স।

উডুম্বরঃ ক্ষীরবৃক্ষো হেমদুগ্ধঃ সদাফলঃ।
কালস্কন্ধো যজ্ঞযোগ্যো যজ্ঞীয়ঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
শীতবল্কো জন্তুফলঃ পুষ্পশূন্যঃ পবিত্রকঃ।
সৌম্যঃ শীতফলশ্চেতি মনুসংজ্ঞঃ সমীরিতঃ ॥
উডুম্বরং কষায়ং স্যাদ্ পকন্তু মধুরং হিমম্।
ক্রিমিকৃদ্ পিত্তরক্তঘ্নং মূর্চ্ছাদাহতৃষাপহম্ ॥
ঔডুম্বরং ফলমতীব হিমং সুপকং
পিত্তাপহং চ মধুরং শ্রমশোফহারি।
আমং কষায়মতিদীপনরোচনং চ
মাংসস্য বৃদ্ধিকরমস্রবিকারকারি ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় :—উডুম্বর, ক্ষীরবৃক্ষ, হেমদুগ্ধ, সদাফল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞযোগ্য, যজ্ঞীয়, সুপ্রতিষ্ঠিত, শীতবল্ক, জন্তুফল, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক, সৌম্য, শীতফল,—এই চৌদ্দটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—উডুম্বর—কষায় রস, পক্ক উডুম্বর—মধুর রস, শীতবীর্য্য, ক্রিমিকারক। পিত্ত-দোষ এবং রক্তদোষ নাশক। মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। সুপক্ক উডুম্বর ফল—অত্যন্ত শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, বিপাকে মধুর রস। শ্রম ও শোথ নাশক। অপক্ক ফল—কষায় রস, অতি অগ্ন্যুদ্দীপক, রুচিকর, মাংসবৃদ্ধিকারক এবং রক্তদোষকারক।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, গাত্র ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, তিনটি শিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার ১½ ইঞ্চি, ঈষৎ লালবর্ণ, পুংপুষ্প পুষ্পাধারের মুখের কাছে হয়। পাপ্ড়ি তিন চারটি, স্পঞ্জের মত। গর্ভাশয় গোলাকার। এই গাছ ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড়, পত্র ডুমুরের ন্যায় কর্কশ নহে। ফল অপেক্ষাকৃত বড়। পাকিলে লালবর্ণ হয়। ফলের ভিতর পোকা থাকে। যজ্ঞডুমুর অতিশয় মিষ্ট। বসন্তকালে ইহার ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়ের ছাল, ফল, রস, মায়া।

বৈদ্যকে উডুম্বরের ব্যবহার।

চরক :—(১) শ্বিত্রে উডুম্বর—শ্বিত্ররোগে, পুরাতন গুড় সহ যজ্ঞডুমুরের রস বিরেচনার্থ সেব্য

(চিঃ ৭ অঃ)। (২) যোনিরোগে উদুম্বর ক্ষীর ও ত্বক্— যজ্ঞডুমুরের আঠার তিল ছয়বার ভাবনা দিয়া ঐ তিল হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যজ্ঞডুমুরের ছালের চতুর্গুণ কাথ সহ এই তৈল পাক করিয়া পিচ্ছিলাদি যোনিতে ধারণ করিতে দিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—রক্তপিত্তে যজ্ঞডুমুর—রক্তপিত্তরোগী যজ্ঞডুমুরের ফলের রস পান করিবে (চিঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) অত্যগ্নিপ্রশমনার্থ উদুম্বরত্বক্—যজ্ঞডুমুরের ত্বক্ নারীস্তন্যের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অত্যগ্নিপ্রশমিত হয় (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে কাকোদুম্বর—ডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তীয় শোণিত নির্গম নিবৃত্তি পায় (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) পিত্তজতৃষ্ণায় উদুম্বরফল-যজ্ঞডুমুরের পাকাফলের রস কিম্বা কাথ বা শীতকষায় পিত্তজতৃষ্ণার পক্ষে হিতকর (তৃষ্ণা চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—প্রদরে যজ্ঞডুমুর—যজ্ঞডুমুরের ফলের রস মধু সহ পান করিলে প্রদর নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে রোগী শর্করা ও দুগ্ধসহ অন্ন পথ্য করিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) বাতব্যাধিতে ডুমুরের আঠা-যজ্ঞডুমুরের আঠা ও হিঙ্গুর সহিত আলকুশীর মূল উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক অববাহক রোগীকে নস্য করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) : যোনিগাঢ়ীকরণে উদুম্বরফল-পলাশবীজ, যজ্ঞডুমুরের ফল, তিলতৈলসহ উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক, ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে, শিথিল যোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)। (৩) সারমেয়বিষে ডুমুরের মূল—ডুমুরের মূলত্বক ও ধুস্তুর বীজ (শোধিত) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে কুক্কুর বিষ বিনষ্ট হয় (বিষ চিঃ)। মাত্রা—ডুম্বর মূল ত্বক ৪ আনা, ধুতরা বীজ ১ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : ইহার পত্র, ছাল ও ফল এদেশীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ছাল ধারক। ইহা ক্ষত স্থানে ধৌত কার্যে ব্যবহৃত হয়। ব্যাঘ্র কিম্বা বিড়ালে কামড়াইয়া বিষ হইলে ক্ষতস্থান হইতে বিষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিকড় রক্তআমাশয়ে হিতকর এবং ইহার রস একটি বলকারক ঔষধ।

ইহার পত্রের উপর যে gall (অর্ব্বুদ) হয় উহা দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত খাইলে বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয় (Atkinson)। যজ্ঞডুমুর ধারক, উদরাময় ও ক্রিমি নাশক। ইহার দুধের মত আঠা খাইলে অর্শ ও পেট বেদনা আরাম হয় এবং উহার সহিত তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুষ্টব্রণ ও বিস্ফোটক আরাম হয়। পাকা ফলের রস মূত্ররোগে হিতকর। ইহার ছাল গো-মহিষদিগকে খাওয়াইলে তাহাদের বসন্ত হয় না এবং ৪ তোলা মাত্রায় চিনি ও জীরার সহিত খাইলে গণোরিয়া আরাম হয়। পশুদের যখন বসন্ত হয়, তখন ইহার ছাল পেঁয়াজের সহিত পিষিয়া

এবং গুঁড়া করিয়া নারিকেল, মেথি এবং ভিনিগার দিয়া খাওয়াইলে বসন্ত আরাম হয়। গাছের মূল ও পাকা ফলের রস বহুমূত্র রোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সঙ্কোচক। পশুর "প্লেগে বা বসন্তে" বিশেষ উপকারী।

মূল :—আমাশয়ে প্রযোজ্য।

মূলের অগ্রভাগ :—বহুমূত্রে উপকারী।

পাতা :—গুঁড়া করিয়া মধু সহ যকৃৎ প্রদাহে উপকারী।

ফল :—সঙ্কোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও উদরাধ্মান নাশক। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে এবং রক্তনিষ্ঠিবনে উপকারী।

দুগ্ধবৎ আঠা :—অর্শ ও উদরাময়ে উপকারী।

Fig :—Roxb., Cor. Pl, ii, t, 123; Wight, Ic., t. 667; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 904.

Ref :—F. B. I., v. 535; Roxb, F. I., iii, 538; B.P., ii, 983; Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 280.
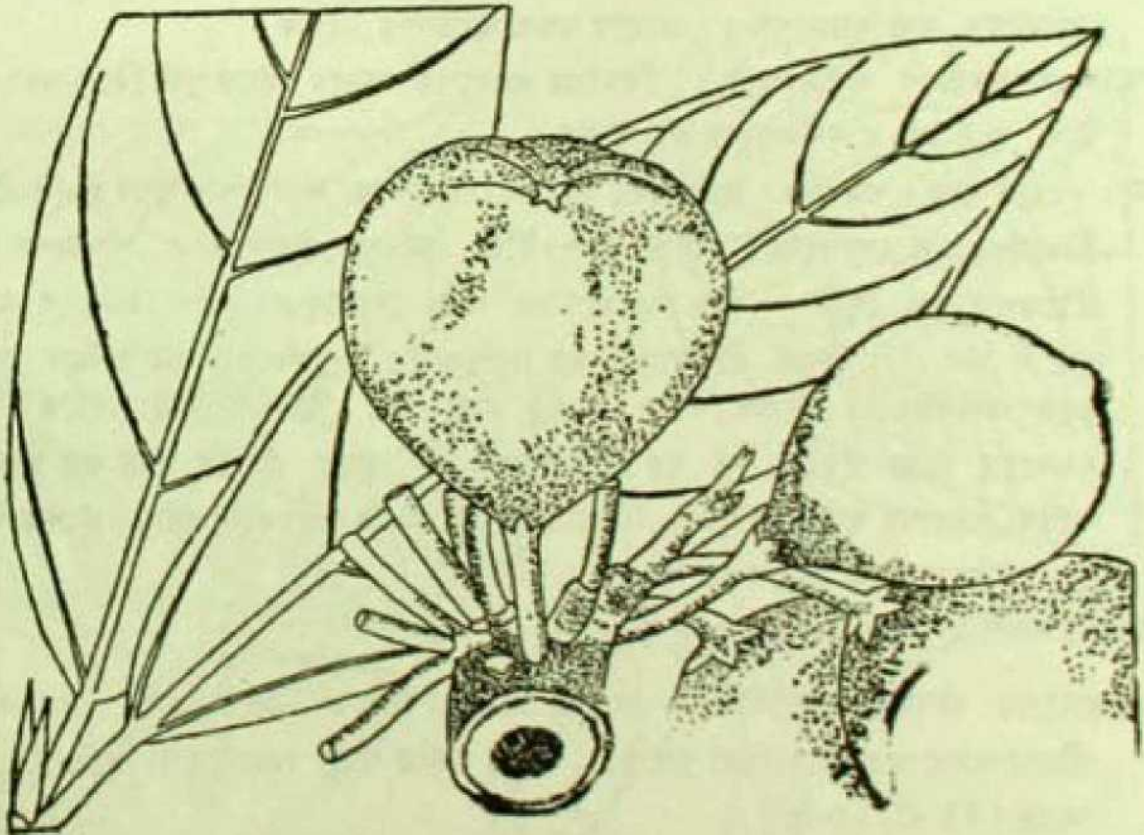
550. Ficus glomerata Roxb. (যজ্ঞডুমুর)

551. F. hispide Linn. (কাকডুমুর)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাকোডুম্বরিকা—সংস্কৃত ; কাকডুম্বর—বাংলা ; ওটমিলায়, কটুম্বরী, গোওডুম্বরা—হিন্দি ; কালা উডুম্বর—মহারাষ্ট্র ; কাম্ত্তি—কর্ণাট ; ব্রহ্মমেড়িচেট্, বড়সামাদি—তেলেগু ; খোস্কাডুমর—আসাম, পেয়াটি—তামিল ; পেয়াটি—মালয়।

কৃষ্ণোডুম্বরিকা চাণ্ড্যা খরপত্রীচ রাজিকা।
উডুম্বরী চ কঠিনা কুষ্ঠঘ্নী ফল্গুবাটিকা॥
অজাক্ষী ফল্গুনী চৈব মলপুশ্চিত্রভেষজা।
কাকোডুম্বরিকা চৈব ধ্বাঙ্ক্ষনাম্নী ত্রয়োদশ॥
কাকোডুম্বরিকা শীতা পক্বা গৌল্যাঽম্লিকা কটুঃ।
তগ্দোষ পিত্তরক্তঘ্নী তদ্বল্কং চাতিসারজিৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ॥

নামপর্য্যায় :—কৃষ্ণোডুম্বরিকা, খরপত্রী, রাজিকা, উডুম্বরী, কঠিনা, কুষ্ঠঘ্নী, ফল্গুবাটিকা, অজাক্ষী, ফল্গুনী, মলপূঃ, চিত্রভেষজা, কাকোডুম্বারিকা, ধ্বাঙ্ক্ষনামী—এই তেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কাকোডুম্বরিকা—শীতবীর্য্য, পক্ব হইলে—কষায় অম্ল ও কটু রস। চর্ম্ম-দোষনাশক, রক্তপিত্তনাশক। তাহার বল্কল অতিসার নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে। হিমালয় প্রদেশের চেনাব হইতে পূর্ব্ব দিকে ৩৫০০ ফুট উচ্চে, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশ।

বর্ণনা :—ছোট গাছ। পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, কতক পরিমাণে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, নিম্নভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বোঁটা ⅓—১ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পুংকেশর ১টি। স্ত্রীকেশর দণ্ড ছোট। বীজ চতুষ্কোণ ও লম্বা লোমাবৃত। ইহা যজ্ঞডুমুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ডুমুরের পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে অনেক ডুমুর গুচ্ছবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। এই গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। ২—৩ বৎসরের মধ্যে ইহার ফল হয়। বঙ্গদেশে এই ডুমুর গাছের কচি ফল তরকারী করিয়া সচরাচর খাইয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়। ফল পাকিতে তিন মাস সময় লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল, বীজ এবং ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই ডুমুরের ফল খাইলে স্ত্রীলোকদের স্তনদুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। ইহার গর্ভের মধ্যে সন্তান রক্ষা করিবার শক্তি আছে (U. C. Dutt)।

ডুমুরের মূলের ত্বক্, ধুতুরা বীজ (শোধিত) চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ

করিয়া পান করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়। মাত্রা:-মূলের ত্বক্ চার আনা, ধুতুরা বীজ এক আনা।

বোম্বে ও কঙ্কনদেশে ফলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাগীতে পুলটিস্ দেয়। ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ঘন হয় (Dymock)। Dr. Moodeen Sheriff বলেন, ইহার ফল, বীজ এবং ছাল মূল্যবান বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পক্ক ফলের বীজই প্রশস্ত। ইহা শুষ্ক করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়। মাত্রা ১ড্রাম, ৪টি কিম্বা ৬টি পাকা ফলের বীজের সমান। ইহার ছাল খাইলে বমন হয় ও অল্প দাস্ত হয়। মাত্রা ৪০—৬০ গ্রেণ, দিবসে ৩-৪ বার। ইহার অর্দ্ধমাত্রা গ্রহণ করিলে বলকারক হয় ও রোগ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock, iii, 346)।

ডুমুরের আঠা বলাধান ও রসায়নার্থ ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল, বীজ ও ছাল :--বিরেচক, বমনকারক্।

Fig—Wight, lc. t. I., 638 and 641 ; Griff., lc., Pl. Asiat., t, 560 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 900.,

Ref :—F. B. I., v. 522 , Roxb., F. I., iii, 561 , B. P., ii, 981 ; Dymock, iii, 346 ; Prain, H. H., 280.
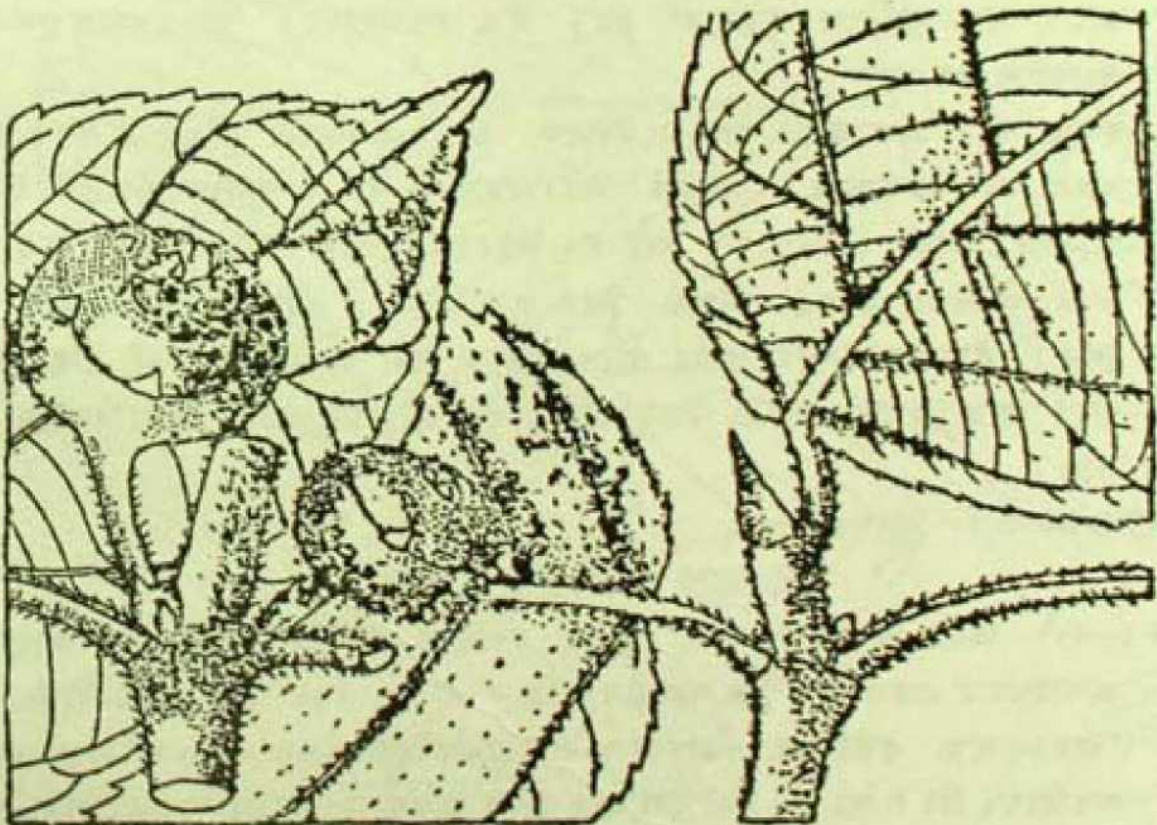
551. Ficus hispide Linn. (কাকডুমুর)

552. F. heterophylla Linn. (ঘটী শেওড়া)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রায়মাণা—সংস্কৃত ; ঘটীশেওড়া—বাংলা ; অস্ত্রক, ত্রায়মাণা—হিন্দি ; জিরির—আরব ; ত্রায়মাণ—মহারাষ্ট্র ; ত্রায়মাণ—গুজরাট ; ত্রায়মাণ, গুলল্‌নীল্‌ —বোম্বে ; অস্‌বর্গ আফিজ্‌, গাফিজ্‌—পাঞ্জাব ।

ত্রায়ন্তী শীতমধুরা গুল্মজ্বরকফাস্রনুৎ ।
ভ্রমতৃষ্ণাক্ষয় গ্লানিবিষচ্ছর্দ্দি বিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—ত্রায়মানা ।

গুণপর্য্যায় :—ত্রায়মাণা শীতবীর্য্য, মধুর রস । গুল্ম, জ্বর, কফ দোষ ও রক্ত দোষ নাশক । ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, গ্লানি, বিষদোষ ও বমি নিবারক ।

জন্মস্থান :—বর্ম্মা, টেনাসেরিম, ত্রিহুত, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ ; হুগলী, হাওড়া জেলার নিম্ন-ভূমিতে স্থানে স্থানে জন্মে ।

বর্ণনা :—লতানে কোমল লোমযুক্ত গুল্ম । পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা । বৃন্তদেশ গালাকার কিম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; বোঁটা ½—২½ ইঞ্চি । ইহার শাখা ছোট । সরু ডালের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়া থাকে । এই গাছ সচরাচর আর্দ্রভূমিতে, নদীর কিনারায় এবং পুকুরের ধারে দেখা যায় । ফলের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার । বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু । ফলের গায়ে ছোট ছোট অর্ব্বুদ আছে । সেগুলি দেখিতে সর্ষিবার ন্যায় । ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় । বীজ গোলাকার । শীতের শেষে ফুল হয় । বর্ষাকালে ফল পাকে ।

ইহার আর এক জাতি আছে । ইহাকে var. scabrella King বলে । ইহার বাংলা নাম বন্নম ডুমুর । পাতার বোঁটা ছোট ও সরু । পুষ্পবৃন্ত সরু (F. B. I., v, 519 ; B. P.. ii, 981) । এই গাছ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে দেখা যায় ।

Var. repens King. ইহার আর এক জাতি । ইহার বাংলা নাম ভূঁই ডুমুর । ইহার গাছ ভূমি সংলগ্ন থাকে, পত্রবৃন্ত লম্বা ও বিস্তৃত । এই গাছ জলের ধারে সচরাচর দেখা যায় ও উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে জন্মে । ইহা লতাইয়া বৃদ্ধি পায় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ডুমুরের ন্যায় ।

বৈদ্যকে ত্রায়মাণার ব্যবহার ।

চরক :—(১) **জ্বরে ত্রায়মাণা**—জ্বর রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ত্রায়মাণার ক্ষীরপরি-ভাষানুসারে প্রস্তুত কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ) । (২) **রক্তপিত্তে ত্রায়মাণা**—বিরেচনযোগ্য রক্তপিত্তে, ত্রায়মাণা ও ইন্দ্রবারুণীচূর্ণ প্রকৃত মধু ও শর্করাযোগে পান করাইবে (চিঃ ৪ অঃ) । (৩) **পৈত্তিক গুল্মে ত্রায়মাণা**—ত্রায়মাণা ১৬ তোলা, চারি সের জলে পাক করিয়া, আধ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, উহাতে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আধ

সের মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং পশ্চাৎ বলানুসারে দুগ্ধ পান করিলে, দোষের নির্হরণ হইয়া পৈত্তিকগুল্ম প্রশমিত হয় (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **পৈত্তিকাতিসারে** ত্রায়মাণা—ত্রায়মাণা বীজের কাথ, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইয়া, পশ্চাৎ আরও দুগ্ধ পান করিতে দিবে। বিরেচনযোগ্য অতিসারে এই কাথ সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া, অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১০ অঃ)। (৫) **বিসর্পে** ত্রায়মাণা—বিসর্পে বিরেচনার্থ ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ব ত্রায়মাণার কাথ পান করাইবে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ত্রায়মাণা গাছের শিকড়ের রস পেট বেদনার উপশম করে। শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত, জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্দি, হাঁপানি ও অপরাপর বক্ষঃ প্রদাহ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের কাথ :—শূলবেদনায় উপকারী।

পাতার রস :—দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—ত্রায়মাণা তিক্ত, বল্য, রসায়ন, বেদনাহর, মূত্রকর এবং কীটনাশক। বল্যহেতু ইহা জ্বর এবং গ্রহণীতে, রসায়ন এবং মূত্রকর হেতু প্লীহাযকৃৎবৃদ্ধি, কামলা এবং শোথে ব্যবহৃত হয়। লেবুর রসের সহিত পিষ্ট ত্রায়মাণা কণ্ডু প্রভৃতি চর্মবিকারে মর্দ্দনার্থ ব্যবহৃত হয়। বার্লি শস্তের সহিত ত্রায়মাণার পুল্টিশ্ বিদাহান্বিত শোথে বিশেষ উপকারী।

Fig :—Wight, Ic,. t. 661 & 659 ; Griff., Ic. Pl, Asiat., t. 557 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 898.

Ref :—F. B. I., v. 518 ; Roxb., F. I., iii, 53 ; B. P., ii. 981 ; Prain, H. H., 280.
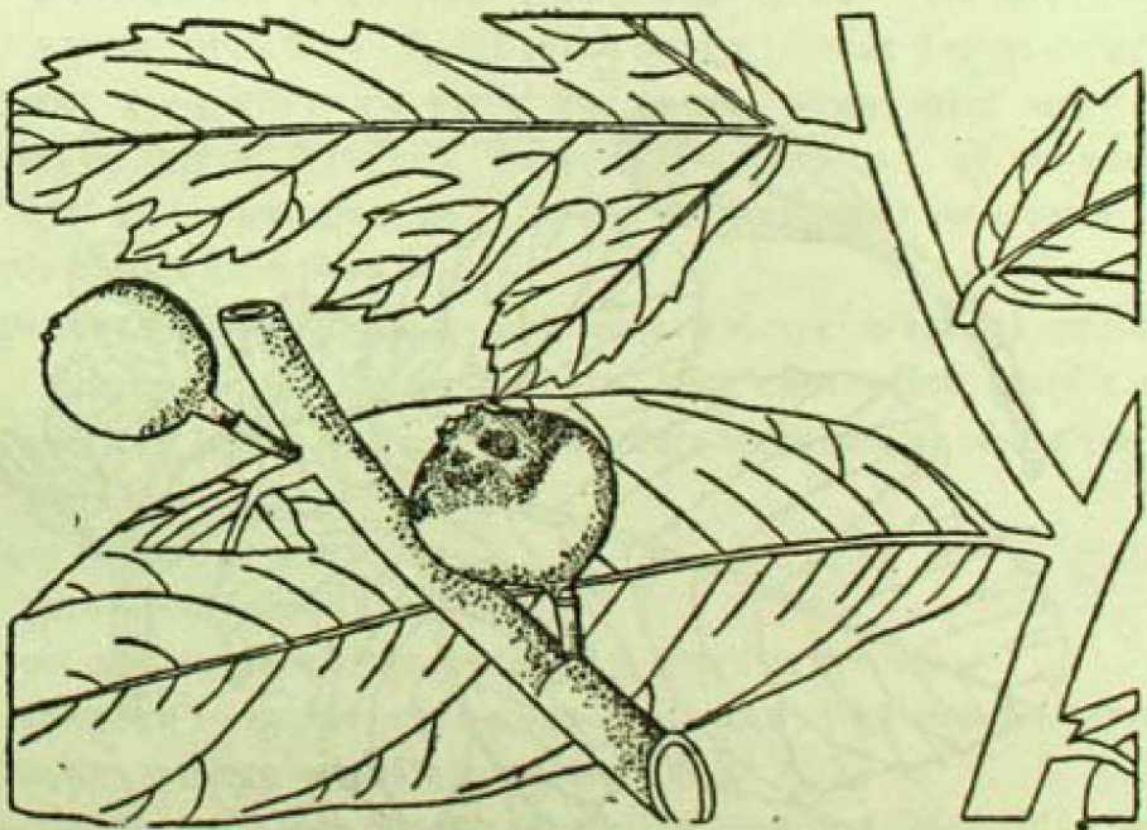
552. Ficus heterophylla Linn. (ঘটী শেওড়া)
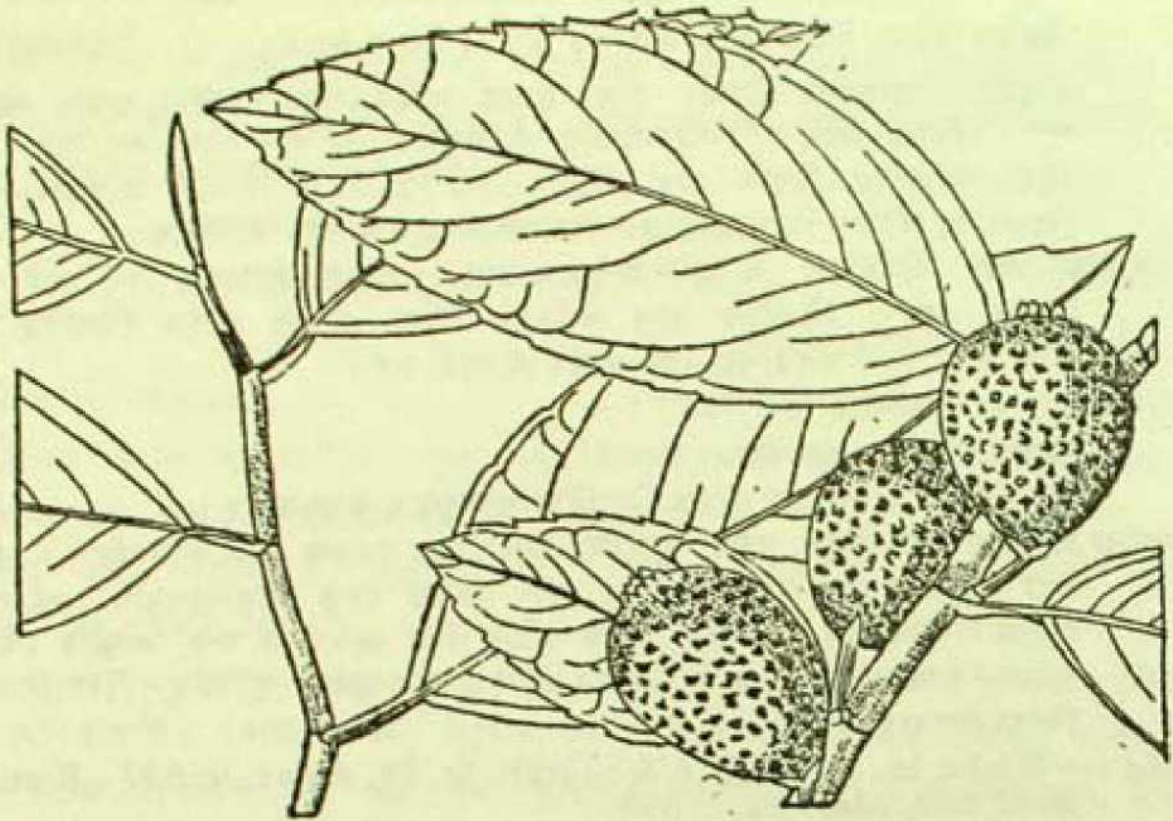
552 A. Ficus heterophylla Linn. Var. F. scabrella King (বমন ডুমুর)
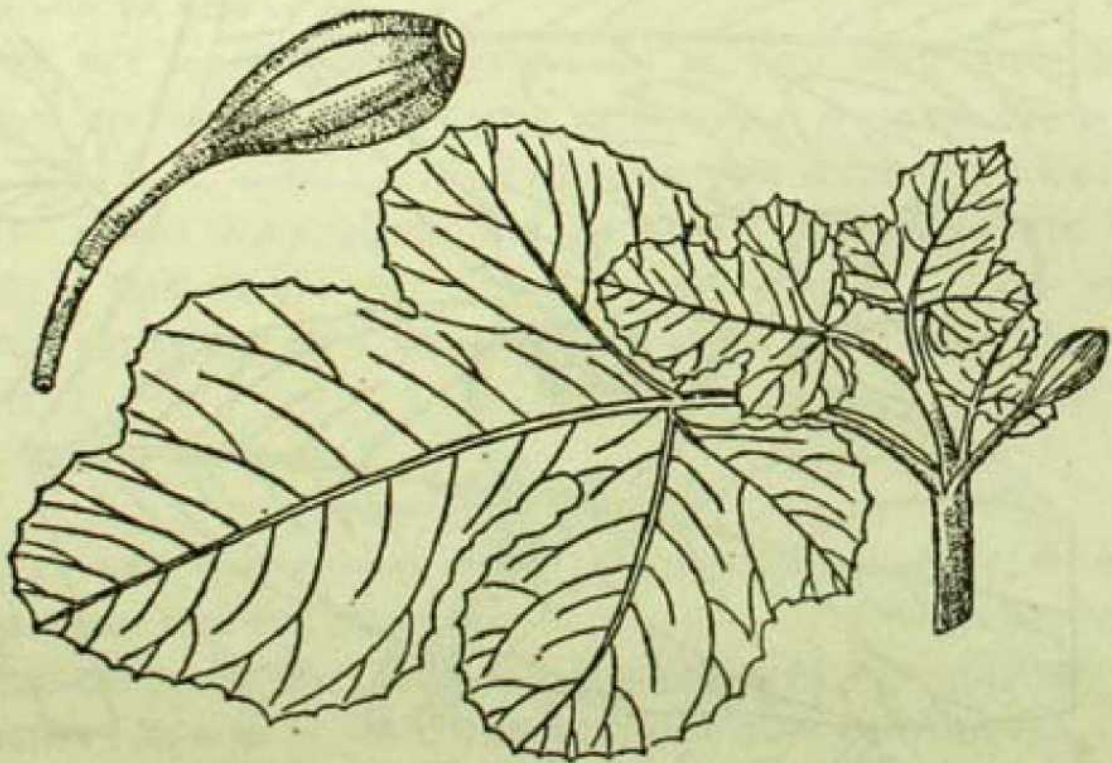
552. B. Ficus heterophylla Linn. Var. repens King (ভুঁই ডুমুর)

553. F. cunia Ham. (জয়া ডুমুর)

F. semicordata Buch-Ham. ex-Smith

ভাষানুসারী নাম :—নদ্যুদুম্বরিকা—সংস্কৃত ; জয়াডুমুর—বাংলা ; গুলাব, খুরকুব—হিন্দি ; ইরপোদো—সাঁওতাল ; নদীতীর উদুম্বর—মহারাষ্ট্র ; নারে অত্তি—কর্ণাট ।

নদ্যুদুম্বরিকা চান্যা লঘুপত্রফলা তথা ।
প্রোক্তা লঘুহেমদুগ্ধা লঘুপূর্ব সদাফলা ॥
লঘ্বাদ্যম্বরাহ্বা স্যাদ্বাণাহ্বা চ প্রকীর্ত্তিতা ।
রসবীর্য্যবিপাকেষু কিঞ্চিন্ন্যূনা-চ পূর্বতঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—নদ্যুদুম্বরিকা, লঘুপত্রফলা, লঘুহেমদুগ্ধা, লঘুপূর্ব, সদাফলা, লঘ্বাদ্যম্বরাহ্বা, বাণাহ্বা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—রস, বীর্য্য ও বিপাকে ইহা উদুম্বর হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন গুণসম্পন্ন ।

জন্মস্থান :—আসাম, খাসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, ভুটান, হিমালয় প্রদেশ, চিনাব হইতে পূর্ব্ব দিকে ৪০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ছোট মাঝারী, কতকটা লতানে গাছ । গাছের শাখা সরু, শাখা সবুজ পত্রাচ্ছাদিত, নূতন কোঁকড়ি ও ডাল কোমল লোমযুক্ত । ছাল পুরু, ঈষৎ লালবর্ণ । পত্র ৮-১৩, ইঞ্চি লম্বা, ডালের বিপরীত দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে, শেওড়া পাতার ন্যায় ; কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত । নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত । পত্রের উপশিরা সমান্তরাল । বোঁটা ½—⅓ ইঞ্চি । ফল ডুমুরের মত, প্রত্যেক ডালের গাঁইটে জন্মে । ফল হরিদ্বর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয় । ফলের গায়ে অর্ব্বুদ আছে । এই গাছ সচরাচর আর্দ্র স্থানে ও জলা জমিতে হয় । বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল ও শিকড় ।

মূলত্বকাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফলের কাথ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Rheede) । শিকড়ের রস দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রনালীর রোগ আরাম হয় (Rev. A. Campbell) । ইহার ছালের কাথে কুষ্ঠ ধৌত করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফুল :—শিশুদিগের মুখরোগে উপকারী ।

ফল ও ছাল :—কাথ স্নানের জল হিসাবে ব্যবহারে শিত্র নাশ করে ।

মূলের রস :—মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে ব্যবহৃত হয় । দুগ্ধের সহিত জ্বাল দিয়া ব্যবহার করাইলে পশুদিগের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায় আরাম হয় ।

Fig :—Wight, lc., t, 648 & 649 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 901.

Ref :—F. B. I., v, 523 ; Roxb., F. I., iii, 561 ; B. P., ii, 982.

553. Ficus cunia Ham. (জয়া ডুমুর)

554. F. infectoria Roxb. (পাকুড়)

F. lucescens Bl.

ভাষানুসারী নাম :—প্লক্ষ:, শৃঙ্গী, পর্কটী—সংস্কৃত ; পাকুড়—বাংলা : পাক্ রি, পখর গজদন্ত-সহোরা, পিপ্পমান—হিন্দি ; পিংম্পরি—মহারাষ্ট্র ; বহরি—কর্ণাট ; গজরররজুব্বি, পসারি—তেলেগু ; পোরিশরারি, পেপরি—তামিল ।

প্লক্ষঃ কপীতনঃ ক্ষীরী সুপার্শ্বোঽথ কমণ্ডলুঃ ।
শৃঙ্গী বরোহশাখী চ গর্দভাণ্ডঃ কপীতকঃ ।
দৃঢ়প্ররোহঃ প্লবকঃ প্লবঙ্গশ্চ মহাবলঃ ॥
প্লক্ষঃশ্চৈবাপরো হ্রস্বঃ সুশীতঃ শীতবীর্য্যকঃ ।
পুণ্ড্রো মহাঽবরোহশ্চ হ্রস্বপর্ণশ্চ পিম্পরি ।
ভিদুরো মঙ্গলচ্ছায়ো জ্ঞেয়ো দ্বাবিংশধাভিধঃ ॥
প্লক্ষঃ কটুকষায়শ্চ শিশিরো রক্তদোষজিৎ ।
মূর্চ্ছাভ্রমপ্রলাপঘ্নো হ্রস্বপ্লক্ষোঃ বিশেষতঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—প্লক্ষ, কপীতন, ক্ষীরী, সুপার্শ্ব, কমণ্ডলু, শৃঙ্গী, বরোহশাখী, গর্দ্দভাণ্ড, কপীতক, দৃঢ়প্ররোহ, প্লবক, প্লবঙ্গ, মহাবল,—(অন্যপ্রকার হ্রস্বপ্লক্ষ—) সুশীত, শীত-বীর্য্যক, পুণ্ড্র, মহা, অবরোহ, হ্রস্বপর্ণ, পিম্পরি, বিদুর, মঙ্গলচ্ছায়—এই বাইশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—প্লক্ষ:—কটু কষায় রস, শীতবীর্য্য, রক্তদোষনাশক। বিশেষত: হ্রস্বপ্লক্ষ—মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপ নাশক।

জন্মস্থান:—উত্তরবঙ্গ, ত্রিহুত, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন শিবপুর।

বর্ণনা:—বড় ও বহুদূর বিস্তৃত গাছ। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র অশ্বত্থপত্রের ন্যায় তবে চওড়ায় কম ও লম্বায় একটু বেশী। পত্র ৩—৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা চর্ম্মের মত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু, গোলাকার এবং হৃৎপিণ্ডাকৃতি। শিরা ৪—১০ জোড়া। বোঁটা ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, ফলের বোঁটা ছোট, মনে হয় যেন ডালে ফল ধরিয়াছে। পাকুড় গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা অশ্বত্থ গাছের ন্যায় মনোহর। বর্ষার পরে ফুল হয় এবং শীতের সময় ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ:—ছাল।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার টাট্কা পাতার রস সচরাচর ঔষধের সহিত মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার হয়। পাকুড়, অশ্বথ, বট, যজ্ঞডুমুর, ডুমুর প্রভৃতিকে পঞ্চ বল্কল বলে। ইহাদের ক্বাথ দূষিত ক্ষত ও প্রদর রোগের ধৌতি স্বরূপে ব্যবহার হয় (Watt)।

পাকুড়ের ছাল চূর্ণ মধুসহ পিণ্ড করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনিস্রাব আরাম হয় (চরক)। রক্তপিত্তরোগী পাকুড়ের পাতা শাকের ন্যায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছালের ক্বাথ :—শ্বেতপ্রদরের ইন্‌জেক্‌শানরূপে, ঘা পরিষ্কার করিবার জলরূপে এবং লালাস্রাবে কুল্লা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Wight, Ic., t. 655 ; King. Fic. 60, t. 75—79 ; Kirtikar & Basu, Ind.Med. Pl, t. 897.

Ref :—F. B. I., v, 515 ; Roxb., F. I., iii, 530 ; B. P., ii, 981 ; Prain H. H.. 280.
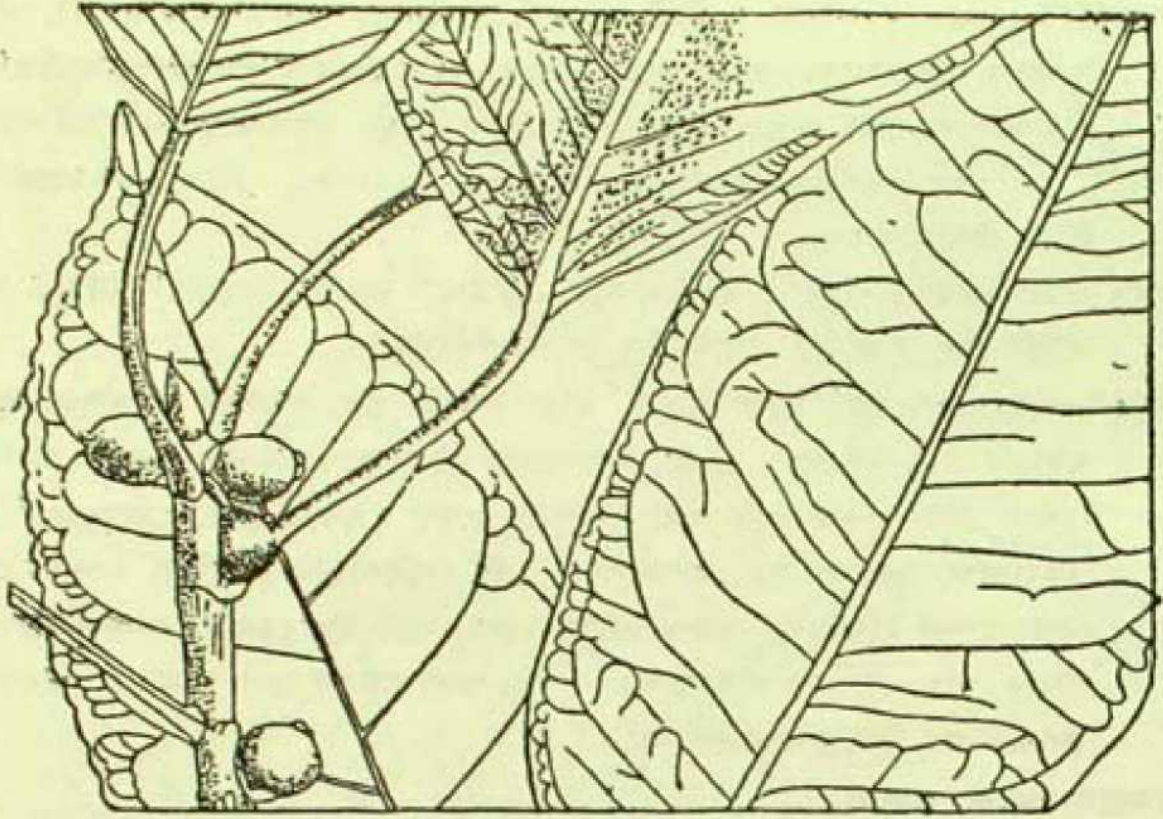
554. Ficus infectoria Roxb. (পাকুড়)

Genus—MORUS Linn.

555. M. indica Linn. (তুঁত)

ভাষানুসারী নাম :—তূলং, তূদং—সংস্কৃত ; তুঁত—বাংলা ; তুত্‌রী, শাহতূ—হিন্দি ; পারিসাপিপ্পলু, বাদরলি—মহারাষ্ট্র ; মধুকট্টহরেড়ি, মুসু—তামিল ; কম্বলিচেট্টু,—তেলেগু ; তুঁত—পাঞ্জাব ; ইউসাম—মালয় ।

তুলং তুদং ব্রহ্মকাষ্ঠং ব্রাহ্মণেষ্টং চ যূপকম্ ।
ব্রহ্মদারু সুপুষ্পং চ সুরূপং নীলবৃন্তকম্ ।
ক্রমুকং বিপ্রকাষ্ঠং চ মৃদুসারং বিভূমিতম্ ॥
তুলং তু মধুরাম্লং স্যাদ্ বাতপিত্তহরং সরম্ ।
দাহপ্রশমনং বৃষ্যং কষায়ং কফনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—তূদ, তূদ, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ট, যূপক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মৃদুসার—এই বারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—তূদ—মধুর অম্লরস, বিপাকে কষায় রস। বায়ু ও পিত্ত নাশক, সর, দাহ-নাশক, বৃষ্য ও কফ নাশক।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান হিমালয় প্রদেশ ; সিকিম ও উত্তর ভারতে রেশম পোকার জন্য চাষ হয়।

বর্ণনা :—মাঝারী গাছ। লালের আভাযুক্ত কিম্বা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। পত্রের বৃন্তদেশে ৩ টা শিরা আছে। বোঁটা ½—১½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ⅓—½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার। পুংপুষ্পদণ্ড ⅒ —½ ইঞ্চি লম্বা ও নরম। ফলের বৃন্ত ফল পাকিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহাকে ল্যাটিন ভাষায় M. alba বলে। ইহার অগ্রভাগ লম্বা ও পত্র অধিক খসখসে। তুঁত গাছের ফল লম্বা, গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে। ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। শীতের সময় ফুল হয় ও বসন্তকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, ফল ও ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ছাল ও শিকড় ক্রিমিনাশক। পত্রের কাথ স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। ফল পিপাসা নিবারক এবং জ্বর নাশক (Murray)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সুগন্ধি, স্নিগ্ধতাকারক, বিরেচক, পিপাসা নিবারক এবং জ্বরে উপকারী।

ছাল—ক্রিমিনাশক, বিরেচক।

পাতা—কাথ স্বরনালীর প্রদাহে কুল্লা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med.Pl., t. 890.

Ref.—F. B. I., v. 492 ; Roxb,, F. I., iii, 53 ; B. P., ii, 968 ; Prain, H. H., 279.

555. Morus indica Linn. (তুঁত)

Genus—STREBLUS Lour.

556. S. asper Lour. (শেওড়া)

ভাষানুসারী নাম :—শাখোট—সংস্কৃত ; শেওড়া—বাংলা ; সহোড়া, রুসা, সিওড়—হিন্দি ; সাহোড়—মহারাষ্ট্র ; আবোড় মরহ্‌—কর্ণাট ; সাহোড়া—বোম্বে ; ভরিনিকেচেট্টু, বরন্‌কী, পাক্তি—তেলেগু ; পালপিরই—তামিল ; পারুড়া—মালয় ; দাহু—পাঞ্জাব।

শাখোটঃ স্যাদ্ভূতবৃক্ষো গবাক্ষী যূকাবাসো ভূর্জপত্রশ্চ পীতঃ।
কৌশিক্যোঽজক্ষীরনাশশ্চ সূক্তস্তিক্তোষ্ণোঽয়ং পিত্তকৃদ্বাতহারী ॥
রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শাখোট, ভূতবৃক্ষ, গবাক্ষী, যূকাবাস, ভূর্জপত্র, পীত, কৌশিকা, অজক্ষীর-নাশ (এই পত্র ভোজন করিলে ছাগীর দুগ্ধ হ্রাস হয়), সূক্ত—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শাখোট তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকৃত ও বায়ুনাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান, শ্রীপুর, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও বেড়ায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত ঘন ঘন গাঁইটযুক্ত গুল্ম। ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ডালগুলি গাঁইটযুক্ত এবং ডাল প্রায় সোজা হয় না। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, নরম ও কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার দুগ্ধের মত আঠা আছে। প্রশাখাগুলি শক্ত ও নরম লোমযুক্ত। পত্র খসখসে, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা অতিশয় ছোট, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প গোলাকার। পুংকেশর ৪টী। স্ত্রীপুষ্প এক একটি হয়। ইহার বৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পীতবর্ণ। প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে। বীজ গোলাকার। ফলের শাঁস খাইতে মিষ্ট। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়। মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, ছাল ও পাতার রস। মাত্রা, মূলত্বক্ ১-৪ আনা ; রস ১-২ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার দুগ্ধের মত রস ধারক ও বিষনাশক। হাত পা কাটিয়া গেলে, ইহার আঠা লাগাইলে আরাম হয়। ছালের কাথ জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ডালে দাঁতন করিলে পাইওরিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার শিকড় অপরিপক্ক ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায় ; ক্ষতের শোথ বসিয়া আইসে। কথিত আছে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ।

বৈদ্যকে শাখোটের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—দুষ্ট অপচীরোগে শেওড়া—পাতার বা মূলের রসের সহিত পক্ক তিল তৈলের নস্য ও বিরেচনার্থ প্রয়োগ হিতকর। মতান্তরে শাখোটক কল্ক যোজ্য (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে শাখোটত্বক্—তরুণ শাখোট বৃক্ষের ছালের রস ২ তোলা, গব্য ঘৃত ৪ তোলা। চিরেতা চূর্ণ সহ সেবন করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস বিনষ্ট হয় (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) বাতশোথে—শাখোটত্বক্—তরুণ শাখোট বৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে বাতশোথ বিলীনত প্রাপ্ত হয় (ব্রণ শোথ—চিঃ)।

বঙ্গসেন :—শ্লীপদে শাখোটত্বক্—শাখোট বৃক্ষের ছাল জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক গোমূত্র যোগে পান করিলে উগ্রশ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ—চিঃ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছালের কাথ :—জ্বরে, আমাশয়ে এবং উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

মূল :—দুর্গন্ধযুক্ত ঘায়ে এবং নালীঘাতে ব্যবহৃত হয়। সর্পদংশনের প্রতিষেধক।

দুগ্ধবৎ আঠা :—বিষদোষনাশক। সঙ্কোচক, হাতের হাজা ঘায়ে লাগাইলে ঘা শুকাইয়া যায়।

মন্তব্য :—শাখোট প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হয়। শেওড়াপাতা হস্তিদন্ত পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দন্তগতমল (tartar) অপসারণার্থ কিম্বা দন্তপরিষ্করণার্থ ইহার ত্বক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (R. N. Khory, 2nd Vol. 556 page)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 889.
Ref.—F. B. I., v, 489 ; Roxb., F. I., iii, 761 ; B. P., ii, 969 , Prain, H. H., 279.
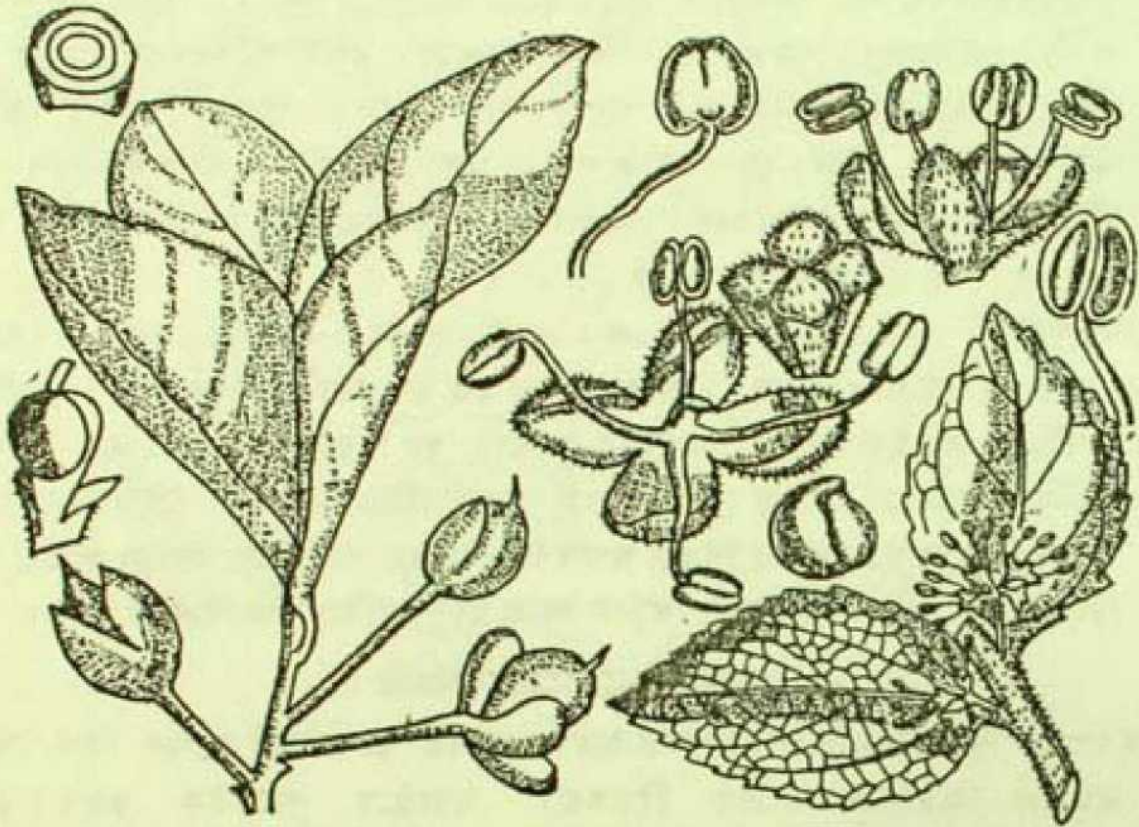
556. Streblus asper Lour. (শেওড়া)

XCV. JUGLANDACEAE.

Genus—JUGLANS Linn.

557. J. regia Linn. (আখরোট)

ভাষানুসারী নাম :—অক্ষোট—সংস্কৃত ; আখরোট—বাংলা ; খরোট নাসপাতী, অখরোট—হিন্দি ; খাখার-কাশ্মীর ; কন্‌না—লেপ্‌চা ; আখরোট্‌—তেলেগু ; আখরোট্‌—তামিল ; অক্রোদা—মহারাষ্ট্র।

অক্ষোট : পার্বতীয়শ্চ ফলস্নেহো গুড়াশয়ঃ।
কীরেষ্টঃ কন্দরালশ্চ মধুমজ্জা বৃহচ্ছদঃ॥
অক্ষোটো মধুরো বল্যো স্নিগ্ধোষ্ণো বাতপিত্তজিৎ।
রক্তদোষপ্রশমনঃ শীতলঃ কফকোপনঃ॥

রাজনিঘণ্টু : আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অক্ষোট, পার্বতীয়, ফলস্নেহ, গুড়াশয়, কীরেষ্ট, কন্দরাল, মধুমজ্জা, বৃহচ্ছদ—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অক্ষোট—মধুর রস, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তনাশক। রক্ত দোষ প্রশমক। শীতল ও কফকারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের পশ্চিমভাগ, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—সৌগন্ধযুক্ত মাঝারীগাছ। ছাল ধূসরবর্ণ, ½-২ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাল দাগ আছে। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি। পত্রিকা ৫-১১ কিম্বা ৭-৯ জোড়া। সম্মুখের পাতাটী বড় হয়। ফুল ধূসরবর্ণ। পুং এবং স্ত্রীপুষ্প একগাছে হয়। পুংপুষ্প অনেক হয়, ঝুলিয়া থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ডালে হয়। ফল গোলাকার, ২ ইঞ্চ লম্বা, সবুজ পুরু শাঁসযুক্ত কাষ্ঠের মত আবরণে আবৃত। দুইটি পরদা বিশিষ্ট বীজ থাকে। ফলে বীজ একটি থাকে। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয় এবং অক্টোবর মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ধারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—ক্রিমিনাশক, রক্তপরিষ্কারক।

পাতা :—সঙ্কোচক, রসায়ন।

পাতার কাথ :—বহুদিনের পুরাতন এবং দুর্গন্ধযুক্ত-ক্ষতের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ফল :—রসায়ন, বাতে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 909 A.

Ref.—F. B. I., v, 595 ; Roxb., F. I., iii, 631 ; Brandis, For, Fl., 497.
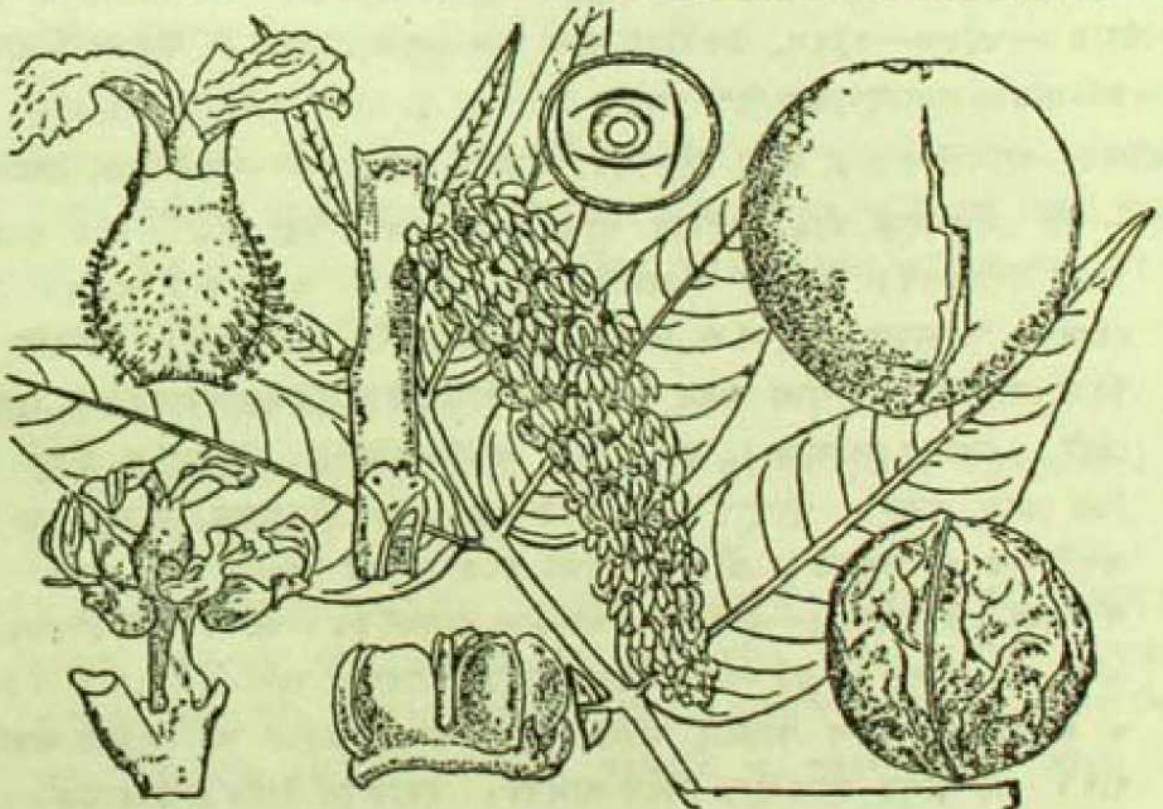
557. Juglans regia Linn. (আখরোট)

XCVI. MYRICACEAE.

Genus.—MYRICA Linn.

558. M. nagi Thunb. (কটফল)

ভাষানুসারী নাম :—কটফল, কণ্ড্ল, রঞ্জনক—সংস্কৃত ; কটফল, কায়ছাল—বাংলা ; কায়ছাল—কায়ফর্—হিন্দি ; কায়ফল, কঠ্ঠ, কুম্ভাচীশাল—মহারাষ্ট্র ; কায়ফল—গুজরাট ; উহ্ল বর্ক—ফ্রান্স ; দার্শীশবান্—আরব ; পাপরবুড়ম্ কাইদাবিয়াম—তেলেগু ; মারু-দাম্পতাই—তামিল ; মাঞাটা—মালয়।

কণ্ডুলঃ কৃষ্ণগর্ভশ্চ সোমবল্কঃ প্রচেতসী।
ভদ্রাবতী মহাকুম্ভী কৈড়র্য্যো রামসেনকঃ॥
কুমুদা চোগ্রগন্ধশ্চ ভদ্রা রঞ্জনকস্তথা।
কুম্ভী চ লঘুকাশ্মর্যঃ শ্রীপর্ণী চ ত্রিপঞ্চধা॥
কট্‌ফলঃ কটুরুষ্ণশ্চ কাসশ্বাসজ্বরাপহঃ।
উগ্রদাহহরো রুচ্যো মুখরোগশমপ্রদঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কণ্ড্ল, কৃষ্ণগর্ভ, সোমবল্ক, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী, কৈড়র্য্য, রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, কুম্ভী, লঘুকাশ্মর্য্য, শ্রীপর্ণী—এই পনেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কট্‌ফল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কাস, শ্বাস এবং জ্বর নাশক। উগ্রদাহ নিবারক, রুচিকারক, এবং মুখরোগ প্রশমক।

জন্মস্থান :—খাসিয়া পাহাড়, শ্রীহট্ট, সিঙ্গাপুর, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চে, ব্রহ্মদেশ।

বর্ণনা :—বড় সৌগন্ধযুক্ত গাছ। ইহার পাতা শরৎকালে পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ। ছালের গাত্রদেশে লম্বা লম্বা কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ বেগুণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও শক্ত। পত্র লম্বাকৃতি, ৩-৫ ইঞ্চি। অগ্রভাগ সরু কিম্বা মোটা। কচিপাতা কখন কখন ৫-৮ ইঞ্চি হয়। কিনারা দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট। কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট। একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে থাকে। পুংপুষ্প ½—১ ইঞ্চি লম্বা, দণ্ড বিড়ালের লেজের মত এক একটি হয় ও অবনত। স্ত্রীপুষ্প সোজা দণ্ডে থাকে। ¼—১ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, গোলাকার ¼—½ ইঞ্চি। পাকিলে লালবর্ণ হয়। ফলের আঁটী কোঁকড়ান ; একটু বড় ও লম্বা। কট্ ফলের গাছের ছালকে কায়ছাল বলে। ইহা শক্ত ও ফিকে ও লালবর্ণ। কট্‌ফল কাটিলে মাদার ফুলের ন্যায়, উহার আটায় হাত জড়াইয়া যায়। কট্ ফলের ছাল পুরু, ফিকে লালবর্ণ। ইহার চূর্ণ ইটের গুঁড়ার মত। গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইহার ফলের ক্বাথ রঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কট্ ফলের ফল জায়-

ফল অপেক্ষা বৃহৎ এবং জায়ফল অপেক্ষা ক্ষাল। কট্‌ফল জায়ফলের ন্যায় তৈলময় নহে। কর্ত্তিত কট্‌ফল স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, মাত্রা স্বকচূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কট্‌ফলের ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে কট্‌ফল—কট্‌ফল ও রক্তচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক, চিনি সহযোগে পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে কট্‌ফল—মধু সহ কট্‌ফল চূর্ণ সেবন করিলে, উদরাময় হইতে মুক্ত হওয়া যায় (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) ব্রণে কট্‌ফল—ব্রণে কট্‌ফল চূর্ণ প্রদানে ক্ষত শীঘ্র পুরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত :—শিরোরোগে কট্‌ফল—শিরোরোগে কট্‌ফল চূর্ণের নস্য লইবে (উঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—গলগণ্ডে কট্‌ফল—গলার ভিতর কট্‌ফল চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড বিনষ্ট হয় (গলগণ্ডমালা চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ক্রিমিনাশক, পত্র ধারক, বলকারক। ক্বাথ ক্ষতের পক্ষে চমৎকার ঔষধ, কাস ও বাতের পক্ষে হিতকর। কট্‌ফল জ্বর, হাঁপানি, গণোরিয়া, অর্শ ও অপরাপর রোগে উপকারী। শার্ঙ্গধর বলেন, কট্‌ফলের ছাল, মুথা, কট্‌কীর শিকড়, শঠী, কর্কটশৃঙ্গীর অর্বুদ (gall) এবং কুঠের শিকড় সমপরিমাণ লইয়া ইহাদের গুঁড়া আদা ও মধুর সহিত সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি ও হাঁপানি আরাম হয়।

মুসলমান হাকিমগণ বলেন যে, এই ছাল ধারক, পেট ফাঁপা নিবারক এবং বলকারক ঔষধ (Dr. Dymock)। ইহা সর্দ্দি ও মাথা ধরা আরাম করে। ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে দাঁত শক্ত হয় ও দাঁতের বেদনা আরাম হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত তেল কানে দিলে কানের বেদনা আরাম হয়। ইহার ক্বাথ হাঁপানি ও উদরাময় নাশক ও মূত্রকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সঙ্কোচক, উদরাধ্মান নাশক, বিষনাশক, জ্বর, হাঁপানি ও কাসিতে উপকারী, কলেরায় ব্যবহৃত হয়। মৎস্য বিষ।

মন্তব্য :—চরক সন্ধানীয়, শুক্রশোধন ও বেদনাস্থাপনবর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং চরকের মতে কট্‌ফল সন্ধানকৃত অর্থাৎ ছিন্নপ্রত্যঙ্গের সংযোজক। সুশ্রুত বলিয়াছেন, শুক্রশোধক অর্থাৎ এতদ্বারা বাতাদি পূরীবাস্থ শুক্রদোষ নিবৃত্তি পায়। সুশ্রুত রোধ্রাদি, লাক্ষাদি, সুরসাদি ও পরুষকাদিবর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৩৮ অঃ)।

Fig :—Wight, Ic., t. 764 & 765 ; Bot. Mag. t. 5727 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 909 B.

Ref : F. B. I., v, 597 ; Man. Ind. Timb., 391 ; Roxb., F. I. iii, 765.
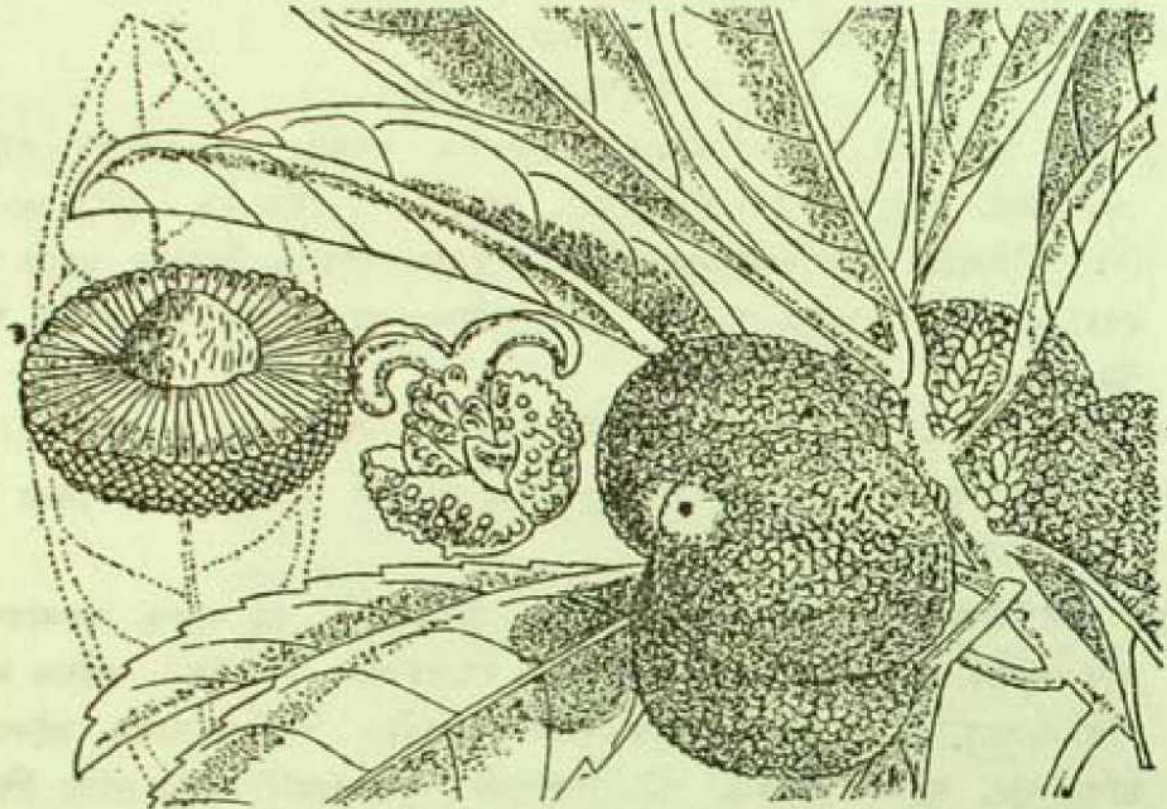
558. Myrica nagi Thunb. (কটফল)

XCVII. CASUARINEAE.

Genus - CASUARINA. Forst.

559. C. equisetifolia Forst. (বিলাতী ঝাউ)

ভাষানুসারী নাম :—বিলাতী ঝাউ—বাংলা ; জাংলীসারু—হিন্দি ; ভিলায়েতিমারো—বোম্বে ; চাভুক্কু—মালয় ; সাবুক্কু-পাট্টাই—তামিল ; সারুগু, ইরওা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম সমুদ্রতীর, করমণ্ডল উপকূল, কানাড়া, বর্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী, শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেন, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান জেলার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বর্ণনা :—২০—৬০ ফুট উচ্চ গাছ। গাছের শাখা গাঁইট যুক্ত। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট এবং একই গাছে জন্মে। পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রীপুষ্প ছোট। কখন কখন পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প একভাবে দেখা যায়। ফল শক্ত, গোলাকার, ½ ইঞ্চি। সচরাচর ইহা কবর স্থানে রোপণ করে। কাঠের রং লালবর্ণ। এই কারণে ইহাকে Beef

wood বলে। জ্বালানির পক্ষে এই কাঠ উৎকৃষ্ট এবং মাদ্রাজ উপকূলে জ্বালানি কাঠের প্রচুর চাষ হয়। কখন কখন ঘরের খুঁটী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, পত্র, বীজ। মাত্রা—কাঠের গুঁড়া ১—৪ আনা। তৈল ২০—৪০ বিন্দু।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Dr. Rumphius বলেন বেরীবেরী রোগে ইহার ছালের কাথে স্নান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বীজের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহার পিষ্টরস পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সঙ্কোচক, উদরাময় ও আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।

পাতার কাথ :—শূলে উপকারী।

Fig :—Beddome, For. Man., t. 226 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 910.

Ref :—F. B. I.. v, 598 ; Roxb., F. I., iii, 519 ; B. P., ii, 985 ; Prain, H. H., 280.
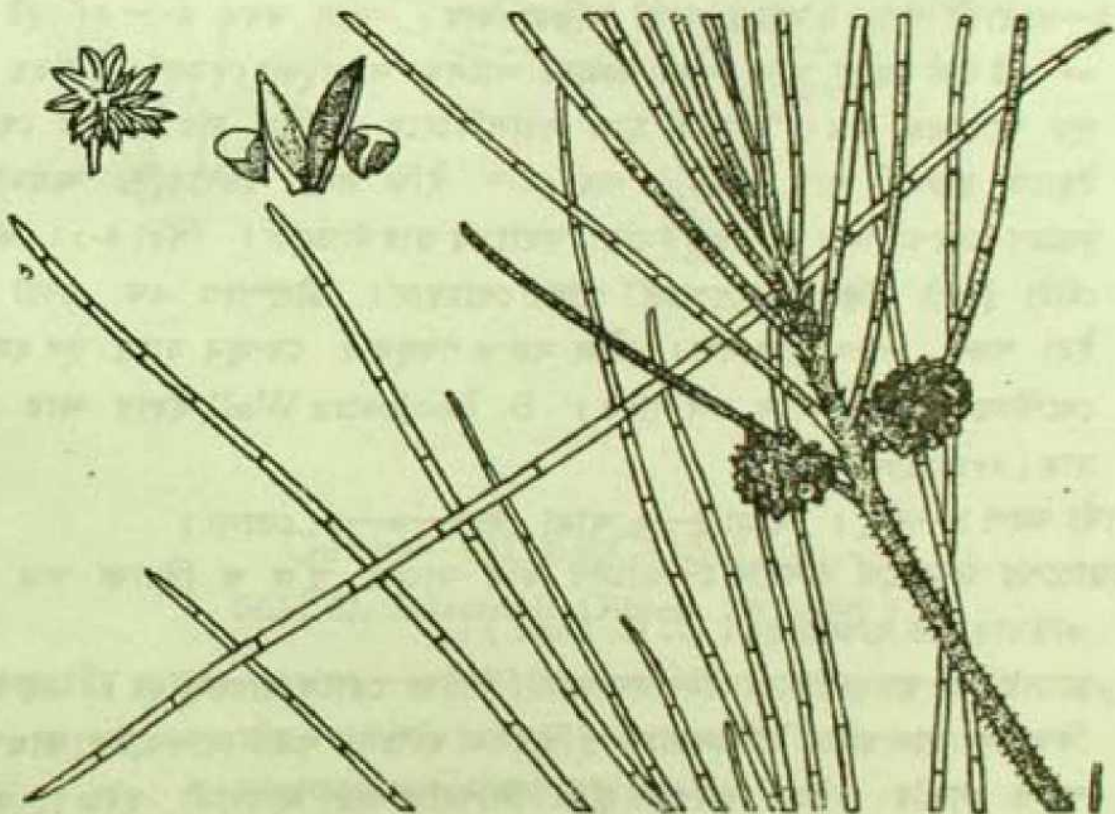
559. Casuarina equisetifolia Forst. (বিলাতী ঝাউ)

XCVIII. CUPULIFERAE.

Genus—BETULA Tourn.

560. B. utilis Don. (ভূর্জ্জপত্র)

ভাষানুসারী নাম :—ভূর্জপত্রক, বল্কদ্রুম—সংস্কৃত ; ভূর্জপত্র—বাংলা। ভুজপত্রা—হিন্দি ; ভোজপত্র—বোম্বে ; ভুজপাত্র—তেলেগু ; ফুসপাট—নেপাল।

ভূর্জো বল্কদ্রুমো ভূর্জঃ স্বচর্মা ভূর্জপত্রকঃ।
চিত্রত্বগ্বিন্দুপত্রশ্চ রক্ষাপত্রো বিচিত্রকঃ।
ভূতঘ্নো মৃদুপত্রশ্চ শৈলেন্দ্রস্থো দ্বিভূমিতঃ ॥
ভূর্জঃ কটুকষায়োষ্ণো ভূতরক্ষাকরঃ পরঃ।
ত্রিদোষশমনঃ পথ্যো দুষ্টকৌটিল্যনাশনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ভূর্জ, বল্কদ্রুম, ভূর্জ, স্বচর্মা, ভূর্জপত্রক, চিত্রত্বক্, বিন্দুপত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুপত্র, শৈলেন্দ্রস্থ, —এই বারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ভূর্জ—কটুকষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ভূতাবেশ নিবারক। ত্রিদোষনাশক। বলকারক, দুষ্টকৌটিল্যনাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, ভূটান।

বর্ণনা :—মাঝারী গাছ। বসন্তে পাতা ঝরিয়া যায়। কখন কখন ৪০—৫০ ফুট কিম্বা ৬০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল মসৃণ, উজ্জ্বল, লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, উপরের ছাল পুরু কাগজের মত। গাছের ছাল লম্বালম্বিভাবে ছাড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ইহাতে রক্তবর্ণ দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। শিরা ৪-১২ জোড়া। বোঁটা ½—¾ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড এক একটি হয়। ইহা শক্ত, ১—২ ইঞ্চি লম্বা। বীজ সরু ও পক্ষযুক্ত। মে-জুন মাসে ফুল হয় এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল পাকে। B. bhojpatra Wall, ইহার আর একটা নাম (synonym)।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ত্বক্। মাত্রা ½—২ আনা, কাথ—৬—১০ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছালের কাথ কানের পুঁয ও বিষাক্ত ক্ষত ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ছালের পিষ্ঠ রস পেটফাঁপা নিবারক ও হিস্টিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ভিতরের ছাল হইতে প্রাচীনকালে পুঁথি লেখা হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীর হইতে ভূর্জপত্র পুঁথি লিখিবার জন্য আমদানী হইত। ভূর্জপত্র হইতে কালি প্রস্তুত হয়। ইহা কটু, ত্রিদোষনাশক ও কষায়। ইহা কর্ণশূল, রক্ত-

পিত্ত ও বিষদোষ নাশক (রাজবল্লভ)। এদেশে মন্ত্র ও কবচ লেখার জন্য ভূর্জপত্র ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছালের কাথ :—বিষদোষনাশক। উদরাধ্মান নাশক ও মূর্ছারোগে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Jacq. Voy., Bot, t.158 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 911 B; Brand, For. Fl., t. 56 ; Bull, Col. Agric. Tokyo, ii, t. 8 ; Fis. 13 & 14 (1895).

Ref :—F. B. I., v, 599 ; Brand, For. Fl., 437 ; Man. Ind. Timber. 372.

560. Betula utilis Don. (ভূর্জপত্র)

Genus—QUERCUS Linn.

561. Q. infectoria Oliver. (মাজুফল)

ভাষানুসারী নাম :—মায়াফল—সংস্কৃত : মাজুফল—বাংলা ; মাজুফল—হিন্দি ; মাজুফল—মহারাষ্ট্র ; মায়াফল—কর্ণাট ; মাসিকে—মাদ্রাজ ; মাসিকায়—তেলেগু।

মায়াফলং মায়িফলঞ্চ মায়িকা
ছিদ্রাফলং মায়ি চ পঞ্চনামকম্।

মায়াফলং বাতহরং কটূষ্ণকম্
শৈথিল্য সঙ্কোচককেশকার্ষ্ণ্যদম্।

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—মায়াফল, মায়িফল, মায়িকা, ছিদ্রাফল ও মায়ি—এই পাঁচটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—মায়াফল—বাতনাশক, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, শৈথিল্যনাশক এবং চুলের কৃষ্ণতা-কারক।

জন্মস্থানঃ—এশিয়ামাইনর, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য, হিমালয়ের নানাস্থানে দেখা যায়।

বর্ণনাঃ—গুল্মজাতীয় ছোট গাছ। শাখাগুলি বিস্তৃত। ছাল ঈষৎ ধূসরবর্ণ, নূতন প্রশাখাগুলি পশমের মত নরম। পাতার বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। পাতার কিনারাগুলি অগভীরভাবে বিভক্ত অথবা মোটা দাঁতের ন্যায়। পত্রের নিম্ন শিরায় লোম আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্পের বৃন্ত ছোট, একসঙ্গে দুই তিনটি হয়। পুংকেশর ৬-৮ টি, ঠিক ফুলের মধ্যস্থলে থাকে। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয়, পুরু, মাংসল ও তিনটি ঘর বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, ½ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। ফলে বীজ একটি করিয়া হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ:—Gall, মাত্রা—১½ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—এই গাছের অর্ব্বুদ (gall) পারস্য উপসাগর হইতে বসোরা দিয়া ভারতবর্ষে আমদানি হয়। এইজন্য ইহাকে বসোরা gall বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ভেদে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। দুই প্রকার অর্ব্বুদই এক ব্যবস্থাপত্রে লিখিত হইয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা কৃষ্ণবর্ণ অর্ব্বুদকেই ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আজকাল ইহা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে gallic acid প্রস্তুত হয়। ইহা চামড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং একেবারে চামড়া লইয়া উঠিয়া যায়। ইহা গলার ঘা, সর্দ্দি, জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের পুরাতন স্রাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয় ও অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অর্শের রক্ত জমাইয়া দেয়, ইহাতে আর রক্তস্রাব হয় না। ইহা Tarter emetic সেবন জনিত বিষক্রিয়া নষ্ট করে। যখন ইহা ব্যবহার করিতে হইবে তখন জোলাপ লইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** :—

ছাল ও ফল:—সঙ্কোচক, চর্ম্মরোগ এবং বিচার্চ্চিকায় উপকারী।

Fig.—Bentl. & Trim., iv, t. 249 , Oliver, Voy. Dans I' Emp., 6th, ii, 64 ; Atlas, ii, 1415.

Ref.—Journ. Horti. Soc. London, viii, 133 ; Cottage. Bot, Gard., xvi ; 458 (1856).
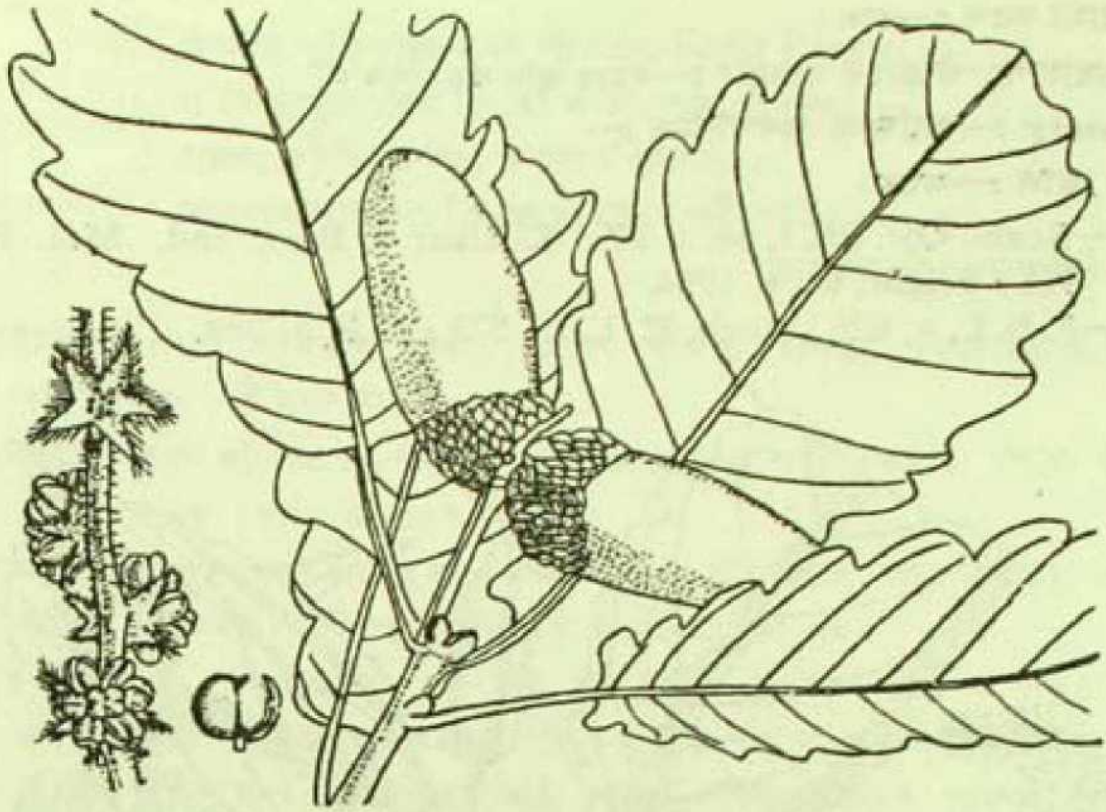
561. Quercus infectoria Oliver. (মাজুফল)

XCIX. SALICINEAE.

Genus—SALIX Linn.

562. S. tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

ভাষানুসারী নাম :—ভক্ষ—সংস্কৃত ; পানিজামা—বাংলা ; বৈষী, পানিজামা—হিন্দি ; গাদাসিংরিক—সাঁওতাল ; বাচা—বোম্বে ; আত্তুপালাই—তামিল ; ইতিপিসিনিকা, ইত্তিপালা—তেলেগু ; মোচা—মালয় ।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের উপত্যকা, ৬০০০ ফুট উচ্চস্থান পর্যন্ত জন্মে । ছোটনাগপুর, বিহার, ত্রিহুত ও উত্তর বঙ্গ ।

বর্ণনা :—গাছ ১৫-২০ ফুট উচ্চ । গুঁড়ি শক্ত, ছাল খস্‌খসে, কাঠ লালবর্ণ, নরম । পত্র বাহির হইবার সময় গাছে ফুল হয় । পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত । পুংপুষ্প বিড়ালের লেজের ন্যায়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা । স্ত্রীপুষ্প ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা । বীজকোষ লম্বা, কোমল লোমযুক্ত একসঙ্গে ৩-৪টা থাকে । ফলে বীজ ৪-৬টি থাকে । ফল শক্ত ও ৫ ইঞ্চি লম্বা । মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল জ্বরনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—জ্বরঘ্ন।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 66, t. 97 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 915 ; Wight, lc., t. 1954.

Ref—F. B. I., v, 626 ; Roxb, Fl. I., iii, 573 ; B. P, ii. 989.
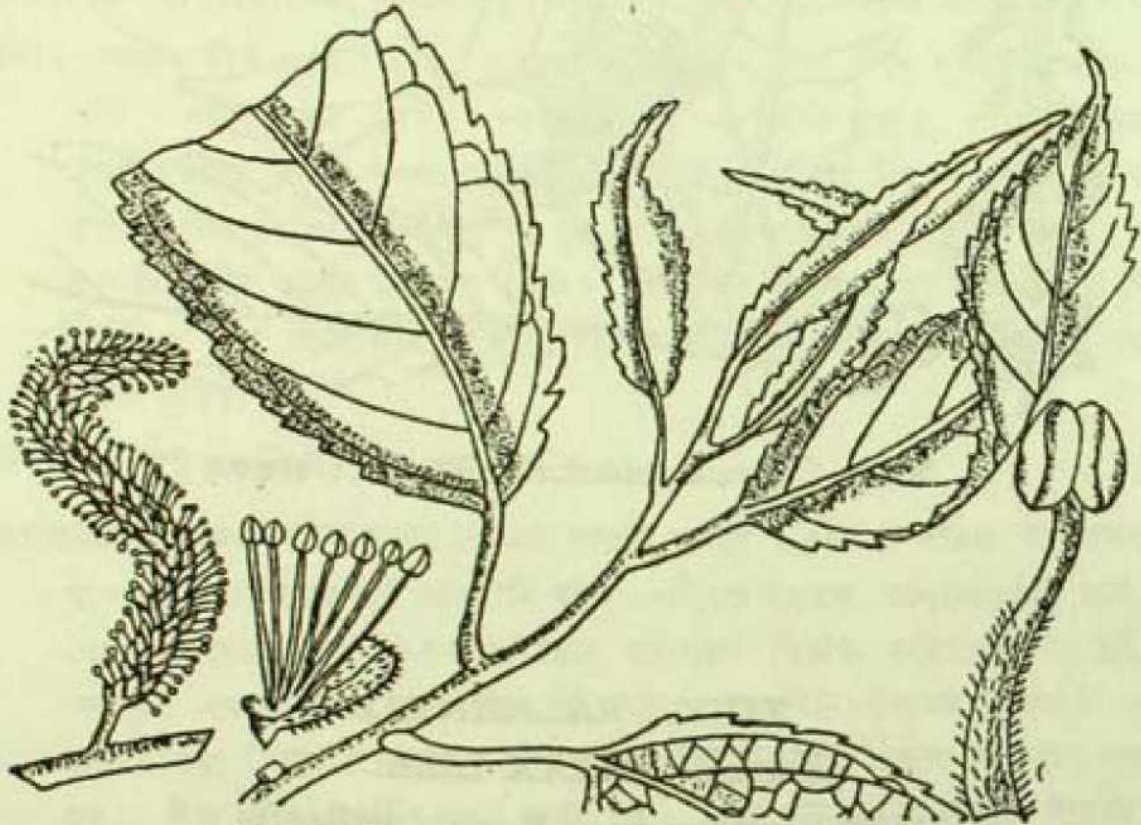
562. Salix tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

C. CONIFERAE.

Genus—PINUS Linn.

563 P. longifolia Roxb. (গন্ধবিরেজা)

ভাষানুসারী নাম :—সরল—সংস্কৃত ; গন্ধবিরেজা—বাংলা ; চিরকাপেড়, সরল, ধূপসরল—হিন্দি ; পুরুচেভাড়—মহারাষ্ট্র ; সরুচেভাড়—বোম্বে ; গাবিকে, দেবদারি চেট্টু—তেলেগু ; সরল, দেবদারী—তামিল , চির—দাক্ষিণাত্য।

সরলস্তু পুতিকাষ্ঠং তুষী পীতদ্রুরুত্থিতো দীপদ্রুঃ।
স স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞঃ স্নিগ্ধো মারীচপত্রকো নবধা॥
সরলঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ কফবাতবিনাশনঃ।
ত্বগ্দোষশোফকণ্ডূতি ব্রণঘ্নঃ কোষ্ঠশুদ্ধিদঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—সরল, পুতিকাষ্ঠ, তুষী, পীতদ্রু, উত্থিত, দীপতরু, স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞ, স্নিগ্ধ, মারীচপত্রক—এই নয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—সরল কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ু নাশক, চর্মদোষ, শোথ, কণ্ডু ও ব্রণ নাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি কারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ অঞ্চলে ২০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উপরে প্রচুর জন্মে। সমতল ভূমিতেও চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনেও দেখা যায়।

বর্ণনা :—বড়গাছ। ১০০ হইতে ১২০ ফুট উচ্চ হয়। বসন্তের পূর্বে পত্র পড়িয়া যায়। গুঁড়ির পরিধি প্রায় ১২ ফুট হয়। ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ভিতরে গাঢ় লালবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরে ফিকে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র সূচের মত, ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ ও অবনত। পুংপুষ্প ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল (কোণ) কাষ্ঠময়, গোলাকার, বিস্তৃত ও বক্র, এক একটি কিংবা একত্রে গুচ্ছবদ্ধ থাকে। বীজ লম্বাকৃতি ½-১ ইঞ্চি লম্বা, অসমান, পাতলা। ফলে শাঁস আছে। ইহা বীজ অপেক্ষা অধিক লম্বা। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়। এক বৎসর পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ত্বক্, আঠা ও তৈল। মাত্রা-তৈল ১-৩ বিন্দু।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতীয় লোকেরা এই গাছ হইতে তার্পিন তৈল প্রস্তুত করে। ইহার গুণ বিলাতী তার্পিনের সমান। ইহার আঠা ফোড়া ও বাগী পাকাইবার জন্য বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়। ইহা কফ ও সর্দ্দি নাশক। ইহার আঠা মূত্রযন্ত্র ও জনন যন্ত্রের মুখে কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা গণোরিয়া রোগের চমৎকার ঔষধ। মাত্রা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ বার, ১-৩ ড্রাম প্রতিবারে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা কফনাশক। মূত্রবর্দ্ধক ও শোথ নিবারক। ইহা ক্রিমি ও বেদনানাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

আঠা :—উত্তেজক। আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে অগ্ন্যুদ্দীপক। গণোরিয়ায় উপকারী। বাগী ও ফোড়ায় পুলটিস্ হিসাবে বাহ্য প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

কাষ্ঠ :—উত্তেজক, ঘর্মকারক। গায়ের জ্বালায় উপকারী, কাসি, মূর্চ্ছা এবং ঘায়ে উপকারী।

কাষ্ঠ ও তৈল :—সর্পদংশন ও কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Royle, III., t. 85, Fig. I ; Griff, lc., Plantarum. Asiat., t. 369&370. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 926A & 926B ; Biswas, "Living Conifers of the Indian Empire". Jour, Roy. As. Soc. of Bengal. Vol xxvii, No I. 1932.

Ref.—F. B. I., v, 652 ; Roxb., Fl. Ind., iii, 651 ; Dymock, iii, 378 ; Brandis, For. Fl., 506 , Biswas, "Distribution of Wild Conifers etc". Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. I, 1933.
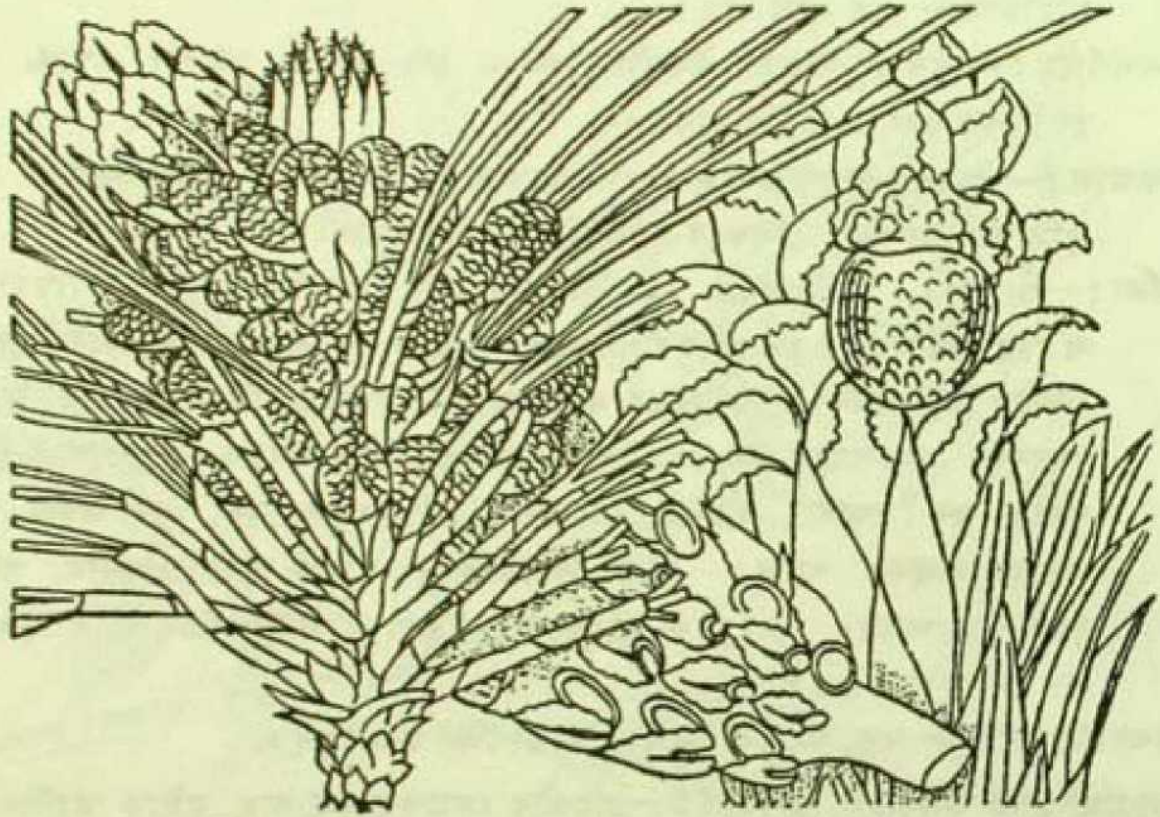
563. Pinus longifolia Roxb. (গন্ধবিরোজা)

Genus—ABIES Juss.

564. A. webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

ভাষানুসারী নাম :—তালিশপত্র, পত্রাঢ্য—সংস্কৃত ; তালিশপত্র—বাংলা ; লঘুতালিশপত্র—হিন্দি ; তালীপত্র, তালিশপত্রি, তালিশপত্র—মহারাষ্ট্র ; তালিশপত্র—কর্ণাট ; তালীসপত্র—গুজরাট, তাম্বট—বোম্বে ; পনিয়ল—দাক্ষিণাত্য ; জার্বব—ফ্রান্স ; তালীসদর—আরব ; তাং , তালিশপত্রী—তেলেগু ; বুদার—কাশ্মীর ; গোব্রিয়া—: নেপাল।

তালীসপত্রং তালীসং পত্রাখ্যং চ শুকোদরম্।
ধাত্রীপত্রং চার্কবেধং করিপত্রং ঘনচ্ছদম্ ॥
নীলং নীলাম্বরং তালং তালীপত্রং তলাহ্বয়ম্।
তালীসপত্রকশ্চেতি নামান্যাহুস্ত্রয়োদশ ॥
তালীসপত্রং তিক্তোষ্ণং মধুরং কফবাতনুৎ।
কাসহিক্কাক্ষয়শ্বাস-চ্ছর্দ্দিদোষবিনাশকৃৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ ॥ পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—তালীসপত্র, তালীস, পত্রাখ্য, শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, ঘনচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তলাহ্বয়—এই তেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—তালীসপত্র—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে মধুর রস, কফ এবং বায়ুনাশক। কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শ্বাস ও বমন দোষ নিবারক।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীরস্থ দেশ হইতে ভূটান পর্য্যন্ত পার্বত্য স্থানে ও সিকিম, হিমালয় প্রদেশে ৮০০০ হইতে ১২০০ ফুট অবধি শীতপ্রধান স্থানে বহু জন্মে।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মোটা গাছ। ১৫০-২০০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার গুঁড়ি ৩০ ফুট মোটা। পত্র পরিবর্ত্তনশীল, মোটা সূচের মত, ১/২ ইঞ্চি চওড়া ও উজ্জ্বল। বোঁটা অতিশয় ছোট। পুংকেশরের ডাঁটা ছোট। এক একটা অথবা গুচ্ছবদ্ধ। ফল (কোণ) প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, নীল। স্ত্রীপুষ্পের ডাঁটা ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ লম্বাকৃতি, গোলাকার, পক্ষযুক্ত, ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটি জাতি আছে, তাহাকে Var. A. Pindraw (Brand. For. Fl,. 528) বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি। এপ্রিল মাসে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

Dr Ainslie এবং Mr. Gamble, Flacourtia catafracta কে তালীসপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। Babu T. N. Mukherjee তাঁহার Amsterdam Catalogue এ উক্তবৃক্ষকে তালিশপত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Moodeen Sheriff, Cinnamomum Tamala ness কে তালিশপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। বর্ত্তমানে কবিরাজেরা যে তালিশপত্র ব্যবহার করেন, তাহা উপরোক্ত গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র। মাত্রা—১/৪-১/২ আনা।

বৈদ্যকে তালিশপত্রের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অরোচকে তালিশপত্র—মিছরির রসে প্রস্তুত তালিশপত্র চূর্ণের বটক প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধিকরণার্থ কিঞ্চিৎ কর্পূর যোগ করিবে। এই বটিকা রুচিকারী (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—রক্তপিত্তে তালীশপত্র—বাকস পাতার রস তালীপত্রচূর্ণ ও মধু যোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, স্বরভেদাদির পক্ষে হিতকর (রক্তপিত্ত-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শুষ্কপাতা পেট ফাঁপা, সর্দ্দি, পেটের দোষ নিবারক, বলকারক, ধারক এবং ক্ষয়কাশ রোগে হিতকর। ইহা হাঁপানী, বক্ষপ্রদাহ মূত্রযন্ত্রের স্রাব নিবারক।

তালীসপত্র, গোলমরিচ, আদা, বংশলোচন, এলাচ, দারুচিনি এবং চিনিযোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয়—তাহাকে তালীসাদ্য চূর্ণ বলে। উহা হাঁপানী ও আক্ষেপ নিবারক। তালীসপত্র অন্যান্য অনেক ঔষধের মসলারূপে ব্যবহৃত হয়।

তালীসপত্রের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর। হেকিমেরা বলেন যে, ইহার আঠা গোলাপের তৈলের সহিত সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে এবং মাথায় বাহিক প্রয়োগ করিলে মাথাধরা আরাম হয়।

পাতার টাট্‌কা রস জ্বরনাশক। ইহা বালকদের দন্তউদ্ভেদকালীন জ্বর নিবারক। মাত্রা ৫-১০ ফোটা স্তনদুগ্ধের সহিত সেব্য।

প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে বঙ্গদেশে তালিশপত্রের ব্যবহার আছে। তালীসপত্র আক্ষেপ নিবারক। ইহাদ্বারা কাস, রক্তপিত্ত ও অপরাপর আক্ষেপজনক রোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—উদরাধ্মান নাশক, শ্লেষ্মা নিবারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, রসায়ন, সঙ্কোচক। হাঁপানী ও পুরাতন কাসিতে উপকারী।

পাতার রস :—রোগের পুনরাক্রমন রোধক।

মন্তব্য :—চরক "দশেমানী"তে তালীসের উল্লেখ করেন নাই। সুশ্রুত—শিরবিরেচন বর্গে তালীস পাঠ করিয়াছেন। "তালীসাদীনামর্দ্ধাকাস্তানাং পত্রানি" (সূ-৩৯) বাক্যে তালীসপত্রেরই শিরোবিরেচকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অধুনা কবিরাজেরা যাহা তালীসপত্র নামে ব্যবহার করেন তাহা Abeis webbiana এবং ক্ষুদ্রশাখা ও পত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

Fig.—Ic., Pl., Asiat., t. 371.

Ref.—F. B. I., v, 654; Gamble, Man. Ind. Timb., 408; Biswas, "Distri of Conifers etc." Jour. Asiat, Soc, Bengal, Vol. xii, No. I, 1933.
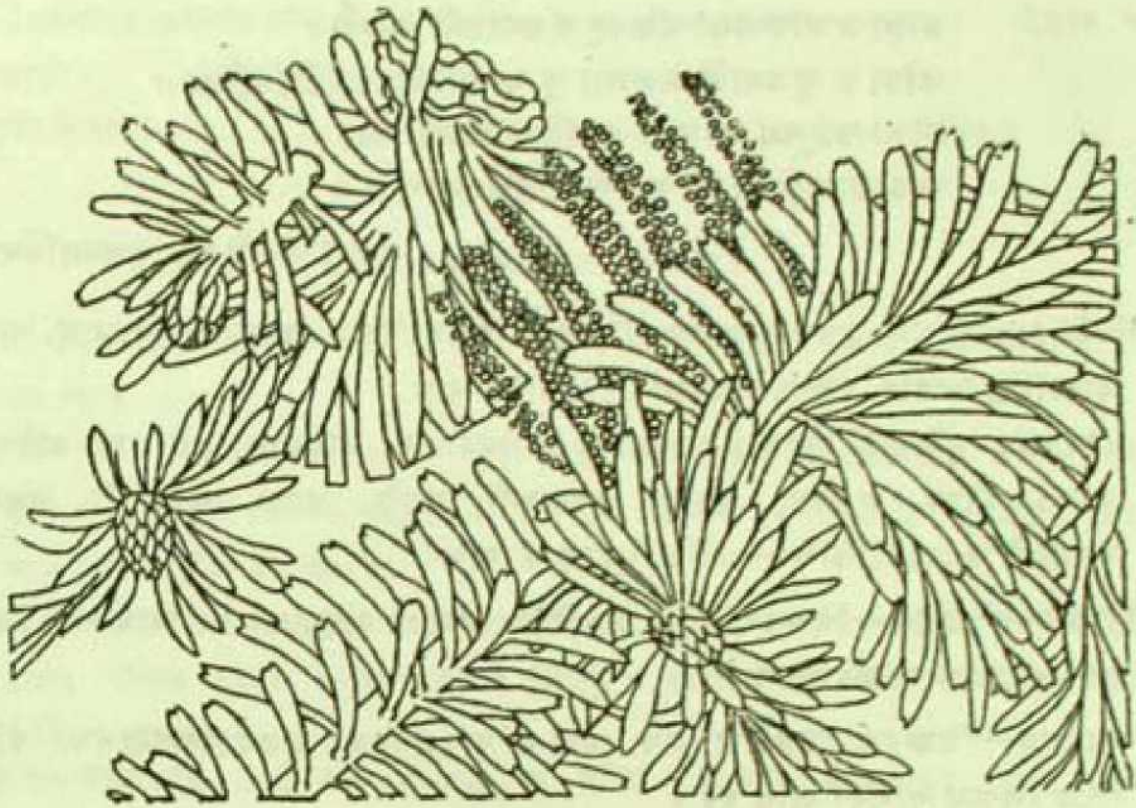
564. Abies webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

Genus—CEDRUS Loud.

565. C. libani Barri. (দেবদারু)

ভাষানুসারী নাম:—দেবদারু, দেবদ্রুম—সংস্কৃত : দেবদারু বাংলা ; দেবদার—হিন্দি : চোপড়া দেবদারু, তেল্যা দেবদারু—মহারাষ্ট্র ; দেবদার—গুজরাট : চোপড়া দেবদারু —কর্ণাট ; দেবদার—ফার্স ; শজর্-তুলজীন—আরব ; দেবদারুচেক্কা—তেলেগু।

দেবদারু সুরদারু দারুবং স্নিগ্ধদারুরমরাদিদারু চ।
ভদ্রদারু শিবদারু শাম্ভবং ভূতহারি ভবদারু রুদ্রবৎ ॥
স্নিগ্ধদারু স্মৃতং তিক্তং স্নিগ্ধোষ্ণং শ্লেষ্মবাতজিৎ।
আমদোষবিবন্ধার্শঃ প্রমেহজ্বরনাশনম্ ॥
দেবকাষ্ঠং পুতিকাষ্ঠং ভদ্রকাষ্ঠং সুকাষ্ঠকম্।
অস্নিগ্ধদারুকঞ্চৈব কাষ্ঠদারু ষড়াহ্বয়ম্ ॥
দেবকাষ্ঠন্তু তিক্তোষ্ণং রুক্ষ্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
ভূতদোষাপহং ধত্তে লিগুমজেষু কালিকম্ ॥

চাড়া চ দারুগন্ধা গন্ধবধূ র্গন্ধমাদনী তরুণী।
তারা চ ভূতমারী মঙ্গল্যা তু কপাটিনী গ্রহভীতিজিৎ॥
চোড়া কটূষ্ণা কাসঘ্নী কফজিদ্দীপনো পরা।
অত্যন্তসেবিতা সা তু পিত্তদোষভ্রমাপহা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়:—দেবদারু, সুরদারু, দারুক, স্নিগ্ধদারু, অমরাদিদারু, ভদ্রদারু, শিবদারু, শাম্ভব, ভূতহারি, ভবদারু, রুদ্রবৎ—এইগুলি স্নিগ্ধদারুর নাম।

দেবকাষ্ঠ, পূতিকাষ্ঠ, ভদ্রকাষ্ঠ, সুকাষ্ঠক, অস্নিগ্ধদারুক, কাষ্ঠদারু—এই ছয়টি কাষ্ঠদারুর নাম। চৌড়া, দারুগন্ধা, গন্ধবধূ গন্ধমাদনী, তরুণী, তারা, ভূতমারী, মঙ্গল্যা; কপাটিনী ও গ্রহভীতিজিৎ—এইগুলি চৌড়ার নাম।

গুণপর্য্যায়:—স্নিগ্ধদারু—তিক্তরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। আমদোষ, বিবন্ধ, অর্শ প্রমেহ এবং জ্বরনাশক।

কাষ্ঠদারু—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, শ্লেষ্মা ও বায়ুপ্রশমক, ভূতগ্রহদোষনাশক, ঘষিয়া গাত্রে লেপনে কালবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

চিড়া—কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, কাসহর, কফনাশকএবং অগ্নুদ্দীপক, অধিক পরিমাণে ব্যবহারে পিত্তদোষ এবং ভ্রমরোগ নাশক।

জন্মস্থান:—হিমালয় প্রদেশের কুমায়ন হইতে পশ্চিম দিক দেখা যায়। আফগানিস্থান ও উত্তর বেলুচিস্তানের পার্বতীয় প্রদেশেও জন্মে।

বর্ণনা:—উচ্চ মোটা গাছ, প্রায় ২১০ ফুট উচ্চ হয়। গুঁড়ির পরিধি প্রায় ৩৬ ফুট। এই গাছ প্রায় ৬০০ বৎসর জীবিত থাকে। ছাল পুরু, গাছে ফাটা ফাটা দাগ আছে। পত্র স্বভাবতঃ সবুজবর্ণ, পুরু এবং কিনারাগুলি ঢেউ খেলান। বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়। ইহা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফল (কোণ) পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফলে একটা বীজ থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল হয় এবং এক বৎসর পরে ফল পাকে। Hooker বলেন যে, C. deodara, C. libani এবং C. stalantia, এই গাছগুলি প্রায় একই, অল্প পরিমাণে তফাৎ আছে। গুণ প্রায় সবগুলির সমান। এইজন্য উপরে কেবল C. libani গাছের গুণের কথা লেখা হইল। এই তিনটি গাছের ঔষধার্থে ব্যবহার একই রকম। বিশেষ প্রভেদ নাই। উত্তর পশ্চিম হিমাচলে, C. libani, var. deodara Hk. f. প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধ দেবদারু ও কাষ্ঠ দেবদারু। স্নিগ্ধ দেবদারু পার্বতীয় প্রদেশে জন্মে। আর কাষ্ঠ দেবদারু যত্র তত্র দেখা যায়। পর্বাদিতে সাজাইবার জন্য উহার ডালপালা ব্যবহৃত হয়। উহার scientific নাম Polyalthia longifolia, ইহা Anonaceae বর্গভুক্ত। স্নিগ্ধ দেবদারু কাষ্ঠ হইতে তার্পিণ তৈল বাহির হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রে দেবদারু বলিতে এই দেবদারু অর্থাৎ স্নিগ্ধ দেবদারু বুঝায়। ইহার কাষ্ঠ ভারী।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কাষ্ঠ ও তৈল। মাত্রা—কাষ্ঠ ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বৈদ্যকে দেবদারুর ব্যবহার।

চরক :—হিক্কাশ্বাসে দেবদারু—হিক্কাশ্বাসরোগী দেবদারু কাষ্ঠের কাথ পান করিবে (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) বিষমজ্বরে দেবদারু—বিষমজ্বররোগী ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত দেবদারু কাথ পান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) শোথে দেবদারু—শোথরোগী গোমূত্রপিষ্ট দেবদারু পান করিবে (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগভট্ :—কফশ্বাসে দেবদারু স্নেহ—দেবদারু কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হইবে কফশ্বাসরোগী ত্রিকটু ও যবক্ষার সহ সেই তৈল পান করিবে (চিঃ ৩ অঃ)।

হারীত :—বাতব্রণে দেবদারু—দেবদারু ও শুণ্ঠির প্রলেপ বাতব্রণের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৩৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—শ্লীপদে দেবদারু—গোমূত্রপিষ্ট ঈষদুষ্ণ দেবদারুর প্রলেপ শ্লীপদে হিতকর (শ্লীপদ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—বায়ু হৃদগত হইলে দেবদারু—দুষ্ট বায়ু হৃদয় আশ্রয় করিলে (যাহাকে লোকে প্যাল্‌পিটেশান অফ দি হার্ট বলে) দেবদারু ও শুণ্ঠী পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে (বাতব্যাধি—চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) কফজগণ্ডমালায় দেবদারু—দেবদারু ও বিশালার (মাখাল) প্রলেপ কফজগণ্ডমালায় হিতকর (গলগণ্ড চিঃ)। (২) শ্লীপদে দেবদারু—দেবদারুচূর্ণ সর্ষপ তৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ—চিঃ)।

মূলপ্রাপ্ত্যংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাষ্ঠ পেটফাঁপা নিবারক, ঘর্মকর, মূত্রকর, জ্বরনাশক শোথ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা অপরাপর ঔষধের মসলাস্বরূপ প্রযুক্ত হয় (Dutta)।

এই গাছ হইতে একপ্রকার তার্পিণ তৈল বাহির হয়। উহা দেশীয় কবিরাজেরা ক্ষতে, চর্মরোগে ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহা কুষ্ঠরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Gibson বলেন ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। Dr. Johnston বলেন যে, দেবদারু তৈল ব্যবহার করিলে রোগের বৃদ্ধি কমিয়া কুষ্ঠ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

ইহা সর্ব্বসময়েই ঘর্মকর। ১ ড্রাম খাইলে কখন কখন বমন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

১ আউন্স বমন করায়। Dr. Johnston ঘর্মরোগে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Dr. Royle বলেন যে, দেবদারু পত্র এবং ছোট ছোট প্রশাখাগুলি বাজারে আনিয়া দেশীয় ঔষধের জন্য বিক্রয় হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার কাষ্ঠ জলের সহিত শিলায় পিষিয়া সেই পৃষ্ঠদ্রব্য মাথায় লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Stewart)।

ইহার কাষ্ঠ তিক্ত, জ্বরনাশক এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও অর্শোরোগে হিতকর। দেবদারু কাষ্ঠ, সজিনার শিকড়, আপাং ও অশ্বগন্ধার শিকড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি ও উদর শোথ আরাম হয়, ইহা অতিশয় মূত্রকর।

দেবদারু তৈল রসায়ন। ইহার কাথ গণোরিয়া, উপদংশ, বাত ও আমবাত নিবারক। বেদনাহীন শোথে হরিদ্রা ও গুগ্‌গুলসহ দেবদারু কাষ্ঠের প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়।

ইহা পুরাতন ক্ষত, চর্মরোগ ও কুষ্ঠরোগনাশক (R. N. Khory, ii, 578)।
ইহার তেল ঘোড়া ও পশুগণের পাদক্ষত (এঁসে) রোগ নাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাষ্ঠ :—ঘর্মকারক, উদরাময় ও উদরাধ্মান নাশক। জ্বর, পেটের বায়ু, শ্বাসনালী ও মূত্রনালীর যেকোন রোগ, বাত, অর্শ, মূত্রনালীর পাথুরীরোগে উপকারী এবং সর্পদংশনের প্রতিষেধক।

তৈল :—ঘর্মকারক, চর্মরোগে, ঘায়ে উপকারী।

ছাল :—সঙ্কোচক, জ্বর, উদরাময় এবং আমাশয়ে বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—চরকোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে দেবদারুর উল্লেখ নাই। সুশ্রুত ও নরহরি কথিত দেবদারু তৈলের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। অচিরকর্তিত দেবদারুসার এতাদৃশ স্নিগ্ধ থাকে যে উহা অঙ্গুলিপৃষ্ঠ হইলে চটচট করে। ব্যবসায়ীরা সাধারণত যে দেবদারু কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা অতি পুরাতন বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প স্নেহান্বিত।

Fig :—Griff., lc., Pl., Asiat., t. 364 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 928A & 928B ; Biswas, Jour, Asiat. Soc. Bengal, Vol. xxviii, No. I, 1832.

Ref :—F. B. I.. v, 653 ; Brandis, For. Fl., 516 ; Roxb., F. I., iii, 651 ; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. I, 1933.
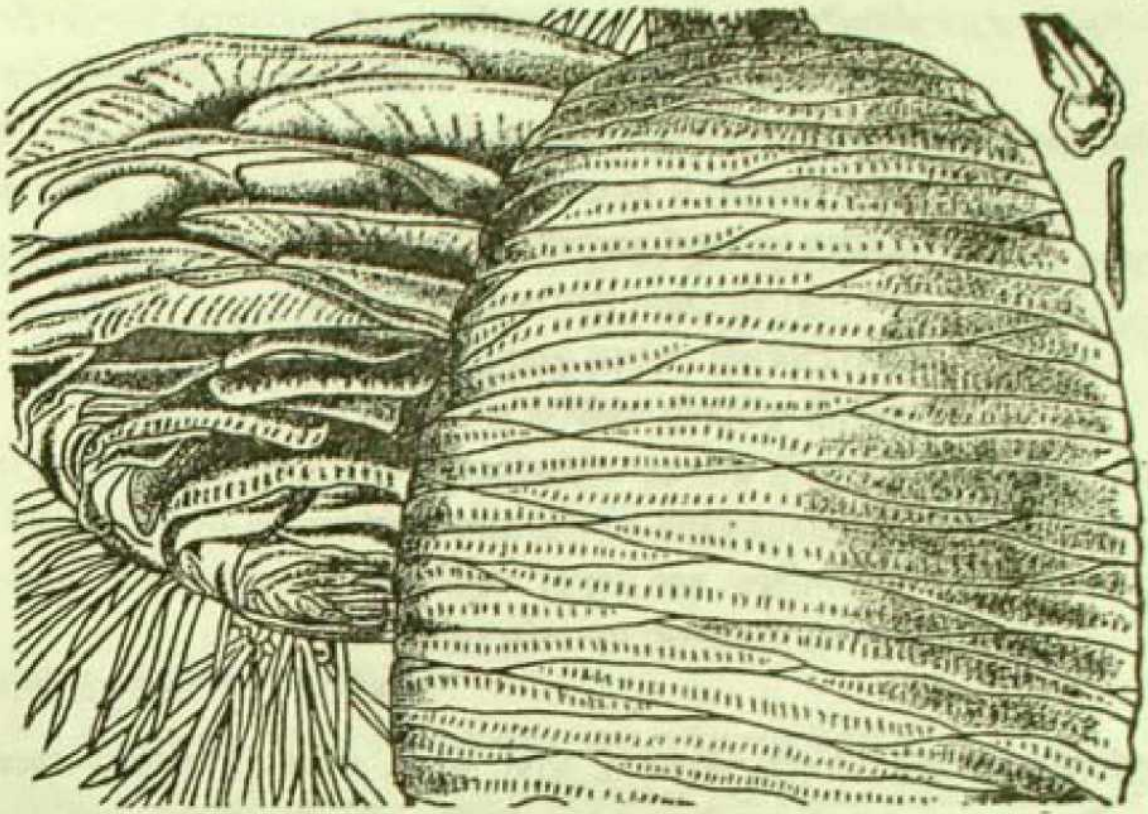
565: Cedrus libani Barrl. (দেবদারু)

CI. ORCHIDACEAE

Genus—DENDROBIUM Sw.

566. D. macrael Lindl. (জীবন্তী)

ভাষানুসারী নাম :—জীবন্তী, জীবনীয়া—সংস্কৃত ; জীবন্তী—বাংলা ; ভোডী—হিন্দি ; রাড়ারুড়ী-বাণ্ডটী—গুজরাট ; হিরিয়াহলি—কর্ণাট ; লাহানিহরিণবেলি, কিরিয়হালে—মহারাষ্ট্র।

জীবন্তি স্যাজ্জীবনী জীবনীয়া
জীবা জীব্যা জীবদা জীবদাত্রী।
শাকশ্রেষ্ঠা জীবভদ্রা চ ভদ্রা
মঙ্গল্যা চ ক্ষুদ্রজীবা যশস্যা॥
শৃঙ্গাটী জীবপুষ্টা কাঞ্জিকা শশশিম্বিকা।
সুপিঙ্গলেতি জীবন্তী জ্ঞেয়া চাষ্টাদশাভিধা॥

জীবন্তী মধুরা শীতা রক্তপিত্তানিলাপহা।
ক্ষয়দাহজ্বরান্ হন্তি কফবীর্য্যবিবর্দ্ধিনী॥
জীবন্ত্যন্যা বৃহৎপূর্বা পুত্রভদ্রা প্রিয়ঙ্করী।
মধুরা জীবপৃষ্ঠা চ বৃহজ্জীবা যশস্করী॥
এবমেব বৃহৎপূর্বা রসবীর্য্যবলান্বিতা।
ভূতবিদ্রাবণী জ্ঞেয়া বেগাদ্রসনিয়ামিকা॥
হেমা হেমবতী সৌম্যা তৃণগ্রন্থির্হিমাশ্রয়া।
স্বর্ণপর্ণী সুজীবন্তী স্বর্ণজীবা সুবর্ণিকা॥
হেমপুষ্পী স্বর্ণলতা স্বর্ণজীবন্তিকা চ সা।
হেমবল্লী হেমলতা নামান্যস্যাশ্চতুর্দশ॥
স্বর্ণজীবন্তিকা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা মধুরা তথা।
শিশিরা বাতাপিত্তাস্রদাহজিদ্বলবর্দ্ধিনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—জীবন্তি, জীবনী, জীবনীয়া, জীবা, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবপৃষ্ঠা কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা,-সুপিঙ্গলা,—এই আঠারটি নাম। অন্য এক প্রকার জীবন্তি যাহার নাম বৃহৎ-পূর্বা, পুত্রভদ্রা, প্রিয়ঙ্করী, মধুরা, জীবপৃষ্ঠা, বৃহজ্জীবা, যশস্করী।

অন্য প্রকার জীবন্তী—যাহার নাম হেমা, হেমবতী, সৌম্যা, তৃণগ্রন্থি, হিমাশ্রয়, স্বর্ণপর্ণী সুজীবন্তী, স্বর্ণজীবা সুবর্ণিকা, হেমপুষ্পী, স্বর্ণলতা, স্বর্ণজীবন্তিকা, হেমবল্লী হেমলতা—এই চৌদ্দটি।

গুণপর্য্যায়:—জীবন্তী—মধুরস, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত এবং বায়ুনাশক, ক্ষয়, দাহ, ও জ্বর নাশক কফ এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

বৃহৎজীবন্তী—রস, বীর্য্য ও বল বর্দ্ধক। ভূতদোষ নাশক এবং রসের নিয়ামক।

স্বর্ণজীবতী—বৃষ্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকর। মধুর রস, শীতবীর্য্য, বায়ুপিত্ত, রক্ত দোষ ও দাহ নাশক, এবং বলবর্দ্ধক।

জন্মস্থান: সিকিম, হিমালয় প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, কঙ্কন ও নীলগিরি।

বর্ণনা:—এই পরগাছা জাম গাছেই বেশী জন্মে। ইহার শাখা অনেক হয়। কাণ্ড, লম্বিত, অবনত ও গাইট যুক্ত। গাছের গোড়ায় ওলের ন্যায় গোলাকৃতি মূল দেখা যায়। পত্র লালবর্ণ, ফুল ৳—১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ। ফুলের বোঁটা ৳—১ ইঞ্চি। ফুলের উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ, ফুলে গন্ধ আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ:—সমগ্র পরগাছা।

বৈদ্যকে জীবন্তীর ব্যবহার।

চরক:—(১) **অতিসারে জীবন্তী**: অতিসারী দধির সহিত সিদ্ধ, দাড়িমরসে অম্লীকৃত

জীবন্তীশাক বহুস্নেহযোগে সেবন করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (২) বিষদোষে জীবন্তী—সর্পাদি দ্বারা দষ্ট মনুষ্যের পক্ষে জীবন্তী হিতকর (বিষ—চিঃ)।

বাগ্‌ভট :—নক্তান্ধ্যে জীবন্তী—ঘৃতে ভর্জ্জিত জীবন্তীশাক ভক্ষণ করিলে নক্তান্ধ্য অর্থাৎ রাতকানা প্রশমিত হয় (উঃ ১৩ উঃ)।

বঙ্গসেন :— মুখরোগে জীবন্তী—তিলতৈল, জীবন্তীকল্ক এবং তৈলসম গব্যদুগ্ধযোগে যথাবিধি পাক করিয়া, মধু এবং তৈলাষ্টমাংশ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, একবার মাত্র লেপন করিলে ওষ্ঠ ও মুখপাক দূর করে (মুখরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুক্রক্ষয় জনিত দুর্বলতায় জীবন্তী অতি হিতকর। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। অষ্টবর্গের মধ্যে যে জীবক গাছ আছে ইহা তাহা নহে। ইহার আর একটি নাম জীবনরক্ষক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—উত্তেজক, স্নিগ্ধতাকারক, রসায়ন, এবং সর্পদংশনে উপকারী।

Fig :—Xen. Orchid. pl. t. 118 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 933.

Fig :—F. B. I. v, 714 ; Dalz & Gibs., Bomb. Fl. 260 ; Hook, Journ. Bot. iv. 292 (1852)
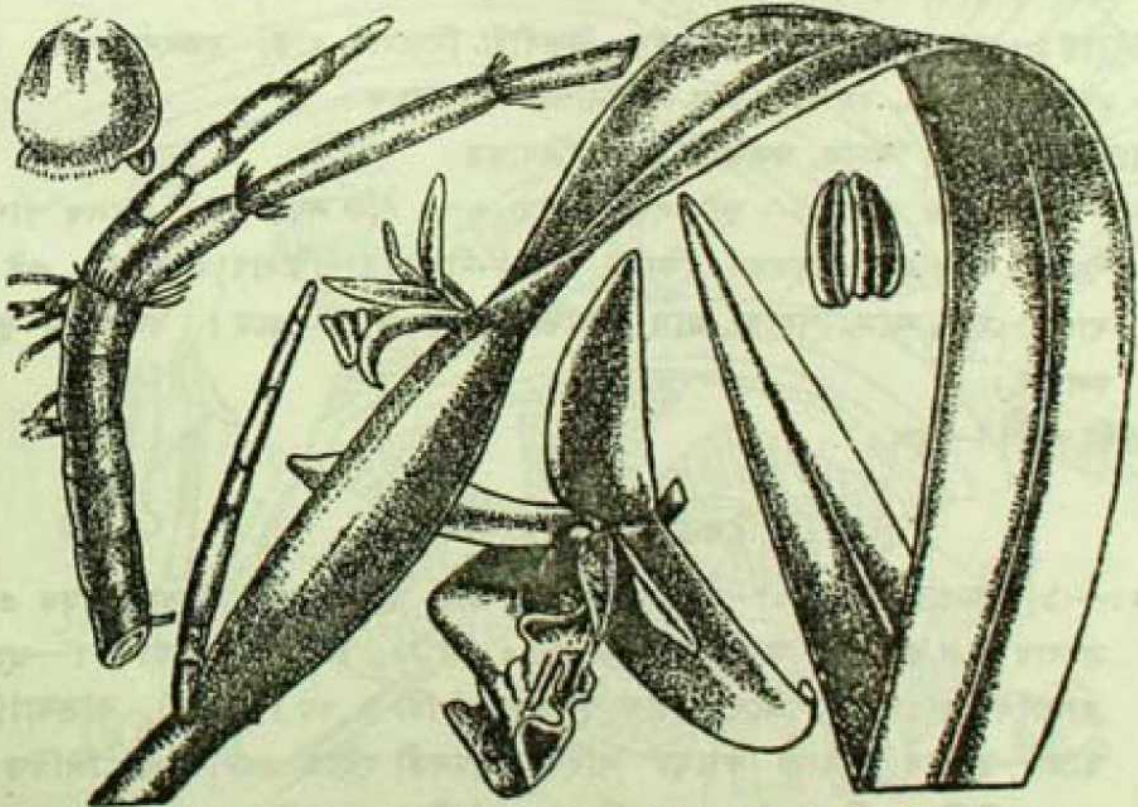
566. Dendrobium macrael Lindl. (জীবন্তী)

Genus—VANDA Br.

567. V. Roxburghii Br. (রাস্না)

V. tessellata Hook. ex-G. Don.

ভাষানুসারী নাম :—রাস্না—সংস্কৃত ; রাস্না—বাংলা ; রাস্না—হিন্দি ; বন্দানাইক—কাণপুর ; কানাপাবাদানিকা—তেলেগু ; দারীবাঁকী—সাঁওতাল ; অন্তরদাপর—তামিল ; ভাবলীচ্যা মুলা—মহারাষ্ট্র । রায়না—গুজরাট ; জংজবীলশামী—আরব ।

রাস্না যুক্তরসা রস্যা শ্রেয়সী রসনা রসা ।
সুগন্ধিমূলা সুরসা রসাঢ্যাঽতিরসা দশ ॥
রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা ।
জ্ঞেয়ে মূলদলে শ্রেষ্ঠে তৃণরাস্না চ মধ্যমা ॥
রাস্না গুরুশ্চ তিক্তোষ্ণা বিষবাতাস্রকাসজিৎ ।
শোফকম্পোদরশ্লেষ্ম-শমনী পাচনী চ সা ।

রাজনিঘন্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, শ্রেয়সী, রসনা, রসা, সুগন্ধিমূলা, সুরসা, রসাঢ্যা, ও অতিরসা—এই দশটি নাম ।

রাস্না তিন প্রকার । মূলরাস্না, পত্ররাস্না ও তৃণরাস্না । ইহাদের মধ্যে মূলরাস্না শ্রেষ্ঠ এবং তৃণরাস্না মধ্যম গুণ-সম্পন্ন ।

গুণপর্য্যায় :—রাস্না গুরুপাক, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিষদোষ, বাত, রক্তদোষ এবং কাস নাশক । শোথ, কম্পোদর এবং শ্লেষ্মানাশক এবং পাচক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, বিহার, গুজরাট, কঙ্কন, ত্রিবাঙ্কুর ।

বর্ণনা :—পরগাছা ও কাণ্ড ১-২ ফুট লম্বা । পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, সরু । ফুলের পাপ্‌ড়ি পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ নীলবর্ণ । কিনারা শ্বেতবর্ণ । এই গাছ বাঙ্গলা দেশে, আম, পিয়ারা, জাম প্রভৃতি গাছের ডালে জন্মে । বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ।

বৈদ্যকে রাস্নার ব্যবহার ।

চরক :—(১) অগ্র্যাগ্রদ্ধে রাস্না—বাতহর দ্রব্যের মধ্যে রাস্না শ্রেষ্ঠ । শীতাপনোদক প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ) । (২) অর্শে রাস্না :—যথোক্ত রাস্নাপিণ্ড দ্বারা স্বেদ, অর্শের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৯ অঃ) । (৩) বাতব্যাধিতে রাস্না—রাস্নার যথোক্ত ক্বাথের সহিত, হৈমবতী হইতে এলা পর্য্যন্ত লিখিত কল্ক সহ যথাবিধি পক্ব তিলতৈল বাতব্যাধি নাশক (চিঃ ২৮ অঃ) ।

চক্রদত্ত :—বাতব্যাধিতে রাস্না—রাস্না ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুল ৪০ তোলা একত্র গব্যঘৃত যোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহা গৃধ্রসী নামক বাতব্যধির (বাতব্যাধি চিঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—রাস্নার শিকড় বায়ুপুষ্ট, দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া থাকে অথবা কাণ্ডে লাগিয়া থাকে। ইহা সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত এবং বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল অপরাপর ঔষধের সহিত বাতরোগ ও স্নায়ুবিক রোগে মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ছোটনাগপুরে ইহার পত্র বাটিয়া জ্বরের সময়ে শরীরে লেপন করে (Rev Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মুল :—বাত এবং আনুসঙ্গিক ব্যাধিতে উপকারী। বাত, এবং স্নায়ু রোগে বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য যে সমস্ত সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে ইহা একটি উপাদান।

পাতা :—গুঁড়া করিয়া জ্বরে গায়ে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কানের যন্ত্রণায় পাতার রস কানে দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

Fig :—Bot. Reg. t. 506 ; Wight Ic. t. 916 ; Kirtikar & Basu, Ind Med, Pl., t. 931.

Ref :—F. B. I. ; vi. 52 ; Roxb ; F. I. iii, 462 ; B. P. ii. 1021 ; Prain, H. H., 282.
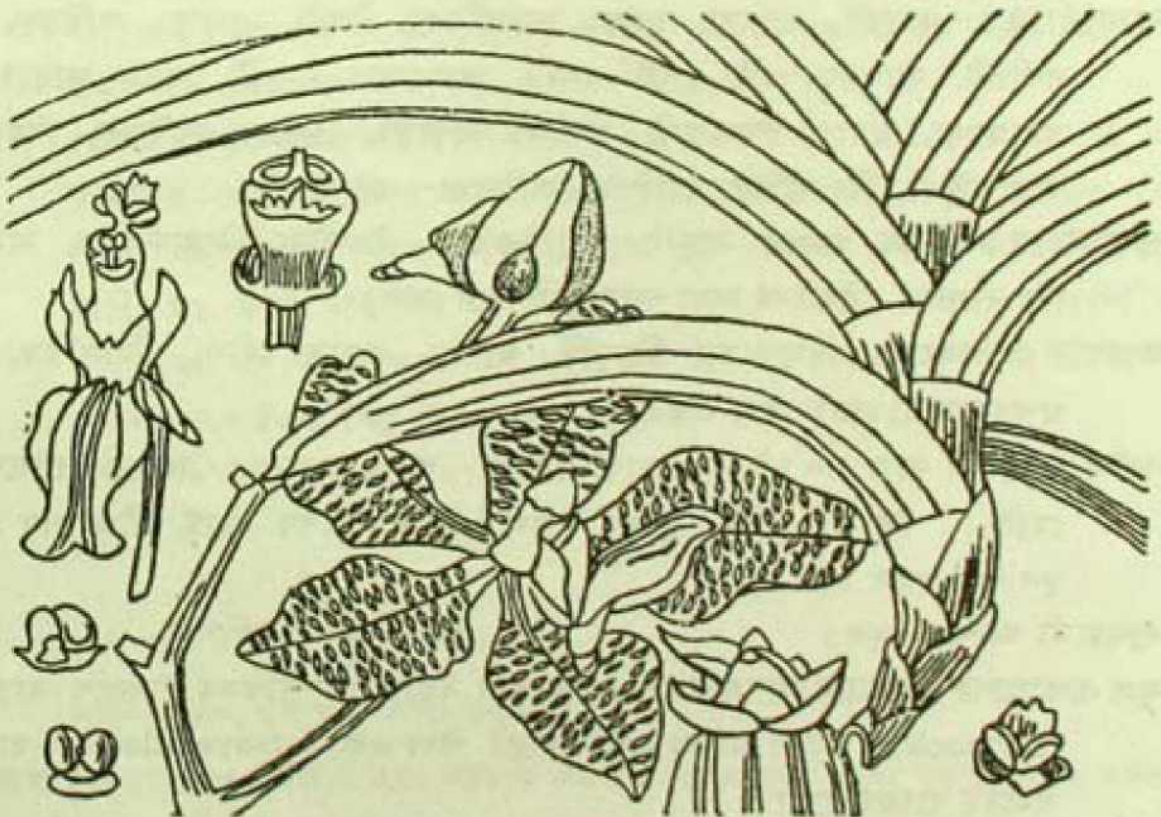
567. Vanda Roxburghii Br. (রাস্না)

Genus—SACCOLABIUM Bl.

568. S. papillosum Lindl. (রাস্না)

Acampe praemoso (Roxb) Blatter & Mac. Cann.

ভাষানুসারী নাম :—নাকুলি—সংস্কৃত ; রাস্না—বাংলা ; রাস্না—মালয় ; রাস্না—সালামার ; নাকুলীদ্বয়ম্, মুদুসবেল, সাপসন্দ—মহারাষ্ট্র ; বিষমুস্তরীদ্বয়—কর্ণাট ; পদ্মলুচেট্ট—তেলেগু ; ছোটাচান্দা—গ্রাম্য।

নাকুলী সর্পগন্ধা চ সুগন্ধা রক্তপত্রিকা।
ঈশ্বরী নাগগন্ধা চাপ্যহিভুক্ স্বরসা তথা।
সর্পাদনী ব্যালগন্ধা জ্ঞেয়া চেতি দশাহ্বয়া॥
অন্যা মহাসুগন্ধা চ সুবহা গন্ধনাকুলী।
সর্পাক্ষী ফণিহন্ত্রী চ নকুলাঢ্যাঽহিভুক চ সা॥
বিষমর্দনিকা চাহি-মর্দ্দিনী বিষমর্দিনী।
মহাহিগন্ধাঽহিলতা জ্ঞেয়া সা দ্বাদশাহ্বয়া॥
নাকুলীযুগলং তিক্তং কটূষ্ণং চ ত্রিদোষজিৎ।
অনেকবিষবিধ্বংসি কিঞ্চিচ্ছে ষ্ঠং দ্বিতীয়কম্॥

রাজনিঘন্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—নাকুলী, সর্পগন্ধা, সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক্, স্বরসা, সর্পাদনী, ব্যালগন্ধ—এই দশটি নাম। অন্যপ্রকার নাকুলী আছে তাহার নাম—মহাসুগন্ধা, সুবহা, গন্ধনাকুলী, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দনিকা, অহি-মর্দিনী, বিষ-মর্দিনী, মহদিগন্ধা, অহিলতা—এই বারটি।

গুণপর্য্যায় :—উভয় প্রকার নাকুলি—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, নানাপ্রকার বিষ নাশক। ইহাদের মধ্যে গন্ধনাকুলি গুণে শ্রেষ্ঠ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, হিমালয়ের নিম্নভূমি, আসাম, গঙ্গার বদ্বীপ, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম, সুন্দরবনে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা :—ইহার কাণ্ড ২।০ ফুট, বহু শাখাবিশিষ্ট। শাখা অবনত ; হংসের পালকের মত মোটা। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, ফুলের ব্যাস ⅗ ইঞ্চি, গর্ভাশয় ছোট, বীজকোষ ১½ ইঞ্চি, ফুল শরৎকালে হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূল প্রভৃত্যংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কঙ্কন-দেশে ইহার মূল শান্তিকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহা বাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং Sarsaparilla এর স্থানে সর্ব্ব সময়েই ব্যবহৃত হয়।

Dr. Dymock বলেন যে আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রকৃত রাস্নাকে Helenium বলে এবং

উহার পারস্যদেশীয় নাম রাস্না। Vanda roxburghii এবং S. papillosum, এই দুইটি গাছের যে গুণ আছে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাস্নার সহিত তাহার মিল হইতেছে না। এই গাছগুলি গন্ধমূলা—বলা যাইতে পারে না কারণ উহাতে কোন সৌগন্ধ নাই। অধুনা কবিরাজেরা উক্ত দুইটি গাছকে রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন (Dutt. Met. Med., 258)। দুই গাছের আকৃতি, শিকড় ও পত্র একই প্রকার কিন্তু উহাদের ফুল ও ফল ভিন্ন প্রকার। মোট কথা, এখন কবিরাজেরা যাহা রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন প্রকৃতপক্ষে উহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাস্না নহে।

রাস্নার কাথ, গুলঞ্চ, দেবদারু (C. lebani) কাঠ, আদা ও গাব-ভেরেণ্ডার শিকড় পরিমাণমত প্রত্যেকের যোগে রাস্না-পঞ্চক নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। উহা বাতের পক্ষে হিতকর। রাস্না, মহামাষতৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। রাস্নার অপর সংস্কৃত নাম বৃক্ষরুহ। যে গাছে রাস্না জন্মে, উহার নামানুযায়ী রাস্নার নাম হয়, যেমন আম গাছের রাস্নাকে আম রাস্না বলে।

কঙ্কনদেশে S. wightianum Hook (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 4) এবং S. praemosum Hook (Rheede, xii, t. 4) এই দুইটি গাছকে রাস্না বলে। মহারাষ্ট্রদেশীয় কৃষকেরা ইহাকে Kanbper বলে।

কলিকাতা ও বোম্বের বাজারে যে রাস্না বিক্রয় হয়, উহা লম্বা-শাখাযুক্ত শিকড়, কতকটা সার্সাপেরিলার মত কিন্তু উহার রং গাঢ় ধূসরবর্ণ। শিকড় পাতলা, ইহাতে লম্বা লম্বা দাগ আছে। মূলের অভ্যন্তর-ভাগ ফিকে ধূসরবর্ণ, শাঁসযুক্ত, তিক্ত ও কটু। বাহিরের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা, এই কোষগুলি বায়ু হইতে জলীয় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম ভেলামেন (Velamen)।

বোম্বেতে আর একপ্রকার রাস্না বিক্রীত হয়। উহার মূল্য অধিক, মূল সরস ও কাকের পালকের ন্যায়, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, সূতায় বাঁধিয়া ছোট ছোট বাণ্ডিল বিক্রীত হয়। এই শিকড় ফিকে ধূসরবর্ণ, ছাল পুরু ও শক্ত, গুঁড়া করিলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, কতক পরিমাণে ইপিকাকুয়ানার তুল্য—ইহাকে Khadaki রাস্না বলে।

মূল রাস্না যদি উপরোক্তগুলিকে ধরা যায় তবে পত্র রাস্না বা তৃণরাস্না কাহাকে বলে, কোন পুস্তকে ইহার কিছু উল্লেখ দেখা যায় না।

বাতনাশক ঔষধের মধ্যে রাস্না উৎকৃষ্ট।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—তিক্ত, রসায়ন, বাতে উপকারী।

মন্তব্য :—রাস্নাকে **ধন্বন্তরি** এবং **নরহরি** উভয়েই 'সুগন্ধ মূলা' এবং **ভাবমিশ্র** ও **অমরসিংহ** 'এলাপর্ণী' বলিয়াছেন। অধুনা যাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহার মূলে কিঞ্চিন্মাত্র

গন্ধ নাই। সুগন্ধ ত দূরের কথা এবং পূর্ণ ও এলার তুল্য নহে। প্রাচীনকালে অগুরুবৎ রাস্নাও মহুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইত। চরকে লিখিত আছে (সূ: ২৫ অ:) শীতাপনোদক প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ। **নরহরি** বলিয়াছেন—"রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা"। রাস্না তিন প্রকার মূলরাস্না, পত্র রাস্না, তৃণরাস্না। **নিঘণ্টুতে** রাস্নাত্রয়ের ইতর ব্যবচ্ছেদক কোন লক্ষণের উল্লেখ নাই, সুতরাং স্বরূপনির্দ্ধারণ দুর্ঘট। **ভাবমিশ্র** নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলিয়াছেন। নাকুলী রাস্নাভেদ এ সিদ্ধান্ত নিঘণ্টুবিরুদ্ধ। কোন নিঘণ্টুতেই নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলা হয় নাই। নিঘণ্টু যে ত্রিবিধ রাস্না স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে নাকুলীর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টুদ্বয়ে রাস্নার পর্য্যায়ে নাকুলী, কি নাকুলীর পর্য্যায়ে রাস্না শব্দই পঠিত হয় নাই। কোন কোন অমরকোষের পাঠে নাকুলীর পর্য্যায়—"নাকুলী সুরসা রাস্না সুগন্ধা গন্ধনাকুলী'। নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী ছত্রাকী সুবহা চ সা"। এইরূপ আছে বটে। কিন্তু প্রামাণ্য টীকাকারগণ (ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি) এই পাঠ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা "রাস্না সুগন্ধা" স্থানে "সর্পসুগন্ধা" পাঠ করেন। **ধন্বন্তরি** ও নাকুলীকে সর্পসুগন্ধা বলিয়াছেন সুতরাং সর্পসুগন্ধা পাঠ নিঘণ্টু সম্মত, অতএব সাধু। নাকুলী ও রাস্না এক বর্গে, পঠিত হয় নাই। প্রথমটীকে ধন্বন্তরি করবীরাদিবর্গে এবং নরহরি মূলকাদিবর্গে, দ্বিতীয়টীকে ধন্বন্তরি গুড়ূচ্যাদিবর্গে এবং নরহরি পর্পটাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে এবং অমরকোষে নাকুলী ও গন্ধনাকুলী পৃথক পঠিত হয় নাই—নাকুলীর পর্য্যায়েই গন্ধনাকুলী শব্দ পঠিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর গুণ পর্য্যায় পৃথক পৃথক লিখিয়াছেন। নাকুলীদ্বয় শব্দের অর্থ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী। চক্রোক্ত মহাপৈশাচিক ঘৃতের ব্যাখ্যায় শিবদাস লিখিয়াছেন "নাকুলীদ্বয়ং রাস্নাদ্বয়ং—রাস্না গন্ধরাস্না চ", শিবদাস এ স্থলে নিশ্চয়ই নাকুলী অর্থে রাস্না শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, নচেৎ কোন অর্থই হয় না। রাস্না শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ স্থলে ভরতাদি টীকাকারগণ বলিয়াছেন "রাস্না সুরভিঃ"। এতদ্ভিন্ন "সুগন্ধমূলা" রাস্নার একটি পর্য্যায়। সুতরাং রাস্না শব্দেই গন্ধরাস্না, যখন নির্গন্ধ রাস্না নাই তখন 'গন্ধ রাস্না চ' ইহার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু নাকুলী অর্থে প্রযুক্ত হইলে নাকুলী, গন্ধনাকুলী এই সঙ্গত অর্থ করা যায়। ডিমক ও উদয়চাঁদ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী শব্দ রাস্নার পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাস্না শব্দ নাকুলী অর্থে বা নাকুলী শব্দ রাস্না অর্থে প্রযুক্ত হয় হউক, কিন্তু নাকুলী ও রাস্না এক নহে কিম্বা নাকুলীকে রাস্না ভেদ বলাও সঙ্গত নহে।

Fig.—Bot. Reg., t. 1552 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 932.

Ref.—Dymock, iii, 392 ; F.B.I., vi,63 ; B.P., ii, 1022 ; Prain, H.H., 283.
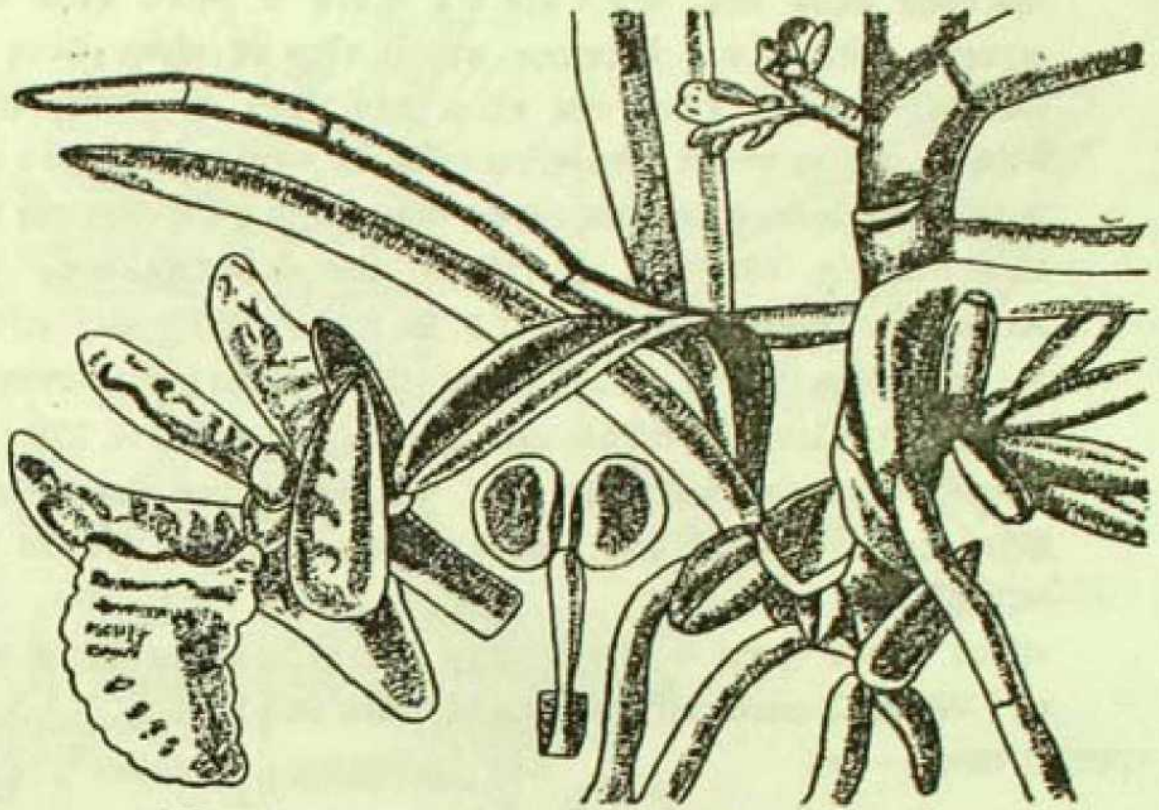
568. Saccolabium papillosum Lindl. (রাস্না)

Genus—EULOPHIA Br.

569. E. campestris Roxb. (সালেমমিশ্রি)

ভাষানুসারী নাম :—সালেমমিশ্রি—বাংলা ; সালেমমিশ্রি—হিন্দী ; বঙ্গতৈলী—সাঁওতাল ; সালুমিশ্রি—গুজরাট ; সালিবমিশ্রি—পাঞ্জাব।

জন্মস্থান :—ভারতের সমতল ভূমি, পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা ; বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, ত্রিহুট।

বর্ণনা :—ইহা দেখিতে শৃঙ্গের ন্যায় ও খাইতে মিষ্ট। গাছ ৮-১২ ইঞ্চি। ইহার গোড়া ওলের ন্যায়। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল অনেক হয়। মূলদেশ হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়,—উহা ১—৩ ফুট, শক্ত ও সোজা। ফুল বড়, সবুজবর্ণ ও বেগুনে। মার্চ্চ মাসে ফুল হয়।

Sir George Watt সাহেব বলেন যে, বাজারে যে সালেমমিশ্রি বিক্রয় হয় তাহা উপরোক্ত গাছ হইতে এবং E. nuda Lindl. (Wight, lc., t. 1690) এবং E. virens 3r. (Bot. Mag. t. 5579) গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। সালেমমিশ্রি আবার আফগানিস্থান, পারস্য ও বোসারার পাহাড় হইতে অপর Genus ভুক্ত

গাছ হইতে সংগ্রহ করে, আবার নীলগিরি পাহাড় ও সিংহল হইতে কতকগুলি আমদানী হইয়া থাকে। ইউরোপের জার্ম্মানী হইতে যে সালেম উৎপন্ন হয় উহা Orchis mascula Linn গাছ হইতে গ্রহণ করে। ফুল হইয়া যাইলে মূল উঠান হয় এবং দৃঢ় মূলগুলি ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বাজারে বিক্রয় হয়।

Allium macleani Baker গাছ হইতেও অনেকে সালেমমিছ্রি গ্রহণ করে (Baker, Bot- Mag., t. 6707)। এই মিছ্রিকে বাদশাহী সালেম বলে। পাঞ্জাবের Asparagus adscendens Roxb. (F. B. I., vi, 317) এবং দাক্ষিণাত্যের A. racemosus Willd. (F. B. I., vi, 316) গাছের মূলকে শ্বেতমূসলী বা শতমূলী এবং Cureuligo orchio des Gaertn (F. B. I., vi, 279) গাছকে কৃষ্ণমূসলী বা তালমূলী বলে। ইহা ছাড়া আলু হইতেও নকল সালেম প্রস্তত করে, উহাকে বেনেয়তি সালেম বলে। ইহাও ভারতের বাজারে বহু পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়।

সাধারণ সালেম পারস্য ও লিভাণ্ট নামক স্থান হইতে বোম্বের বাজার আমদানী হয় (Watt, Commercial Products of India, 963).

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সালেমমিছ্রি বলকারক, রসায়ন ও কামোত্তেজক। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও ক্ষয়রোগে হিতকর। যক্ষা, বহুমূত্র, পুরাতন উদরাময় ও রক্ত-পিত্তাতিসারে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহার গুঁড়া ½—১ তোলা পরিমাণ ½—১ পোয়া দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের মূল ও ডালপালার মধ্যবর্ত্তী অংশ :—রসায়ন, কামোদ্দীপক, মুখরোগ, গলায় পুঁজযুক্ত কাশি এবং হৃদরোগে উপকারী।

মন্তব্য :—সালেমমিছ্রি প্রধানতঃ পুষ্টিকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগেই ইহা প্রয়োগ করা হয়। যক্ষা, বহুমূত্র, মধুমেহ, পুরাতন উদরাময় এবং রক্তাতি-সারে ইহা প্রযোজ্য। সালেমমিছ্রিকে গুঁড়া করিয়া দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে হয়। আধতোলা হইতে একতোলা সালেমমিছ্রি চূর্ণ আধ পোয়া হইতে এক পোয়া দুধের সহিত পাক করিয়া পান করিতে হয়।

Fig :—Wight, Ic.. t. 1666 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 925.

Ref :—F. B. I., vi. 4 ; Roxb., F. I,. iii; 467 ; B P., ii. 1016 ; Journ. Lin. Soc., iii. 25 ; Dalz & Gibs., Bomb. Fl., 265.
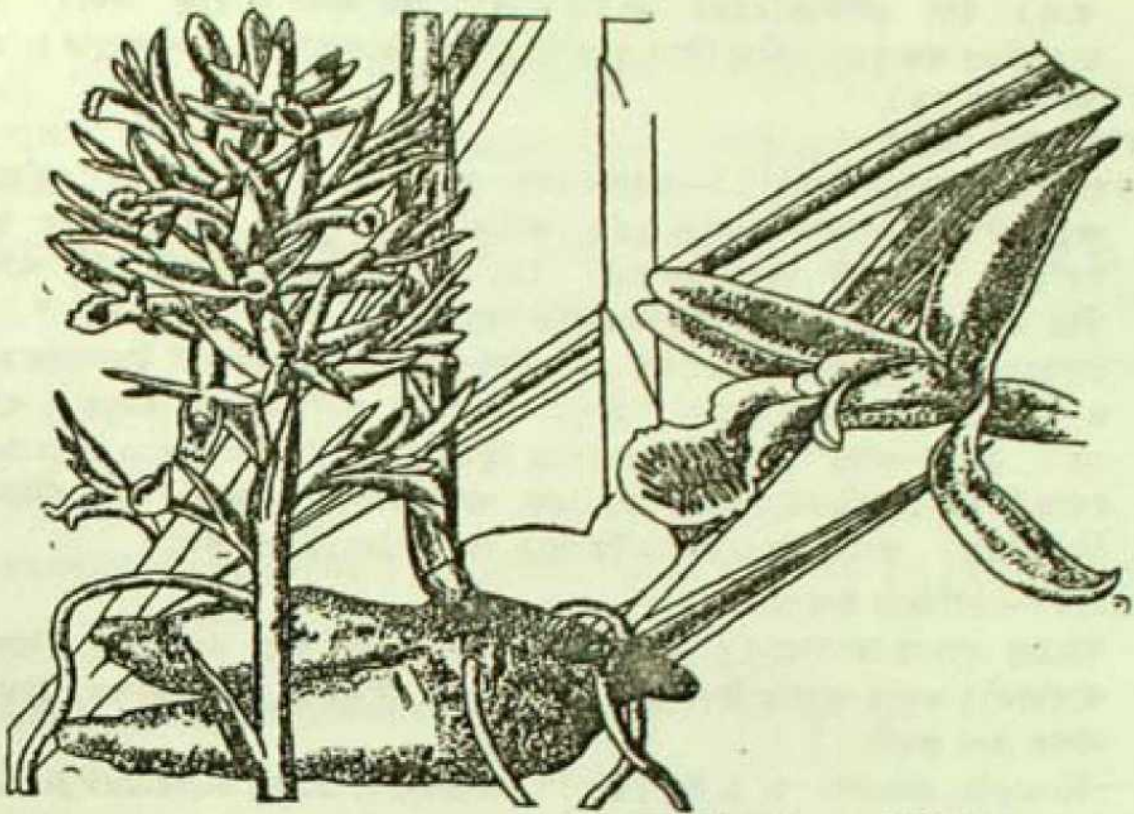
569. Eulophia campestris Roxb. (সালেমমিশ্রি)

CII. SCITAMINACEAE.

Genus—ALPINIA Linn.

570. A. galanga Sw. (কুলঞ্জন)

ভাষানুসারী নাম :—কুলঞ্জন, সুগন্ধবচা—সংস্কৃত ; কুলঞ্জন—বাংলা ; কুলঞ্জন—হিন্দি ; পেরারাট্টাই—তামিল ; পদ্মহূপ রাষ্ট্রকম্—তেলেগু ।

কুলঞ্জো গন্ধমূলশ্চ তীক্ষ্ণমূলঃ কুলঞ্জনঃ ।
কুলঞ্জঃ কটুতিক্তোষ্ণো দীপনো মুখদোষনুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—কুলঞ্জ, গন্ধমূল, তীক্ষ্ণমূল ও কুলঞ্জন—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—কুলঞ্জ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং মুখরোগনাশক ।

জন্মস্থান :—সুমাত্রা ও যাভাদেশীয় গাছ ; এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতে চাষ হয় । হুগলী, হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে ।

বর্ণনা :—গাছ মরিয়া গেলেও ইহার মূল বিদ্যমান থাকে। মূল আলুর মত ও সৌগন্ধযুক্ত । কাণ্ড পত্রময়, ৬—৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১—২ ফুট লম্বা ও ৪—৬ ইঞ্চি বিস্তৃত। উপর দিক মসৃণ, নিম্নদেশ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল ছোট, বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বক্র। ফল লেবুর ন্যায় লালবর্ণ, ঈষৎ গোলাকার। ব্যাস ½ ইঞ্চি। ইহার ফলকে Galanga cardamon

বলে। ইহা দেখিতে চেরী ফলের ন্যায়। পক্ক ফল ½ ইঞ্চি লম্বা। কখন ন্যাসপতির মত হয়। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, চেপ্টা, ত্রিকোণাকার, সৌগন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূল গ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গেঁড় সৌগন্ধযুক্ত, উগ্র ও তিক্ত। ছেঁচা রস জ্বর, বাত ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে কুলঞ্জন খাইলে গলার স্বরের উন্নতি হয়। মূল পেট ফাঁপা নিবারক। Dr. Irvine বলেন, ইহার গেঁড় অতিশয় তীব্র ও উত্তেজক। বীজের মাদকতা শক্তি আছে।

হেকিমেরা ইহা স্বরভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ ও অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা দেন। ইহা দুর্গন্ধ নাশক ও বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। মহীশূর দেশে ইহা গৃহচিকিৎসায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ লোকদের সর্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর (Sir Major John North)

ইহার শিকড় রাজনিঘণ্টুর সুগন্ধ বচ এবং ভাবপ্রকাশের মালাবার বচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্যামদেশীয় ও চীনদেশীয় আদা A. galanga এর তুল্য।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের মূল ও ডালপালার মধ্যবর্তী অংশ :—বাত, জ্বর, কলাপ্রদাহ, বিশেষতঃ কাসনালীর কলার প্রদাহে উপকারী। অগ্ন্যুদ্দীপক, উত্তেজক, কামোদ্দীপক, উদরাধ্মান নাশক এবং সুগন্ধি।

Fig :—Rumph., Ambo., v. t. 63 ; Ic, Pl. Asiat., t. 353 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 949.

Ref :—F. B. I.. vi, 253 ; Roxb.. F. I,, i. 59 ; B, P., ii, 1047 ; Prain, H. H., 285.
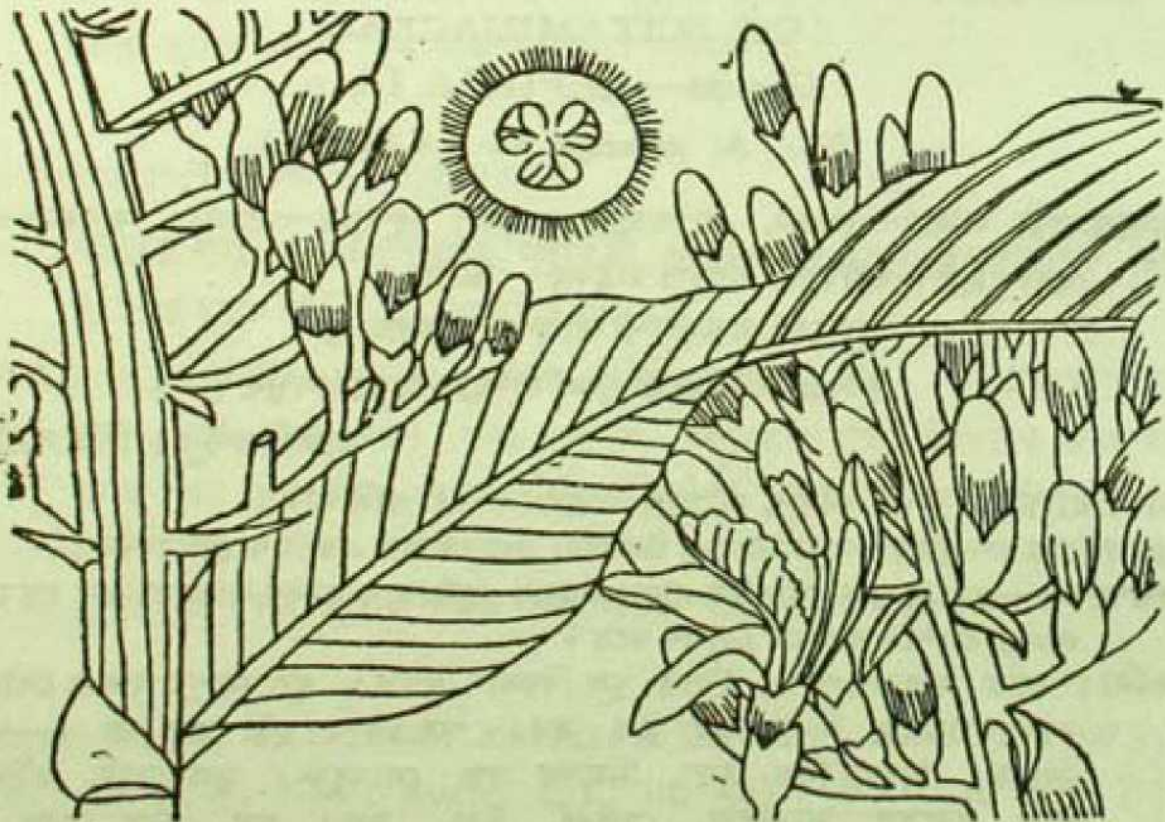
570. Alpinia. galanga Sw. (কুলঞ্জন)

Genus—KAEMPFERIA Linn.

571. K. angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)

ভাষানুসারী নাম :—মধুনির্ব্বিষ, কাঞ্চনবুড়া—বাংলা ; কাঞ্চনবুড়া—হিন্দি।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ।

বর্ণনা :—কাণ্ডশূন্য গাছ। পত্র ৬—৮ ফুট লম্বা। পত্র উপর দিকে উন্নত, লম্বাকৃতি ৬—৮ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল অল্প হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ। বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি। পুংকেশর উপরিভাগে উন্নত, শ্বেতবর্ণ, ½—¾ ইঞ্চি ; পুষ্পের মস্তক বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহার মূল গো-চিকিৎসায় ব্যবহার করে (Roxburgh)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—গো-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kittikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 939.

Ref :—F. B. I., v, 219 ; Roxb., F. I., i, 17 ; B. P. ii. 1033.

571. Kaempferia angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)

572. K. rotunda Linn. (ভুঁই চাঁপা)

ভাষানুসারী নাম :—ভূমিচম্পক—সংস্কৃত ; ভুঁই চাপা—বাংলা ; চন্দ্রমূলা ভুঁইচাপা—হিন্দি ; ভুঁইচম্পক—মহারাষ্ট্র ; ভুঁইচাপা—বোম্বে ; কোওাকালাভা—মালয় ; কন্দাবাল—তেলেগু।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়, চট্টগ্রাম, সমগ্র ভারতে রোপণ করে এবং চাষ হয়। আদি বাসস্থান দক্ষিণ পূর্ব্ব-এশিয়া।

বর্ণনা :—কাণ্ডহীন গুল্ম, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্ব, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। মূল শ্বেতবর্ণ, আলুর ন্যায় ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লম্বা, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গাঢ় পীতবর্ণ ও বেগুনে রং বিশিষ্ট। পুষ্প-দণ্ডের পত্র লম্বা, সুগোল, বাহিরের পত্র ছোট, ভিতরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ১১/২—২ ইঞ্চি লম্বা, সরল ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার শিকড়ের পুলটিস্ দিলে ফোড়ার পুঁজ বাড়াইয়া দেয় (W. C. Dutt)।

Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছ গুঁড়া করিয়া যে ointment হয়-ইহাতে নূতন ক্ষত আরাম করিবার শক্তি আছে। এবং ইহা সেবন করিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা জমাট রক্ত তরল করিয়া দেয়। তিনি বলেন যে, ইহার শিকড় সর্ব্বাঙ্গীন শোথের পক্ষে হিতকর।

Dr. Dymock বলেন, ইহার মূলের গুঁড়া Mump (বোবায় ধরা) রোগে একটি সর্ব্বজন পরিচিত ঔষধ। ইহার গেঁড় ও মূল দেখিতে খড়ের ন্যায় রং বিশিষ্ট। ইহা তিক্ত, উগ্র, কর্পূরের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট ও প্রকৃত Zedoary এর মত। সমগ্র গাছ সৌগন্ধ যুক্ত।

ইহার মূল পাক-যন্ত্রের দোষ-নিবারক ও শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ কমাইবার পক্ষে যে একটি মূল্যবান ঔষধ, ইহা ভারতের সকল লোকই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—অগ্ন্যুদ্দীপক, ফুলা কমাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, পুলটিস্ হিসাবে ব্যবহারে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া যায়।

লতা :—গুড়া করিয়া Mump (বোবায় ধরা) তে ব্যবহৃত হয়।

গাছ :—গুঁড়া করিয়া প্রলেপ হিসাবে ব্যবহারে নূতন আঘাতে বিশেষ উপকারী। সেবনে জমাট রক্ত তরল করিয়া দেয়। ইহা পুঁজ তরল করিয়া দেয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 9 ; Bot. Mag., t. 920 and 6054 ; Wight. Ic., t. 2029 ; Kirtikar. & Basu, Ind. Med. Pl., t. 940.

Ref.—F.B.I., vi, 222 ; Roxb., Fl. Ind., i. 16 ; B.P., ii, 1038 ; Prain, H.H., 284.

572. Kaempferia rotunda Linn. (ভুঁইচাঁপা)

573. K. galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)

ভাষানুসারী নাম :—চন্দ্রমূলিকা—সংস্কৃত ; চন্দ্রমূলা—বাংলা ; চন্দ্রমূলা—হিন্দি : কর্পূর-কাচ্‌রি—মহারাষ্ট্র ; কর্পূর-কাচ্‌রি—বোম্বে ; কাচোলাম্—তামিল ; কাচ্চোরাম্—তেলেগু ; কাট্‌চুলাম্—মালয়।

অন্যাতু গন্ধপত্রা স্যাৎ স্থূলাস্থা তিক্তকন্দকা।
বনজা শটিকা বন্যা স্তবকীর্ষ্যেকপত্রিকা॥
গন্ধপীতা পলাশাস্তা গন্ধাঢ্যা গন্ধপত্রিকা।
দীর্ঘপত্রা গন্ধনিশা শরভূহ্বা সুপাকিনী॥
গন্ধপত্রা কটুঃ স্বাদুস্তিক্তোষ্ণা কফবাতজিৎ।
কাসচ্ছর্দিজ্বরান্ হন্তি পিত্তকোপং করোতি চ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—গন্ধপত্রা, স্থূলাস্যা, তিক্তকন্দকা, বনজা, শটিকা, বন্ধ্যা, স্তবকীর্ণা, একপত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশান্তা, পদ্যাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, সুপাকিনী—এই পনেরটা নাম।

গুণপর্য্যায় :—গন্ধপত্রা—কটুরস, স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক। কাস, সর্দ্দি, ও জ্বরনাশক, পিত্তবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া। বঙ্গদেশের বাগানে সাধারণতঃ রোপণ করে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, মূল আলু বা হরিদ্রার মত। পত্র ক্ষুদ্র বোঁটাযুক্ত, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। মৃত্তিকার উপর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, অগ্রভাগ সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, ১০-১২টা শিরাবিশিষ্ট, কিনারাগুলি সরু নহে। পত্র বৃন্ত ছোট। ফুল ৬-১২ ইঞ্চি, সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্প নল ১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার মূল সুগন্ধযুক্ত, ব্যবসায়ের পক্ষে বাজারে ইহার চাহিদা আছে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়। এই গাছ অনেকে বাগানে রোপণ করে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ইহার সুগন্ধযুক্ত পত্র ও মূল মাথা ঘষায় ব্যবহার করে, ইহাতে কেশ বেশ সৌগন্ধযুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতে ইহার নাম "কর্পূর-কচুরি", যেহেতু ইহার মূল Hedychium spicatum (কর্পূর-কচুরি) এর তুল্য ; ইহা ভারতের বাজারে কর্পূর-কচুরি বলিয়া বিক্রীত হয়।

ব্যবহার্য্য ফল :—মূল, পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Dr. Rheede, বলেন ইহার মূল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কফ ও শ্লেষ্মা-জনিত রোগ আরাম হয় এবং তৈলে সিদ্ধ করিয়া মাখিলে সর্দ্দিতে নাসিকা বন্ধ হওয়া রোগ আরাম হয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার শিকড় সুগন্ধের জন্য গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে এবং পোষাক-পরিচ্ছদে ইহার গুঁড়া লাগাইলে পোষাক সুগন্ধময় হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—অগ্ন্যুদ্দীপক, উদরাধাননাশক, রসায়ন, উত্তেজক, ঋতুস্রাবকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক, যকৃতের যন্ত্রণায়, বমিতে, উদরাময়ে, প্রদাহ এবং ব্যথায় বিশেষ উপকারী। সর্পদংশনে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Wight lc., t. 899 ; Rheede, Hort Mal, t. 41 ; Kirtikar & Basu, Ind Med Pl., t. 938

Ref :—Dymock, iii, 414 ; F.B.I., vi. 219 ; Roxb. F.I., 15 ; B.P. ii. 1038 ; Prain, H. H., 284.
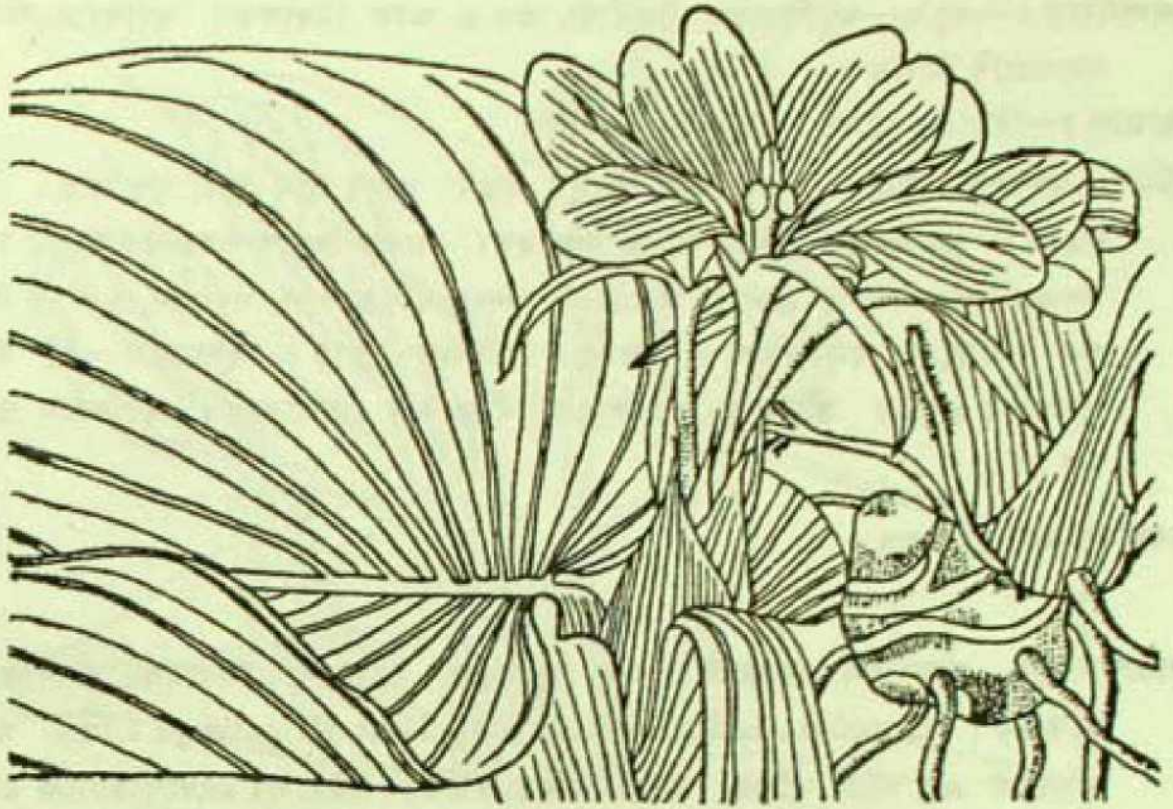
573. Kaempferia galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)

Genus—HEDYCHIUM Koenig.

574. H. spicatum Ham. (কর্পূর—কচুরি)

ভাষানুসারী নাম : কর্চূরী—সংস্কৃত ; কর্পূর-কচুরি—বাংলা ; কচুরা—হিন্দি ; কর্পূরা-কচরি, কচোরা—মহারাষ্ট্র ; কচোর—কর্ণাট ; ঔকানোকচেট্টা—তেলেগু ; শুঠী—বোম্বে ; পিমাইক্কিচিলিক্-কিলাঙ্গু—তামিল।

> কর্চূরো দ্রাবিড়ঃ কার্শো দুর্লভো গন্ধমূলকঃ।
> বেধমুখ্যো গন্ধসারো জটিলশ্চাষ্টনামকঃ ॥
> কর্চূরঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ কফকাসবিনাশনঃ।
> মুখবৈশদ্যজননো গলগণ্ডাদিদোষকৃৎ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। .পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ॥

নামপর্য্যায় :—কর্চূর, দ্রাবিড়, কার্শ, দুর্লভ, গন্ধমূলক, বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটিল এই আটটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কর্চূর—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও কাস নিবারক। মুখবিবাদ কারক, গলগণ্ডাদি নিবারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ। কুমায়ুন, নেপাল।

বর্ণনা :—বর্ষজীবি উদ্ভিদ্। কন্দ লম্বা আলুর মত। মূলের ছাল বেশী পুরু নহে। কাণ্ড পত্রময়। পত্র একফুট কিম্বা অধিক লম্বা হয়। পত্রের বিস্তার সবগুলির সমান নহে। পুষ্পদণ্ড ঘন, শাখা প্রশাখা আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সবুজবর্ণ, ১—১½ ইঞ্চি। ফুল লোমযুক্ত, ঘন সন্নিবদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ। বহির্ব্বাস ছোট। পুষ্পনল ২—২½ ইঞ্চি। পুংকেশর একটি। স্ত্রীকেশর দণ্ড লম্বা। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূল সুগন্ধযুক্ত, পেটফাঁপা নিবারক, বলকারক ও উত্তেজক। Curcuma zedoaria Rosc (শঠী) এবং K. galanga Linn. গাছকে ভুলক্রমে এই গাছ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে ইহাকে সেছুরি (Sheduri) বলে এবং পার্বত্য জাতিরা পত্র হইতে ঔষধ প্রস্তুত করে। ইহার সৌগন্ধযুক্ত ফুল Henna বা মেদিগাছের (Lawsonia alba Lam), মূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহার মূল আবিরের একটি মশলা। ইহার মূল, খসখসের মূল (Vitiveria giganoides Nash), চন্দন কাষ্ঠ, এরারুট কিংবা জোয়ার (Sorghum) পালো দিয়া আবির প্রস্তুত হয়। হিন্দিতে যে "ঘিসি" নামক আবির হয় উহা পূর্ব্বোক্তগুলি, মহালিব (Prunns mahaleb Linn), আপসান্তিন বা ভাউনা (Artemisia siversiana Willd), দেবদারু কাষ্ঠ (cedrus deodara) এবং বনহরিদ্রা (Curcuma aromatica Salisb) মূল, লবঙ্গ ও এলাচ যোগে প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সহিত Aloes wood, কেউ (costus) এবং জটামাংসীর শিকড় প্রভৃতি যোগে কৃষ্ণবর্ণ আবির প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—অগ্ন্যুদ্দীপক, উদরাধ্মাননাশক, রসায়ন, প্রদাহ ও ব্যাথায় বিশেষ উপকারী। সর্পদংশনে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Bot. Mag. , t. 2300 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 941A.
Ref :—F. B. I. vi. 227 ; Dymock, iii, 417.

574. Hedychium spicatum Ham. (কর্পূর—কচুরি)

Genus—CURCUMA Linn.

575. C. amada Roxb. (আমাদা)

ভাষানুসারী নাম :—কর্পূরহরিদ্রা, দার্ব্বী—সংস্কৃত; আমাদা—বাংলা ; আমহল্দি—হিন্দি ; সামিদি-আল্লাম—তামিল; কাপ্পাসুপু—তেলেগু; আম্বেহল্লাদ—মহারাষ্ট্র; আম্বাহলাদর গুজরাট; হলী অরসিন্—কর্ণাট।

দার্ব্বী মেদাম্রগন্ধা চ সুরভীদারু দারু চ।
কর্পূরা পদ্মপত্রা স্যাৎ সুরীমৎ সুরতারকা ॥
আম্রগন্ধির্হরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা।
পিত্তহৃৎ মধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডূবিনাশিনী ॥

ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—দার্ব্বী, মেদা, অম্রাগন্ধা, সুরভীদারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরীমৎ, সুরতারকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—আম্রগন্ধহরিদ্রা—শীতবীর্য্য, বাতজনক, পিত্তনাশক মধুরতিক্ত রস, সর্ব্বপ্রকার কণ্ডূ নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, কহন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায় বাগানে চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে স্থানে স্থানে জঙ্গলে জন্মে।

বর্ণনা :—ইহা দেখিতে আদার ন্যায় এবং গন্ধ আম্রের ন্যায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কন্দ গোলাকার ও স্থূল। মূল পুরান হইলে ফিকে লেবুর রং-বিশিষ্ট হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ সরু ও সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ড ½ ফুট কিম্বা অধিক। ইহার নিম্নভাগ পত্রের দ্বারা চাপা থাকে। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, শরৎকালে হয়। বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, ফিকে সবুজবর্ণ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল শান্তিকর, ইহা পেট ফাঁপা ও উদরাময় নিবারক। শিকড় শ্লেষ্মা নিবারক, ধারক, উদরাময় ও মধু মেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। আমাদা চাটনীতে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদা অম্ল, ঈষৎ তিক্ত, রুচিকর অগ্নিবর্দ্ধক। অর্শ, শূল ও মুখরোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—(মূলের উপর হইতে ডাল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত অংশ) উদরাধ্মান নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধ। হাড় ও শিরার যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig :—Rosc, Scit. t, 99 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 937 A.

Fig. :—F. B. I vi, 213; Roxb., F. I., i. 33 ; B.P. ii. 1042 ; Dymock, iii. 405 ; Prain, H. H., 285.
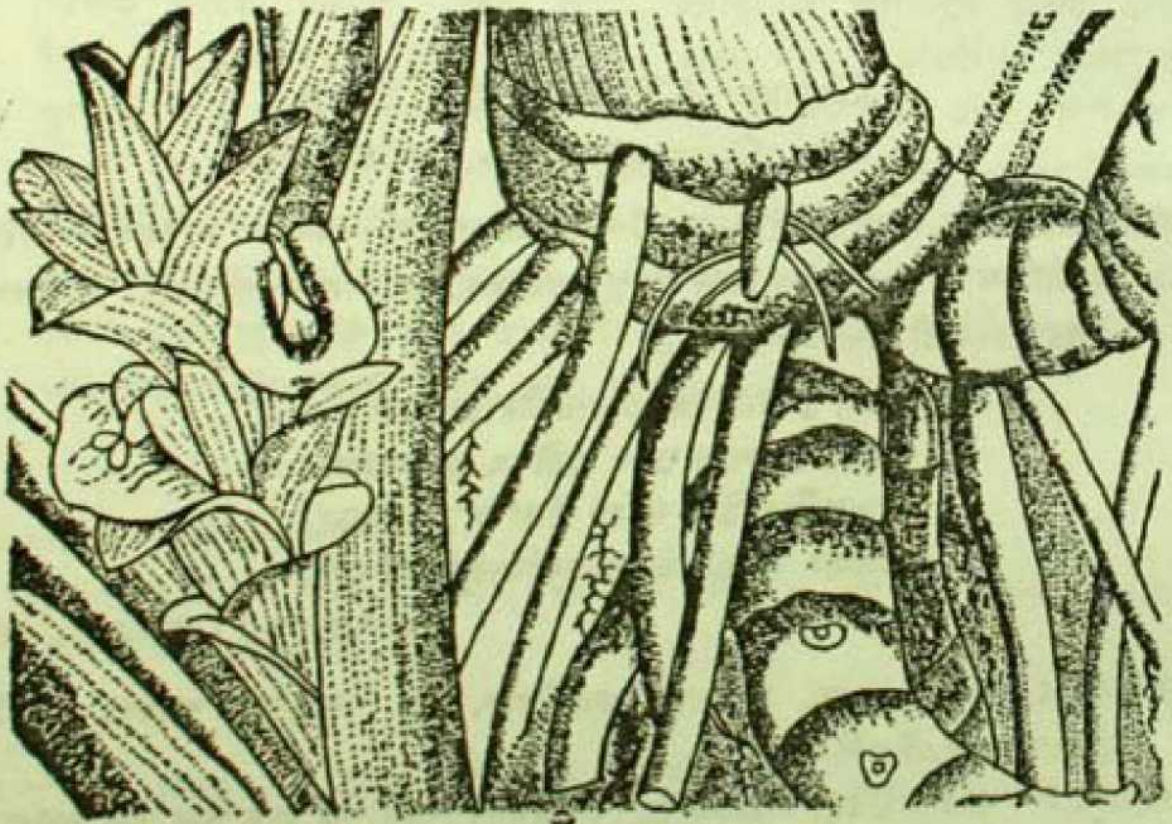
575 Curcuma amada Roxb. (আমাদা)

576. C. aromatica Salisb. (বন-হলুদ)

ভাষানুসারী নাম :—বন হরিদ্রা—সংস্কৃত ; বনহলুদ—বাংলা ; জঙ্গলী হলদী, বনহলদি—হিন্দি ; কস্তুরী-মানজল—তামিল ; রং হলদি—বোম্বে ; কস্তুরী-মনজিল্—তেলেগু ।

অরণ্য হলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনশনঃ ।

ভাবপ্রকাশঃ । হরীতক্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—অরণ্য হলদী ।

গুণপর্য্যায় :—অরণ্য হলদী—কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ ও জঙ্গলে হয় ।

বর্ণনা :—কন্দ আলুর মত, ব্যাস ২ ইঞ্চি। পত্র ৩—৪ ফুট। বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, গাছের অগ্রভাগে এপ্রিল হইতে জুন মাসে জন্মে। পুষ্প দণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, ফিকে সবুজ বর্ণ, ১½—২ ইঞ্চি, গাঢ় লালবর্ণ। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি, ফিদেলাকৃতি, ফুলের অগ্রভাগ বিস্তৃত, গোলাকার, পীতবর্ণ, ৩ ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ।

মূল গ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা নিবারক। Dr. Dymock বলেন ইহার গুণ হরিদ্রার স্থায়। কিন্তু ইহার গন্ধ হরিদ্রা অপেক্ষা উগ্র। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অথবা মচকাইয়া যাইলে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। Dr. Ainslie বলেন মুসলমান বৈদ্যদের মতে ইহা একটা সর্পবিষ নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বনহরিদ্রা পাঁচড়া ও বসন্তের উদ্ভেদে বাহ্যিক প্রযুক্ত হয়। Benzoin (লবণ) এর সহিত পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। শরীরের রক্ত-বিকৃতিতে এবং চর্ম্মরোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—রসায়ন, উদরাধ্মাননাশক, সংকোচক, তিক্ত ও সুগন্ধিদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া প্রলেপে শিরার যন্ত্রণার লাঘব হয়। যেকোন প্রকার স্ফোটকে এবং সর্পদংশনে উপকারী ।

Fig :—Bot. Mag., t. 1546 ; Wight. Ic., t. 2005.

Ref :—F. B. I, vi. 210 ; Roxb., Fl. I, i. 23 ; B. P., ii, 1042 ; Prain, H. H., 284.
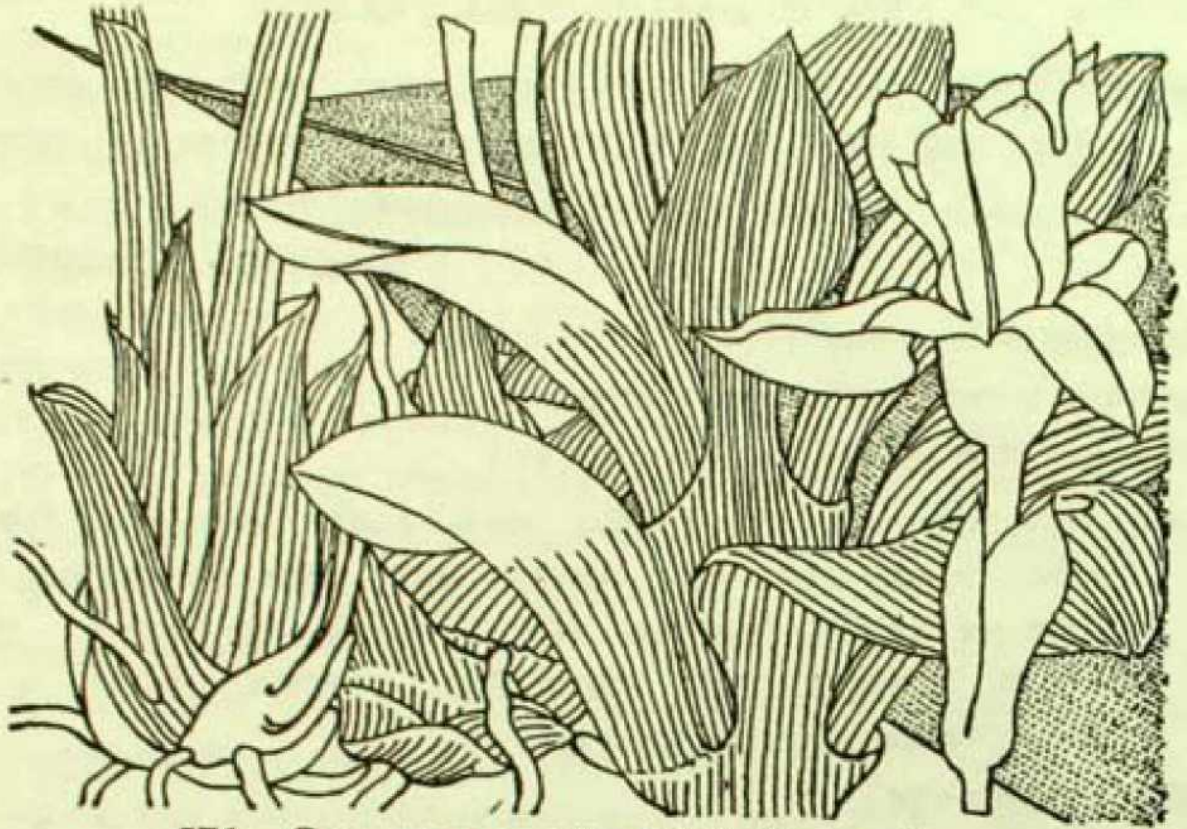
576. Curcuma aromatica Salisb. (বন হলুদ)

577. C. longa Linn. (হারিদ্রা)

ভাষানুসারী নাম :—হরিদ্রা—সংস্কৃত ; হলুদ, হরিদ্রা—বাংলা ; হল্দি—হিন্দি ; হল্দি, হঠদ্—মহারাষ্ট্র ; হলদর—গুজরাট : অশিনা—কর্ণাট ; মাঞ্জল—তামিল ; পসুপু—তেলেগু ; অরদচোব্—ফ্রান্স ; উরুকুমুকর—আরব।

হরিদ্রা হরিদ্রঞ্জনী স্বর্ণবর্ণা
সুবর্ণা শিবা বর্ণিনী দীর্ঘরাগা।
হরিদ্রী চ পীতা বরাঙ্গী চ গৌরী
জনিষ্ঠা বরা বর্ণদাত্রী পবিত্রা॥
হরিতা রজনীনাম্নী বিষঘ্না বরবর্ণিনী।
পিঙ্গলা বর্ণদা চৈব মঙ্গল্যা মঙ্গলা চ সা॥
লক্ষ্মী ভদ্রা শিফা শোফা শোভনা সুভগাহ্বয়া।
শ্যামা জয়ন্তিকা যে চ ত্রিংশন্নামবিলাসিনী॥

হরিদ্রা কটুতিক্তোষ্ণা কফবাতাস্রকুষ্ঠনুৎ।
মেহকণ্ডূব্রণান্ হন্তি দেহবর্ণবিধায়িনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—হরিদ্রা, হরিদ্ররুনী, স্বর্ণবর্ণা, সুবর্ণা, শিবা, বর্ণিনী; দীর্ঘরাগা, হরিত্রী, পীতা, বরাঙ্গী, গৌরী, অনিষ্ঠা, বরা, বর্ণদাত্রী, পবিত্রা, হরিতা, রজনী, বিষঘ্নী, বরবর্ণিনী, পিঙ্গলা, বর্ণদা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, ভদ্রা, শিফা, শোফা, শোভনা, সুভাগা, শ্যামা, জয়ন্তিকা ও বিলাসিনী—এই বত্রিশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—হরিদ্রা—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য; কফ, বায়ু, রক্তদোষ, এবং কুষ্ঠরোগ নাশক। মেহ, কণ্ডূ ও ব্রণ রোগ নাশক এবং দেহের বর্ণ বিধায়ক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জমিতে ও বাগানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। কন্দ লম্বা, চক্র ও গোলাকার গাঁইটযুক্ত। গেঁড়গুলির অভ্যন্তর ভাগ পীতবর্ণ, পুরু, লম্বা এবং গোলাকার। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ, ১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের গাত্র গাঢ় লালবর্ণ, দেখিতে বন হলুদের মত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কন্দ।

বৈদ্যকে হরিদ্রার ব্যবহার।

চরক :—প্রমেহে হরিদ্রা—প্রমেহী, হরিদ্রা পেষণ পূর্ব্বক মধু বা আমলকীর রসের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৬ অঃ)।

সুশ্রুত :—কুষ্ঠে হরিদ্রা—একমাস উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত হরিদ্রা পান করিলে কুষ্ঠ হইতে মুক্তি হয় (চিঃ ৯ অঃ)।

বাগ্ভট :—কফজ তৃষ্ণায় হরিদ্রা—হরিদ্রার ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে কফজ-তৃষ্ণা প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—শ্লীপদে হরিদ্রা—গুড়সংযুক্ত হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদের পক্ষে হিতকর (শ্লীপদ—চিঃ)

বঙ্গসেন :— মেঢ়্রশর্করায় হরিদ্রা—যে ব্যক্তি তুষোদকের সহিত গুড় ও হরিদ্রা পান করে তাহার মেঢ়্রশর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালুকার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়) নিবৃত্তি পায় (অশ্মরী চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হরিদ্রা উত্তেজক, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে বা মচ্-কাইয়া যাইলে চুনের সহিত ইহার প্রলেপ দিলে আক্রান্ত স্থানের বেদনা আরাম হয়। হরিদ্রার গুঁড়া সেবন করিলে দূষিত রক্ত সংশোধিত হয়। হরিদ্রার টাটকা রস ক্রিমি

নাশক। হরিদ্রার কাথ সর্দি আরাম করে ও চক্ষুওঠা আরাম করে। হরিদ্রার বাষ্প তরি-তরকারী ধুইয়া লইলে বিষ নষ্ট হয় ও তরকারী সুস্বাদু হয়। হরিদ্রা নিমপাতার সহিত গায়ে মাখিলে চর্মরোগ আরাম হয়।

হরিদ্রা-ফুলের মলম দিলে ক্রিমি ও অপরাপর চর্মরোগ আরাম হয়। Dymock বলেন মুসলমান বৈদ্যেরা প্লীহা ও যকৃৎ-দোষে ইহা প্রয়োগ করে। মাথায় সর্দি বসিলে হরিদ্রার ধোঁয়া নাকে দিলে সর্দি পরিষ্কার হইয়া মাথাধরা আরাম হয়।

Dr. Beadon Powel বলেন ইহা সাধারণ জ্বর ও শোথরোগ নাশক। ইহার শিকড়ের গুঁড়া ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে সর্দিকাসি আরাম হয়।

হরিদ্রা পুড়াইয়া ইহার ধোঁয়া লাগাইলে বিছা-কামড়ের যন্ত্রণা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরাম হয়। কাঁচা হলুদ বাঁটিয়া মাথায় দিলে মাথাধরা আরাম হয়। হলুদ পোড়াইয়া উহার ধোঁয়া নাকে দিলে হিষ্টিরিয়া রোগের fit কমিয়া যায়।

হরিদ্রার গুঁড়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাখিলে চর্মরোগ নষ্ট হয়। মিহি কাপড় হরিদ্রায় ছোপাইয়া চক্ষের উপর দিলে চক্ষুউঠা ও উহার আরক্ততা দূর হয়।

পিষ্ট হরিদ্রা ও বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া চর্মে লাগাইলে এবং গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ২।৩ দিনের মধ্যে চর্ম রোগ ও কাউর আরাম হয়।

জোঁক ধরিলে যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হয় তবে সেইস্থানে হরিদ্রার গুঁড়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

হরিদ্রা দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুধ চিনির সহিত পান করিলে শৈত্যজনিত সর্দি আরাম হয়।

সাজিমাটির সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া ফুলা ও বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে উহা আরাম হইয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—সুগন্ধি, রসায়ন, উদরাধ্মাননাশক, রক্তপরিষ্কারক, রোগের পুনরাক্রমণ নিবারক, বলকারক, আঘাত ও শিরার যন্ত্রণায় বাহ্য প্রয়োগে উপকারী।

কন্দের কাথ :—সন্ধির ভীষণ যন্ত্রণায় উপকারী।

টাট্‌কা রস :—ক্রিমিনাশক, নানাপ্রকার চর্মরোগে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক—লেখনীয়, কুষ্ঠঘ্ন, কণ্ডূঘ্ন, ও বিষঘ্ন বর্গে হরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Bentl & Trim., t. 269 ; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 11.

Ref :—F. B. I., vi, 214 ; Roxb., F. I., i. 32 ; B. P., ii, 1042 ; Prain, H. H., ii, 285 ; Watt., Dic. Econ. Pr. Ind., ii, Pt., 2, 659.
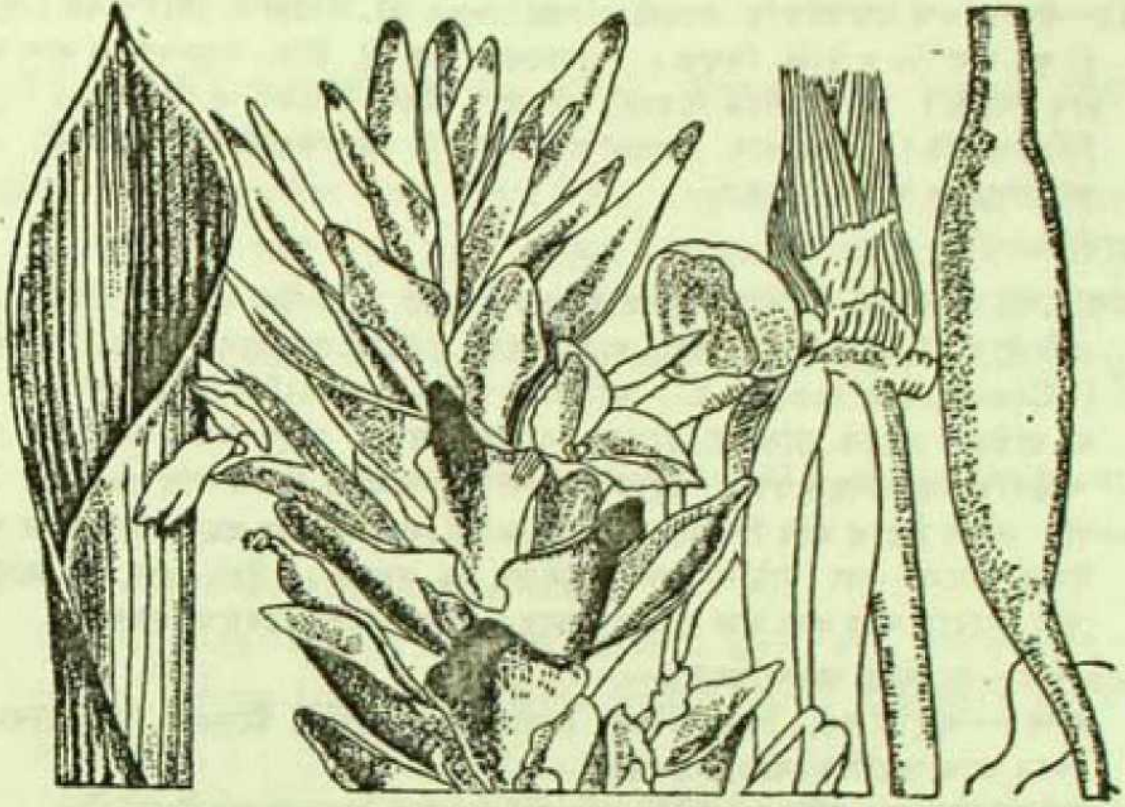
577. Curcuma longa Linn. (হরিদ্রা)

578. C. zedoaria Rosc. (শঠী)

ভাষানুসারী নাম :—শঠী—সংস্কৃত ; শঠী—বাংলা ; কচুর, শঠী—হিন্দি ; আম্বেহলাদি—মহারাষ্ট্র ; হলিঅরসিব—কর্ণাট ; কচোরা—বোম্বে ; কচুরম্—তেলেগু।

শটী শঠী পলাশশ্চ ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা বধুঃ।
সুগন্ধমূলা গন্ধালী শটিকা চ পলাশিকা ॥
সুভদ্রা চ তৃণী দুর্বা গন্ধা পৃথুপলাশিকা।
সৌম্যা হিমোদ্ভবা গন্ধ-বধূর্নাগেন্দুসম্মিতা ॥
শটী সতিক্তাহম্লরসা লঘূষ্ণা রুচিপ্রদা চ জ্বরহারিণী চ।
কফাস্রকণ্ডূব্রণদোষহন্ত্রী বক্তামযধ্বংসকরী চ সোক্তা ॥
রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শটী, শঠী, পলাশ, ষড়গ্রন্থা, সুব্রতা, বধূ, সুগন্ধমূলা, গন্ধালী, শটিকা, পলাশিকা, সুভদ্রা, তৃণী, দুর্বা, গন্ধা, পৃথুপলাশিকা, সৌম্যা, হিমোদ্ভবা, গন্ধ-বধূ, এই আঠারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শটী—তিক্ত, অম্লরস, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং জ্বরনাশক। কফদোষ, রক্তদোষ, কণ্ডূ ও ব্রণদোষ নাশক এবং মুখরোগনাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের পূর্ব্বদিকে অরণ্যে বহু পরিমাণে জন্মে। ভারতে চাষ হয়। চট্টগ্রামের জঙ্গলে বহু জন্মে।

বর্ণনা :—ইহার কন্দ গোলাকার ও লম্বা। পত্র ১—২ ফুট, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড ২ ফুট লম্বা ও ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পদণ্ডের পত্র ২২ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ ও লাল রংএর দাগ আছে। পুষ্প ফিকে পীতবর্ণ, বহির্বাস ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পনল ফিঁদেলাকৃতি। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ লম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :— কন্দ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গন্ধ কর্পূরের ন্যায় উগ্র ও স্বাদ তিক্ত। ইহা পেট ফাঁপা নিবারক ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুষ্ক মূলের গুঁড়া বকমকাঠের (Coesalpinia sappan L) সহিত মিশাইয়া লাল আবির প্রস্তুত করে। কচুর ও হরিদ্রা গাছের চাষ নারিকেল বাগানে হয়। কচুর বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল বর্ষার পূর্ব্বে জন্মে ও ফল পরে হয়।

সর্দি হইলে ইহার ক্বাথ পিপুল, দারুচিনি ও মধু যোগে ব্যবহৃত হয়। Rheede বলেন, ইহার পালো এবং টাট্‌কা মূল শান্তিকর ও মূত্রকর। ইহা প্রদর ও গণোরিয়া রোগ আরাম করে এবং রক্ত পরিষ্কার করে। পত্ররস শোথ রোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—অগ্ন্যদ্দীপক, স্নিগ্ধতাকারক, প্রস্রাবকারক, সুগন্ধি, উত্তেজক, উদরাধ্মাননাশক, কোন আঘাতজনিত বেদনায় উপকারী।

কন্দের ক্বাথ :—মরিচ, দারুচিনি এবং মধু সংযোগে ঠাণ্ডা লাগায় উপকারী।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., xi, t, 7 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934 B.

Ref :—F. B. I., vi, 210 ; Roxb., Fl. Ind., i, 20 ; B. P., ii, 1042.
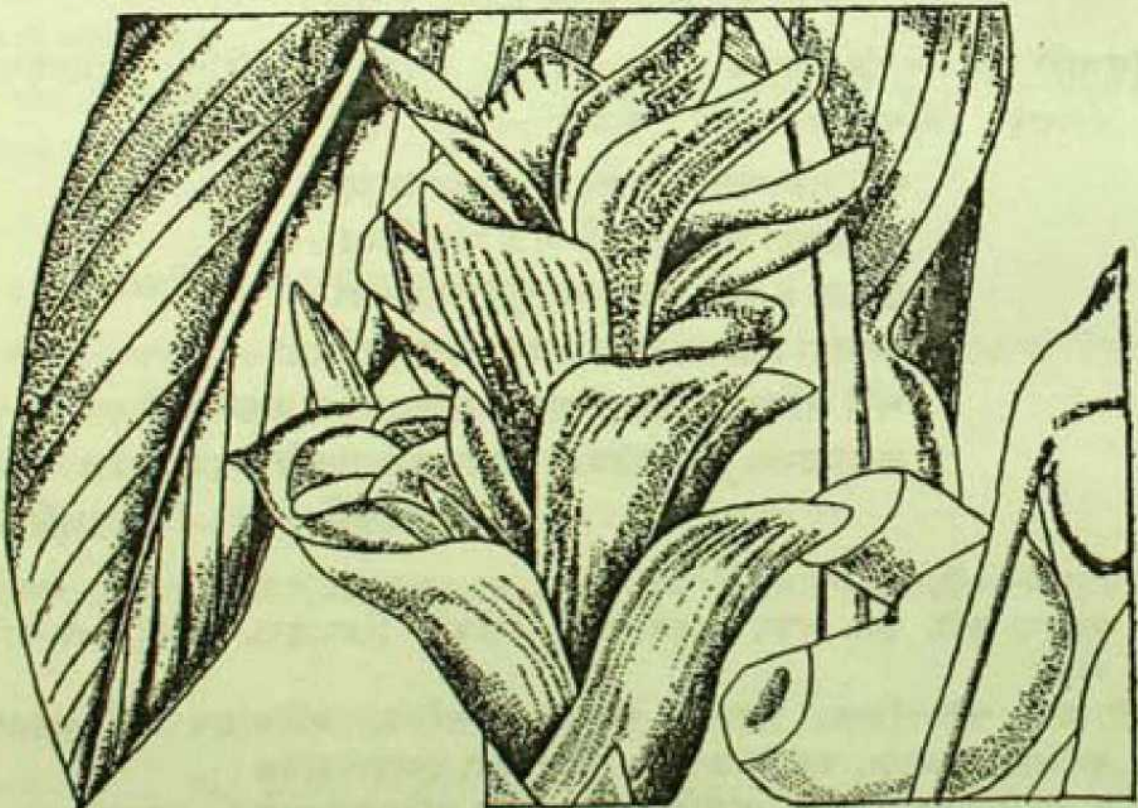
578. Curcuma zedoaria Rosc. (শঠী)

579. C. angustifolia Roxb. (এরারুট)

ভাষানুসারী নাম :—এরারুট—বাংলা ; এরারুট, টিকুর—হিন্দি ; এরারুট, কিসাস্থ—তামিল ; এরারুট, গন্ধাল—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পশ্চিম বিহার, নেপালী উপত্যকা, ত্রিহুট, অযোধ্যা। এই গাছ জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। মে-জুন মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্. পুষ্পদণ্ড ১ ফুট। পত্র সরু, ১—১½ ফুট লম্বা। নিম্নলিখিত কয়েকটি গাছ হইতে ভারতীয় এরারুট প্রস্তুত হয় ও ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া থাকে।

(১) C. leucorhiza Roxb. (Rosc, Scit, t. 102), এই গাছ বিহারে জন্মে।

(২) C. montana Rosc (Roxb. Cor, Pl. t. 151). এই গাছ দাক্ষিণাত্যে, কঙ্কন ও উত্তর এবং দক্ষিণ সরকারে জন্মে।

(৩) C. longa Linn. (Bentl & Trim. f. 259) হলুদ গাছ বঙ্গদেশে জন্মে।

(৪) C. aromatica Salisb. (Rosc. Scit. f. 103) বনহরিদ্রা। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে।

(৫) C. rubescens Roxb. (Voight, 564)। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং মণিপুর ও উত্তর বর্মায় দেখা যায় এবং হুগলী ও হাওড়া জেলায় সচরাচর গ্রামের নিকট জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

(৬) Maranta arundinacea Linn. এই গাছ আমেরিকা-দেশীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট এরারুট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে চাষ হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কন্দ।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—যে সকল গাছ হইতে এরারুট প্রস্তুত হয় তাহার সাধারণ নাম টিকুর। এইগুলির কন্দ অতি অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—পুষ্টিকারক। স্নিগ্ধতাকারক। ষ্টার্চ জাতীয় পদার্থ আছে—উহা এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934 A ; Asiat. Research, XI, t. 5 (1810).

Ref :—F. B, I., vi, 210 ; Roxb., F. I., i, 31 ; B. P., ii, 1041.
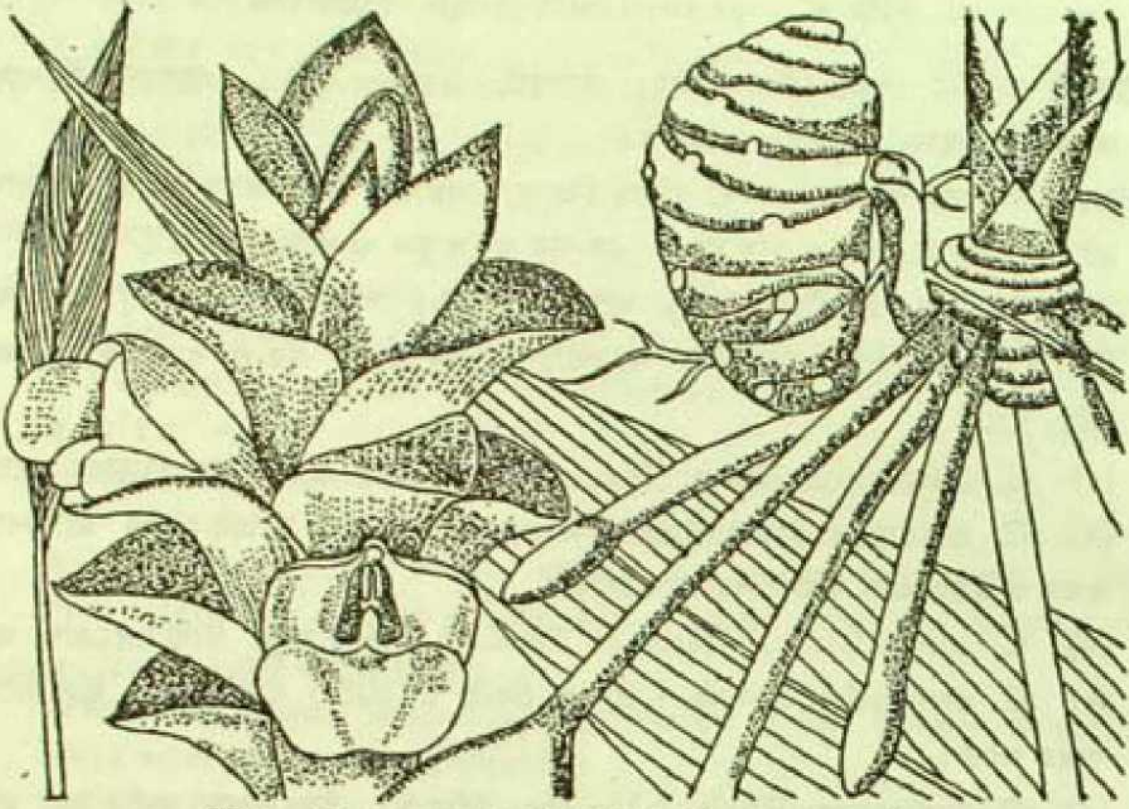
579. Curcuma angustifoliaRoxb. (এরারুট)

580. C. caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)

ভাষানুসারী নাম :—কালহরিদ্রা, নীলকন্ঠি—বাংলা ; কালিহলদি, নরকাচুর—হিন্দি ; নরকাচুর—বোম্বে ; মানুপাসুপু, অপাপাসুপু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বনে-জঙ্গলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—কন্দ গোলাকার ও লম্বা, অধিক মোটা নহে। পত্র ১—১½ ফুট লম্বা, বিস্তার ½ ফুট, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘন সন্নিবদ্ধ ৫—৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে হরিদ্রাবর্ণ ও ছোট। মস্তক ½ ইঞ্চি, তিনভাগে বিভক্ত। ইহা শঠী (C. zedoria Rosc.) গাছের মত, তবে রংএর বিভিন্নতা আছে। এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কন্দ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা শঠী (C. zedoaria) গাছের গুণবিশিষ্ট। লোকে ইহা স্নানের পর গায়ে মাখিয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইহা হরিদ্রার ন্যায় ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—সুগন্ধি, উত্তেজক, উদরাধ্মাননাশক, শিরার বেদনায় এবং আঘাতজনিত বেদনায় উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 936.

Ref :—F. B. I., vi, 212 ; Roxb., F. I., i. 26 ; B. P., ii, 1042 ; Prain, H. H., 284.
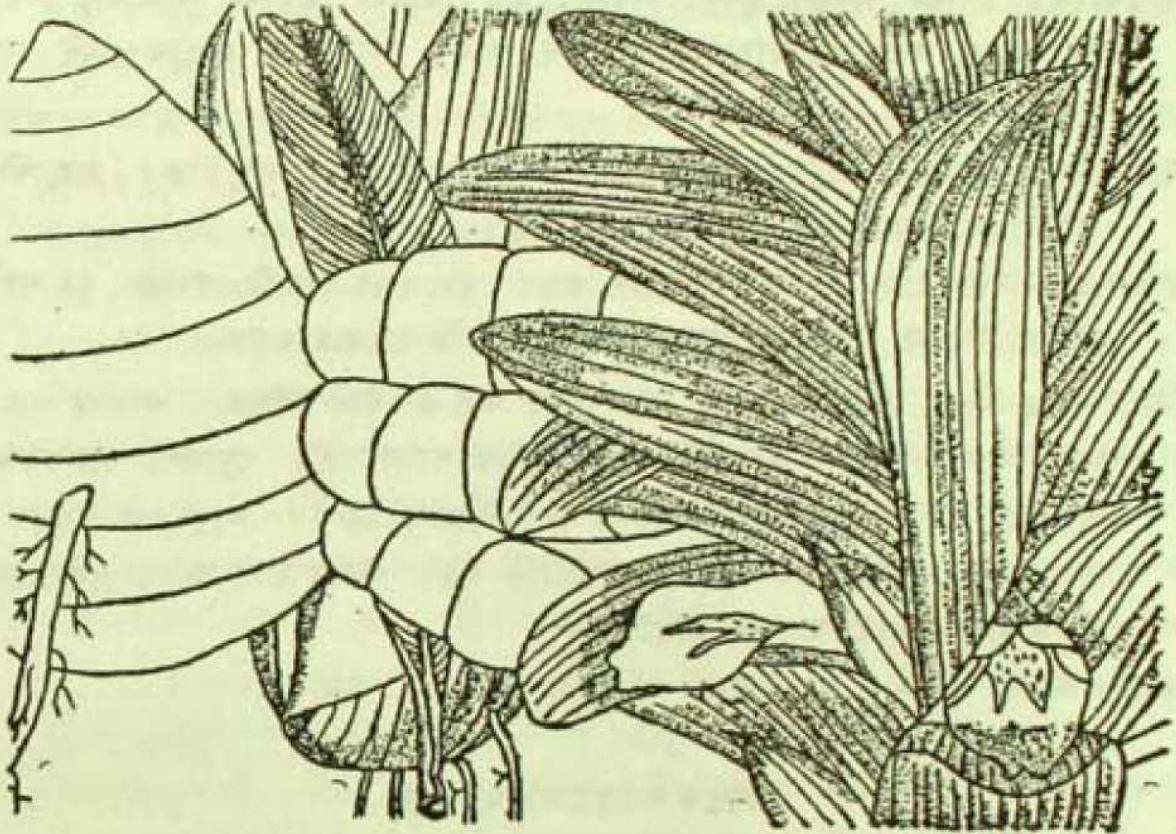
580. Curcuma caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)

Genus—ZINGIBER. Adans.

581. Z. officinale Rosc. (আদা)

ভাষানুসারী নাম :—আর্দ্রক—সংস্কৃত ; আদা—বাংলা ; আদ্রক—হিন্দি ; আদ্রক—পাঞ্জাব ; আলে—মহারাষ্ট্র ; আদু—বোম্বে ; অল্ল, অগ্রকা—কর্ণাট ; ইঞ্জি, শুক্কু—তামিল ; শুটি, অল্লকামু, অল্লং—তেলেগু ; অল্লকাম—মালয় ; আদু—গুজরাট ; জিঞ্জি-বিল্‌তর—আরব।

আর্দ্রকং গুল্মমূলঞ্চ মূলজং কন্দলং বরম্।
শৃঙ্গবেরং মহীজঞ্চ সৈকতেষ্টমনূপজম্ ॥

অপাকশাকং চাৰ্দ্ৰাখ্যং রাহুচ্ছত্রং সুশাককম্।
শার্ঙ্গং স্যাদার্দ্রশাকঞ্চ সচ্ছাকমৃতুভূষবয়ম্ ॥
কটূষ্ণমাৰ্দ্ৰকং রুক্ষং বিপাকে শীতলং লঘু।
দীপনং রুচিদং শোফং-কফকণ্ঠাময়াপহম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—আর্দ্রক, গুল্মমূল, মূলজ, কন্দল, বর, শৃঙ্গবের, মহৌষ, একভেষ্ট, অনুপজ, অপাকশাক, অৰ্দ্ৰাখ্য, রাহুচ্ছত্র, সুশাকক, শার্ঙ্গ, আর্দ্রশাক সচ্ছাক—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—আর্দ্রক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিপাকে শীতবীর্য্য, লঘু পাক। অগ্ন্যুদ্দীপক, রুচিকারক, শোথ, কফ, ও কণ্ঠরোগ নিবারক।

জন্মস্থান :—সমগ্রভারতে ও বঙ্গদেশে চাষ হয়। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—গাছ ৩-৪ ফুট হয়। পত্র ১-১৩ ইঞ্চি লম্বা ও ১ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে পাতা নাই। পুংকেশর গাঢ় বেগুনে। ফুল প্রায়ই হয় না এবং বীজ দেখা যায় না (Roxburgh)। আদা শুষ্ক হইলে শুঁঠ হয়। ইহা বহুপরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হয়। আদা ভাল করিয়া ধুইয়া, চট বা থলেতে রগ্‌ড়াইয়া রোদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কন্দ। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; চূর্ণ ১-৪ আনা।

বৈদ্যকে আর্দ্রকের ব্যবহার।

চরক :—(১) মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে নাগর—মূত্রদ্বার হইতে রক্তপাত হইলে, কুট্টিত শুঁঠ ১ তোলা, দেড় পোয়া জল, আধ পোয়া গব্যদুগ্ধের সহিত কাথ করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া সেব্য (চিঃ অঃ)। (২) অর্শে শুঁঠ—অর্শোরোগী, চিতামূল ও শুঁঠ চূর্ণ সমভাগে সীধু নামক মদ্যের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) অতিসারে শুঁঠ—বালা ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুতপূর্ব্বক সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারঘ্ন (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) ক্ষতক্ষীণে শুঁঠ—ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠের কাথ প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্নত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে। ইহা বলারোগ্যপ্রদ (চিঃ ১৩ অঃ)। (৫) শোথে আদা—পুরাণ গুড় ও আদা তুল্য ভাগে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া একমাস সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংসের যুষের সহিত অন্নপথ্য দিবে। ইহা শ্বাসের পক্ষেও হিতকর (চিঃ ১৭ অঃ) (৬) উদর রোগে আদা—আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে সেব্য। কিম্বা দশগুণ আদার রসের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অভ্যঙ্গ

করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) **আমপরিপাচনার্থ** শুঁঠ-গরমজলের সহিত শুঁঠ চূর্ণ পান করিলে আম পরিপাক প্রাপ্ত হয় (চি, ১৯ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **কর্ণশূলে** আদা—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে বিন্দু বিন্দু করিয়া কানের ভিতর দিবে। ইহাতে কানের বেদনা নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **কামলায়** শুঁঠ—কামলারোগীর পক্ষে, পুরাণ গুড়ের সহিত শুঁঠ সেবন হিতকর (উঃ ৪৭ অঃ)। (৩) **গুল্মে** শুঁঠ—গুল্ম রোগীর বলাবলা বিবেচনা পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুঠচূর্ণ সেবন করাইবে (উঃ ৪০ অঃ)

চক্রদত্ত :—সন্নিপাত জ্বরে আদা—আদার রসে সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে বুকের, গালার, কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া লঘু জন্মিবে (জ্বর—চিঃ)।

(২) **অতিসারে** আদা—উত্তানভাবেস্থিত রোগীর নাভীর চারিদিকে পিষ্ট আমলকীর আলবাল প্রস্তত করিয়া, মধ্যস্থলে আদার রসে পূর্ণ করিবে, ইহা অতিসারের পক্ষে হিতকর (অতিসার চিঃ)। (৩) **গ্রহণীতে** শুঠ—শুষ্ঠী কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং গ্রহণী বিশেষে প্রযোজ্য (গ্রহণী চিঃ)। (৪) **ক্ষুধাবৃদ্ধি জন্য** আদা—মধ্যাহ্নের আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সহ ৪।৫ টুকরা আদা চিবাইয়া, ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, বেশ অগ্নিবৃদ্ধি করে (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (৫) **কাসে** আদা—আদার রস মধুর সহিত সেবন করিলে, নূতন সর্দ্দি এবং শ্বাসকাসের উপশম হয় (কাস চিঃ)। (৬ **উরুস্তম্ভে** শুষ্ঠী—উরুস্তম্ভ রোগী গোমূত্র বা দশমূলের কাথের সহিত শুষ্ঠীচূর্ণ পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ)। (৭) **আমবাতে** শুঁঠ—আমবাতরোগী কাঁজির সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিবে (আমবাত চিঃ) (৮) **হৃদরোগে** শুঁঠ—শুঁঠের কাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নিবৰ্দ্ধিত হয়। ইহা হৃদ্‌রোগ ও কাসাদির পক্ষেও হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৯) **শিরোরোগে** শুঁঠ—শুটাচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বক নস্য করিলে তীব্র শিরোবেদনা প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)।

শাঙ্গধর :—(১) **আমাতিসারে পেটের ব্যথায়** শুঁঠ—শুষ্ঠীচূর্ণে কিঞ্চিত গব্যঘৃত মাখাইয়া এরণ্ডপত্র বেষ্টনপূর্ব্বক মাটির প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃ-কালে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসারের বেদনা নিবৃত্তি পায় (ম্বিঃ খঃ ১ অঃ)। (২) **আমবাতে** শুষ্ঠীপুটপাক—শুষ্ঠীচূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। এই পিণ্ড এরণ্ড পত্রদ্বারা আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুর সহিত পান করিলে প্রবল আমবাত জয় করা যায়। (৩) **বৃষণবাতে** আর্দ্রক—আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বৃষণবাত বিনাশ পায় (ম্বিঃ খঃ ১ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **বিষমজ্বরে** শুষ্ঠী—পীতপুষ্প বেড়েলার মূলের ছাল ও শুষ্ঠী সমভাগে

লইয়া কাথ করিবে। ২।৩ দিন এই কাথ পান করিলে শীতকম্পদাহসমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) **বমন ও বিসূচীকায় শুঁঠ**—বেলশুঁঠ ও শুষ্ঠীর কাথ পান করিলে বমন ও বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) **খেজুর ও পানিফল ভক্ষণজঅজীর্ণে শুঠ**—খেজুর ও পানিফলের অতিভোজন জন্য জাতঅজীর্ণে শুঁঠ সেবন করিবে (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৪) **হিক্কায় শুঁঠ**—সজ্জিকাক্ষার দ্বারা ক্ষীর-পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুষ্ঠীর কাথ হিক্কানাশক। (৫) **গুল্মে আদা**—সজ্জিকাক্ষার ও আদা সমভাগে গুল্মরোগে সেব্য (মাঃ খঃ ৩ ভাঃ) (৬) **শীতপিত্তে আদা**—শীতপিত্ত রোগে পুরান গুড়ের সহিত আদার রস সেব্য।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—নিঘন্টুকারের মতে আর্দ্রক ঝাল, হজমিকারক ও কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক। ইহা হাঁপানি, বমন, সর্দি, পেট বেদনা, বুক ধড়ফড়ানি, শোথ এবং অর্শরোগে হিতকর।

বাতরোগে আদার সহিত মাখন মিশাইয়া সেবন করিলে বাত আরাম হয়। টাটকা আদার রস এবং হরিদ্রার রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দি ও হাঁপানি আরাম হয়। এবং ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ আরাম হয়। শুষ্ক আদা বাটিয়া গরম জলের সহিত কপালে লাগাইলে মাথা-ধরা আরাম হয়। আদার রস অল্প মধু ও ময়ূরের পালক পোড়া ছাইএর সহিত সেবন করিলে অতিশয় বমন একেবারে আরাম হয়।

আদার বিষ নাশ করিবার শক্তি আছে। অতএব বিষ পান করিলে আদার রসে উপকার হয়। আদা ও লবণ খাইবার পূর্ব্বে খাইলে পেট ফাঁপা আরাম হয়। ইহা জিহ্বা ও গলার শোধন করে এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি করে।

এলাচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, নাগকেশর ফুল ৩ ভাগ, গোলমরিচ ৪ ভাগ, শুষ্ক আদা ৬ ভাগ, এইগুলি গুঁড়া করিয়া ইহাদের ওজনের সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হয় উহাকে সমশর্করাচূর্ণ বলে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ ও অর্শরোগ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

শুঁঠ, রসুন ও মধু একত্রে পান করিলে শ্বাসকাস আরাম হয় (R.N. Khorry, ii, 6017)

পুনর্ণবা, গুলক, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠের কাথ গোমূত্র ও গুগ্‌গুল সহ পান করিলে শোথ, উদররোগ প্রশমিত হয়। পুনর্ণবা, দারুহরিদ্রা শুঁঠ, হরীতকী, গুলক, চিতা, বামনহাটী ও দেবদারুর কাথ পান করিলে হস্ত, পদ, উদর ও মুখশোথ প্রশমিত হয়।

কাঞ্চন ছালের কাথ শুঁঠ চূর্ণের সহিত পান করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় এবং বরুণ ছালের কাথ পান করিলেও গণ্ডমালা নষ্ট হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—উদরাধ্মাননাশক, সুগন্ধি মসলা, অগ্নিমান্দ্য ও পেট ফাঁপার জন্য পেটের যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig.—Bentl & Trim., t. 270 ; Woodville, t. 250 ; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 944.

Ref.—F. B. I., vi, 246 ; Roxb., F. I., i. 47 ; B. P., ii, 1045 ; Dymock, iii, 420 ; Watt, Dic, Econ. Pro. Ind., vi, Pt. 2,358.
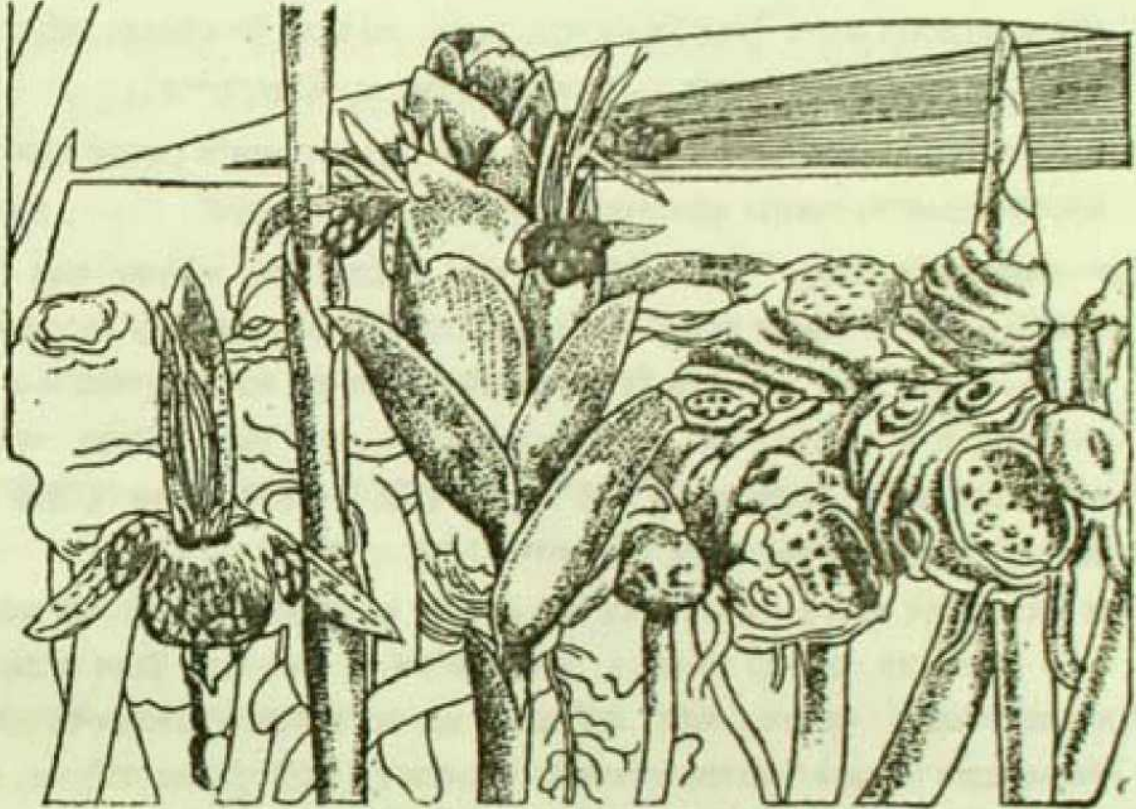
581. Zingiber officinale Rosc. (আদা)

582. Z. zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)

ভাষানুসারী নাম :—কুলঞ্জ, স্থূলগ্রন্থি—সংস্কৃত ; মহাবরী বচ—বাংলা ; নারকচুর, মহাবরী বচ—হিন্দি ; নরকাচুর—পাঞ্জাব। সন্নাপ, যপু—তেলেগু ; কাল শুঁঠ—কাণপুর ; কটিঞ্জি—মালয় ; কপু-ইনসিকুয়া—মালাবার।

কুলঞ্জো গন্ধমূলশ্চ তীক্ষ্ণমূলঃ কুলঞ্জনঃ।
কুলঞ্জঃ কটুতিক্তোষ্ণো দীপনো মুখদোষনুৎ ॥
রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ।
সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী॥
স্থূলগ্রন্থি সুগন্ধা স্যাৎ ততো হীনগুণা স্মৃতা॥

ভাবপ্রকাশ :। হরিতক্যাদিবর্গ :।

নামপর্য্যায় :—কুলঞ্জ, গন্ধমূল, তীক্ষ্ণমূল, কুলঞ্জন—এইগুলি এক প্রকারের নাম। সুগন্ধা, উগ্রগন্ধা আর এক প্রকারের নাম এবং স্থূলগ্রন্থি অন্য একপ্রকারের নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুলঞ্জ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং মুখরোগনাশক। সুগন্ধা—কফ ও কাসদোষ নাশে, ইহার বিশেষ শক্তি আছে, কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষকারক, রুচিকারক, হৃদয়, কণ্ঠ এবং মুখরোগ নাশক। স্থূলগ্রন্থি—সুগন্ধা ও 'হীনগুণসম্পন্ন'।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ; হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় স্থানে স্থানে চাষ হয় এবং গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে।

বর্ণনা :—ওষধি-জাতীয় উদ্ভিদ্। কন্দ অতিশয় বৃহৎ। হরিদ্রার মত, অভ্যন্তর ভাগ ফিকে পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্রময় কাণ্ড, ৩-৪ ফুট উচ্চ, গোলাকার, সূক্ষ্মলোমযুক্ত ও বর্ষজীবী। পত্র ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি মোটা। লম্বা থাপের মধ্যে থাকে। ফুল ফিকে, উহার অগ্রভাগ একটু অধিক রক্তবর্ণ, পুষ্পনল ১½ ইঞ্চি। ফল ১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি। বীজ ⅙ ইঞ্চি লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার—মহাবরী বচ এবং শ্বেত বচ বা ঘোড়া বচ। বাংলায় মহাবরী বচকে অরুণ বচ বা রচা বচ বলে। **ভাবপ্রকাশে** যে সুগন্ধ বচের উল্লেখ আছে উহা মহাবরী বচকেই বুঝায়। আর এক প্রকার বচ আছে উহাকে পশ্চিমদেশীয় লোকে কুলঞ্জন বলে। ইহাকে বাংলায় মহাবরী বচ বলে। মোটামুটি মহাবরী বচ, সুগন্ধ বচ ও কুলঞ্জন প্রায় একই জিনিষ। এই বচ অতিশয় উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট, আদা অপেক্ষা একটু তিক্ত। ইহার কন্দ আদার ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কন্দচূর্ণ। মাত্রা ৪-৮ আনা। কাণ্ড এক আনা।

বৈদ্যকে বচের ব্যবহার।

চরক :—**গুদার্শে বচ**—অর্শোরোগীর গুহ্যদ্বারে তিলতৈল মাখাইয়া বচ ও শুল্‌ফার ঈষদুষ্ণ স্নেহান্বিত, পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অতিসারে** বচ—অতিসারীকে অতিবিষা ও বচের কাথ পান করাইবে (সিঃ ২০ চঃ)। (৩) **অপস্মারে** বচ—অপস্মারীকে বচচূর্ণ মধুযোগে সেবন করাইবে (চিঃ ১৬ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **মেধায়ুর্লাভার্থ শুক্লবচ**—হৃতদোষ রসায়নকামী ব্যক্তি, গৃহপ্রবেশ পূর্বক (ইহা কুটীপ্রাবেশিক রসায়ন ; রসায়ন দুই প্রকার—কুটিপ্রাবেশিক ও বাতাতপিক)

হোম করিয়া, শ্বেতবচের আমলকী প্রমাণ পিণ্ড ব্রাহ্মী ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, গব্যঘৃত ও দুগ্ধ সহ অন্নভোজন করিবে। এই প্রকার বার দিন সেব্য। অতঃপর শ্রোত্রের এমন অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে, যে দুইবার মাত্র আবৃত্তি করিলেই শাস্ত্র ধারণ করিতে পারে। এইরূপ ৪৮ দিন সেবন করিলে গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শতবর্ষ আয়ু লাভ করা যায় (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) নৈগমেয় **গ্রহপ্রতিষেধার্থ** বচ—নৈগমেয়ের গ্রহের আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য বচ ধারণ করাইবে (উঃ ৩৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—বাতজ **আরোচকে বচ**—বাতজ আরোচক রোগীকে বচের কাথ সেবন করাইবে। ইহাতে বমনদ্বারা ব্যাধি নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **উন্মাদে বচ**—বচের রস, কুড়চূর্ণ ও মধু সহযোগে সেবন করিলে উন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)। (২) **অপস্মারে বচ**—দুগ্ধান্ন সেবন পূর্ব্বক, মধু সহ বচের চূর্ণ সেবন করিলে, অপস্মার জয় করা যায় (অপস্মার চিঃ)। (৩) **বৃদ্ধিরোগে** বচ ও সর্ষপের প্রলেপ বৃদ্ধিনাশক (বৃদ্ধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—মূত্রবোধজ **উদাবর্ত্তে বচ**—কাঁচা দুধ ও শীতল জল সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ বচের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রবোধজ উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয় (উদাবর্ত্ত চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **আমাজীর্ণে বচ**—আমাজীর্ণে লবণ জলের সহিত বচের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এতদ্বারা বমন হইয়া আমাজীর্ণ প্রশমিত হয় (অজীর্ণ চিঃ)।
(২) কফজ **হৃদ্‌রোগে বচ**—কফজ হৃদ্‌রোগে, বচ ও নিমছালের কাথ পান পূর্ব্বক বমন করিবে।

(৩) **চর্ম্মদলে** শ্বেত বচ—শ্বেতবচের প্রলেপ চর্ম্মদল নাশক (কুষ্ঠ চিঃ)।
(৪) শিশুর **কচ্ছুবিচর্চ্চিকাদি** রোগে বচ—বচ, কুড়, এবং বিড়ঙ্গের ঈষদুষ্ণ কাথে শিশুকে অবগাহন করাইলে শিশুর কচ্ছুবিচর্চ্চিকাদি বিনাশ পায় (বালরোগ চিঃ)।

হারীত :—**মুখরোগে বচ**—মুখে দিবারাত্র বচের টুকরা রাখিলে, মুখরোগ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪, ৫ অঃ)

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সর্দ্দি ও হাঁপানীর পক্ষে হিতকর। বচ অল্পমাত্রায় পাচন, তিন চারি আনা মাত্রায় বমন কারক। অজীর্ণের সহিত পেট ফাঁপা থাকিলে

বচচূর্ণ সেবন অতিশয় হিতকর। ½ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ শিশুর পেট কামড়ানি আরাম করে। ঘুঁংড়ি কাসিতে বচচূর্ণ মুখে রাখিলে কাসির উপকার হয়।
শিশুর পেট-ফাঁপা ও অজীর্ণ থাকিলে উহার নাভিতে বচের প্রলেপ দিলে উপকার হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—আদার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

মন্তব্য :—চরক—লেখনীয়, অর্শোঘ্ন, শীতপ্রশমন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে বচ পাঠ করিয়াছেন, বমনোপযোগী দ্রব্যবর্গে (বিঃ ৮ অঃ) বচের উল্লেখ করেন নাই। সুশ্রুত ঊর্দ্ধভাগহর বর্গে (সুঃ ৩৯ অঃ) বচ পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t, 945.

Ref :—F. B. I., vi, 247 ; Roxb F. I. i. 48 : B. P., ii, 1045, Prain, H. H., 285

582. Zingiber zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)

583 Z. casumunar Roxb. (বনআদা)

ভাষানুসারী নাম :—বন-আর্দ্রক—সংস্কৃত ; বন-আদা—বাংলা ; বন-আদা—হিন্দি ; গেউ, নিসান—মহারাষ্ট্র ; কুরাপাসুপু, কারাল্লামু—তেলেগু ; কছুমুস্তি—কাণপুর ; বোনোদা—উড়িয়া।

পেজর্বনার্দ্রকা প্রোক্তা বনজাহরণ্যজার্দ্রকা।
পেজস্তু কটুকাম্লা চ রুচিকৃৎবল্যদীপনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পেজ, বনার্দ্রক, বনজা, অরণ্য আর্দ্রকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পেজ—কটু অম্লরস। রুচিকারক, বলকারক ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে এবং চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কঙ্কন প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—ওষধি-জাতীয়-গুল্ম। কন্দ শক্ত, পত্রময়, ৪-৬ ফুট উচ্চ, বহু বর্ষজীবী। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, উহার পত্র ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, কিম্বা সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ। ফুলের পাপ্‌ড়ি ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। উহার উপরিভাগ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ ছোট ও গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কন্দ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ আদার তুল্য। ইহা পেট-ফাঁপা নিবারক, উত্তেজক, উদরাময় নিবারক। ইহা ঔষধের দোকানে Casumunar নামে বিক্রীত হয় (Pereira Met, Med., ii, Pt. ,i. 236)। মালাবার দেশে Kattu manual পীত আদাকে বলিয়া থাকে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—আদার ন্যায় গুণসম্পন্ন।

Fig :—Roxb., Asiat. Research., ii, t. 7 ; Bot. Mag., t, 1426.

Ref :—F. B. I., vi. 248 ; Roxb., F. I. 49 ; B. P., ii, 1045 ; Prain, H. H., 285.
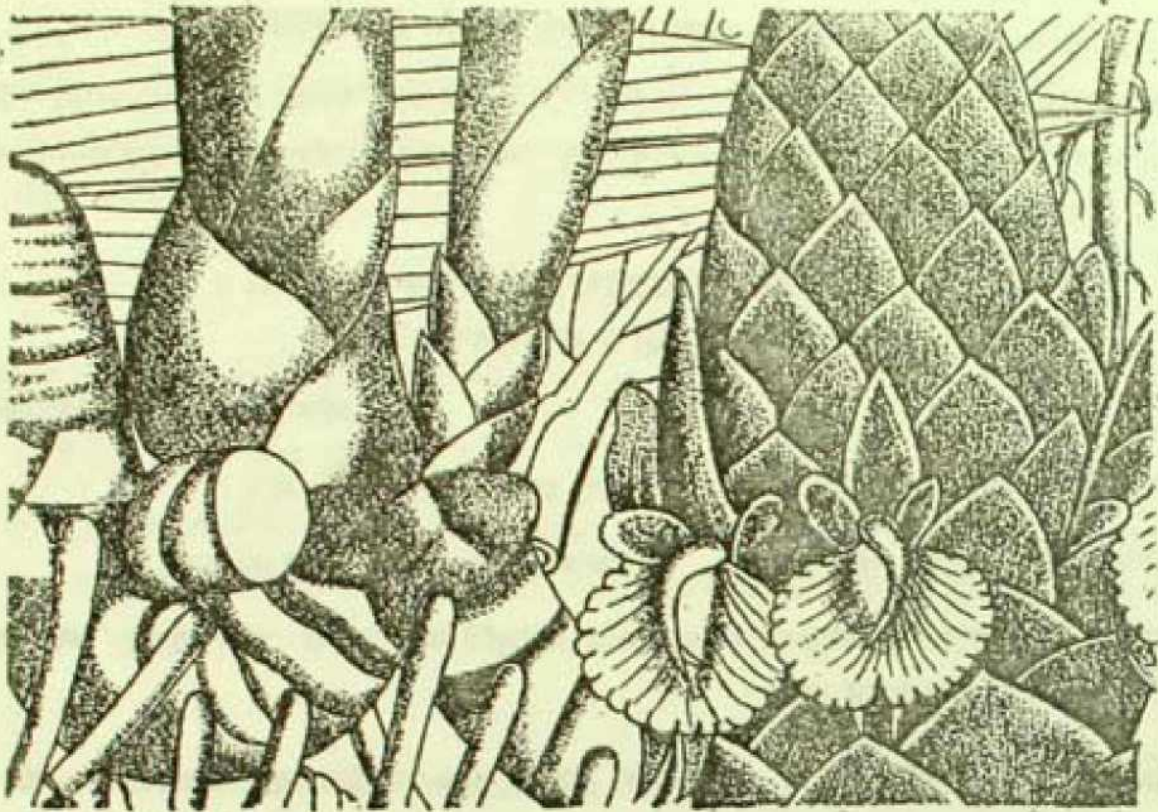
583. Zingiber casumunar Roxb. (বনআদা)

Genus—COSTUS Linn.

584 C. speciosa Smith. (কেউ)

ভাষানুসারী নাম :—কেমুকা, কেবুকা—সংস্কৃত ; কেউ—বাংলা ; কেউ—হিন্দি ; কুরাভাস—তামিল ; চেঙ্গল্‌ভাকোষ্টু—তেলেগু ; ছেঙ্গল্‌ভাকোষ্টু—কাণপুর ; ওসগ, তেবম্নাকাচিকা—সাঁওতাল ; পেংব,—মালাবার।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বা বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। শিকড় আলুর মত। পত্রময় কাণ্ড ৬-৯ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ½—১ ফুট। অগ্রভাগ সরু, নীচের দিকে পশমের মত লোমে আবৃত। পুষ্প মঞ্জরী ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ১ – ১½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্বাস ১ ইঞ্চি, পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ ও লম্বা। পুংকেশর ১½ – ২ ইঞ্চি লম্বা। বীজাধার ১ইঞ্চি, গোলাকার ও লালবর্ণ। বর্ষার শেষ ভাগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Dr Anislie বলেন, জামেকা দেশে ইহার শিকড় আদার ন্যায় ব্যবহৃত হয় (Met, Med, Ind., ii. 167)।

ইহা কামোত্তেজক ও রসায়ন (Cal. Exhib. Catalogue)।

ইহার শিকড় Galanga এর তুল্য। কিন্তু ইহার উত্তেজক গুণ ও সৌগন্ধ নাই। ইহা আদার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

শিকড় পরিপাক-কারক, উগ্র, তিক্ত এবং সর্দ্দিজনিত জ্বর, চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ইহার ক্রিমি নাশ করিবার শক্তি আছে (Atkinson)।

সাঁওতালেরা ইহার শিকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—তিক্ত, সঙ্কোচক, বিরেচন, রসায়ন, ক্রিমিনাশক। সর্প দংশনে উপকারী।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., xi., t. 8 ; Lam., III., i. t, 3.

Ref :—F. B. I., vi 249 i, Roxb., F. I., i, 50 ; B. P., ii, 1050 ; Prain. H. H., 285
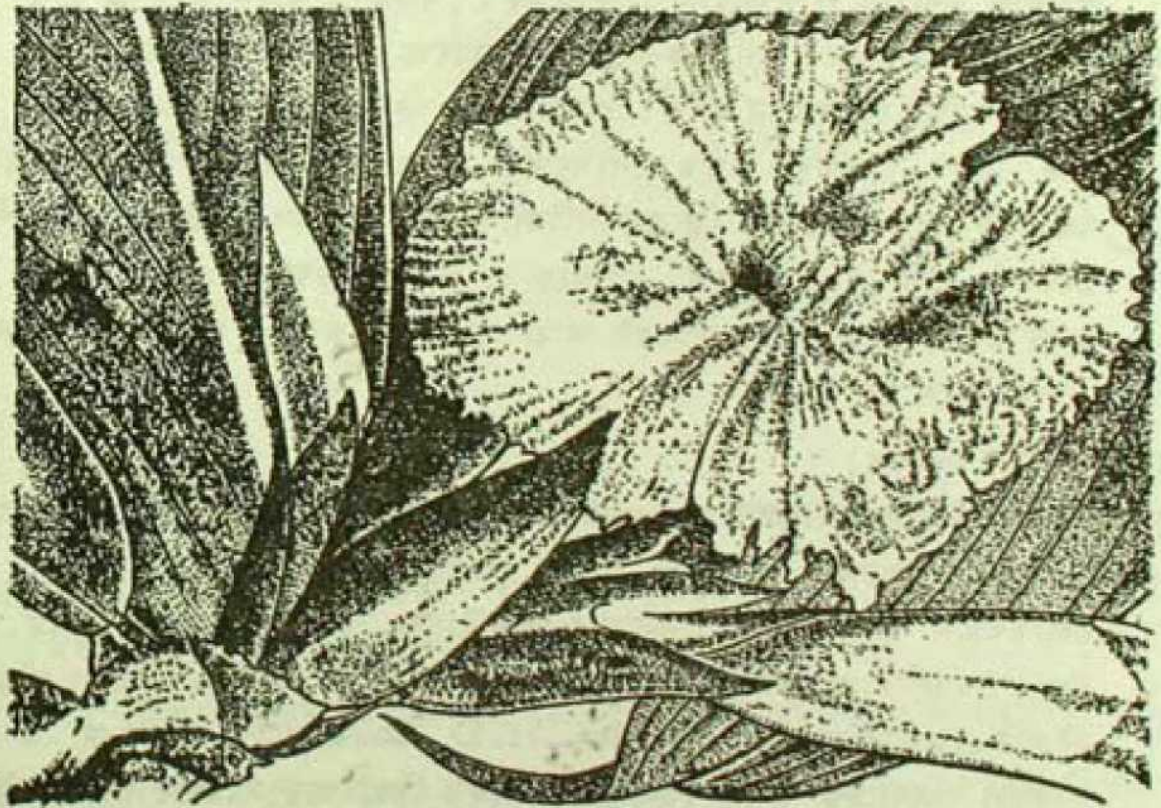
584. Costus speciosa Smith. (কেউ)

Genus—AMOMUM. Linn.

585. A. subulatum Roxb. (বড় এলাচ)

ভাষানুসারী নাম :—স্থূলৈলা—সংস্কৃত ; বড়এলাচ—বাংলা ; পূরবী, ইলাচী—হিন্দি ; এলদোড়ি এলচী—মহারাষ্ট্র ; এলম, পোরিয়াল্লিলাম—তামিল ; পেদ্দএলাকুলু, যবড়লাক্কি এলুকচেট্টু—তেলেগু।

স্থূলৈলা বৃহদেলা ত্রিপুটা ত্রিদিবোদ্ভবা চ ভদ্রৈলা।
সুরভিত্বক্ চ মহৈলা পৃথ্বী কন্যা কুমারিকা চৈন্দ্রী॥
কায়স্থা গোপুটা কান্তা ঘৃতাচী গর্ভসম্ভবা।
ইন্দ্রাণী দিব্যগন্ধা চ বিজ্ঞেয়াষ্টাদশাহ্বয়া॥
এলাদ্বয়ং শীতলতিক্তমুক্তং সুগন্ধি পিত্তার্ত্তিকফাপহারি॥
করোতি হৃদ্রোগমলার্ত্তিবস্তিশূলঘ্নঃ চ স্থবিরা গুণাঢ্যা।

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—স্থূলৈলা বৃহদেলা, ত্রিদিবোদ্ভবা, ভদ্রৈলা, সুরভিত্বক্, মহৈলা, পৃথ্বী, কন্যা, কুমারিকা, চৈন্দ্রী, কায়স্থা গোপুটা, কান্তা, ঘৃতাচী, গর্ভসম্ভবা, ইন্দ্রানী, দিব্যগন্ধা—এই আঠারটা নাম।

গুণপর্য্যায় :—উভয় এলাচী শীতবীর্য্য, তিক্তরস, সুগন্ধি, পিত্তদোষ, এবং কফদোষ নাশক, হৃদ্রোগ, মলদোষ, ও বস্তিরোগ ও শূলনাশক। বড়এলাচ অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান :—হিমালয় পর্বতের পূর্বদিকস্থ প্রদেশে, সাধারণতঃ নেপালে দেখা যায়।

বর্ণনা :—এই গাছের মূল বহুদিন থাকে। পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট। পত্র ১-২ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘন-সন্নিবিষ্ট, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। মঞ্জরীপত্র লাল ধূসরবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস এবং পুষ্পনল ১ ইঞ্চি। ফুল পীতাভ শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকৃতি, লাল ধূসরবর্ণ। গাছের পাতার কোন সুগন্ধ নাই। গাছ দেখিতে অনেকটা আদা ও হরিদ্রার ন্যায়। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয় ও শরৎকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এলাচ পেটের দোষ নিবারক। ইহা কলেরারোগে পাকস্থলীর উত্তেজনা কমাইয়া দেয়। এলাচের কাথ মুখ ও দাঁতের গোড়ায় রোগে ধৌতিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এলাচের পিত্তনিঃসরণ করিবার ক্ষমতা আছে, এজন্য ইহা পাকস্থলীর যে কোন প্রকার অসুখে ব্যবহৃত হয়। এলাচের ১০ গ্রেণ গুঁড়া যকৃৎ বিকৃতি রোগে হিতকর। Sur. Maj. H. D. Coak সাহেব বলেন যে, ৩০ গ্রেণ পরিমাণ এলাচের গুঁড়া কুইনাইনের সহিত দিয়া স্নায়ুশূলরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এলাচচূর্ণ ম্যালেরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—অগ্ন্যুদ্দীপক। গণোরিয়া, নিউর‍্যালজিয়ায় উপকারী। কামোদ্দীপক, কাঁকড়া বিছার দংশনে এবং সর্প বিষের প্রতিষেধক।

বীজের তৈল :—সুগন্ধি, উত্তেজক, অগ্ন্যুদ্দীপক। চোখের ফুলায় ব্যবহারে উপকার হয়।

Fig—Roxb. Cor. Pl. t. 277 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 942.
Ref : F.B. I., vi. 240 ; Roxb, F. I., i, 44 ; Dymock iii, 436.

585. Amomum subulatum Roxb. (বড় এলাচ)

586. A. aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)

ভাষানুসারী নাম :—মোরঙ্গ-এলাচ—বাংলা ; মোরঙ্গ-এলাচি—হিন্দি ; ভেলডোড়ি—মহারাষ্ট্র ; বেলদোদ—মালাবার।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ, নেপাল, পূর্ব্ব-হিমালয়, সিকিম, খাসিয়া পাহাড় ও শ্রীহট্ট।

বর্ণনা :—ইহার মূল বহুদিন থাকে। পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট। পত্র ২—১২ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, উভয় দিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, গোলাকার, বৃন্ত

ছোট। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ধূসর বর্ণ দাগ আছে, উপরিভাগ ফিকে পীতবর্ণ। বীজাধার ১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, বীজ ছোট ছোট হয়। বর্ষার পরে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ ও তৈল বড় এলাচের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের তৈল :—বড় এলাচের তৈলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

Fig :—Rosc., Scit. Pl., t. 109 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 943.
Ref :—F.B.I., vi, 241 ; Roxb., F.I., i, 45 ; B.P., ii, 1043.
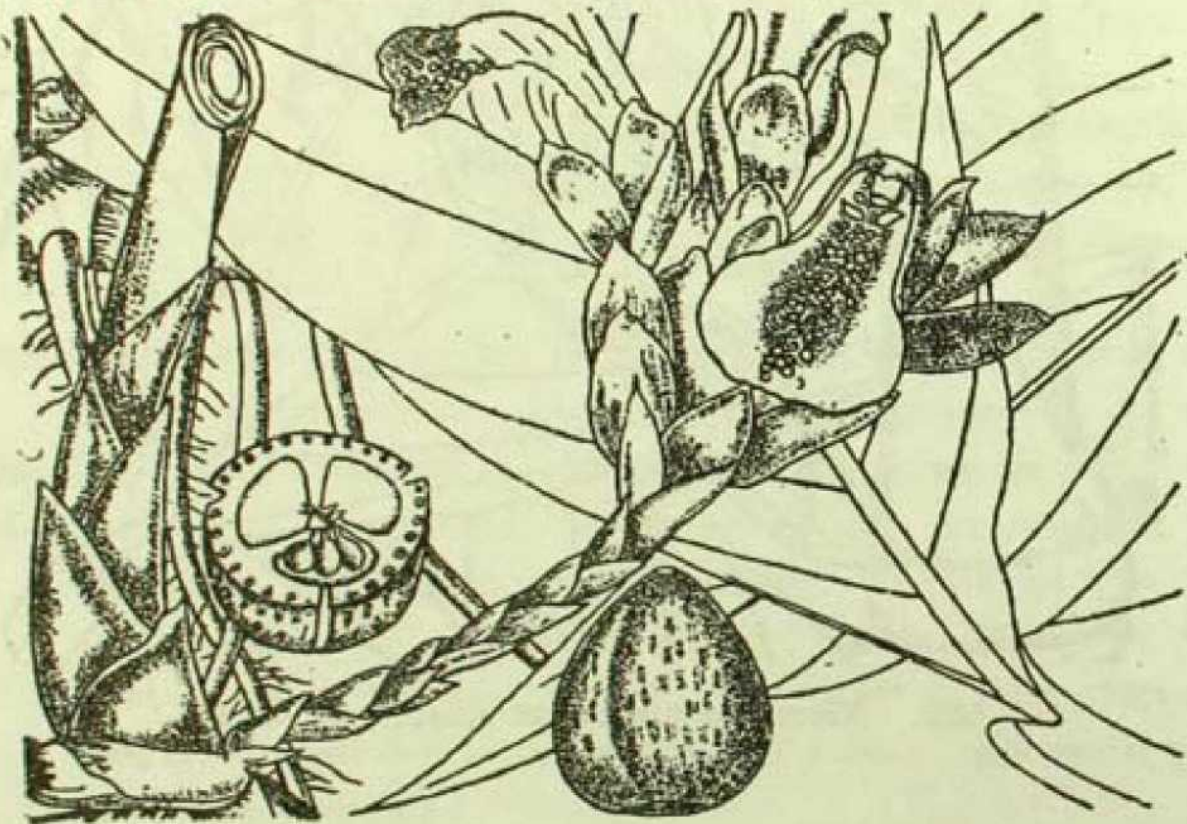
586. Amomum aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)

Genus—ELETTARIA Maton.

587. E. cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)

ভাষানুসারী নাম :—এলা, সূক্ষ্মৈলা—সংস্কৃত ; ছোট এলাচ—বাংলা ; ছোটী এলাচি—হিন্দি ; ইলাই—তামিল ; ইলাই, এলকয়, চিন্নয়ালকুলু—তেলেগু।

এলা বহুলগন্ধৈন্দ্রী দ্রাবিড়ী নিষ্কুটিস্ত্রুটিঃ।
কপোতবর্ণী গৌরাঙ্গী বালা বলবতী হিমা॥
চন্দ্রিকা চোপকুঞ্চী চ সূক্ষ্মা সাগরগামিনী।
গর্ভারির্গন্ধফলিকা কায়স্থাঽষ্টাদশাহ্বয়া॥
এলাদ্বয়ং শীতলতিক্তমুক্তং সুগন্ধি পিত্তার্ত্তিকফাপহারি।
করোতি হৃদ্রোগমলার্ত্তিবস্তি-শূলঘ্নমত্র স্থবিরা গুণাঢ্যা॥
রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—এলা, বহুলগন্ধা, ইন্দ্রী, দ্রাবিড়ী, নিষ্কুটি, ত্রুটি, কপোতবর্ণী, গৌরাঙ্গী, বালা, বলবতী, হিমা, চন্দ্রিকা, উপকুঞ্চী, সূক্ষ্মা, সাগরগামিনী, গর্ভারি, গন্ধফলিকা, কায়স্থা—এই আঠারোটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—দুই প্রকার এলাচই—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, সুগন্ধি, পিত্তদোষ এবং কফদোষ নাশক। হৃদ্‌রোগ, মলদোষ, বস্তিদোষ ও শূল নাশক। ইহাদের মধ্যে বড় এলাচ অধিক গুণ সম্পন্ন।

জন্মস্থান :—পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, মালাবার উপকূল, মান্দ্রাজ, কুর্গ ও মহীশূর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কন্দ পত্রময়, ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, নিম্নে কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, পুষ্পনল ছোট ও প্রসারিত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে অনেকগুলি এলাচ জন্মে। পত্রের অগ্রভাগ অতিশয় লম্বা। বীজকোষ প্রায় গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি। ইহাতে লম্বা লম্বা অনেক শিরা আছে। এলাচের বীজকোষ বা ছোট এলাচ সকলেই দেখিয়াছেন, অতএব ইহার অধিক বর্ণনার আবশ্যক নাই। বীজ উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট। ইহার দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলে এই গাছ ৪০০-৪০০০ ফুট উচ্চে বেশ উত্তমরূপে জন্মে। জানুয়ারী মাসে যে এলাচ উৎপন্ন হয় উহাকে "মগন্না' এলাচ বলে, এই এলাচ অতি উৎকৃষ্ট। সেপ্টেম্বর মাসে যে এলাচ হয় উহাকে 'কাম্নি' এলাচ বলে এবং লম্বা এলাচকে 'নীল' এলাচ বলে। ইহা অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর এলাচ। এলাচ পাকিবার পূর্ব্বে পীতবর্ণ ধারণ করে। এই সময় উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এলাচ পাচক ও উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট। বিরেচক ঔষধে কখন কখন পেট ফাঁপে, কিন্তু উহাতে এলাচ দিলে ঐ সকল উপসর্গ দূর হয়। এলাচ গুঁড়া করিয়া নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। বমন-রোগে এলাচের সহিত বেদানা খাইলে বমন আরাম হয়। এলাচ ওলা-উঠা রোগের একটি উত্তেজক ঔষধ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—সুগন্ধি, উত্তেজক, অগ্ন্যুদ্দীপক, উদরাধ্মাননাশক ও প্রস্রাবকারক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, tt. 4 & 5 ; Bentl & Trim., t. 267 ; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 226 ; Kirtikar & Basu , Ind. Med. Pl., t. 948.

Ref.—F.B.I., vi, 251 ; Dymock, iii, 428.
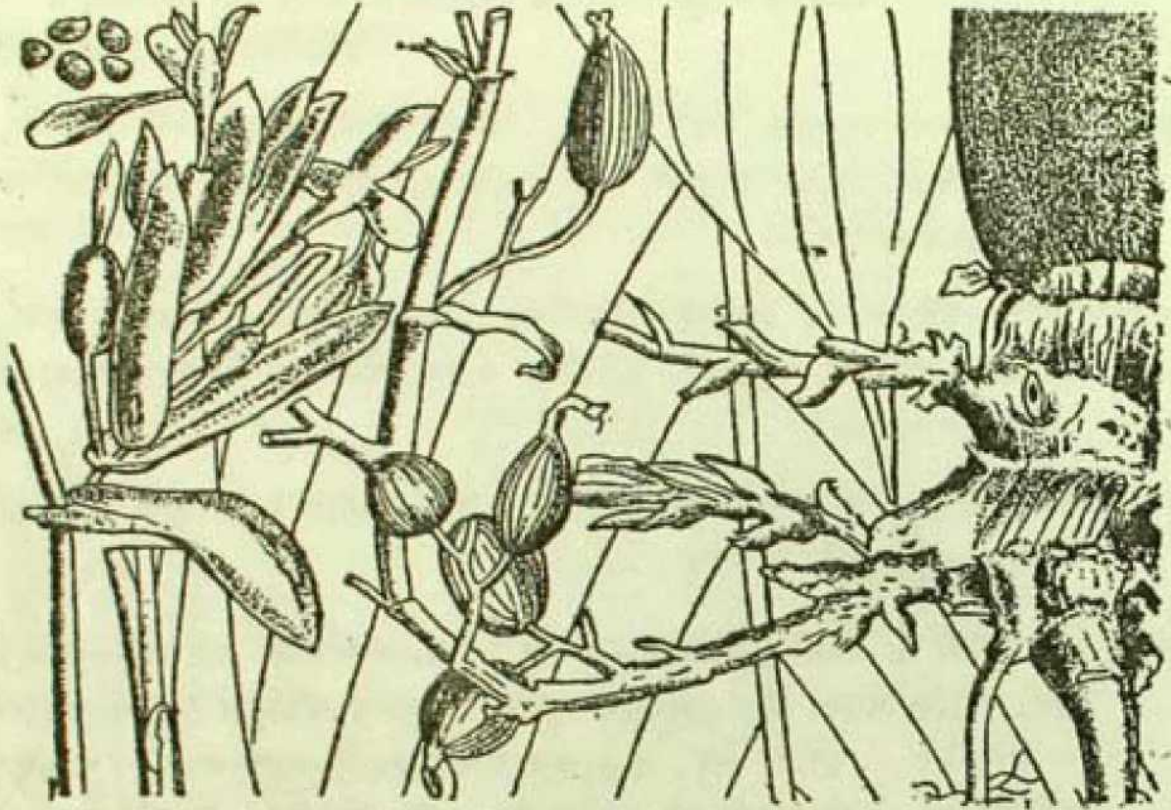
587. Elettaria cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)

Genus—CANNA Linn.

588. C. indica Linn. (সর্ব্বজয়া)

ভাষানুসারী নাম :—সর্ব্বজয়, দেবকিলি—সংস্কৃত ; সর্ব্বজয়া—বাংলা ; কিওয়ারা, সর্ব্বজয়া—হিন্দি ; হাকিক্—পাঞ্জাব ; দেবকেলি—মহারাষ্ট্র ; কাট্টভালা—মালয় ; কুন্দ-শনী-ফেড্ডী, কাল্‌ভালাই—তামিল ; গুড়ি-যেনজা-যেট্টু, কৃষ্ণাতামারা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে।

বর্ণনা :—৩-৪ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ্। পত্র ৬—১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট কিম্বা অধিক উচ্চ। পুষ্পমঞ্জরী ½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি

ও সবুজবর্ণ। ফুল ২-২½ ইঞ্চি লম্বা। ফল উন্নত, ½-১ ইঞ্চি লম্ব', বৎঙ্গ গোলাকার, তিনটি ঘর বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও সরু, ইহাতে বীজ অনেক থাকে, মটরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল, শিকড়, কন্দ, পুষ্প ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বর ও শোথনাশক, শান্তিকর ও উত্তেজক। গো মহিষাদির কোন প্রকার বিষাক্ত ঘাস খাইয়া পেট ফুলিলে, দেশীয় কবিরাজেরা ইহার কাণ্ড ও পাতা ছেঁচিয়া গোলমরিচের সহিত চাউল ধোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেয় (Drury)। ইহার শিকড় শোথ ও জ্বররোগে ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বজয়া বীজ ক্ষতরোগ নিবারক ও দেহের স্ফূর্ত্তি উৎপাদক (Beadon Powel)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—ঘর্ম্মকারক, প্রস্রাবকারক, জ্বর ও শোথে উপকারী।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., xi, t. 43 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 952A.

Ref :—F.B.I., vi, 260 ; Roxb., F.I., i, I ; B.P., ii, 1047 ; Dymock. iii, 449.

588. Canna indica Linn. (সর্ব্বজয়া)

Genns—MUSA Linn.

589. M. sapientum Linn. (কদলী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কদলী—সংস্কৃত ; কলা, কদলী—বাংলা ; কেরা মবেজ, কেলা—হিন্দি ; কেঠট, কেল—মহারাষ্ট্র ; কদলী—কর্ণাট ; কেলা—গুজরাট ; হগাপী কেলা—বোম্বে ; মেয়জ—আরব ; আরটি চেট্টু, বুরুগচেট্টু, দোওতোগে, চক্রাকেলী, কদলী—তেলেগু ; বাঠেঠ—তামিল।

কদলী সুফলা রম্ভা সুকুমারা সকৃৎফলা।
মোচা গুচ্ছফলা হস্তি-বিষাণী গুচ্ছদন্তিকা ॥
কাষ্ঠীরসা চ নিঃসারা রাজেষ্টা বালকপ্রিয়া।
উরুস্তম্ভা ভানুফলা বনলক্ষ্মীশ্চ ষোড়শ ॥

বাল্যং ফলং মধুরমল্পতয়া কষায়ং
পিত্তাপহং শিশিররুচ্যমথাপি নালম্।
পুষ্পং তদপ্যনুগুণং ক্রিমিহারি কন্দং
পর্ণঞ্চ শূলশমকং কদলীভবং স্যাৎ ॥

রম্ভাপক্কফলং কষায়মধুরং বল্যঞ্চ শীতং তথা।
পিত্তং চাস্রবিমর্দনং গুরুতরং পথ্যং ন মন্দানলে।
সদ্যঃ শুক্রবিবৃদ্ধিদং ক্লমহরং তৃষ্ণাপহং কান্তিদং
দীপ্তাগ্নী সুখদং কফাময়করং সন্তর্পণং দুর্জরম্ ॥
কাষ্ঠকদলী সুকাষ্ঠা বনকদলী কাষ্ঠিকা শিলারম্ভা।
দারুকদলী ফলাঢ্যা বনমোচা চাশ্মকদলী চ ॥
স্যাৎ কাষ্ঠকদলী রুচ্যা রক্তপিত্তহরা হিমা।
গুরুর্মন্দাগ্নিজননী দুর্জরা মধুরা পরা ॥
গিরিকদলী গিরিরম্ভা পর্বতমোচাঽপ্যরণ্যকদলী চ।
বহুবীজা বনরম্ভা গিরিজা গজবল্লভাঽভিহিতা ॥
গিরিকদলী মধুরহিমা বলবীর্য্যাবিবৃদ্ধিদায়িনী রুচ্যা।
তৃট্পিত্তদাহশোষপ্রশমনকর্ত্রী চ দুর্জরা চ গুরুঃ ॥
অন্যা সুবর্ণকদলী সুবর্ণরম্ভা চ কনকরম্ভা চ।
পীতা সুবর্ণমোচা চম্পকরম্ভা সুরম্ভিকা সুভগা ॥
হেমফলা স্বর্ণফলা কনকস্তম্ভা চ পীতরম্ভা চ।
গৌরা চ গৌররম্ভা কাঞ্চনকদলী সুরপ্রিয়া ষড়্ভুঃ ॥
সুবর্ণমোচা মধুরা হিমা স্বল্পাশনে দীপনকারিণী চ।
তৃষ্ণাপহা দাহাবিমোচনী চ কফাবহা বৃষ্যকরী গুরুশ্চ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কদলী, সুফলা, রম্ভা, সুকুমারা, সকৃৎফলা, মোচা, গুচ্ছফলা, হস্তি-বিষাণী, গুচ্ছ-দন্তিকা, কাষ্ঠীলা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী—এই ষোলটি নাম।

অন্যপ্রকার কদলী—কাষ্ঠকদলী, সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা, অশ্মকদলী—এগুলি কাটকলার নাম।

অন্য একপ্রকার কদলী—গিরিকদলী, গিরিরম্ভা, পর্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা, বনরম্ভা, গিরিজা, গজবল্লভা—এইগুলি পাহাড়ে কলার নাম।

অন্য এক প্রকার কদলী—সুবর্ণকদলী, সুবর্ণরম্ভা, কনকরম্ভা, পীতা, সুবর্ণমোচা, চম্পক-রম্ভা, সুরম্ভিকা, সুভগা, হেমফলা, স্বর্ণফলা, কনকস্তম্ভা, পীতরম্ভা, গৌরা, গৌররম্ভা, কাঞ্চনকদলী, সুরপ্রিয়া—এই ষোলটি চাঁপাকলার নাম।

গুণপর্য্যায় :—**কচিকলা** অম্ল মধুর, কষায় রস, পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক।

কলার থোড়, কলার ফুল :—কচি কলার সকল গুণ অল্পপরিমাণে বিদ্যমান, উপরন্তু ক্রিমিনাশক।

কলার কন্দ এঁটে, পর্ণ :—শূলনাশক এবং কদলীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

পাকা কলা :—কষায় মধুর রস, বলকারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, গুরুপথ্য এবং বায়ুনাশক।

সদ্য পাকা কলা :—শুক্রবৃদ্ধিকারক, ক্লেশনাশক, তৃষ্ণানাশক, কান্তিবর্দ্ধক, দীপ্তি এবং জঠরাগ্নিবৃদ্ধিকারক, সুখদ, কফবৃদ্ধি কারক এবং অর্শরোগে হিতকর।

কাষ্ঠকদলী :—রুচিকারক, বাতপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, জঠরের অগ্নিহ্রাস করে। মধুররস, অর্শরোগে বিশেষ হিতকর।

গিরি কদলী :—মধুর রস, শীতবীর্য্য, বল এবং বীর্য্য বৃদ্ধিকারক, রুচিকারক, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ এবং শোথ নাশক, গুরুপাক এবং অর্শরোগে হিতকর।

সুবর্ণ কদলী (চাঁপাকলা) :—মধুর রস, শীতবীর্য্য, অল্পভক্ষণে অগ্ন্যুদ্দীপক, তৃষ্ণানাশক, দাহনাশক, কফকারক, বৃষ্য এবং গুরুপাক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :—ইহার পত্রের সংলগ্ন বাসনাযুক্ত কাণ্ড ৪-১২ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা। উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি, ফুলের বহির্ব্বাস পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি, পাপ্‌ড়ি লম্বা। ফল ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। চাষ করা কলার প্রায় বীজ হয় না, বন্য কলার বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। কলা বৎসরের সকল সময়েই ফলে। যে সমস্ত কলার ভারতবর্ষে চাষ করা হয়—তাহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—যথা (১) M. paradisiaca Linn—কাঁচকলা—ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া খাওয়া যায়, (২) M. sapientum Linn—পাকা কলা এবং (৩) M. canvendishi Lamb. (M. chinensis Sw.)

কাবুলী কলা। এই শেষোক্তকলা ছাড়া আর যে যে প্রকারের পাকা কলা আমরা খাই, তা M. sapientum এর অন্তর্গত। চাঁপা, কাঁঠালী, রামকলা, সিঙ্গাপুরের কলা প্রভৃতি অনেক প্রকার কলার চাষ বঙ্গদেশে হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল, পত্র, বাসনা, কন্দ ও শিকড়।

বৈদ্যকে কদলীর ব্যবহার।

সুশ্রুত :—কর্ণরোগে কদলীস্বরস—কর্ণশূল প্রতিকারার্থ কদলীবাওড়ার (কলার পেটোর) রস, ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্বারা কর্ণপুরণ করিবে (উঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—প্রদরে অপক্ককদলীফল—খোসা সহিত কাঁচাকলা চূর্ণ করিয়া উহা গুড়সহ কফপিত্তজ অসৃগ্দরে সেবন করাইবে (অসৃগ্দর চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) সিধ্মরোগে কদলীক্ষার—কলার ক্ষার ও পিষ্টহরিদ্রা একত্র লেপন করিলে সিধ্ম (ছুলি) বিনাশ প্রাপ্ত হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) সোমরোগে পক্ককদলীফল—আমলকীর রস, চিনি ও মধু যোগে—পক্ককদলী ভোজন করিলে সোমরোগ নিবৃত্তি পায় (সোমরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কদলী গলার ঘায়ে, শুষ্ক কাসিতে, বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহা চিনি কিংবা মধুসহ ব্যবহারে মূত্রকর ও কামোত্তেজক।

অধিক মাত্রায় কলা খাইলে হজম হয় না। কলাগাছের এঁটের ছাই ক্রিমি নাশক। কদলী ছোবা (বাসনা) পোড়াইয়া উহার অঙ্গার পায়ের তলায় লাগাইলে পা ফাটা আরাম হয়।

আমেরিকা দেশে কলার Syrup পুরাতন বক্ষঃ প্রদাহ রোগে ব্যবহার করে। পক্ককদলী খণ্ড খণ্ড কাটিয়া উহাতে সম পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া আবদ্ধ পাত্রে শীতল জলে আস্তে আস্তে ফুটাইবে, পরে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া এই সিরাপ ১ চামচ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে যাবতীয় বক্ষঃ প্রদাহ রোগে উপশম হয়।

কচি কলাপাতা বেলেস্থায় অথবা দগ্ধস্থানে বসাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলার শিকড় বলকারক। উহা রক্তবিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কলার রস কলেরা রোগে পিপাসা নিবারণ করে এবং উহাতে মুখ ধুইলে পিপাসা নিবারিত হয়। কদলী শ্লেষ্মা কারক। উহা পেট গরম হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষ ও মূত্রযন্ত্রের উপর কদলীর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ভাল পাকাকলা পুরাতন রক্ত-আমাশয় ও উদরাময়রোগে হিতকর। উত্তরবঙ্গে কলাপাতা পোড়াইয়া ইহার ছাই তরকারীতে দেয়। ইহাতে অম্লদমন হয়।

পাকা কলা-সিদ্ধ দধি মিশ্রিত করিয়া চিনি কিম্বা লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয়।

১ আউন্স পাকাকলা, ½ আউন্স পুরাতন তেঁতুলে পেষণ করিয়া গুড় কিম্বা মিছরি দিয়া দিবসে ২।৩ বার খাইলে রক্তআমাশয় আরাম হয়। কাঁচাকলার পালো রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খাইলে পেট ফাঁপা ও বুক জ্বালার সহিত অজীর্ণ আরাম হয় (N. C. Dutt)।

কলার নরম শিকড় খাইলে মূত্রযন্ত্র ও ফুসফুস্ হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কলার ছাই সেবন করিলে বুকজ্বালা ও পেট বেদনা আরাম হয়। নরম কাঁচাকলা খাইলে বহুমূত্র আরাম হয়। কলার পেটো ও পাতার রস অহিফেন-বিষ নষ্ট করে।

কলার পেটোর ১ আউন্স রস এক আউন্স ঘৃতের সহিত খাইলে জোলাপের কাজ করে। মোচার রস ছানার সহিত খাইলে আর্সেনিক বিষ নষ্ট করে।

কলার পালো উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কাঁচা কলার আঠা চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কলার টাটকা কাণ্ডের রস খাইলে স্নায়বিক রোগ ও হিষ্টিরিয়া আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল ও কাণ্ড :—রসায়ন।

মূল :—ক্রিমিনাশক।

অপক্কফল :—বহুমূত্রে উপকারী।

পক্ক ফল :—সঙ্কোচক, আমাশয়ে উপকারী।

ফলের রস :—দধিসহ ব্যবহারে রক্তস্রাব ও রক্ত আমাশয়ে উপকারী।

কাণ্ডের রস :—মূর্চ্ছা, অপস্মার প্রভৃতি স্নায়বিক রোগে উপকারী।

কচিপাতা :—পোড়া ঘায়ে এবং অন্যান্য ঘায়ে কোমল বেষ্টন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—প্রাচীন নিঘণ্টু গ্রন্থে মোচা শব্দ কদলী বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। **রাজবল্লভকারই** "মোচা" (কলার ফুল) অর্থে মোচক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। **রাজনিঘণ্টুকার** কদলীকন্দ (কলার এঁটে), কদলীপুষ্প (মোচা) ও কদলীনালের (থোড়) গুণ পৃথক পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **চরকের** 'দশেমানি'তে কদলীপঠিত হয় নাই। **সুশ্রুত** ক্ষারযোগ্য বৃক্ষবর্গে কদলী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ১১ অঃ)। দরিদ্রলোকে কদলীক্ষার দ্বারা মলিনবস্ত্র ধৌত করে।

Fig. :—Rheede, Hort. Mal., i, tt. 12-14 ; Roxb., Cor. Pl., t. 275 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952.

Ref. :—F. B. I., vi, 262 ; BP., ii, 1050 ; Dymock, iii, 443 ; Prain, H. H., 286.
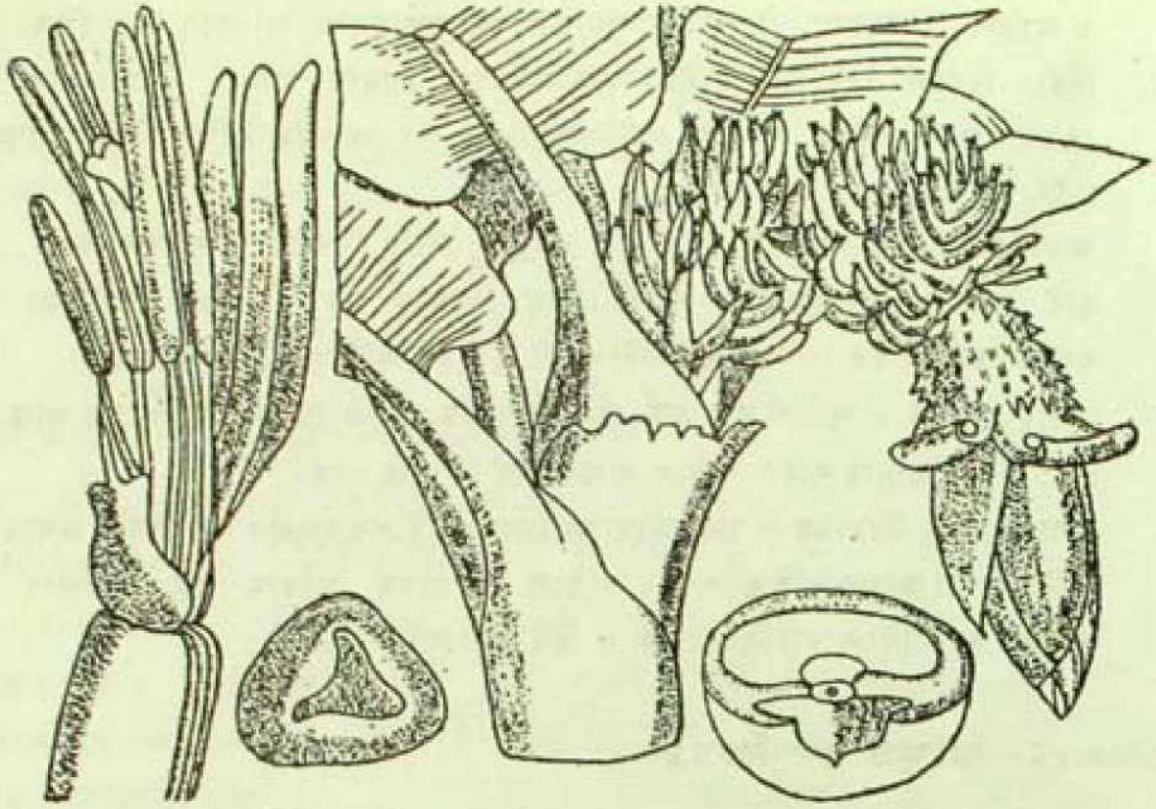
589. Musa sapientum Linn. (কদলী)

CIII. HAEMODORACEAE.

Genus—SANSEVIERIA Thunbg.

590. S. ruxburghiana Schult (মূর্বা)

ভাষানুসারী নাম :—মূর্বা, দিব্যলতা—সংস্কৃত ; ঘোড়াচক্র, মূর্বা , সূচিমুখী—বাংলা ; মারুল, চূর্ণকার, মহরী—হিন্দি ; গোণসফণ, মোরবেল—মহারাষ্ট্র ; মুহরিশ-কর্ণাট ; মোরবেল মুহরসি—বোম্বে ; মরুবা—সিংভূম ; মরুল, মুরাত—তামিল ; চাগচেট্টু, মগ, চগ—তেলেগু ।

মূর্বা দিব্যলতা মিত্রা মধুরসা দেবী ত্রিপর্ণী মধু-
শ্রেণী ভিন্নদলামস্ত্রী মধুমতী তিক্তা পৃথক্‌পর্ণিকা।
গোকর্ণী লঘুপর্ণিকা চ দহনী তেজস্বিনী মোরটা
দেবশ্রেণী-মধুলিকা-মধুদলাঃ স্যুঃ পীলুনী রক্তলা ॥
সুখোষিতা স্নিগ্ধপর্ণী পীলুপর্ণী মধুস্রবা।
জলনী গোপবল্লী চেত্যষ্টবিংশতি সজ্ঞকাঃ ॥

মূর্বা তিক্তকষায়োষ্ণা হৃদ্রোগকফবাতজিৎ।
বমিপ্রমেহকুষ্ঠাদি বিষমজ্বরহারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় :—মূর্বা, দিব্যলতা, মিধা মধুরসা, দেবী, ত্রিপর্ণী, মধুশ্রেণী, ভিন্নদলা, অমরী, মধুমতী, তিক্তা, পৃথকপর্ণিকা, গোকর্ণী, লঘুপর্ণিকা, দহনী, তেজস্বিনী, মোরটা, দেবশ্রেণি, মধুলিকা, মধুদলা, পীলুনী, রক্তলা, স্রুবোষিতা, স্নিগ্ধপর্ণী, পীলুপর্ণী, মধুস্রবা, অলনী, গোপবল্লী—এই ২৮টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মূর্ব—তিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, হৃদ্রোগ, কফ ও বায়ু নাশক; বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠাদি এবং বিষমজ্বর নাশক।

জন্মস্থান :—করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশের জঙ্গলে বহুল পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—কাণ্ড অতিশয় শক্ত। ৪-৯ ইঞ্চি, কাণ্ডের চতুর্দিকে পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। মূল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা, মাটির ভিতর থাকে। পত্র লম্বা। দেখিতে ঠোঙ্গার মত। পত্রের অগ্রভাগ কাঁটার ন্যায় সূচাল, ফুল হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, পক্ক অবস্থায় নিম্বের ন্যায় পীতবর্ণ। বীজ এক একটি হয়, ডিম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। ইহা হইতে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—কাণ্ড, মূল। মাত্রা, কাথ ৫-১০ তোলা, কল্ক, ১-৪ আনা, রস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে মূর্ব্বার ব্যবহার।

চরক :—পিত্তজবমনে মূর্বা—তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মূর্ব্বামূল পান করিলে পিত্তজ বমন প্রশমিত হয় (চিঃ ২০ অঃ)।

সুশ্রুত :—সর্ব্বজ্বরে মূর্বা—মূর্বার কাথ সর্ববিধজ্বর নাশক। ইহা বিশেষতঃ **বিষমজ্বরে প্রশস্ত** (উঃ ৩৯ অঃ)।

বঙ্গসেন :—নেত্ররোগে মূর্বা—সৌবীর (কাঞ্জিবিশেষ), সৈন্ধব লবণ, তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কাংস্যপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মূর্বা ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ নেত্রোপরি প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদনা নিবৃত্তি পায় (নেত্ররোগ –চিঃ)।

মূল প্রধানাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূর্বা বিরেচক, মিষ্টি, গুরুপাক, বলকারক ও হৃদ্রোগ নাশক, ইহা পিত্ত, রক্তের উষ্ণতা, গণোরিয়া ও বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তিকারক। পাঁচড়া ও কুষ্ঠ নাশক এবং জ্বর ও বাতঘ্ন।

ইহার নরম শিকড়ের কাথ, দেশীয় কবিরাজেরা, বহুদিনব্যাপী কাস ও ক্ষয় রোগে মধু ও চিনির সহিত ১ চামচ দিবসে ২বার খাইবার ব্যবস্থা করেন।

নরম ও কচি গাছের রস বালকদের বুকে ও গলায় সর্দ্দি বসিলে প্রযোজ্য হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—শ্বাস কষ্ট ও বহুদিনের কাসিতে মধু সহ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

কচি মূলের রস :—শিশুদিগের গলার সর্দ্দি তরল করিয়া পরিষ্কার করিতে বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—চরক মূর্বাকে স্তন্যশোধন বর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত ইহাকে আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি ও পটোলাদিগণে পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., xi, t. 42 ; Roxb., Cor, Pl,, ii. 45 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 953.

Ref : F. B. I., vi. 271. ; Roxb. F.I. ii. 161 ; B. P., ii, 1054 ; Baker, in Journ. Linn. Soc., xiv. 549.
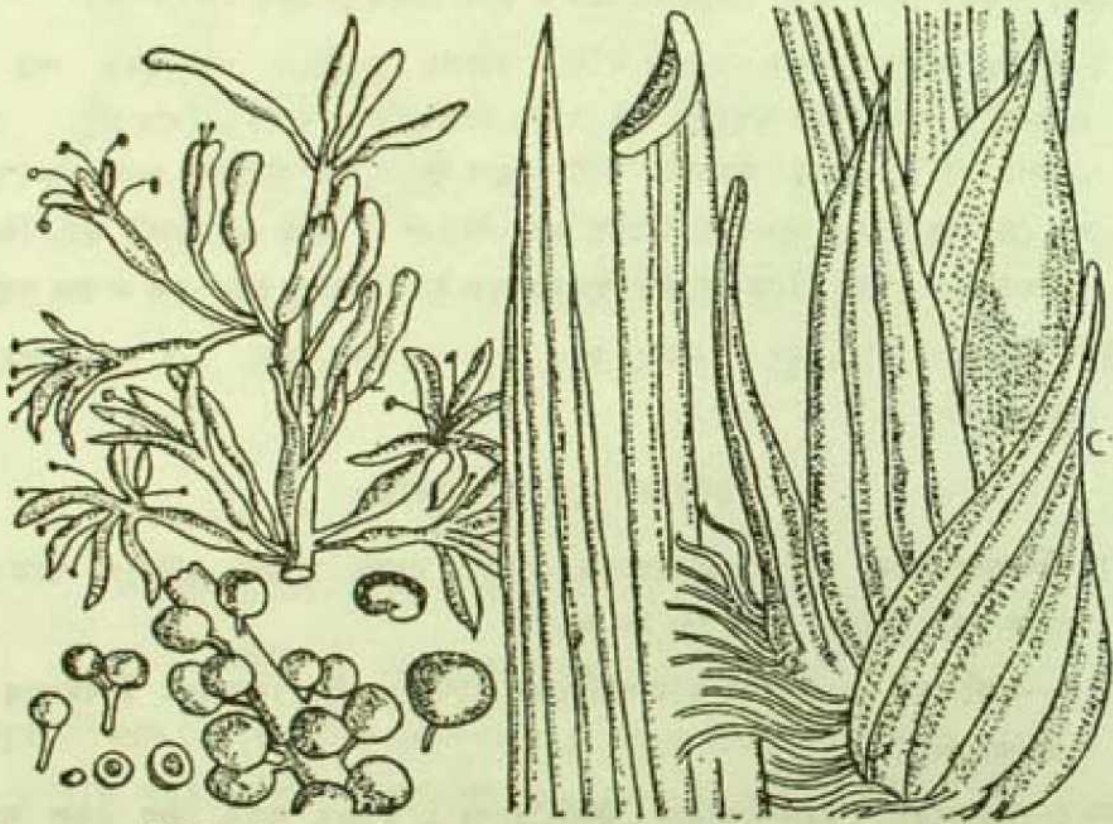
590. Sansevieria ruxburghiana Schult. (মূর্বা)

CIV. BROMELIACEAE.

Genus—ANANAS Adans

591. A. sativus Schult (আনারস)

ভাষানুসারী নাম : অনংনাস—সংস্কৃত ; আনারস—বাংলা ; অনানস্—হিন্দি ; অনাস্-পন্ধম্—তামিল ; অনসপণ্ডু—তেলেগু।

অনংনাসমপক্কন্তু রুচ্যং হৃদ্যং স্মৃতম্।
কফপিত্তকরঞ্চৈব প্রোক্তং চাশ্মরোচকম্॥
শ্রমং ক্লমং নাশয়তি তৎ "পক্ক" স্যাত্তু পিত্তহৃৎ।
পীতঃ পক্কফলরস আতপাময় নাশনঃ।

নিঘন্টুরত্নাকরঃ।

নামপর্য্যায় :—অনং নাস।

গুণপর্য্যায় :—অপক্ক আনারস—রুচিকারক, হৃদ্য, গুরু, কফপিত্তকর, তৃষ্ণারুচি, শ্রম ও ক্লান্তি নাশক।

পক্ক আনারস :—স্বাদু, পিত্তহর ও আতপবিকার (সর্দ্দি কাশি) প্রশমক।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান আমেরিকা। ইহা ১৫১৩ খৃঃ ইউরোপে যায় এবং ১৫৯৭ খৃঃ পোর্টুগীজেরা ব্রাজিল হইতে ভারতের মালাবার উপকূলে আনয়ন করে।

বর্ণনা :—গাছের কাণ্ড পত্রময়। পত্র লম্বা, কিনারা কাঁটাযুক্ত করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল কাণ্ডের উপরিভাগে জন্মে। পুংকেশর ৬টি। ফলের গায়ে অনেক চোখ আছে। বীজ অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, কতক পরিমাণে চেপ্টা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ। পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হয়। একটি কাণ্ডে একটি ফল হয়। ফলের বোঁটার নিকট অনেকগুলি চারা গাছ বাহির হয় এবং ফলের পশ্চাতে একটি গাছ হয়। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা আনারসের চাটনি হয়। ইহা কফ ও পিত্ত এবং অরুচি নাশক। ইহার পাতার রস ক্রিমিনাশক এবং মূলরস মূত্রকর। আনারস পেটফাঁপা নিবারক।

আনারসের রস অধিক খাইলে গর্ভস্রাব হয়। এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক।

গর্ভবতী স্ত্রীলোক আনারস খাইলে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হইয়া পড়ে (R. N. Khori, ii, 620)। উহার পাতা ও অপক্ক ফলের গর্ভস্রাব করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ভারতের সকল স্থানে ব্যবহৃত হয় (Watt. i. 238)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস :—ক্রিমিনাশক।

অপক্ক ফল :—গর্ভপাত কারক।

ফলের রস :—পুষ্টিরঅভাব জনিত রোগে হিতকর।

মন্তব্য :—আনারসের মূলচূর্ণ পায়রদোষ নাশক।

"Discovery of Economic Products of India" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিভিন্ন চিকিৎসকের মতানুযায় পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, আনারসের কাঁচা ফল এবং পত্র গর্ভস্রাবকারী বলিয়া ভারতের জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। শ্রীযুত কানাইলাল দের মতে—Chevers Medical Zurisprudence এর ৭১৫ পৃষ্ঠায় আনারসের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গর্ভস্রাবার্থ কাঁচা অর্দ্ধমাত্র পুষ্ট আনারস ব্যবহৃত হয়। ফলটি ছাড়াইয়া কিছু লবণ সংযোগে সমস্তটি গর্ভস্রাবাভিলাসিনী ভক্ষণ করে। কিন্তু তৃতীয় মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে

ইহা অমোঘ গর্ভস্রাবকারী, কিন্তু তৃতীয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, গর্ভস্রাব পক্ষে ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত নহে। গর্ভের তৃতীয় মাসের পূর্ব্বে সেবিত হইলে সেবনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভকোষের সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ রক্তস্রাব হয় এবং উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভ্রূণ বহির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন এবম্বিধ গর্ভস্রাবে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ঘটায়, এবং নারীর জীবন সংশয় হয়। কিন্তু সচরাচর প্রায়ই কোন বিপদ ঘটে না। ঐ পুস্তকের ৭১৮ পৃষ্ঠায় Chevers পুনরায় বলিয়াছেন বাবু কৈলাস চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিষয়টি আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তিনি বলেন, "টক্ আনারসই" গর্ভস্রাবার্থ উপযুক্ত। কিন্তু তিনি অবগত আছেন যে, একটা স্ত্রীলোক গর্ভস্রাব করণাভিপ্রায়ে প্রায় এক সের পাকা আনারস ভোজন করায়, গর্ভের পরিণতাবস্থায়ও গর্ভস্রাব ঘটিয়াছিল। আনারসে শক্ত আঁশ আছে বলিয়া সেবিত আনারস অন্ত্রের উত্তেজনা জন্মাইয়া থাকে। একটি ইউরোপীয় মহিলার পঞ্চ মাসের গর্ভ, কাঁচা আনারস সেবনে নষ্ট করা হইয়াছিল। গর্ভপাতের পর স্ত্রীলোকটির রক্তাতিসার হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন। এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে অপরিমিত কাঁচা আনারস ভোজনই তাঁহার রক্তাতিসারের কারণ (Dymock, iii 508)।

Fig :—Bot. Mag. t. 1554 ; Rheede, Hort. Mal,. xi, t. 1.
Ref :—B. P., ii, 1052 ; H. S., 614.
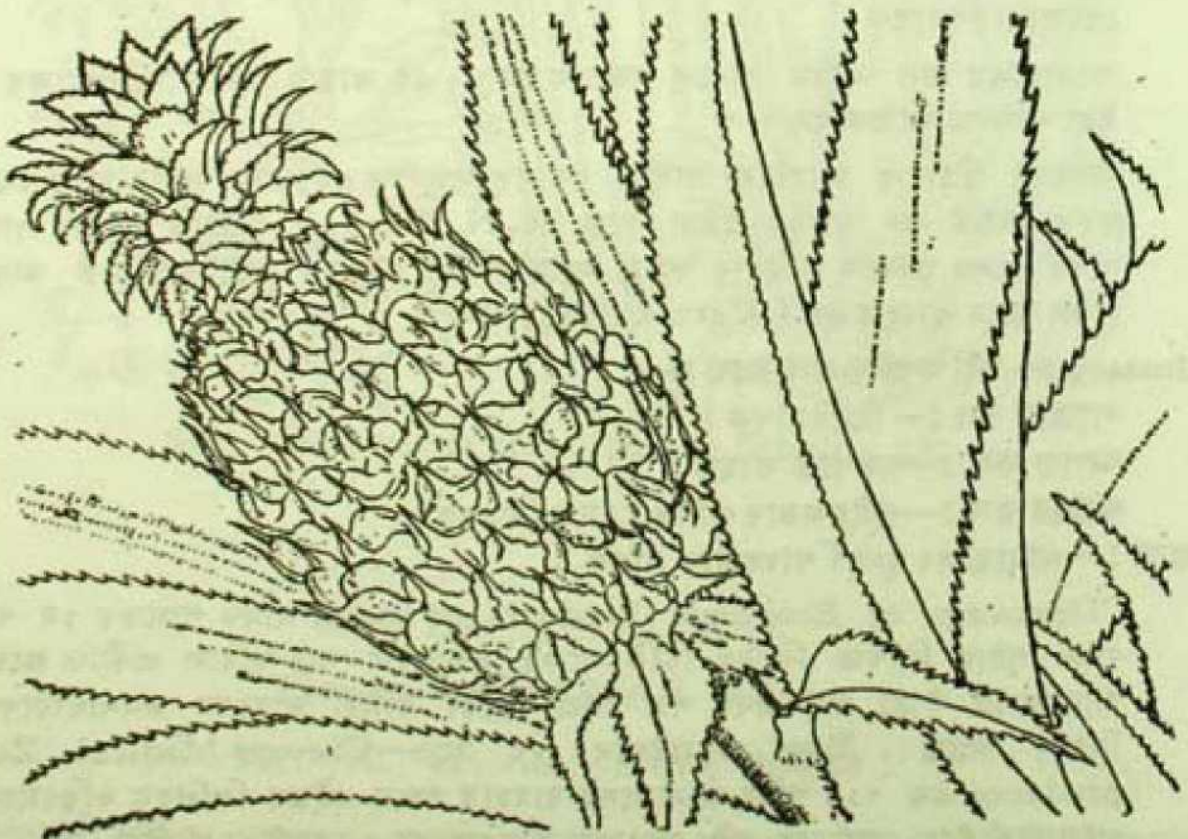
591. Ananas sativus Schult. (আনারস)

CV. IRIDEAE.

Genus—CROCUS Linn.

592. C. sativa Linn. (জাফরাণ)

ভাষানুসারী নাম :—কুঙ্কুম, অগ্নিশিখা—সংস্কৃত ; জাফরাণ—বাংলা ; কেসর, জাফরাণ—হিন্দি ; কুঙ্কুমকেশর—মহারাষ্ট্র ; কেসর—গুজরাট ; কোঙ্কুম্—সিংহুম ; কঙ্কুম—কর্ণাট ; কুঙ্কুমাপু—তামিল ; কুঙ্কুম, কুঙ্কুমপুব—তেলেগু ; জাফ্‌রাণ—আরব ; লরকাসাম—ফ্রান্স।

> জ্ঞেয় কুঙ্কুমমগ্নিশেখরমসৃক্কাশ্মীরজং পীতকং
> কাশ্মীরং রুধিরং বরঞ্চ পিশুনং রক্তং শঠং শোণিতম্।
> বাহ্লীকং ঘুসৃণং বরেণ্যমরুণং কালেয়কং জাগুড়ং
> কান্তং বহ্নিশিখঞ্চ কেসরবরং গৌরং করাঙ্কিরিতম্।
> কুঙ্কমং সুরভি তিক্তকটূষ্ণং কাসবাতকফকণ্ঠরুজাঘ্নম্।
> মূর্ধশূলবিষদোষনাশনং রোচনঞ্চ তনুকান্তিকারকম্।
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কুঙ্কুম, অগ্নিশেখর, অসৃক, কাশ্মীরজ, পীতক, কাশ্মীর, রুধির, বর, পিশুন, রক্ত, শঠ, শোণিত, বাহ্লীক, ঘুসৃণ বরেণ্য, অরুণ, কালেয়ক, জাগুড়, কান্ত, বহ্নিশিখ, কেসর, বর, গৌর,—এই ২২টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কঙ্কুম—সুগন্ধযুক্ত, তিক্ত কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কাস, বায়ু, কফ ও কণ্ঠরোগ নাশক। শিরোরোগ, শূল ও বিষদোষ নাশক, রুচিকর, এবং দেহের কান্তি বর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—আদি বাসস্থান ইউরোপ। কাশ্মীরের অন্তর্গত পামপুরে নিকটবর্ত্তী ভূমি হইতে ৫০ ফুট উচ্চ ভূখণ্ডে চাষ হয়। পারস্য, স্পেন, ও ফ্রান্স দেশে কুঙ্কুমের আবাদ হয়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী গুল্ম। ইহার মূলদেশ হইতে অনেক শিকড় বাহির হয়। পত্র মঞ্জরীর নীচে অতিশয় ঘনভাবে হয়। ফুল ২।১টি একদন্ডে অথবা এক একটি পত্রের সহিত দেখা যায়। ফুলের পুংকেশর ৩টি। ২টি প্রসারিত। বীজকোষ তিনটি কুঠুরি বিশিষ্ট। প্রত্যেক ঘরে অনেক গোলাকার বীজ থাকে। ইহার ফুল শরৎকালে জন্মে। জাফরণের রং উদিত সূর্য্যের ন্যায়। স্ত্রীপুষ্পের শুষ্ক রেণুকেই (Stigma) কুঙ্কুম বলে। পারস্য দেশীয় জাফরণের সহিত কিছু আঠাল দ্রব্য মিশাইয়া মণ্ডাকার করিলেই ব্যবসায়ের জাফরণ হয়। বর্ত্তমানে ইটালী ও ফ্রান্সে ব্যবহারের জন্য জাফরণের চাষ হয়। ইহা অধিক মূল্যবান বলিয়া কখন কখন উহার সহিত গাঁদাফুলের মস্তকস্থ কেশরগুলি ভেজাল দিয়া থাকে। জাফরণের গাছের পরাগ হইতে জাফরণ হয়। জাফরণের গেঁড়গুলি ভূমিতে রোপণ করে এবং অক্টোবর মাসে পরাগ সংগ্রহ করে। ফুলের স্ত্রীকেশর ও

পরাগ হইতে ভাল জাফরণ পাওয়া যায়। ১ আউন্স জাফরণ পাইতে হইলে ৪৩২৮টি ফুল আবশ্যক। Dr. Downes বলেন যে, কাশ্মীরের বাগানে অতি উত্তম জাফরণ জন্মে। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবুরং এর। নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কৃষ্ণবর্ণ। কাশ্মীর দেশজাত কুঙ্কুম উৎকৃষ্ট।

ব্যবহার্য্য অংশ :—স্ত্রীপুষ্পের পরাগ রেণু। মাত্রা কল্ক ১/২–৩ আনা। কাথ-৫ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বৈদ্যকে জাফরণের ব্যবহার।

চরক :—সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঙ্কুম—কিসমিসের কাথের সহিত কুঙ্কুম পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে কুঙ্কুম—যাহার মূত্র বেগ ধারণ জন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে কুঙ্কুমের কাথ পান করাইবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) মূত্রাঘাতে কুঙ্কুম,—উত্তম মধু যত, তাহার অষ্টগুণ শীতল জল লইয়া, একত্র সরবৎ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে যোগ্য মাত্রায় কুঙ্কুমের কল্ক (পিষ্ট কুঙ্কুম) মিশ্রিত করিয়া প্রস্তর বা কাচপাত্রে একরাত্রি স্থাপন করিবে। প্রাতে সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—শিরোরোগে কুঙ্কুম—যে শিরোরোগে অর্দ্ধমস্তকে বেদনা হয় এবং বেলাবৃদ্ধির সহিত বেদনাবর্দ্ধিত হয়, সেই শিরোরোগ নিবৃত্তির জন্য গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত কুঙ্কুম, কুঙ্কুমের সমভাগ চিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য করিবে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জাফরণ উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক ও ঋতুকর। প্রাচীনকালে ইহা রং এর জন্য ব্যবহৃত হইত। জ্বর ও যকৃৎ-বৃদ্ধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা উদরাময় নিবারক ও বালকদের সর্দ্দিতে উপকারী।

প্রাচীনকালের বৈদ্যেরা জাফরাণকে রসায়ন বলিয়া বিধান দিতেন। ইহা ব্যবহারে স্ত্রীলোকদিগকে শীঘ্র প্রসব করাইয়া দেয়। জাফরণ মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের পরাগ :—জ্বর, বিমর্ষতা এবং যকৃত বৃদ্ধিতে উপকারী। উত্তেজক, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধকর, সুগন্ধি, সর্পবিষে উপকারী।

মন্তব্য :—**চরক** শোণিতাস্থাপনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) "রুধির" পাঠ করিয়াছেন। শোনিতস্থাপন শব্দের অর্থ দুষ্টরক্তের শোধক। চক্রপানি লিখিয়াছেন—"শোণিতস্য দুষ্টস্য দুষ্টিম্ অপহৃত্য প্রকৃতৌ শোণিতং স্থাপয়তীতি শোণিতাস্থাপনম্" (আয়ুর্ব্বেদদীপিকা)। **চারক** সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এবং **সৌশ্রুত** উত্তরতন্ত্র ৬৪ অধ্যায়ে ঋতুচর্য্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ঋতুচর্য্যার কুঙ্কুমের উল্লেখ নাই। **বাগ্ভট ও বৃদ্ধবাগ্ভটের**

(অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ) এ ঋতুচর্যার কুঙ্কুমের ব্যবহার লক্ষিত হয়। সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ) কুঙ্কুমের উল্লেখ আছে। চরকে পৃথক পুষ্পবর্গ নাই। শাকবর্গেই যে কয়েকটি পুষ্পের গুণউপদিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বহুকাল হইতে কুঙ্কুম অঙ্গলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

Fig :—Royle, iii, t. 90 ; Bentl & Trim., t. 274.

Ref :—F. B. I., vi, 276 ; Dymock, iii, 453 ; Stewart, Punjab, Pl., 239 ; Boiss., Fl. Orient., v, 100
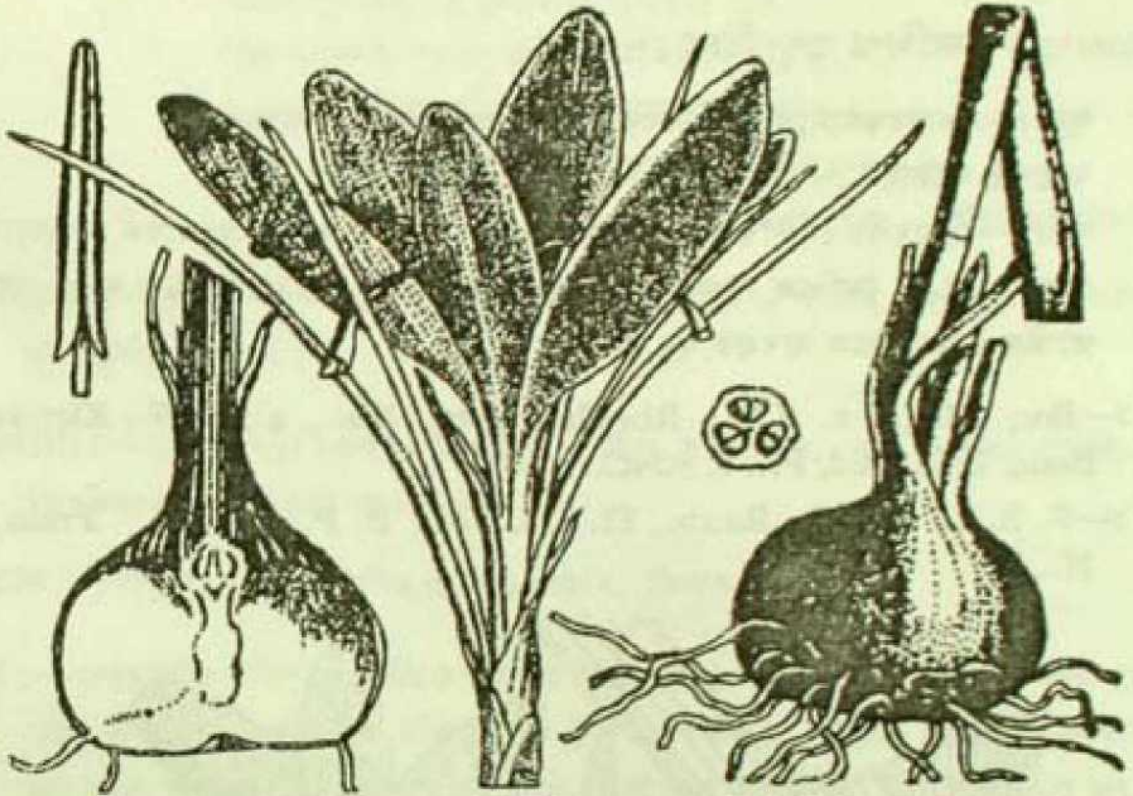
592. Crocus sativus Linn. (জাফরাণ)

Genus—BELAMCANDA Adans.

593. B. chinensis Leman. (দশবাঁই চণ্ডী)

ভাষানুসারী নাম :—দশবাই চণ্ডী, দশবাহু—বাংলা ; সূর্য্যকান্তি—আসাম।

জন্মস্থান :—ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ। বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে।

বর্ণনা :—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সরল ও পত্রময়। পত্র লম্বা ও শিরাবিশিষ্ট। মঞ্জরী পত্র সরু। ফুলের বোঁটা লম্বা। পাপ্ড়িতে টিপ্ টিপ্ দাগ আছে। পাপ্ড়ি ৬টী। পুংকেশর ৬টী। স্ত্রীকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি। বীজ গোলাকার। বীজের ত্বক্ উজ্জ্বল, ভিতরে শাঁস আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—

ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক। বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্যাবস্থায় আনিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা সাধারণতঃ কণ্ঠ ও কণ্ঠনালীর রোগে ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন যে, ইহা মালাবার দেশে সর্পবিষ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। গৃহপালিত পশু বিষাক্ত ঘাস খাইয়া রুগ্ন হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—কোষ্ঠবদ্ধতানাশক। দ্রবকারক। সর্পবিষের প্রতিষেধক।

কাণ্ডের সারাংশ :—অগ্ন্যুদ্দীপক।

কন্দ :—চীনদেশীয় মেটিরিয়া মেডিকাতে—ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ বলিয়া লেখা আছে। টন্‌সিলে উপকারী। বক্ষঃ ও যকৃৎ প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন জাতীয় ঔষধের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Bot, Mag., t. 171; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 37 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 954C.

Ref :—F. B. I., vi. 277 ; Roxb., Fl. I. i. 174 ; B. P., ii, 1056 ; Prain, H. H., 287.

593. Belamcanda chinensis Leman. (দশবাইচণ্ডী)

Genus—IRIS Linn.

594. I. nepalensis Don. (কুড়জাতীয়)

ভাষানুসারী নাম :—পুষ্করমূল—সংস্কৃত ; কুড়বিশেষ—বাংলা ; পাতাল পদ্মিনী—কাশ্মীর ; পোহরকমূল—হিন্দি ; চিলুচি, সোসান—পাঞ্জাব ; পুষ্কর—তেলেগু ; পোকা মূল—গুজরাট ; পুষ্করমূল—মহারাষ্ট্র ; পুষ্করমূল—কর্ণাট।

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করন্তু তৎ।
পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠ ভেদমিমং জগু ॥
পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শোথারুচি শ্বাসান বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কুড়বিশেষকে পুষ্কর মূল বলে। পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর—এইগুলি পুষ্করমূলের নামান্তর।

গুণপর্য্যায় :—পুষ্কর—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য। ইহা বাত, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস বিশেষতঃ পার্শ্বশূল বিনষ্ট করে।

জন্মস্থান :—পশ্চিম ও পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ, পাঞ্জাব, তিব্বত।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। মাটিতে গড়াইয়া জন্মে, মাংসল, শিকড় আলুর মত মোটা, কাণ্ড ½-১ ফুট। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি বিস্তৃত। উহাতে বিন্দু বিন্দু বেগুনে রং এর রেখা আছে। স্ত্রী-কেশর দণ্ড ১ ইঞ্চি, বীজকোষ লম্বাকৃতি। আগষ্ট মাসে ফুল হয়। এক মাস পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :- ইহার মূল Costus এর তুল্য। হিন্দু ও অপরাপর বৈদ্যেরা ইহাকে Costus বা কুড় বলে। মুসলমান হেকিমদের মতে ইহার মূল বিরেচক, মূত্রকর ও পিত্তজনক রোগে হিতকর। ইহা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ব্রণে প্রলেপ দেয়। এই গাছ কাশ্মীরে চাষ হয়। পাঞ্জাবের কবরস্থানে চওড়া পত্র বিশিষ্ট গাছ দেখা যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিবর্দ্ধক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক, প্রস্রাবকারক। যকৃৎপ্রদাহে উপকারী। ছোট ছোট ঘায়ে এবং চর্ম্মস্ফোটকে উপকারী।

Fig.—Pl. As. Rar., i, 77, t. 86 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 955.
Ref.—F. B. I., vi, 273 ; Royle, Ill., 372
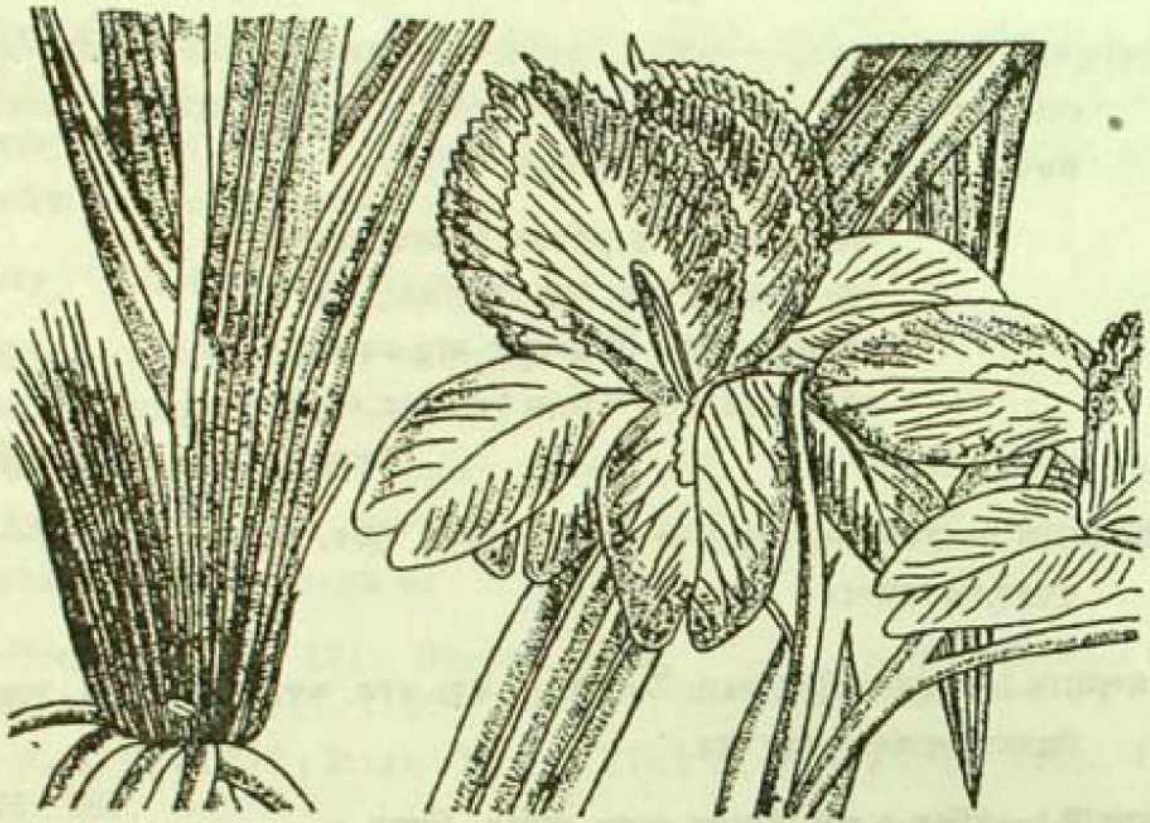
594. Iris nepalensis Don. (কুড়আতীষ)

C VI. AMARYLLIDACEAE.

Genus :—CURCULIGO Gaertn.

595. C. orchioides Gaertn. (তালমূলী)

ভাষানুসারী নাম :—মূসলী, সুবহা—সংস্কৃত ; তালমূলী—বাংলা ; কৃষ্ণমূসলী—হিন্দি ; মূসলী কন্দ—কাশ্মীর ; মূসলী কন্দ—দাক্ষিণাত্য ; নেলগ—কর্ণাট ; নেলতাদি, নিলপ্রশিগড্ডলু—তেলেগু ।

মূসলী তালমূলী চ সুবহা তালমূলিকা ।
গোধাপদী হেমপুষ্পী ভূতালী দীর্ঘকন্দিকা ॥
মূসলী মধুরা শীতা বৃষ্যা পুষ্টিবলপ্রদা ।
পিচ্ছিলা কফদা পিত্ত-দাহশ্রমহরা পরা ॥

মুসলী স্যাদ্বিধা প্রোক্তা শ্বেতা চাপরসংজ্ঞকা।
শ্বেতা স্বল্পগুণোপেতা অপরা চ রসায়নী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মুসলী, তালমূলী, সুবহা, তালমূলিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘ-কন্দিকা—এইগুলি নাম। মুসলী দুইপ্রকার—শ্বেত ও অপর বা কৃষ্ণবর্ণ।

গুণপর্য্যায় :—মুসলী-মধুর রস, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলকারক, পিচ্ছিল। কফকারক, পিত্তদোষ, দাহ ও শ্রমনাশক। শ্বেত মুসলী অল্প গুণান্বিত, কৃষ্ণমুসলী রসায়ন।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ, ছোটনাগপুর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমিতে ও জলের ধারে ও বাঁশ বাগিচায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ্। মূলদেশ শক্ত, তাহাতে নরম সরু সরু মূল থাকে। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র। পত্র ৬—১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া। ঘাসের পাতার ন্যায় অগ্রভাগ সরু। উহাতে ৫টি শিরা আছে। পত্রের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিলে কখন কখন শিকড় বাহির হয়। পুষ্প মঞ্জরী এবং গর্ভকোষ পত্রের মধ্যে লুকায়িত থাকে। মঞ্জরীর দণ্ডটি চেপ্টা। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ। পুংকেশর ছোট। গর্ভাশয় ৫—৮ ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বাকৃতি, ½ ইঞ্চি। বীজ ১-৪টি থাকে। বীজের ত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছের রং সোনার ন্যায় বলিয়া হেমপুষ্পী বলে। বাজারে যে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মুসলী বিক্রয় হয়, উহা দুইটি ভিন্ন গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। বোম্বে বাজারে যে শ্বেত মুসলী বিক্রয় হয় উহা Asparagus adscendens গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। Dr. Dutta বলেন যে শতমূলী (A. racemosus)-এর শিকড় কখন কখন বাজারে শ্বেত মুসলী বলিয়া বিক্রীত হয়। Aneilema tuberosum. A. sarmentosus গাছের মূলকে বাজারে সিয়ামুসল বা শ্বেত মুসলী বলিয়া বিক্রীত হয়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শ্বেত মুসলী যে কি তাহা এখনও বিশেষরূপে স্থির হয় নাই। বাঙলায় যে মুসলী বিক্রয় হয়, উহা A. adscendens গাছের মূল। এই উদ্ভিদে কাঁটা আছে। উহা রোহিলখণ্ড, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর জন্মায়। ইহা শুষ্ক অবস্থায় পাকান ৩।৪ অঙ্গুলী লম্বা। জলে ভিজাইলে ফুলিয়া ওঠে। বাঙলাদেশে ছায়াযুক্ত আর্দ্র ভূমিতে অতি ছোট তাল চারার ন্যায় যে গাছ দেখা যায় তাহাকে কৃষ্ণ তালমূলী বলে। ইহার কন্দের উপরি-

ভাগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তর ভাগ শ্বেতবর্ণ। Dr. Ainslie বলেন ইহা আলুর মত কোঁকড়ান, ৪ ইঁকি লম্বা ও তিক্ত।

ব্যবহার্য্য অংশ :— মূল। মাত্রা ১ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মুসলীর ফল কফাদির সংশোধক, বলকারক, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ ও শারীরিক দুর্বলতার হিতকর। ইহা গণোরিয়া ও বাধকের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu, Met, Med, Pharm, Ind.)

ত্রিবাংকুর দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার মূল বাধক ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহার করেন। (Dymock, iii, 462)।

রসায়নের জন্য মুসলী ব্যবহার করিতে হইলে, দুই বৎসরের গাছের মূল সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর উহা গুঁড়া করিয়া ১৮০ গ্রেণ মাত্রায় দুধ কিংবা জলের সহিত মিশাইয়া আঠার ন্যায় করিয়া ক্রমাগত ৪০ দিন সেবন করিবে। সেবনকালে মানসিক ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে।

মুসলীর কন্দ ও সোমরাজের চূর্ণ সমভাগে জলের সহিত সেবন করিলে বধিরতা আরাম হয়। তালমূলীর কন্দ ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতমূলী (Asparagus racemosus) ও মুণ্ডমুণ্ডির (Sphaeranthus indicus) শিকড়, গুলঞ্চ ও পলাশ (Butea frondosa) বীজ এবং তালমূলীর কন্দ সমপরিমাণ চূর্ণ করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ মধু বা গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধাবস্থা জনিত দুর্বলতা ও কফ দূর হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরও দেবতার ন্যায় সুন্দর আকৃতি হয় এবং সেই ব্যক্তি জরামরণ বর্জিত হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—অর্শ, কামলা, হাঁপানি, উদরাময় ও গণোরিয়ায় উপকারী। তিক্তোকারক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, কামোদ্দীপক, চুলকানি ও যে কোন প্রকার চর্মরোগে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig:—Wight, lc., t. 2043 ; Roxb., Cor. Pl. i, t, 13 ; Bot. Mag., t, 1076 ; Rheede, Hort, Mal,. xii, t, 59.

Ref :—F, B. I., vi, 279 ; Roxb., F, I. ii. 144 ; B. P., ii, 1059,
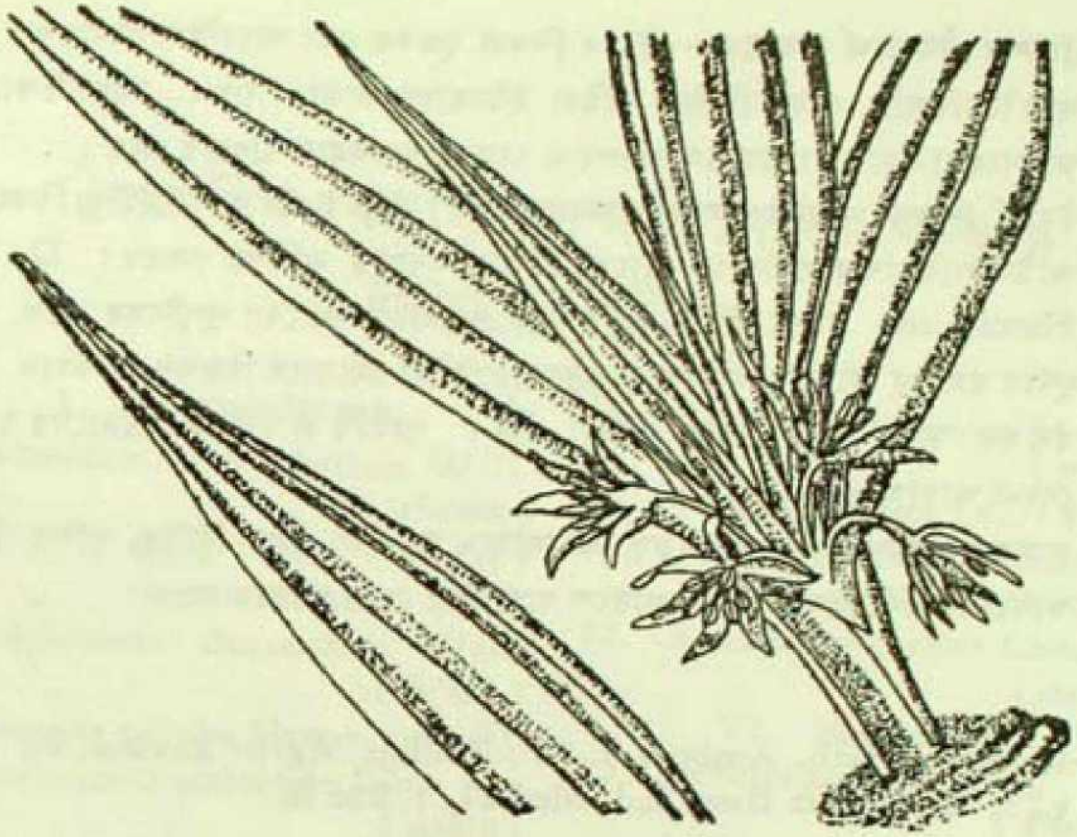
595. Curculigo orchioides Gaertn. (তালমূলী)

Genus—AGAVE Linn.

596. A. cantvla Roxb. (মূর্গা)

ভাষানুসারী নাম :—মূর্গা—সংস্কৃত ; মুরগা, বিলাতী আনারস—বাংলা ; বনস্ কেওড়া—হিন্দি ; রক্ষিমাতালু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান আমেরিকা। বঙ্গদেশে বহু স্থানে জমিতে, পতিত জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বর্ণনা :—পত্র লম্বা, গুঁড়ির চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে। দেখিতে সবুজবর্ণ, উহাতে শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ আছে। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা। অগ্রভাগ বক্র ও ছুঁচালো। কিনারায় শক্ত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ কাঁটা আছে। পত্রগুচ্ছের মধ্য হইতে লম্বা বাঁশের মত পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুংকেশর নেবু রং বা পীতবর্ণ বিশিষ্ট। স্ত্রী কেশর সরু ও ৩টি ভাগে বিভক্ত। বীজকোষ লম্বা ও গোলাকার। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় মূত্রকর এবং গণোরিয়া নিবারক। ইহা সার্সাপেরিলার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইউরোপে চালান যায়। আমেরিকাদেশীয় ডাক্তারেরা ইহার পাতার রস বলপ্রদ ও ধাতুর শোধকরূপে ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Ross বলেন ইহার শিকড়ের ৪ আউন্স পরিমাণ কাথ উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। Dr. R. F. Hutchinson বলেন, ইহার বড় পাতার পাতলা টুকরা বেশ পুলটিসের কাজ করে। মূর্গার রস মৃদু বিরেচক, মূত্রকর ও ঋতুকর। ইহা চর্মরোগে হিতকর। ইহার টাটকা রস ক্ষত স্থানে দিলে বেদনা কমিয়া যায়। পাতার ও কাণ্ডের নিম্নভাগের রস দাঁত বেদনা আরাম করে।

পত্রের মণ্ড চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় এবং উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে গণোরিয়া রোগ আরাম হয়।

Fig—Rhumph, Herb. Ambo v. t. 94 ; Philipp. Agric. Review, vi, No.4, t.13; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 956 B.

Ref—F.B.I., vi, 277 ; Roxb., F.I., ii, 167 ; B.P., ii 1057 ; Prain, H.H., 287.
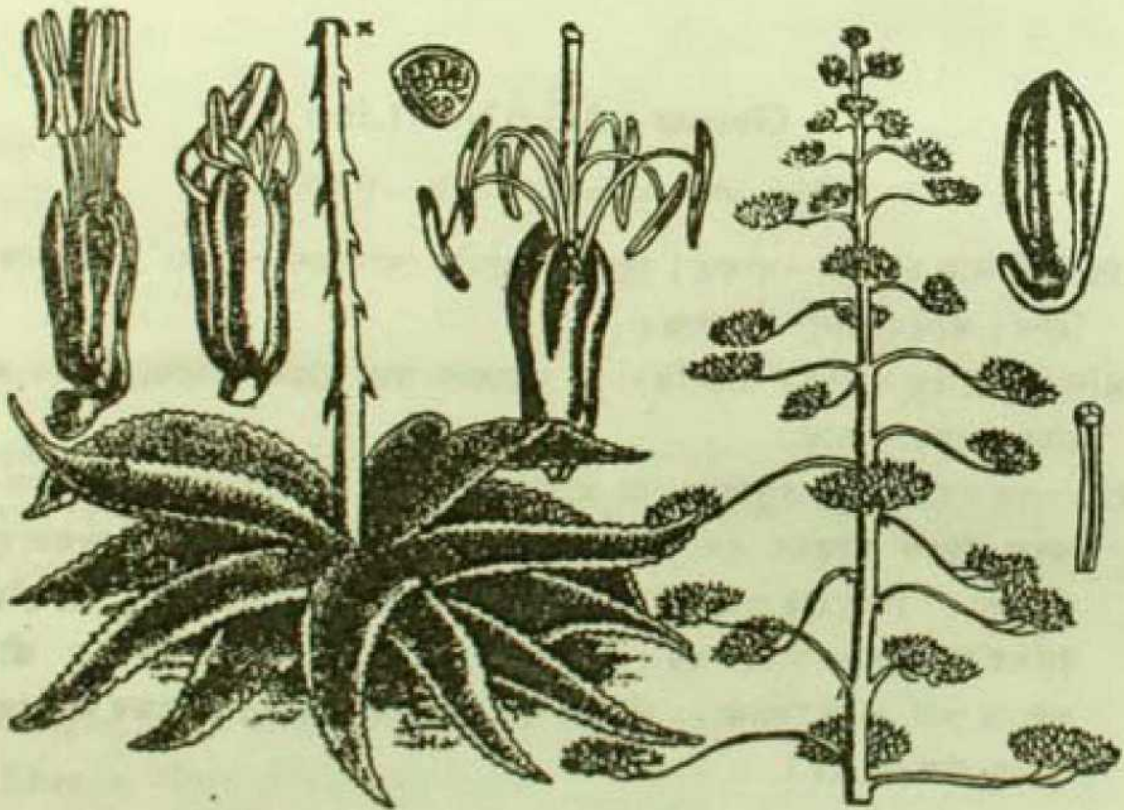
596. Agave cantvla Roxb.(মূর্গা)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

I. Ranunculaceae.

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
2. ,, ferox Wall. (কাঠবিষ)
3. ,, napellus Linn. (,,)
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্বিষি)
5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)
6. Ranunculus sceleratus Linn. (কাণ্ডীর)
7. Naravelia zeylanica DC. (ছাগল বাটী)
8. Nirella sativa Linn. (কালজীরা)
9. Paeonia emodi Wall. (চন্দ্রা)

II. Dilleniaceae.

10. Dillenia indica Linn. (চালতা)

III. Magnoliaceae.

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ভুঁইচাঁপা)
12. Michelia champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

IV. Anonaceae.

13. Annona squamosa Linn. (আতা)
14. ,, reticulata Linn. (নোনা)
15. Polyalthia (Sonnerat Thwaites.) Longifolia Benth. (দেবদারু)

V. Menispermaceae.

16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)
18. Tinospora cordifolia Miers. (গুলঞ্চ)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগুলঞ্চ)
20. Cocculus villosus DC. (হয়ের)
21. Tiliacora acuminata (Lamk) Miers. (তিলিয়াকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae.

23. Berberis asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)
24. Podophyllum emodi Wall. (পাপরা, হংসপদী)

VII. Nymphaeaceae.

25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)
27. Nelumbium nucifera Gaertn. (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae.

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
29. Argemone mexicana Linn. (শিয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae.

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুলফা)

X. Cruciferae.

31. Brassica campestris Linn. Var. Sarson. (শ্বেত সরিষা)
32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. Capparideae.

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটাগুড়কামাই)

35. Capparis horrida Linn. (বাঘনাই)
36. ,, zeylanica Linn. (কালকেরা)
37. Cleome viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)
38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
39. Gynandropsis pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

XII. Violaceae.

40. Ionidium suffruticosum Ging. (হুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41. Bixa orellana Linn. (লট্কন্)
42. Flacourtia indica (Burn. f) Merr. (বৈঁচ)
43. ,, jangomas (Lour) Raeusch. (পানিয়ালা)
44. ,, sepiaria Roxb. (বৈঁচ)
45. Taraktogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)
46. Gynocardia odorata R. Br. (,,)
47. Hydnocarpus laurifolia(Dennst) Sleumer. (প্রকৃত ,,)

XIV. Polygalaceae.

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাড়ু
49. ,, crotalarioides Buch Ham. en.-DC. (নীলকন্ঠি)

XV. Caryophyllaceae.

50. Saponaria vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae.

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় হুনিয়া)
52. ,, quadrifida Linn, (ছোট ,,)

XVII. Tamariscineae.

53. Tamarix gallica Linn. (বড় ঝাউ)
54. „ dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Guttiferae.

55. Calophyllum inopbyllum Linn. (পুন্নাগ)
56. Garcinia mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)
57. ,, xanthochymus Hook.f. (তমাল)
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
59. Ochrocarpus longifolius Benth. & Hook. f. (নাগকেশর)

XIX. Ternstroemiaceae.

60. Schima wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

XX. Dipterocarpeae.

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গর্জ্জন)
62. ,, incanus Roxb. (গর্জ্জন)
63. ,, alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)
64. Shorea robusta Gaertn. f. (শাল)

XXI. Malvaceae.

65. Abutilon indicum (Linn) Sweet emend Hochr (পেটারী)
66. Abutilon avicennae Gaertn. (জয়া বা জয়ন্তী)
67. Eriodendron anfractuosum DC. (শ্বেত শিমুল)
68. Salmalia malabaricum (DC.) Schott & Endl. (রক্ত শিমুল, লাল শিমুল)
69. Gossypium herbaceum Linn. (কার্পাস)
70. Hibiscus abelmoschus Linn. (লতাকস্তরী)
71. ,, esculentus Linn. (ঢেঁড়স)
72. ,, rosa-sinensis Linn. (জবা)
73 ,, cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)
75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)

76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ্ আম্‌লি)
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)
79. ,, rhombifolia Linn. emerd Mast. (পীত বেড়েলা)
80. ,, rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
81. ,, veronicaefolia Lamk. (জেঁাকা)
82. ,, spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae.

83. Abroma augusta Linn. (ওলট কম্বল)
84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরেমণি, দোপাটি)
85. Helicteres isora Linn. (আঁতমোর৷)
86. Pterospermum acerifolium Willd. কনকচাঁপা)
87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচকুন্দচাঁপা)
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae.

89. Corchorus capsularis Linn. (পাট, ঘি নালতে পাট)
90. ,, olitorius Linn. (পাট)
91. Grewia asiatica Linn. (ফল্‌সা)
92. Triumfetta bartramia Linn. (বনওকড়া)

XXIV. Linaceae.

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

XXV. Malpighiaceae

94. Hiptage madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae.

95. Tribulus terrestris Linn.(গোক্ষুর)

XXVII. Geraniaceae.

96. Averrhoa bilimbi Linn. (বিলিম্বি)
97. ,, carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
98. Biophytum sensitivum DC. (বননারাঙ্গা)
99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)
100. Impatiens balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. Rutaceae.

101. Aegle marmelos Corr. (বেল)
102. Atalantia monophylla Corr. (আত্তবীজাম্বীর)
103. Citrus medica Linn. var. typica (বেগপুরা)
104. ,, medica Linn. var. imonum (কর্ণনেবু)
105. ,, medica Linn. var. Acida (পাতি বা কাগজী নেবু)
106. ,, medica Linn. Var. Limetta. (মিঠানেবু)
107. ,, aurantium Linn. (কমলা নেবু)
108. ,, decumana Linn. (বাতাবী নেবু)
109. Feronia limonia (Linn.) Swingle. (কয়েতবেল)
110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)
111. Murraya paniculata (Linn.) Jack. (কামিনী)
112. ,, koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)
113. Peganum harmala Linn. (ইশবীথ)
114. Zanthoxylun alatum Roxb. (নেপালী ধনে)
115. Toddalia asiatica (Linn) Lamk. (কাঞ্চন বা দাহন)
116. Luvunga scandens Buch. Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. Simarubaceae.

117. Balanites roxburghii Planch. (হিঙ্গন)
118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

XXX. Burseraceae.

119. Boswellia serrata Roxb. (শালই, লুবান)
120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae.

121. Aglaia roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)
122. Melia azadirachta indica. A. Juss. (নিম্ব)
123. ,, azedarach Linn. (ঘোড়ানিম্ব)
124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর লাত্ মী)
125. Aphanamixis polystachya (Wall) Parker. (রোহিতক, তিক্তরাজ)
126. Soymida febrifuga A. Juss. (রোহণ)
127. Cedrela toona Roxb. (তুন)
128. Chickrassia tabularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII. Olaciceae.

129. Olax scandens Roxb.(ককোআরু)

XXXIII. Celastraceae.

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

XXXIV. Rhamnaceae.

131. Ventilago madraspatana Gaertn. (রক্তপীট)
132. ,, denticulata Var. calyculata King. (রক্তপীট)
133. Zizyphus oenoplia Mill. (সেয়াকুল)
134. ,, jujula Lamk. (কুল)

XXXV. Vitaceae.

135. Leea crispa Linn. (বনচালিতা)
136. ,, macrophylla Roxb. (ঢোল সমুদ্র)
137. Leea indica (Burm) Merr. (কুকুরজিহ্বা)
138. ,, aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)
139. Cissus quadrangularis Linn. (হাড় জোড়া)
140. Vitis pedata (Vahl-ex-Wall) Gagnep. (গোয়ালে লতা)
141. ,, trifolia Cayratia carnosa Gagnep. (আমললতা)
142. ,, vinifera Linn. (আঙ্গুর)

XXXVI. Sapindaceae.

143. Cardiospermum halicacabum Linn. (লতাফট্‌কী)
144. Schleichera trijuga Willd Linn. (কুসুম)
145. Sapindus trifoliatus Hiern (in part) Linn. (বড় রিঠা)
146. ,, mukorossi Gaertn. (ছোট রিঠা)
147. Nephelium litchi Camb. (লিচু)
148. ,, longana Camb. (আঁশফল)

XXXVII. Anacardiaceae.

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)
150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)
151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)
152. Mangifera indica Linn. (আম্র)
153. Odina Woodier Roxb. (জিওল) —Lannea coromandelica (Houtt) Merr.
154. Buchanania latifolia Roxb. —lanzan Spreng. (চিরঞ্জি)
155. Semecarpus anacardium Linn. (ভেলা)
156. Spondias mangifera Willd. (আমড়া)

XXXVIII. Moringaceae.

157. Moringa pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

XXXIX. Fabaceae.

158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)
159. ,, verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রক্তন)
162. Acacia arabica Willd. (বাবলা)
163. ,, catechu Willd (খদির)
164. ,, farnesiana Willd. (গুয়ে বাবলা)
165. ,, suma Buch. Ham. (সমী, শাইকাঁটা)
166. ,, tomentosa Willd. (সালশাইবাবলা)
167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)
168. ,, amara Boivin. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা, দুরালভা)
170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)
171. Butea monosperma (Lamk) Taub. (পলাশ)
172. ,, superba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Bauhinia variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. ,, purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)
175. ,, racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. Bauhinia Vahlii W & A. (চেহর)
177. ,, tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)
178. Cajanus Cajan (Linn) Millsp. C. indicus Spreng. (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
180. ,, occidentalis Linn. (বড় কালকেসেন্দা)
181. ,, sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)
182. ,, tora Linn. (চাকুন্দে)
183. ,, alata Linn. (দাদমর্দ্দন)
184. ,, angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)
187. Dalbergia sissoo Roxb-ex DC. (শিশু)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপানি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুর্ত্তিকলাই)
191. ,, lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Entada scandens Benth. (গিলাগাছ)

194. Lens Gren & Godr. esuclenta Moench, (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk. (পালতেমাদার)
196. Indigofera linifolia Retz. (ভাঙ্গাড়া)
197. ,, tinctoria Linn. (নীল)
198. Lathyrus sativus Linn. (খেসারী)
199. Melilotus indica All. (বনমেথি)
200. Ougeinia dalbergiodes Benth. (তিনিশ)
201. Mimosa pudica Linn. (লজ্জাবতী)
202. ,, rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)
203. Mucuna prurita Hook. pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait. (মুগানী)
205. ,, mungo Linn. (মুগ)
206, ,, ,, ,, Var. Roxburghii Author. (মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn. (কাবুলি মটর)
208. Pongamia glabra Vent. (ডহরকরঞ্জ)
209. Prosopis specigera Linn. (শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn. (হাকুচ, বুচ্‌কি)
211. Pterocarpus santalinus Linn. (রক্তচন্দন)
212. ,, marsupium Roxb. (পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptiaca Pers. (জয়ন্তী)
215. Sesbania grandiflora (Linn) Pers. (বাসনা, বক)
216. Tephrosia purpurea (Linn.) Pers. (বননীল)
217. ,, Villosa Pers. (শ্বেত বননীল)
218. Teramnus Sw. labialis Spreng. (মাষাণী)
219. Trigonella foenum graecum Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indica Linn. (তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza Tourn ex. glabra Linn. (যষ্টিমধু)
222. Caesalpinia bonducella Linn. Crista Linn. (নাটা)
223. ,, sappan Linn. (বকম্)
224. ,, pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)
225. ,, digyna Rottl. (অমলকুঁচি)
226. ,, coriaria Willd. (টৌরী)
227. Uraria lagopoides DC. (চাকুলিয়া)
228. ,, picta Jacq. Desv. (শঙ্করজটা)
229. Astragalus (Tourn, ex-Linn.) gummifer Labill. (কটিলা)

XL. Rosaceae.

230. Prunus Communis Huds Var. insititia Hook. f. (আলুবোখ্‌রা)
231. ,, puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill. (গোলাপ)
233. Cydonia vulgaris Pers. (বিহিদানা

XLI. Crasulaceae.

234. Broyphyllum calycinum Salisb
B. pinnatum (Lamk) Oken.
(পাথরকুচি)

235. Kalanchoe laciniata DC.
(হিমসাগর)

XLII. Droseraceae.

236. Drosera burmanni Vahl.
(মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae.

237. Rhizophora mucronata Lamk.
(খামো)

238. Kandelia rheedii W. & A.
K. candel (Linn) Druce.
(গেরিয়া)

XLIV. Combretaceae.

239. Terminalia arjuna Bedd.
(অর্জুন)

240. ,, belerica Retz. (বহেড়া)

241. ,, catappa Linn. (বাদাম)

242. ,, chebula Retz.
(হরীতকী)

243. ,, tomentosa Bedd.
(অসন)

244. Anogeissus latifolia Wall.
(দাওয়া)

245. Quisqualis indica Linn.
(রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae.

246. Barringtonia acutangula
gaertn. (হিজ্জল)

247. ,, racemosa Bl. (সমুদ্র ফল)

248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)

249. Eugenia jambolana Linn.
(কালজাম)

250. ,, jambos Linn.
(গোলাপজাম)

251. ,, caryophyllata
Thunb. (লবঙ্গ)

252. Myrtus communis Linn.
(বিলাতী মেন্দী)

253. Melaleuca leucadendron
Linn. (কাজুপটি)

254. Psidium guayava Linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae.

255. Memecylon edule Roxb.
(বহে অঞ্জন)

XLVII Lythraceae.

256. Ammannia baccifera Linn.
(দাদমারি)

257. Lawsonia alba Lamk.
(মেহেন্দী)

258. Woodfordia floribunda Salisb.
W. fruticosa (Linn) Kurz.
(ধাইফুল)

259. Lagerstroemia flos-reginae
Retz. Speciosa (Linn) Pers.
(জারুল)

260. Punica granatum Linn.
(দাড়িম)

XLVIII. Onagraceae.

261. Jussiaea suffruticosa Linn.
(বন লবঙ্গ)

262. ,, repens Linn.
(কেশরদাম)

263. Trapa bispinosa Roxb.
(পানিফল)

XLIX. Samydaceae.

264. Casearia tomentosa Roxb.
C. elliptia Willd (চিল্লা)

L. Passifloraceae.

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. Cucurbitaceae.

266. Trichosanthes palmata Roxb.
T. bracteata (Lamk) Voigt
(মাকাল)

267. ,, Cordata Roxb.
(ভুঁইকুমড়া)

268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)
269. ,, auguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. ,, cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)
273. ,, amara Roxb. (ঘোষালতা)
274. ,, aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)
276. Bryonopsis Bryonia laciniosa (Linn) Naud. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. C. Cordifolia (Linn) Cogn. (তেলাকুচা)
278. Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা)
279. ,, vulgaris Schrad. (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)
281. ,, sativus Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)
283. ,, pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)
284. Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)
285. ,, charantia Linn. (করলা)
286. ,, dioica Roxb. (ধারকরলা)
287. Mukia scabrella Arn. (আগমুখী)
288. Zehneria umbellata Thw. (কুন্দারী)

LII. Cacteae.

289. Opuntia Tourn-ex Mill dillenii Haw. (ফণিমনসা)

LIII. Ficoideae

290. Trianthema monogyna Linn. T. portulaçastrum Linn (সাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbelliferеae

292. Hydrocotyle (Tourn) Linn. asiatica Linn (থুলকুড়ি) C. asiatica (Linn) Urban.
293. Cuminum (Tourn) Linn. C. cyminum Linn. (জীরা)
294. Carum Rupp. ex-Linn. copticun Benth. (জোয়ান)
295. ,, roxburghianum Benth. (রাঁধুনি)
296. Coriandrum (Tourn) sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus (Tourn) carota Linn. (গাজর)
298. Ferula Tourn. ex Linn. foetida Regel. (হিঙ্গু)
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301. Peucedanum sowa Kurz. (শলুফা)

LV. Cornaceae

302. Alangium lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae

303. Anthocephalus. A. RICH. cadamba Miq. (কদম্ব)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina salisb cordifolia Ben th & Hook. (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)
306. Ixora parviflora Vahl. (গান্ধালরঙ্গন)
307. ,, coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes (ইপিকাক)
310. Ophiorrhiza mungos Linn. (গন্ধ নাকুলি)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

Genus—Mussaenda Linn.
311. M. frondosa Linn. (নাগবল্লী)
Genus—Paederia Linn.
312. P. foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)
Genus—Pavetta Linn.
313. P. indica Linn. (কুকুরচূড়া)
Genus—Randia Linn.
314. R. dumetorum Lamk. (মদনফল)
315. R. uliginosa DC. (পিরআলু)
Genus—Rubia Linn.
316. R. cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)
Genus—Vangueria Juss.
317. V. spinosa Roxb. (ময়না)
Genus—Morinda Linn.
318. M. citrifolia Linn. (আচ)
Genus—Hymenodictyon-Wall.
319. H. excelsum Wall. (কুকুরকট)

LVII Valerianeae

Genus—Nardostachys DC.
320. N. jatamansi DC. (জটামাংসী)
Genus—Valeriana Linn.
321. V. hardwickii Wall. (টগর)
322. V. officinalis Linn. (কালবালা)

LVIII. Compositae.

Genus—Vernonia Schreb.
323. V. cinerea Less. (ছোটকুকসিমা)
324. V. anthelmintica Willd. (সোমরাজ, হাকুচ)
Genus--Elephantopus Linn.
325. E. scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামদলন)
Genus—Grangea Forsk.
326. G. maderaspatana Poir. (নামুতি)
Genus—Eupatorium Linn.
327. E. ayapana Vent. (আয়াপান)
E. triplinerve Vahl.
Genus—Blumea DC.
328. B. lacera DC. (কুকসিম্)
Genus—Anacyclus Linn.
329. A. pyrethrum DC. (আকরকরা)
Genus—Artemisia Linn.
330. A. vulgaris Linn. (নাগদমনী)
Genus—Carthamus Linn
331. C. tinctorius Linn. (কুসুমফুল)
Genus—Chrysanthemum Linn.
332. C. coronarium Linn. (গুলচিনি)
Genus—Eclipta Linn.
333. E. alba Hassk. (কেশুরিয়া)
E. prostrata (Roxb.)
Genus—Enhydra Lour.
334. E. fluctuans Lour. (হিংচা)
Genus—Guizotia Cass.
335. G. abyssynica Cass. (রামতিল)
Genus—Saussurea DC.
336. S. lappa C. B. Clarke. (কুড়)
Genus—Xanthium Linn.
337. X. strumarium Linn. (বনওকড়া)
Genus—Wedelia Jacq.
338. W. calendulacea Less. (ভীমরাজ ভৃঙ্গরাজ)
Genus—Sphaeranthus Linn.
339. S. indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া, মুণ্ডী)
Genus—Tagetes Linn.
340. T. erecta Linn. (গেঁদাফুল)

Genus—Centipeda Lour.
341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)
C. minima (Linn.) A. Br. et. Aschers.
Genus—Sonchus Linn.
342. S. arvensis Linn. (বনপালং)

LIX. Plumbaginaceae.

Genus—Plumbago Linn.
343. P. zeylanica Linn. (চিতা)
344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)
P. indica Linn.

LX. Myrsinaceae.

Genus—Embelia Burm.
345. E. ribes Burm. f. (বিড়ঙ্গ)

LXI. Sapotaceae.

Genus—Achras Linn.
346. A. sapota Linn. (সপেটা)
Genus—Bassia Linn.
347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)
348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)
Genus—Mimusops Linn.
349. M. elengi Linn. (বকুল)
350. M. Kauki Linn. (খিরনী)
Manilkara Kauki Dub.
351. M. hexandra (Roxb) Dub. (ক্ষীরখেজুর)

LXII. Ebenaceae.

Genus—Diospyros Pers.
352. D. embryopteris Pers. (গাব)
D. peregrina Gurke.

LXIII. Styraceae.

Genus—Symplocos Roxb.
353. S. racemosa Roxb. (লোধ)
Genus—Styrax Dryand.
354. S. benzoin Dryand. (লবান)

LXIV. Oleaceae.

Genus—Jasminum Linn.
355. J. arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)
356. J. grandiflorum Linn. (জাঁতি)
357. J. sambac Ait. (বেল)
358. J. pubescens Willd. (কুন্দ)
359. J. humile Linn. (স্বর্ণযুঁই)
Genus—Nyctanthes Linn.
360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)
Genus—Schrebera Roxb.
361. S. swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

LXV. Salvadoraceae.

Genus—Azima Lamk.
362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাছি)
Genus—Salvadora Linn.
363. S. persica Linn. (পিলু)

LXVI. Apocynaceae.

Genus—Carissa Linn.
364. C. carandas Linn. (করমচা)
Genus—Aganosma G. Don.
365. A. caryophyllata G. Don.
A. dichotoma (Roth) K. Schum (গন্ধমালতী)
Genus—Alstonia R. Br.
366. A. scholaris R. Br. (ছাতিম)
Genus—Ichnocarpus. R. Br.
367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)
Genus—Holarrhena R. Br.
368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)
Genus—Rauwolfia Benth.
369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)
Genus—Nerium Soland.
370. N. Odorum Soland. (করবী)
N. indicum Mill.
Genus—Wrightia R. Br.
371. W. tomentosa Roem and Schult. (দুধকরবী)
372. W. tinctoria R. Br. (ইন্দ্রযব)
Genus—Thevetia Juss.
373. T. neriifolia Juss. (কলকেফুল)
T. peruviana (Pers.) Schum.
Genus—Vallaris Spreng.
374. V. heynei Spreng. (হাপরমালী)
V. solanacea O. Ktze.

Genus—Plumeria Linn.

375. P. acutifolia Poir. (গরুড় চাঁপা)
P. rubra Linn. Var. acutifolia Bauley.

Genus—Tabernaemontona R. Br.

376. T. coronaria. R. Br. (টগর)
Ervatamia coronária Stapf.

LXVII Asclepiadaceae.

Genus—Dregea Benth.

377. D. volubilis Benth. (নাকচিকনী)

Genus—Calotropis R. Br.

378. C. gigantia R. Br. (বড়আকন্দ)
379. C. procera R. Br. (শ্বেতআকন্দ)

Genus—Pergularia Linn.

380. Daemia extensa R. Br. (ছাগলবেটে)
P daemia (Forsk.) Chiov

Genus—Oxystelma R. Br.

381. O. esculentum R. Br. (দুধলতা)

Genus—Gymnema R. Br.

382. G. sylvestre R. Br. (মেড়াশিঙে)

Genus—Sarcostemma Wight

383. S. brevistigma W. & A. (সোমলতা)
S. acidum (Roxb) Voigt

Genus—Hemidesmus. R. Br.

384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

Genus—Asclepias Linn.

385. A. curassavica Linn. (বনকার্পাস; কাকতুণ্ডী)

Genus—Tylophora W. & A.

386. T. asthmatica W. & A. (অন্তমূল)
T. indica (Burm. f.) Merr.

LXVIII Loganiaceae.

Genus—Strychnos Linn.

387. S. nux, vomica Linn. (কুচিলা)
388. S. potatorum Linn. f. (নির্মলী)

LXIX. Gentianaceae.

Genus—Canscora Roem.

389. C. decussata Roem. (ডানকুনি)

Genus—Swertia Ham.

390. S. chirata Ham. (চিরতা)

Genus—Nymphoides.
N. indicum Kuntze.

391. Limanthemum cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

LXX. Hydrophyllaceae.

Genus—Hydrolea Vahl.

392. H. zeylanica Vahl. (ঈশলাঙ্গুলা)

LXXI Boraginaceae.

Genus—Cordia Linn.

393. C. dichotama Forst. f. (বহনারী)
394. C. obliqua Willd (ছোট বহনারী)

Genus—Heliotropium Linn.

395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়ী)

Genus—Trichodesma R. Br.

396. T. indicum R. Br. (ছোটকড়া)
397. T. zeylanicum R. Br. (বড়কড়া)

LXXII. Convolvulaceae.

Genus—Argyreia Sw.

398. A. speciosa Sw. (বীজতারক)

Genus—Ipomoea Linn.

399. I. pes-caprae (Linn.) Sw. (ছাগলখুরী)
400. I. batatas Lamk. (শকরকন্দআলু)
401. I. paniculata R. Br. (ভূঁইকুমড়া)
402. I. nil (Linn.) Roth (নীলকলমী)
403. I. pestigridis Linn (লাঙ্গলীলতা)
I. aquatica Forsk.
404. I. reptans (Linn.) Poir. (কলমীশাক)

Genus—Operculina Manso.

405. O. turpethum (Linn.) Silva Manso. (দুধকলমী, তেউড়ী)

Genus—Quamoclit Linn.

406. Q. pinnata Boj. (তরুলতা)

Genus—Calonyction Boj.

407. C. bona-nox Linn. (দুধকলমী)
C. aculeatum House.

Genus—Evolvulus Linn.

408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

Genus—Cuscuta Roxb.

409. C. reflexa Roxb. (আলোকলতা)

Genus—Erycibe Roxb.

410. E. paniculata. Roxb. (অমোঘা)

LXXIII. Solanaceae.

Genus—Solanum Linn.

411. S. nigrum Linn. (কাকমাচী গুড়কামাই)
412. S. ferox Linn. (বনবেগুন)
413. S. melongena Linn. (বেগুন)
414. S. xanthocarpum Schr. & Wendl. (কণ্টিকারী)

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)
416. S. torvum Swartz. (গোঠবেগুণ)
417. S. trilobatum Linn. (নাভিম্বাবুবী)

Genus—Capsicum Linn.
418. C. frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)

Genus—Daturu Linn.
419. D. fastuosa Linn. Var. alba Clarke. (ধুতুরা)
D. metel Linn.
420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Genus—Hyscyamus. Linn.
421. H. niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)
422. H. muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)
423. H. reticulatus Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

Genus—Nicotiana Linn.
424. N. tabacum Linn. (তামাক)

Genus—Physalis Linn.
425. P. minima Linn. (বনটেপারি)

Genus—Withania Pauq.
426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)
427. W. coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

LXXIV. Scrophulariaceae.

Genus—Herpestis H. B & K.
428. H. monniera (Linn.) H B & K (বিরমী)
Bacopa monnieri (Linn.) Pennell.

Genus—Picrorhiza Royle.
429. P. kurroa Royle ex-Benth. (কটকী)

Genus—Celsia Linn.
430. C. coromandeliana Vahl. (ছোটকুকসিমা)

Genus—Lindenbergia Lehm.
431. L. urticaefolia Lehm. (হলদেবসন্ত)
L. indica (Linn.) O. Kuntze.

Genus—Limnophila R. Br.
432. L. gratissima Blume. (কর্পূর)
433. L. gratioloides R. Br. (কার্পূর)
L. indica (Linn.) Bruce

Genus—Vandellia
434. V. pyxidaria Maxim. (বক পুষ্প)

Genus—Digitalis Linn.
435. D. purpurea Linn. (ডিজিটেলিস্)

LXXV. Bignoniaceae.

Genus—Oroxylum Vent.
436. O. indicum Vent. (শোনা)

Genus—Stereospermum Cham.
437. S.chelonoides DC. (পীতপাটলা)
438. S. suaveolens DC. (পারুল)

LXXVI. Pedalineae.

Genus—Martynia Linn.
439. M. diandra Glox. (বাঘনখা)
M. annua Linn.

Genus—Pedalium Linn.
440. P. murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

Genus—Sesamum Linn.
441. S. indicum DC. (তিল)

LXXVII. Acanthaceae.

Genus—Cardanthera Buch. Ham
442. C. uliginosa Buch. Ham. (কালা)
Synnemauliginsum O. Kurtze.

Genus—Hygrophila R. Br.
443. H. spinosa Anders. (কুলেখাড়া)
Asteracantha longifolia (Linn) Nees.
444. H. salicifolia Nees. (কাকনাসা)

Genus—Adhatoda Ness.
445. A. vasica Ness (বাসক)

Genus—Andrographis Wall.
446. A. paniculata Nees. (কালমেঘ)

Genus—Acanthus Linn.
447. A. ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

Genus—Barleria Linn.
448. B. prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটী)
449. B. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটী)
450. B. strigosa Willd. (নীলঝাঁটী)

Genus - Justicia Linn.
451. J. gendarussa Burm. (জগৎমদন)
452. J. diffusa Willd. (পীতপাপড়া)

Genus—Rhinacanthus Nees.
453. R. Communis Nees (পলক জুঁই)

Genus—Ecbolium A. Kurz.
454. E. linneanum Kurz. (উদুঝাঁতি)

Genus—Rungia Nees.
455. R. parviflora Nees (পিত্তি)

Genus—Peristrophe Nees.
456. P. bicalyculata Ness. (নাসভাগ)